বিজয়-পণ্ডিতের

মহাভারত।

আদি পর্ব্ব।

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

তং বেদশাস্ত্রপরিনিষ্ঠিতশুদ্ধবুদ্ধিং
চর্ম্মাম্বরং সুরমুনীন্দ্রনুতং কবীন্দ্রং।
কৃষ্ণত্বিষং কনকপিঙ্গজটাকলাপং
ব্যাসং নমামি শিরসা তিলকং মুনীনাম্॥
নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ॥
যৈর্ন শ্রুতং ভাগবতং পুরাণং
নারাধিতো যৈঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
হুতং মুখে যৈর্ন ধরামরাণাং
তেষাং বৃথা জন্ম নরাধমানাং॥
দ্বৈপায়নোষ্ঠপুটনিঃসৃতমপ্রমেয়ং
পুণ্যং পবিত্রমথ পাপহরং শিবঞ্চ।
যো ভারতং সমধিগচ্ছতি বাচ্যমানং
কিং তস্য পুষ্করজলৈরভিষেচনেন॥
যো গোশতং কনকশৃঙ্গময়ং দদাতি
বিপ্রায় বেদবিদুষে সুবহুশ্রুতায়।

পুণ্যাঞ্চ ভারতকথাং শৃণুয়াচ্চ নিত্যং
তুল্যং ফলং ভবতি তস্য চ তস্য চৈব ॥
কৃষ্ণ ত্বদীয়পদপঙ্কজপুঞ্জরাস্তে
অদ্যৈব মে বিশতু মানসরাজহংসঃ।
প্রাণপ্রয়াণসময়ে কফবাতপিত্তৈঃ
কণ্ঠাবরোধনবিধৌ স্মরণং কুতস্তে ॥
অচ্যুতানন্দ-গোবিন্দ-নামোচ্চারণভেষজৈঃ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহং ॥

প্রণমহ নারায়ণ পুরুষ-প্রধান।
সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় গুণের নিধান ॥ ১
সংহিতা নবতি লক্ষ সহস্র ত্রিংশত[১]।
মহামুনি ব্যাসদেব রচিল ভারত ॥* ২
সাটি লক্ষ ত্রিংশত নবলক্ষ কৈল শ্লোক।
ভনে নারদমুনি শুনে সর্ব্বলোক ॥ ৩
পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক দেবলোকে শুনি[২]।
দেবগণে পঠন্তি শুনন্তি দেবমুনি ॥* ৪
চতুর্দ্দশ লক্ষ শ্লোক গন্ধর্ব্বলোকে ধ্বনি।
পিতৃলোকে পঠন্তি শুনিলেন মহামুনি ॥* ৫
একলক্ষ শ্লোক মনুষ্যে প্রতিষ্ঠিত।
ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন কৈল যেন রীত ॥* ৬
জন্মেজয় (বসিয়াছে সভার মাঝারে।)
দৈবে ব্যাসমুনি তথা আইলা সত্বরে ॥ ৭
নানাবিধ প্রকারে পূজিল মহীপতি।
ইতিহাসকথা মুনি কহ মহামতি ॥ ৮
মুনির সাক্ষাতে রাজা কৈল নিবেদিত।
তোমার প্রসাদে মুনি জানিব বিহিত ॥ ৯

(১) 'ত্রিংশত'—পাঠান্তর।
(২) পঞ্চদশ লক্ষ শ্লোক ভক্তি হইয়া শুনি।
দেবগণে পঠন্তি শুনন্তি দেবমুনি ॥—পাঠান্তর।

নৃপতির কথা শুনি বোলে মুনিবর।
সকল কহিতে আমি নাহি অবসর॥ ১০
শিষ্যেরে কহিয়া দিল মুনি বিদ্যমানে।
কহিল সকল কথা শুন সাবধানে॥ ১১
এত বলি ব্যাসমুনি গেলা তপোবন।
কহেন বৈশম্পায়ন সকলে শ্রবণ॥ ১২
কিছুমাত্র কহিল আমি কথার সংহতি।
চন্দ্রবংশে আছিল শান্তনু নরপতি॥ ১৩
বহু দর্পে শাসিলা সকল বসুমতী।
স্বরূপে কন্দর্প যেন বুদ্ধে বৃহস্পতি॥ ১৪
শান্তনুর রূপ দেখিয়া জাহ্নবী।
দিব্যরূপ হইয়া আইলা হইয়া মানবী॥ ১৫
দেবকন্যা ভজিল তারে না পরিহরিল।
আপনে দেবের আজ্ঞা শান্তনু পালিল॥ ১৬
দেবচক্রে গঙ্গা হইলা শান্তনুর নারী।
প্রতিজ্ঞা করাইল তারে জাহ্নবী সুন্দরী॥* ১৭
কর্ম্ম করিতে মোরে নিষেধ কর যবে।
তোমারে ছাড়িয়া আমি যাইব তবে॥* ১৮
মদনে মোহিত শান্তনু নরপতি।
দেবনারী প্রতিজ্ঞাত করিলা সম্মতি॥ ১৯
অষ্টবসুরে পূর্ব্বে হইল ব্রহ্মশাপ।
মনুষ্যের পুত্র জন্ম হইল গর্ভতাপ॥* ২০
হেন মতে গঙ্গা রহিল শান্তনুর ঘরে।
গঙ্গা লইয়া শান্তনু সুখে রাজ্য করে॥* ২১
শান্তনুর ঔরসে গর্ভ গঙ্গার রহিল।
অষ্টবসু তথায় জনম হইল॥ ২২

(৩) প্রতিজ্ঞা করিল রাজা না বিচারি মর্ম্ম॥—পাঠান্তর।

সাতপুত্র বিসর্জ্জিল শান্তনু দেখিলা।
গঙ্গার বিচ্ছেদ-ভয়ে কিছু না বলিলা॥ ২৩
অষ্টম কুমার হৈল ভীষ্ম মহামতি।
স্তব বিনয় করি বলেন নরপতি॥ ২৪
আপন তনয় তুমি মার কি কারণ।
ইহা না মারিও তুমি করিলাম সাবধান॥ ২৫
হাসিয়া বলিল শাপ হইল অবসান।
সম্মুখে জাহ্নবী গঙ্গা দেখ বিদ্যমান॥ ২৬
আমা দেখিতে অষ্টবসু ব্রহ্মা আরাধিল।
তে কারণে তাহারে নরমূর্ত্তি দেখাইল॥ ২৭
এই অষ্টবসু জেন অষ্টম কুমার।
রাখিলাম তোমার বোলে সংহতি আমার॥ ২৮
এত বলি পুত্র লইয়া করিলা গমন।
কত কালে করাইল রাজদরশন[৪]॥ ২৯

---

(৪) ধনুর্বিদ্যা তাহারে পঠাইল জলেশ্বরে।
গঙ্গার পুরীত ভীষ্ম অস্ত্রশিক্ষা করে॥
রহিল গঙ্গার জলে বরুণ সন্ধানে।
জলমধ্যে মহাবীর মনুষ্যে না জানে॥
তবে গঙ্গা শান্তনুরে কহেত এ কাজ।
নাহি জান মহাতত্ত্ব তুমি মহারাজ॥
আমি জাহ্নবী দেবী শঙ্করের নারী।
শাপেত ভ্রষ্ট হইয়া এত দুঃখ করি॥
ভীষ্ম হইল অষ্টবসু ব্রাহ্মণের শাপে।
তোমা বীর্য্যে আমাগর্ভে দিল এত তাপে॥
হইল শাপের অন্ত আমি যাই স্বর্গ।
তুমি থাক রাজপুত্র লইয়া বন্ধুবর্গ॥
ত্রস্ত হইল শান্তনু যেহেন বজ্রাঘাত।
স্থির হইয়া কত.ণে কহিলেক বাত॥

তবে সত্যবতী নাম ব্যাসের জননী।
কন্যা কালে জন্মাইল পরাশর মুনি ॥ ৩০
গাএর আমিষ গন্ধ যোজনেক যায়।
রূপ দেখি তাহার যে মুনি মোহ পায় ॥* ৩১
দাসরাজ পুষিল তারে করিয়া যতন।
মৎস্যগন্ধা নাম তার বলে সর্ব্বজন ॥ ৩২

তোহ্মা ভয় হৈতে আর না করিব নারী।
অষ্টপুত্র লইয়া গেল কোন দেবে হরি ॥
পৃথিবীত না রহিল আহ্মার সন্ততি।
অপুত্র করিয়া মোরে রাখিলা যে খ্যাতি ॥
এই শোকে তনু মোর দহে সর্ব্বক্ষণ।
এক পুত্র পাই যদি তোহ্মার কারণ ॥
তবে মনে চিন্তিয়া বলিল ভগবতী।
পাইব উত্তম পুত্র আইস সংহতি ॥
আগে যায় সুরেশ্বরী অন্তরীক্ষ পথে।
পাছে যায় শান্তনু চড়িয়া দিব্য রথে ॥
গঙ্গার তীরে গিয়া রাজা হইল উপস্থিত।
গঙ্গা বলে শুন রাজা বচন পীরিত ॥
জলেত প্রবেশ রাজা করহ সত্বর।
ধরিয়া আনহ তোর পুত্র ধনুর্ধর ॥
গঙ্গার বচন শুনিয়া যুবরাজ।
পুত্র অভিলাষে নামে সমুদ্রের মাঝ ॥
ডুব দিয়া জলেত চাহিল বহু দুর।
না পাই বালক রাজা উঠিল সত্বর ॥
হাসিয়া বোলন্ত গঙ্গা না করিও ভয়।
আহ্মি জলে প্রবেশিয়া আনিমু তনয় ॥
এ বলিয়া জলেত নামিল গঙ্গা মাও।
তুলিয়া আনিল ভীষ্ম যেন সিংহ ছাও ॥
পুত্র সমর্পিল দেবী আশীর্ব্বাদ করি।
শান্তনুরে দিল পুত্র হাতে হাতে করি ॥
(পরাগলী মহাভারত হইতে উদ্ধৃত।)

দাসরাজ কন্যা আছে শুনিয়া কারণ।
তাহা বিভা করিতে যায় শান্তনু রাজন্ ॥ ৩৩
তবে দাসরাজ বলে শুন সুভাজন।
ভীষ্মেরে না করিব তুমি রাজ্যের ভাজন ॥ ৩৪
ভীষ্মেরে না দিবা রাজ্য হেন কথা শুনি।
বিষম বিস্মিত রাজা মনে মনে গণি ॥ ৩৫
ভীষ্ম শুনিয়া যাইল নৃপতি-সমাজ।
বসিয়া সভার মধ্যে নিবেদিল কাজ ॥
নৃপতি-সমাজে নিবেদিল মহামতি।
আপনি করিল সত্য ক্ষম নরপতি ॥ ৩৭
না করিব রাজ্য বাপের চাহিতে।
বিভা না করিব আমি পৃথিবী থাকিতে ॥ ৩৮
এ শরীরে রাজা নহিব পৃথিবীর আমি।
আপনার সুখে রাজা কথা দেহ তুমি ॥ ৩৯
এ বলিয়া সত্যবতী রথে চড়াইল।
আপনে ভীষ্ম রাজারে বিভা করাইল ॥ ৪০
তুষ্ট হইয়া শান্তনু ভীষ্মেরে দিলা বর।
ইচ্ছাত মরণ তোমার পৃথিবী ভিতর ॥ ৪১
সত্যবতীরে রাজা করিল পাটেশ্বরী।
দুই পুত্র উপজিল বিক্রম-কেশরী ॥* ৪২
চিত্রাঙ্গদ নাম এক প্রধান কুমার।
ত্রিভুবনে দর্প বলে সদৃশ নাহি তার ॥* ৪৩
সহোদর কনিষ্ঠ বিচিত্রবীর্য্য নাম।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ প্রতাপে অনুপাম ॥ ৪৪
চিত্রাঙ্গদ রাজা হইল শান্তনুনন্দন।
চিত্রাঙ্গদ পালিলেক্ত সকল ভুবন ॥ ৪৫
চিত্রাঙ্গদ নাম এক গন্ধর্ব্ব নরপতি।
এক নাম শুনিয়া ধাইল শীঘ্রগতি ॥* ৪৬

সহ ভীষ্ম ধাইল সকল গন্ধর্ব্বগণ।
হিরণ্যনদীতীরে ভীষ্মের হইল রণ॥ ৪৭
সম্পূর্ণ বৎসর তিন আছিল সংগ্রাম।
গন্ধর্ব্ব বিদারিল চিত্রাঙ্গদ অনুপাম। ৪৮
তবে ভীষ্ম রাজা কৈল বিচিত্রবীর্য্যক।
আপনে হইলা ভীষ্ম প্রজার পালক॥ ৪৯
কাশিরাজার তিন কন্যা অম্বাদি জানিল।
বিচিত্রবীর্য্য তবে বিভা করাইল॥ ৫০
অম্বা নাম কন্যা তার আছিল কদাচিত।
তাহা প্রাতি।দিল ভীষ্ম মর্য্যাদা প্রভৃত॥ ৫১
অম্বিকা অম্বালিকা বিচিত্রবীর্য্য পাইল।
তাহা সঙ্গেত রাজ্য সুখে গোঞাইল॥ ৫২
অভিনব যৌবনে তাহার যক্ষ্মারোগ হইল।
না হইতে অপত্য বিচিত্রবীর্য্য মৈল॥* ৫৩
রাজার পাত দেখিয়া চিন্তিত সত্যবতী।
ব্যাস আনি যুক্তি করে ভীষ্মের সংহতি॥ ৫৪
ক্ষত্রিয়-ধর্ম্ম আছে শাস্ত্র-উপদেশ[১]।
বৃদ্ধ না হইয়া বংশ জন্মাইব বিশেষ॥* ৫৫
(এ) কারণে ব্যাস মুনি বংশ উপজাইল।
অম্বিকার গর্ব্ভে ধৃতরাষ্ট্র পুত্র হইল॥* ৫৬
মুনি দেখি অম্বিকা ঝাপিল নয়ন[২]।
অন্ধ হইল ধৃতরাষ্ট্র, এই সে কারণ॥* ৫৭
হস্তী দশ সহস্র সমান বল ধরে।
বজ্রের ভাজন রহিল অন্ধ কলেবরে॥ ৫৮
অম্বালিকার গর্ব্ভে পাণ্ডু নরপতি।
শূদ্রার গর্ব্ভে হইল বিদুর মহামতি॥ ৫৯

(১) ক্ষত্রিয়ের সত্য আছে পূর্ব্ব উপদেশ।—পাঠান্তর।
(২) মুনে দেখে অম্বালিকা ঢাকিল নয়ন।—পাঠান্তর।

মুনি মাতঙ্গের সাধ্য হইল হেন কর্ম্ম।
বিদুর জন্মিল যেন সাক্ষাতে ধর্ম্ম ॥ ৬০
পৃথিবী পালেন ভীষ্ম প্রতাপ অপার।
অস্ত্রে শস্ত্রে বিশারদ নিজ কুলাচার ॥ ৬১
গান্ধার রাজার কন্যা আরাধে শঙ্কর।
একশত পুত্র হইতে সতত মাগে বর ॥ ৬২
ভীষ্ম শুনি তাহা ধৃতরাষ্ট্রে বিভা দিল।
পাণ্ডুর বিবাহ নিমিত্ত দূত পাঠাইল ॥ ৬৩
সুর নামে মহারাজা কৃষ্ণের পিতামহ।
সর্ব্বগুণে সম্পূর্ণ রথে ভাল-সহ ॥ ৬৪
পৃথা নামে কন্যা তার বড় রূপবতী।
পরম সুন্দরী যেন মদনের রতি ॥ ৬৫
অনপত্য দেখি তবে ভোজ নরপতি।
পুষিবারে দিল তারে নিষ্ফলা সংহতি ॥ ৬৬
পৃথা নামে সেই কন্যা বড় গুণবতী।
সম ঘরে করিল বিভা পাণ্ডু নরপতি ॥ ৬৭
তবে ভীষ্ম মদ্ররাজা জিনিলাক রণে।
মাদ্রীনামে কন্যা বিভাহ দিলেন আপনে ॥* ৬৮
এই মতে ভীষ্ম বীর সভারে পালন্ত।
মহাসুর মহাবিজ্ঞ মহাবুদ্ধিমন্ত ॥* ৬৯
পাণ্ডু-অভিষেক করি নৃপতি-সিংহাসনে।
যৌবরাজ্যে ধৃতরাষ্ট্র রাজা করিল আপনে ॥* ৭০
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতির আজ্ঞা লইয়া মাথে।
রাজকার্য্য করেন পাণ্ডু নরনাথে ॥* ৭১
চারিদিক্ জিনিয়া নৃপতি কৈল বশ।
মহাসত্ত্ব পাণ্ডুরাজ বিষম সাহস ॥* ৭২
স্ত্রী সঙ্গে গেল পাণ্ডু মৃগয়া করিতে।
প্রবেশিল মহারণ্যে হরিণ মারিতে ॥* ৭৩

এক ঋষি পুত্র তবে ভার্য্যা অনুসারী ।
কৌতুকে শৃঙ্গার করে মৃগরূপ ধরি ॥* ৭৪
মৃগ দেখি রাজা এড়িল পঞ্চ-শর ।
মৃগরূপ মুনিপুত্র ত্যজিল কলেবর[1] ॥* ৭৫
পাণ্ডুরে শাপিল মুনির পুত্র তপোধন ।
কামিনী-সম্ভোগে হইব তোমার মরণ ॥* ৭৬
এত বলিয়া মুনির পুত্র ত্যজিল জীবন ।
অনুশোচি রহিল রাজা সেই তপোবন[2] ॥* ৭৭
অপত্য নহিল মোর ঋষি দিল সাঁপ ।
প্রাণে কত সহিবেক অপত্যের তাপ ॥* ৭৮
কহ গিয়া ভীষ্মেত মোর হইল এই গতি ।
অম্বালিকা মাএরে আর দেবী সত্যবতী ॥* ৭৯
ধৃতরাষ্ট্র বিদুরে কহিও বৃত্তান্ত ।
মুনির সাঁপে পাণ্ডু রাজার হইল অন্ত ॥* ৮০
রাজ্য সুখে কাজ নাই তেজিমু জীবন ।
এত বলিয়া পাণ্ডুএ পাঠাইল দ্বিজগণ ॥* ৮১
ধৃতরাষ্ট্র শুনিয়া বিস্তর করিল শোক ।
সত্যবতী শুনিল যতেক পুরলোক ॥* ৮২
স্বর্গবাসে চলে যায় পাণ্ডু নরপতি ।
কুন্তি মাদ্রী দুই নারী চলিল সংহতি ॥ ৮৩
হিমালয় পর্ব্বত এড়ায় মহাবন ।*
গিরি গন্ধমাদনে দেখিল তপোধন ॥ ৮৪
আপনার দুঃখ কথা সকল কহিল ।*
অপত্য শোক দুঃখ প্রাণে রহিল ॥ ৮৫
তে কারণে যাই আমি প্রাণ উপেক্ষিয়া ।
আজ্ঞা কর মহামুনি সমাধি দেখিয়া ॥ ৮৬

(১) মৃগরূপ ঋষির তেজিল কলেবর ।—পাঠান্তর।
(২) অনুশোচী পাণ্ডু রহিল সেই স্থান ।—পাঠান্তর।

জ্ঞানচক্ষু মেলিয়া বলিল তপোধন।
প্রাণ উপেক্ষসি পাণ্ডু কিসের কারণ॥ ৮৭
পুত্র সব হইব তোর দেব অবতার।
এক এক পুত্রে তোর শাসিব সংসার॥ ৮৮
বর পাইয়া নরপতি আইল সেই বনে।
কুন্তি মাদ্রী সঙ্গে যুক্তি করে অনুক্ষণে॥* ৮৯
ধর্ম্মকথা কহিয়া কুন্তি তাহারে শান্তাইল।
দেবের প্রসাদে আমি পঞ্চপুত্র পাইল॥ ৯০
দুর্ব্বাসা কুন্তিরে পরম মন্ত্র দিল।
সেই মন্ত্রে ধর্ম্মদেব আরাধিল॥* ৯১
ধর্ম্ম ঔরসেত হইল যুধিষ্ঠির।
পৃথিবীত ধর্ম্মশীল নির্ম্মল শরীর॥* ৯২
বায়ু হইতে জন্মিলা বীর বৃকোদর।
দুর্জ্জয় সবিতা সম বলে মহাবল॥৯৩
ইন্দ্র হইতে জন্মিল অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
পৃথিবীতে বীর নাহি তাহার সোসর॥* ৯৪
অশ্বিনীকুমার হইতে হইল দুইজন।
নকুল সহদেব হইল মাদ্রীর নন্দন॥৯৫
সেই কালে পঞ্চ পুত্র হইল উৎপতি।
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে পাণ্ডুর নরপতি॥ ৯৬
কতকালে হইল তবে বসন্ত সময়।
*কামে মোহিত হইল পাণ্ডু মহাশয়॥ ৯৭
নির্জ্জনে মাদ্রীর সঙ্গে করিতে শৃঙ্গার।
ঋষি শাঁপহেতু দেবে করিল সংহার॥* ৯৮
রাজার সংহতি মৈল মাদ্রী রূপবতী।
পঞ্চ পুত্র লইয়া আছে কুন্তী মহাসতী॥* ৯৯
যুক্তি করি শতশৃঙ্গনিবাসি মুনিগণ।
পুত্র সঙ্গে কুন্তিরে চালাইলা ততক্ষণ॥* ১০০

হস্তিনাপুরেতে গিয়া সভা জানাইল।
দেবের প্রসাদে পাণ্ডু পঞ্চ পুত্র পাইল ॥* ১০১
শতশৃঙ্গ পর্ব্বতে পাণ্ডুর প্রাণত্যাগে।
সংহতি হইল মাদ্রী স্বামী অনুরাগে ॥* ১০২
এই পঞ্চ পুত্র সঙ্গে কুন্তি বিদ্যমান।
এত বলি ঋষিগণ হৈল অন্তর্ধ্যান ॥* ১০৩
ঋষিগণ-বচন-প্রমাণ আদরিল।
পুত্র সঙ্গে কুন্তি আনি ধৃতরাষ্ট্রে দিল ॥* ১০৪
একশত পুত্র হইতে গান্ধারী অভিলাষ।
তুষ্ট হইয়া বর দিলা মহামুনি ব্যাস ॥* ১০৫
উদরে হইল গর্ভ দুই বৎসর।
ভর সহিতে নারিয়া চিরিল উদর ॥* ১০৬
নিসরিল গর্ভ তারে বৈদ্য চিকিৎসিল।
মাংস পিণ্ড দেখিয়া গান্ধারী মূর্চ্ছা হইল ॥* ১০৭
তবে ব্যাস মুনি আসি বহু আশ্বাসিলা।
শোক না করিও সতী শত পুত্র পাইলা ॥ ১০৮
একশত কুম্ভ করি ঝাট ঘৃতে ভর।
মাংস পিণ্ড কাটিয়া শত ভাগ কর ॥ ১০৯
ভাগ করি কুম্ভে ফেলে ব্যাস বাক্য শুনি।
এক শত ভাগ হইল অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণী ॥ ১১০
একে একে ঘৃতকুম্ভে ফেলিল তখন।
এক মাংসে জন্মিল এক শত জন ॥* ১১১
জ্যেষ্ঠ হইল দুর্য্যোধন কলি অবতার।
যাহা হইতে কুরু-বংশ হইল সংহার ॥* ১১২
দুর্য্যোধন দুঃশাসন আর বিবিংসতি।
চিত্রসেন দুর্ম্মুখ বিকর্ণ মহামতি[৫] ॥ ১১৩

৫। চিত্রসেন দুর্ম্মুখ বিকর্ণ মহামতি।—পাঠান্তর।

এক শত সহোদর দুঃশলা ভগিনী।
বৈশ্যার গর্ভে জন্মিল যুযুৎসু অভিমানী ॥* ১১৪
একশত পঞ্চ ভাই একত্র বেড়ান্ত।*
শিশু ক্রীড়া করে সবে কারে না ডরান্ত ॥ ১১৫
একশত কুমার একেলা বৃকোদর।
একলা জিনয়ে সভে কেহ নহে সোসর ॥ ১১৬
দুই হাতে দশজন ধরে একেবারে।
জলে নিমজ্জিয়া প্রাণ সভার সংহারে ॥
গাছের উপরে চড়ে শত সহোদর।
তলে থাকি গাছ নাড়ে বীর বৃকোদর ॥ ১১৭
ফল ফুল যেন পড়ে চারি ভিতে।
গাছ হৈতে পড়ে সবে হইয়া মূর্চ্ছিতে ॥ ১১৮
তবে দুর্য্যোধন তাএ চিন্তিল উপায়।
ইহারে মারিতে পারি কেমন উপায় ॥* ১১৯
কালকূট বিষ আনি সন্দেশের ছলে।
বিষলাড়ু দিয়া তারে পেলাইল জলে ॥* ১২০
পাতালে নাবিল ভীম নাহিক চেতন।
বড় ক্রোধে বেড়িয়া দংশিল সর্পগণ ॥* ১২১
বিষে বিষ হরিল চেতন পাইল ভীম।
বন্ধন ছিড়িয়া মারে ভুজঙ্গ অসীম ॥* ১২২
বাসুকি শুনিয়া বহু আশ্বাসিল।
দিব্য বস্ত্র দিয়া বহু রত্ন দিল ॥ ১২৩
দিনান্তরে উঠিল পরম রূপবন্ত।
যত রত্ন আনিল মূল্যের নাহি অন্ত ॥* ১২৪
মা ভাই কান্দন্তি বিদুর মহাশয়।
সভারে কহিলা ভীম ভুবন-দুর্জ্জয় ॥* ১২৫
দুর্য্যোধন-দুষ্টির সভায় নিবেদিল।
বাসুকি রত্ন দিল সভারে কহিল ॥ ১২৬

তবে যুধিষ্ঠির বীর বলিলা বচন ।
আজি হইতে শঙ্কিবা দুষ্ট দুর্য্যোধন ॥* ১২৭
পাঁচ ভাই একত্র যথা তথা কব ।
সাবধান হইয়া সভে আপনা রাখিব ॥ ১২৮
বিচারিয়া ভীষ্ম বীর মনে কৈল সার ।
কেহ অস্ত্র না জানিল কৌরব কুমার ॥ ১২৯
পরশুরামের শিষ্য দ্রোণাচার্য্য নাম ।
দিব্য অস্ত্রে বিশারদ গুণে অনুপাম ॥* ১৩০
তাহা আনি ধনুর্ব্বেদ সভারে পঠাইল ।
দ্রোণাচার্য্য নাম সে প্রথমে জানাইল[২] ॥ ১৩১
একশত পঞ্চ ভাই কর্ণ বীর সনে ।
দ্রোণ দ্বিজ ধনুর্ব্বেদ পঠাইল ক্রমে ॥ ১৩২
দিব্য অস্ত্র পঠাইল অশেষ বিশেষ ।
অর্জ্জুনকে পঠাইল পুত্র নির্ব্বিশেষ ॥* ১৩৩
উপস্কৃত করি কৈল রাজার গোচর ।
পরীক্ষা চাহন্তি ধৃতরাষ্ট্র নৃপবর ॥ ১৩৪
উত্তম চৌতরা কৈল বিচিত্র নির্ম্মাণ ।*
চারিভিতে মঞ্চ কৈল দেবের সমান ॥ ১৩৫
রাজালোক পৌরলোক চাহে চারি ভিতে ।
ধৃতরাষ্ট্র নৃপতি বসিলা হরষিতে ॥ ১৩৬
সোমদত্ত বসিলা বাহ্লিক নরপতি ।
ভীষ্মক বসিলা বিদুর মহামতি ॥* ১৩৭
হরষিত দ্রোণাচার্য্য গেলা রঙ্গমাঝে ।
হাতে অস্ত্র করিয়া কুমার-সমাজে ॥* ১৩৮
গদা লইয়া কস্ত করে ভীম দুর্য্যোধন ।
মহাবল ভীমসেন প্রশংসে সর্ব্বজন ॥* ১৩৯

(২) কৃপনামে আচার্য্য প্রথমে জানাইল ।—পাঠান্তর ।

ধনঞ্জয় দিব্য অস্ত্র করিল সন্ধান।
ধন্য ধন্য করি সবে বাখানে জনে জন॥ ১৪০
অগ্নি সাধিয়া অস্ত্র করিল অনলে।
বরুণ সাধিয়া অস্ত্র নিভাইল জলে॥ ১৪১
বায়ে সাধিয়া করিল লোকের বিস্ময়।
পর্জ্জন্য সাধিয়া অস্ত্র করিল মেঘচয়॥ ১৪২
তোমর অস্ত্র সাধিল এ কাল সম শর।
সাধিয়া পর্ব্বত অস্ত্র করিল ধরাধর॥ ১৪৩
অন্তর্ধ্যান সাধিল অস্ত্র লুকি দিল বনে।
ক্ষণেক দরশন হইল রথের লক্ষণে॥ ১৪৪
ক্ষণে রথ মধ্যে গেল ক্ষণে ভূমিতল।
অস্ত্রশিক্ষা করেন অর্জ্জুন মহাবল॥ ১৪৫
লোহার বরাহ করি অর্জ্জুনে রাখিল।
একেবারে পঞ্চবাণ অর্জ্জুন সাধিল॥ ১৪৬
ধনুকেত গুণ দিয়া অবশেষ।
একবিংশতি বাণ মারিল শেষ॥ ১৪৭
হেন মত অর্জ্জুনের দেখিয়া বিক্রম।
লোকে বলে পৃথিবীত নাহি ইহার সম॥* ১৪৮
শিঙ্গা কোলাহল করে জয়বাদ্য শুনি।
রঙ্গ মধ্যে কারো বোলে কেহ নাহি গণি॥ ১৪৯
হেন কালে কর্ণ বীর হাতে ধনুশর।
বিদুরে আসিয়া বলে সভার ভিতর॥ ১৫০
যত কিছু করিল রণ বীর ধনঞ্জয়।
মুঞি অস্ত্র করম দেখুক নৃপচয়॥ ১৫১
এত বলি অস্ত্র সাধে হাতে ধনুক শর।
প্রজা বিস্মিত হৈয়া চাহে নৃপবর॥ ১৫২
উল্লসিত দুর্য্যোধন শত সহোদর।
আলিঙ্গন দিয়া কর্ণেরে বলিল বিস্তর॥ ১৫৩

আজি হৈতে মিত্র তুমি নাহিক সংশয়।
আমার সনে রাজ্য ভুঞ্জ শুন মহাশয়॥* ১৫৪
কর্ণ বলে সত্য মুঞি শপথ করিব।
পৃথিবীত এক বন্ধু তোমাবে পাইব॥ ১৫৫
অর্জ্জুনের সনে মুঞি কবিমু সংগ্রাম।
তার সঙ্গে যুদ্ধ করি মোর মনস্কাম॥* ১৫৬
ক্রোধ-মুখে অর্জ্জুন হৃদয়ে হৈল লাজ।
কর্ণ আক্ষেপিয়া বলে শুন নৃপ-সমাজ॥ ১৫৭
কর্ণ হের আমি এই করিলাম সত্য।
তোমার খণ্ডাইমু বক্ষ এই লইনু তত্ত্ব॥ ১৫৮
কর্ণ বলে কৌতুক দেখুক সর্ব্বলোকে।
আজি মাথা কাটিযা পেলাইব তোকে॥ ১৫৯
দ্রোণাচার্য্য আজ্ঞা দিল করিবারে রণ।
হাতে অস্ত্র করিয়া উঠিল দুইজন॥ ১৬০
শত ভাই দুর্য্যোধন সাজে মহাবীর।
মহাবীর ধনঞ্জয় অক্ষয় শরীর॥ ১৬১
পুত্রস্নেহে গগনে আইলা দেবরাজ।
ইন্দ্র সনে আইলা দেবতা-সমাজ॥ ১৬২
ভাস্কর খণ্ডাইলা মেঘ কর্ণ বীর চাহি।
অর্জ্জুনেক ছায়া করি মেঘগণ রহি॥* ১৬৩
যথা আছে কর্ণবীর রবির নন্দন।
তথা রৌদ্র হরিলা আপনে তপন॥* ১৬৪
দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ করিতে সাজিল দুইজন।
ধর্ম্ম বুদ্ধি কৃপাচার্য্য বলিল বচন॥ ১৬৫
পৃথিবীপালক বীর পাণ্ডুর নন্দন।
মহীবংশে জনম অর্জ্জুন মহাজন॥ ১৬৬
কাহার তনয় তুমি কহ বীরবর।
আপনা না জান রাধার পুত্রবর॥ ১৬৭

দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ যোগ্য নহে তোমার সমুচিত।
অর্জ্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ নহেত উচিত ॥ ১৬৮
এ বোল শুনিয়া কর্ণবীর পাইল লাজ।
বিষণ্ণ বদন হৈল কুরুর সমাজ ॥* ১৬৯
দুর্য্যোধন বলে বিবিধ জাতি জানি।
প্রথমে কুলীন শূর বলবন্ত গণি ॥ ১৭০
রাজবংশে অর্জ্জুন যুধিষ্ঠির সনে।
যথাতথা জন্ম তার উত্তমে অধমে ॥ ১৭১
আজি ম্রিঞি কর্ণবীরে করিমু নৃপতি।
অঙ্গ-রাজ্যে রাজা করিমু সম্প্রতি ॥ ১৭২
এত বলি অভিষেক করিল সেই ক্ষণে।
রাজব্যবহার না করিল কোন জনে ॥ ১৭৩।
মহাবীর কর্ণ যবে অঙ্গরাজ্য পাইল।
হেন কালে অধিরথ সভা মাঝে আইল ॥ ১৭৪
হরষিত হইল শুনি পুত্র অঙ্গরাজ।
তাহা দেখি কর্ণবীর বড় পাইল লাজ ॥ ১৭৫
উপরোধে কর্ণবীর নমস্কার হইল।
দেখিয়া সকল লোক হরষিত হইল ॥ ১৭৬
ভীমসেন বলে কর্ণ শুনরে বর্ব্বর।
তোর যোগ্য নহে অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥ ১৭৭
সূতপুত্র হইয়া কেন যাহ রাজপথে।
হাতে দণ্ড করিয়া চালাও গিয়া রথে ॥ ১৭৮
অশ্বারোহণ বিনে নাহি তোর যোগ।
কোথায় যজ্ঞের অন্ন কুকুরের ভোগ ॥* ১৭৯
ভীমের বচন শুনি কাঁপিছে শরীর।
নিশ্বাস ছাড়িয়া কর্ণ চাহে দিবাকর ॥ ১৮০
ক্রুদ্ধ হইল দুর্য্যোধন উঠে লাফ দিয়া।
মত্তমত্ত গজ যেন উঠিল ডাকিয়া ॥ ১৮১

রণেত প্রধান হয় ক্ষত্রিয় জাতি।
কি করিবে কুলে শীলে কি করিবে খ্যাতি ॥* ১৮২
শুন মূঢ় বচন বলি আমি তোকে।
জল হইতে জন্মিল অনল হইল লোকে ॥ ১৮৩
দধীচির অস্থি বজ্র ধরে সুরপতি।
কুম্ভ হইতে জন্মিলা অগস্ত্য মহামতি ॥* ১৮৪
কৃত্তিকার পুত্র হইল কার্ত্তিকেয় গণি।
শরবনে জন্মিলা গোমত মহামুনি ॥ ১৮৫
ভরত-বংশে জন্ম জানত আপনে।
কলসে জন্মিলা দ্রোণ দেখ বিদ্যমানে ॥* ১৮৬
এত বলি সভাত উঠিলা হাহাকার।
প্রলয় কালেত যেন জগৎ-সংহার ॥ ১৮৭
তবে সূর্য্য-অবশেষ ভাগিল সমাজ।
পাত্র মিত্র সহিত উঠিল কুরুরাজ ॥ ১৮৮
কৌরব পাণ্ডবে গেলা আপন ভুবন।
অর্জ্জুন-কর্ণ-প্রশংসা করিল সর্ব্বজন ॥ ১৮৯
মহাভারতের কথা অমৃতের সার।
পদে পদে বৈসে যার ধর্ম্ম অবতার ॥ ১৯০
বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী।
শুনিলে আপদ খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ ১৯১
নমস্কার করি যেবা শুনেত শ্রদ্ধায়।
তাহার আপদ সব কিছুই না রয় ॥ ১৯২

ধৃতরাষ্ট্র ও দুর্য্যোধনের মন্ত্রণা।

হেন মতে পাণ্ডব আছিল কত কাল।
করিল অনেক কর্ম্ম পৌরুষ বিশাল ॥* ১৯৩

প্রজালোক ঘরে ঘরে চাতরে চাতরে।
আপন পৈতৃক রাজ্য পাউক যুধিষ্ঠিরে ॥ ১৯৪
বিদুর সহিত ভীষ্ম বীর যুক্তি করে।
রাজ্যের ভাজন হৈল রাজা যুধিষ্ঠিরে ॥ ১৯৫
দুর্য্যোধন শকুনি আর দুঃশাসন।
পাণ্ডব মারিতে যুক্তি করে অনুক্ষণ ॥* ১৯৬
ধৃতরাষ্ট্র রাজা বলে শুন দুর্য্যোধন।
তুমি সব না হইলা রাজ্যের ভাজন ॥ ১৯৭
পাণ্ডবে পাইল রাজ্য তুমি উদাসীন।
যুধিষ্ঠির পাইল রাজ্য তুমি রাজ্যহীন ॥* ১৯৮
যাবৎ না হয় লোকে অনুরাগ।
এবেত চিন্তহ তুমি কর্ত্তব্য ভাগ ॥ ১৯৯
শোকাকুল হইয়া রাজা পাণ্ডব পোকযে।
ক্ষুধায় অন্ন না খায় নিদ্রা না আইসে ॥ ২০০
মহামন্ত্রী কলিঙ্গ আনিল ডাক দিয়া।
মন্ত্রণা করেন রাজা নির্জ্জনে বসিয়া ॥* ২০১
পুত্র সব দুর্ব্বল মোর হৈল কর্ম্মের দোষ।
বলবন্ত পাণ্ডুপুত্র মোর নহেত সন্তোষ ॥ ২০২
সহিতে না পারি আমি পোড়েত হৃদয়।
কি করিব যুক্তি বল শুন মহাশয় ॥ ২০৩
ধৃতরাষ্ট্র-বাক্য শুনি কলিঙ্গ বলিল।
বহুবিধ মন্ত্রভেদ উপায় উদ্দেশিল ॥ ২০৪
রাখিব আপন ছিদ্র আপন শরীর।
পরছিদ্র দেখিয়া উঠিব মহাবীর ॥ ২০৫
বনে উপাড়িয়া বৃক্ষ না এড়িব বনে।
অর্দ্ধখণ্ড কণ্টক ভাঙ্গিব প্রজাগণে ॥ ২০৬
বধিলে প্রশংসিব শত্রুরে অবশ্য।
মহাজন ইতিহাস কহিল অবশ্য ॥ ২০৭

বিচারিব ভাল মতে করিব বিচার।
বিক্রম কালে বিক্রম করিব বিশাল ॥ ২০৮
সময় চাহিয়া করিব মহারণ।
পলাইলে পলাইব শোভন পলায়ন ॥* ২০৯
দুর্ব্বল দেখিয়া রিপু না করিব হেলা।
মহাবন দহে যেন অগিনির কণা ॥* ২১০
দেখিয়া নাদেখিব শুনিয়া না শুনিব।
সাবধানে শক্রর মন উদ্ধারিব ॥* ২১১
সাবধানে কবিব শক্রর অন্ত মূল।
শাখা নোঙাইযা যেন গাছের পাড়ে ফুল ॥ ২১২
যত তুমি কহিলা কহিলাম তত্ত্বসার।
পাণ্ডুপুত্র হইতে রক্ষ পুত্র আপনাব ॥ ২১৩
এত বলি মন্ত্রী কলি' চলিলা নিজ স্থান।
চিন্তাকুল ধৃতরাষ্ট্র নাহি তাহে জ্ঞান ॥* ২১৪
শিষ্ট জন পুছিলেন পাইলেন উত্তর।
অশিষ্ট জন পুছিলে হয় অথান্তর ॥* ২১৫
দুর্য্যোধন সঙ্গে যুক্তি করিলেন সার।
জতুগৃহ কবহ পাণ্ডব দহিবাব ॥* ২১৬
ডাকিয়া আনিল পাত্র পুরঞ্জন।
নির্জ্জনে আনিয়া তারে কহিল কথন ॥* ২১৭
নগর ধারণ করহ বড় উপস্কার।
জতুগৃহে করহ পাণ্ডব রহিবার ॥ ২১৮
কুন্তী সঙ্গে পাঁচভাই প্রবেশিব যবে।
খুলিয়া দ্বার জোগৃহে অগ্নি দিব তবে ॥* ২১৯
গৃহদাহে মরিল হেন করিব বিচার।
এই মতে হইব পাণ্ডব-সংহার ॥* ২২০
রাজার আদেশ পাইয়া পুরঞ্জন।
হেন মতে আসি কৈল জোয়ের ভুবন ॥* ২২১

ইঙ্গিতে জানিল তাহা বিদুর সুমতি।
পাণ্ডবেরে কহিলেক সঙ্কেত সংহতি ॥* ২২২
যুধিষ্ঠির আনিয়া কহিলা নরপতি।
নগর বারণাবতে উত্তম বসতি ॥* ২২৩
কুন্তীসঙ্গে পাঁচভাই কর তথা বাস।
অতিরম্য নগর পূরিবে অভিলাষ ॥* ২২৪
প্রণমিয়া রাজারে বলিলা পাঁচজন।
আগে গিয়া পাঁচজন করি নিরীক্ষণ ॥ ২২৫
রহিলেন তথা গিয়া পাঁচ সহোদর।
মহা উল্লাসিত হৈল সকল নগর ॥* ২২৬
বিদুরের বচন জানেত নৃপবর।
বিদিত কবিলে হয় অনর্থ বিস্তর ॥* ২২৭
হেন কালে বিদুর দূত একজন।
সতর্ক রূপে পাঠাইল জৌয়ের ভবন ॥ ২২৮
কহিলেক গিয়া কথা রাজ-বিদ্যমান।
আজি রাত্রি অবধি থাকিবে সাবধান ॥ ২২৯
জৌগৃহে অগ্নি দিবে দুষ্ট পুরঞ্জন।
এই পথে বাহির হইয়া তোমা যাও বন ॥ ২৩০
পঞ্চপুত্র সঙ্গে এক চণ্ডাল যুবতী।
অন্ন খাইয়া তথা রহিল সে রাতি ॥* ২৩১
দ্বারে শুইয়াছে পুরঞ্জন দুরাচার।
নিশাভাগে নিদ্রা গেল ঘোর অন্ধকার ॥* ২৩২
যে ঘরে আছিল দুর্ম্মতি পুরঞ্জন।
তাহাতে অগ্নি দিল পাণ্ডুর নন্দন[২] ॥ ২৩৩
জৌগৃহে অগ্নি দিয়া সুড়ঙ্গে সাঁদাইল।
কুন্তীসঙ্গে পাঁচভাই নদীকূলে গেল ॥ ২৩৪

(২) যে ঘরে আছিল দুরন্ত পুরঞ্জন।
তথা অগ্নি দিল ভীম বায়ুর নন্দন ॥—পাঠান্তর

বিদুরের অমাত্য ধীবর একজন।
নৌকা আনি পার করিল পাঁচজন ॥ ২৩৫
নদী তরি পাঁচজন বনে সাঁদাইল।
জৌগৃহে অগ্নি তবে গগন পাইল ॥ ২৩৬
লোক সব বেড়িল নগর কোলাহল।
ভূমিত পড়িয়া কাঁদে লোক সকল ॥* ২৩৭
হাহা ধর্ম্ম বৃকোদর নকুল কুমার।
হাহা কুন্তি জননী লক্ষ্মী অবতার ॥* ২৩৮
হাহা অর্জ্জুন সহদেব করিল পুরজনে।
তোমাক পোড়ায়া দুষ্ট মারিল কি কারণে ॥ ২৩৯
পঞ্চপুত্র মরিযাছে নিষাদেব নারী।
তাহা দেখিয়া কাঁদে সভে প্রত্যয করি ॥* ২৪০
ধৃতরাষ্ট্র রাজারে কহিলা গিযা যবে।
অন্তঃপুরে মহারোল পড়িল তবে ॥ ২৪১
বিস্তর কাঁদিল ধৃতবাষ্ট্র দুর্ম্মতি।
জ্ঞাতি সব কাঁদিল বিদুর মহামতি ॥* ২৪২
কর্ম্ম করিতে আজ্ঞা দিল কুরুরাজ।
বহু রত্ন দান দিল ব্রাহ্মণ-সমাজ ॥ ২৪৩
নদীতীরে পাঁচভাই কুন্তী পুত্রবতী।
মহাবন প্রবেশিয়া যায় শীঘ্রগতি ॥* ২৪৪
হাঁটিতে না পারে দেবী তৃষ্ণায় বিকল।
কাঁধে করি মায়েরে লইল বৃকোদর ॥ ২৪৫
সহদেব নকুল কোলেত করিয়া।*
যুধিষ্ঠির অর্জ্জুন লইল হাতে ধরিয়া ॥ ২৪৬
মহাকায় হইল বীর পর্ব্বত আকার।
চরণের ভরে করে পৃথিবী বিদার ॥ ২৪৭
উরুঘাতে বৃক্ষ ভাগে পত্র পড়ে ঘনে।
ফল পুষ্প ছিঁড়িয়া পড়ে মহাবৃক্ষগণে ॥* ২৪৮

সন্ধ্যাকালে সভে হইলা ক্ষুধায় পীড়িত।
ক্ষুধায় পীড়িত দেবী তৃষ্ণায় জড়িত ॥ ২৪৯
রাজার কুমারী কুন্তী সহিল সর্ব্ব দুখ।
তৃষ্ণায় আকুল হৈল সুখাইল মুখ ॥* ২৫০
বটবৃক্ষতলে নিয়া থুইল বৃকোদর।
জল অন্বেষণে যায় আর বনান্তর ॥* ২৫১
হ্রদ এক পাইল গিয়া বনের ভিতর।
স্নান করি জল লইয়া আইল সত্বর ॥ ২৫২
আসিয়া দেখিল ভীমসেন মহাবল।
নিদ্রা যায় জননী পড়িয়া ভূমিতল ॥* ২৫৩
নিদ্রা যায় চারি ভাই নাহিক চেতন।
বিলাপয়ে ভীমসেন পাণ্ডুর নন্দন ॥* ২৫৪
বিচিত্রবীর্য্যের বধূ রাজার দুহিতা।
পাণ্ডুর মহিষী মোর মাতা পতিব্রতা ॥* ২৫৫
ভূমিতলে পড়িয়াছেন ক্ষুধায় বিকল।
ভূমিত পড়িয়াছেন চারি সহোদর ॥* ২৫৬
ধৃতরাষ্ট্র দুরাচার করিল কোন্ কর্ম্ম।
মহাকুলে জন্মিয়া না চিন্তিল ধর্ম্ম ॥* ২৫৭
দুর্য্যোধন সহোদর পাপিষ্ঠ দুর্ম্মতি।
কর্ণ সনে তাহারে লোটাইব বসুমতী ॥ ২৫৮
হেনকালে হিড়িম্ব রাক্ষস মহাবল।
মনুষ্যের গন্ধ পাইয়া হইল বিকল ॥* ২৫৯
মহা উচ্চ শাল বৃক্ষে থাকিয়া তখন।
দূরে থাকিয়া দেখিলেক মনুষ্য ছয় জন ॥* ২৬০
পাঠাইল হিড়িম্বা ভগিনী তাহার।
ছয় জন মনুষ্য ধরিয়া আনিবার ॥ ২৬১
হিড়িম্বা দেখিল গিয়া যেন শালতরু।
বৃকোদর বসিয়াছে পরাক্রমে উরু ॥* ২৬২

কামভাবে হিড়িম্বা ভজিল বৃকোদর।
হিড়িম্ব পাঠাইল মোর ভাই সহোদর ॥* ২৬৩
ছয় জন মনুষ্য ধরিয়া আনিতে মোরে।
বিস্তর বলিয়া ভাই পাঠাইল মোরে ॥* ২৬৪
তোমারে দেখিয়া ভুলিল মোর মন।
আপন পরিচয় দিল শুন মহাজন ॥ ২৬৫
এই সুন্দর নারী দেখি যে শয়নে।
কি নাম ইহার হেথায় কি কারণে ॥* ২৬৬
তোমারে দেখিযা পতি নিশ্চয় করিল।
হিড়িম্ব ভাইরে মুঞি সবে ডরাইল ॥ ২৬৭
হিড়িম্বার বচন শুনিয়া বৃকোদব।
ঈষৎ হাসিয়া তারে দিলেন উত্তব ॥* ২৬৮
মা ভাই নিদ্রা যায় জাগি একেশ্বর।
কি করিতে পারে মোরে রাক্ষস ভয়ঙ্কব ॥* ২৬৯
যক্ষ গন্ধর্ব্ব মোর না সহে বিক্রম।
কি করিতে পারে মোরে রাক্ষস অধম ॥* ২৭০
এই খানে থাক ভয় না করিহ বিশেষ।
নহে কেন হিড়িম্ব থাকুক এই দেশ ॥* ২৭১
ভগ্নীর বিলম্ব দেখিয়া নিশাচর।
ক্রুদ্ধ হইয়া আইসে ভীমের বরাবব ॥ ২৭২
দেখিলেক ভগ্নী মনুষ্যরূপ ধরি।
কামে মোহিত হয়ে ভীম অনুচারি ॥* ২৭৩
জ্বলন্ত অনল যেন ঘৃত দিল ধারে।
ক্রুদ্ধ হয়ে হিড়িম্ব যায় ভগ্নী মারিবারে ॥ ২৭৪
মোর আহারে বিঘ্ন পাতিলে পাপমতি।
তোমারে পাঠাইব যমের বসতি ॥* ২৭৫
এত বলিয়া ভগ্নীরে মারিবারে যায়।
আগুসরি ভীমসেন তাহারে বুঝায় ॥ ২৭৬

শুন হে রাক্ষস জাতি নহে ধর্ম্মবুদ্ধি।
স্ত্রীবধ-পাতকের নাহি জান শুদ্ধি ॥* ২৭৭
মোর কামপত্নী হয় তোমার ভগিনী।
তাহারে আক্ষেপ কর লজ্জা নাহি গুণি ॥ ২৭৮
যত শক্তি থাকে তোর পরাক্রম কর।
আজি তোরে মারিয়া পাঠাই যম-ঘর ॥ ২৭৯
ইহা শুনি ক্রুদ্ধ হইল হিড়িম্ব নিশাচর।
দুই জনে মহাযুদ্ধ হইল বিস্তর ॥ ২৮০
দুই মত্ত হস্তী যেন অরণ্যে আকুল।
শাল তমাল গাছ ভাঙ্গিল বহুল ॥ ২৮১
দোঁহে মহাবলবন্ত দুই মহাযোধ।
পৃথিবী কাঁপয়ে দেখি দুহার বিরোধ ॥ ২৮২
কুন্তী সঙ্গে চারি ভাই হইল নিদ্রাভঙ্গ।
দুই বীরে যুদ্ধ যেন মত্ত মাতঙ্গ ॥ ২৮৩
কুন্তী পুছন্তি বিস্ময় করি মনে।
কে তুমি কাহার কন্যা আইলা কি কারণে ॥* ২৮৪
শুনিয়া কুন্তীর কথা হিড়িম্বা কহে সার।
জাতি রাক্ষসী আমি মনুষ্য আকার ॥* ২৮৫
ভাই মোর হিড়িম্ব পাঠাইল যত্ন করি।
পাঁচ পুত্র সঙ্গে তোমারে লইতে ধরি ॥* ২৮৬
তোমার কুমার-রূপ দেখি কৈনু পতি।
মনে চিন্তিয়া তাঁহে করিনু ধর্ম্মপতি ॥ ২৮৭
মোর বিলম্ব দেখি হিড়িম্ব দুরাচার।
কালান্তক যম যেন আইল মারিবার ॥* ২৮৮
তোমার পুত্রের সঙ্গে করে মহারণ।*
লতা বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া শূন্য করিল বন ॥ ২৮৯
এত শুনিয়া চারি ভাই উঠিল সত্বরে।*
*সমর দেখন্তি রাক্ষস-বৃকোদরে ॥ ২৯০

অর্জ্জুন বলেন ভীম না করিহ ভয়।
দুই ভাই মিলিয়া মারিব রাক্ষস দুর্জ্জয় ॥* ২৯১
যদি বা জয়দ দেখ রাক্ষস কুমার।
তুমি থাক আমি উহা করিব সংহার ॥* ২৯২
এ বাক্য শুনিয়া রুষিল বৃকোদর।
সিংহ যেন মৃগ ধরে বনের ভিতর ॥ ২৯৩
হিড়িম্ব ধরিয়া ফেলিল সত্বরে।*
পাছাড়ে পড়িয়া রাক্ষস গেল যম ঘরে ॥ ২৯৪
হিড়িম্বী রাক্ষসী কুন্তীরে বিস্তর সম্ভাষিল।
যুধিষ্ঠির রাজার চরণে বহু আরাধিল ॥* ২৯৫
আজ্ঞা দিল কুন্তী দেবী আর যুধিষ্ঠির।
হিড়িম্বা পরিণয় কর বৃকোদর বীর ॥ ২৯৬
মায়াবুদ্ধি রাক্ষসী বিস্তর মায়া জানে।
মায়ামূর্ত্তি ধরিয়া বেড়ায় বনে বনে ॥* ২৯৭
যখন গর্ভ হয় প্রসবে তখনে।
জন্মিলে রাক্ষস যুদ্ধ করে সেইক্ষণে ॥ ২৯৮
ভীম হিড়িম্বা বেড়ায় নানা বেশে।
নানা গিরি কন্দর কৌতুকে নানা দেশে ॥* ২৯৯
বিচিত্র বিমানে চড়ি কাননে বেড়ায়।
নানা কুতূহলে নিত্য কুঞ্জে খেলায় ॥ ৩০০
মণিরত্ন বিচিত্র উপবনে মনোহর।
রম্য রম্য যত স্থান পৃথিবী ভিতর ॥ ৩০১
হিড়িম্বার পুত্র হইল ঘটোৎকচ নাম।
অস্ত্র শস্ত্র মায়াত সকল অনুপাম ॥* ৩০২
ত্রিভুবনে দুর্জ্জয় দেখিতে ভয়ঙ্কর।
কবচকুণ্ডলধারী মহাধনুর্দ্ধর ॥* ৩০৩
হিড়িম্বা রাক্ষসী তবে কহিল রসময়।
স্মরণ করিলে আসিব শুন মহাশয় ॥* ৩০৪

আপনার দেশে যাই পুত্রের সহিত।
স্মরণে আসিব আমি তোমার বিদিত ॥* ৩০৫
আজ্ঞা দিলা কুন্তীদেবী ভীমের আদেশে।
প্রণমিয়া হিড়িম্বা চলিল নিজ দেশে ॥* ৩০৬
মৎস্য চেদি পঞ্চাল বেড়ান ত্রিগর্ত্ত।
কৌরববর্জ্জিত দেশ সকল বৃত্তান্ত ॥ ৩০৭
কত কালে ব্যাজে ব্যাস সঙ্গে হৈল দরশন।
পুত্র সঙ্গে কুন্তী গিয়া বন্দিল চরণ ॥* ৩০৮
পুত্রবধূ দেখি ব্যাস হইলা সকরুণ।
কুন্তী জানাইল পুত্রের যত গুণ ॥ ৩০৯
পৃথিবীত রাজা হইব তোমার তনয়।
অচিরাৎ হইব সব কুরুকুলক্ষয় ॥* ৩১০
একচক্রা নাম আছে উত্তম নগরী।
পুত্র সঙ্গে যাও তথা আপনা নিস্তারি ॥* ৩১১
ব্যাসেরে প্রণাম করি চলিলা সত্বর।
একচক্রা পাইলা গিযা পঞ্চ সহোদর ॥* ৩১২
কৌতুকে আছেন তথা ব্রাহ্মণের ঘর।
ভিক্ষা করেন পাঁচ ভাই নগরে নগর ॥* ৩১৩
ভিন্ন ভিন্ন ভিক্ষা করেন পাঁচ ভাই।
সবে আনিয়া দেন মায়ের ঠাঁই ॥* ৩১৪
মায়ে ভাগ করিয়া দেন অর্দ্ধেক বৃকোদর।
মায়ের সঙ্গে অর্দ্ধেক চারি সহোদর ॥* ৩১৫
একদিন চারি ভাই ভিক্ষায় চলিল।
জননীর কাছে ভীম বসিয়া রহিলা ॥* ৩১৬
ব্রাহ্মণের ঘরে শুনে ক্রন্দনের রোল।
আর্ত্তনাদে কাঁদে সবে না শুনে কার বোল ॥* ৩১৭
সহিতে না পারে কুন্তী দয়ালু হৃদয়।
সাক্ষাতে আছেন বৃকোদর মহাকায় ॥* ৩১৮

ভীমেরে বলেন কুন্তী শুন পুত্রবর।
এতকাল ছিলাম ব্রাহ্মণের ঘর ॥* ৩১৯
দৈব আপদ পড়িল হেন প্রায় দেখি।
কেমতে রহিব আমি তাহাবে উপেক্ষি ॥ ৩২০
ব্রাহ্মণেব আপদ পুত্র করহ সংহার।
নিঃশঙ্কে থাকে যেন ব্রাহ্মণ-পরিবাব ॥ * ৩২১
মায়ের বচনে ভীম হইল সন্ধানি।
হাতে গদা ধরিয়া উঠিল তখনি ॥ ৩২২
কেমত আপদ তাব জিজ্ঞাসিয়া চাহি।
ব্রাহ্মণের পুবী মধ্যে কুন্তী গেলা ধাই ॥ ৩২৩
দেখেন ব্রাহ্মণ কাঁদে ব্রাহ্মণী সহিত।
পুত্রকন্যা কোলে করিয়া কাঁদে সমোদিত ॥ ৩২৪
জিজ্ঞাসিল কুন্তীদেবী দয়ালু হৃদয়।
তোমরা কান্দহ কেন কহত আমায ॥ ৩২৫
কাহা হইতে আপদ হয কহ সমাধান।
কি করিলে হইব তোমার পরিত্রাণ ॥* ৩২৬
কুন্তীব বচন শুনি বলেন ব্রাহ্মণ।
আপদ তবায় হেন আছে কোনজন ॥* ৩২৭
বকনাম রাক্ষস আছে যে মহাবল।
আপন প্রভাবে শাসে সকল নগর ॥ ৩২৮
একচক্রা নগরে তাহার বসতি।
মনুষ্যের মাংসে তার তুষ্ট হয নিতি ॥ ৩২৯
ঘর প্রতি অন্ন জনেক তাহাব উপহার।
আজি আমার ঘবেত তাহার আহার ॥ ৩৩০
বার বৎসর অন্তে পঞ্চক একবার।
আমি মুক্ত নহি অন্ন কিনিবার ॥ ৩৩১
এই মোর পুত্র শিশুকন্যা গুণমতী।
এই মোর ধর্ম্মপত্নী পতিব্রতা সতী ॥* ৩৩২

তাহারে বলিয়া দিয়া ঘরে যদি যাই।
সবারে খাইব ধরি কেহ না এড়াই ॥ ৩৩৩
পলাইতে নাহি ঠাঁই পৃথিবী ভিতরে।
সর্ব্বনাশ করিব অসুর ভয়ঙ্করে ॥* ৩৩৪
ব্রাহ্মণ বচন শুনি কুন্তী বলিল।
দগ্ধ কপোতে যেন অমৃত সেচিল ॥* ৩৩৫
একপুত্র তোমার দুহিতা তপস্বিনী।
প্রধান পুরুষ তুমি গৃহিণী ব্রাহ্মণী ॥* ৩৩৬
এক পুত্রের কারণে তোমার পরিহার।
পরিত্রাণ করে হেন নাহিক তোমার ॥* ৩৩৭
দুঃখ পরিহর শুন আমার বচন।
পঞ্চপুত্র আমার আছয়ে বিদ্যমান ॥* ৩৩৮
একপুত্রে তোমার করিবে পরিত্রাণ।
আজ্ঞা করহ ব্রাহ্মণ করহ অবধান ॥ ৩৩৯
ব্রহ্মবধ হইব হেলা না করিহ ভয়।
পুত্র মোর মহাবল ভুবন দুর্জ্জয় ॥ ৩৪০
আমার পুত্র দেখিয়া মারিবে রাক্ষস।
অনেক সংগ্রাম করি পাইয়াছে যশ ॥ ৩৪১
কুন্তীর বচনে বিপ্র হরষিত হইল।
বক রাক্ষসের তরে বলি পাঠাইল ॥* ৩৪২
কুন্তী আসি কহিলেন ভীম বিদ্যমান।
শুনিয়া সসজ্জ হৈয়া আইলা ততক্ষণ ॥ ৩৪৩
লেহ্য পেয় চর্ব্য চোষ্য ব্যঞ্জন বহুবিধি।
পাত্রে করিয়া ব্রাহ্মণ আনিল নানাবিধি ॥ ৩৪৪
রন্ধনীত অন্ন লইয়া ভীমসেন বীর।
রাক্ষসের তরে ডাকে নির্ভয় শরীর ॥* ৩৪৫
আরে বক রাক্ষস আসিয়া খাও বলি।*
এত বলি অন্ন খায় ভীম কুতূহলী ॥* ৩৪৬

অন্ন খায় মহাবীর করে অহঙ্কার।
ক্রুদ্ধ হইয়া আইসে বক ভীম মারিবার ॥* ৩৪৭
অন্ন খায় ভীমসেন না করে তরাস।
রাক্ষস পানে চাহিয়া করে উপহাস ॥* ৩৪৮
দুই চক্ষু রাঙ্গা করি চাহে বকবীর।
এক দৃষ্টি করি চাহে ভীমের শরীর ॥ ৩৪৯
পৃষ্ঠে আসি বক বীর দুই হাতে মারে।*
তবু বসি অন্ন খায় ভীম মহাবীরে ॥* ৩৫০
বৃক্ষ উপাড়িয়া মারে ভীমের মাথে।
আচমন করিয়া ধরিল দুই হাতে ॥ ৩৫১
পুন বৃক্ষ উপাড়িযা মারে বক বীর।
বৃক্ষ ফিরাইয়া মারে নির্ভয় শরীর ॥ ৩৫২
বৃক্ষময় আছিল নির্বৃক্ষ হইল বন।
অন্যে অন্যে বাহু যুদ্ধ আছি দুইজন ॥ ৩৫৩
দুইজনে মহাযুদ্ধ আছিল দড়মড়ি।
সকল বৃক্ষ ভাঙ্গিল শুনি মড় মড়ি ॥ ৩৫৪
পৃষ্ঠে জানু দিযা ভীম গ্রীবা ধরিল।
কটীদেশ ভাঙ্গি তার প্রাণ সংহারিল ॥* ৩৫৫
বদনে রুধির ছাড়ি মরিল রাক্ষস।
জয় পাইল ভীমসেন কুন্তী পাইল যশ ॥ ৩৫৬
বক মারি ভীমসেন কুন্তীরে বন্দিল।
ভাই যুধিষ্ঠির তবে আলিঙ্গন দিল ॥ ৩৫৭
এই মতে আছিলা নগরে কতকাল।*
ব্যাসমুনি পুন আইলা আর বার ॥ ৩৫৮
পুত্র সঙ্গে কুন্তী তার বন্দিলা চরণ।
আশীর্ব্বাদ করিল ব্যাস তপোধন ॥ ৩৫৯
ব্যাসদেব কহিলেন শুন পঞ্চজন।
ব্রাহ্মণের কন্যা পূর্ব্বে আছিল একজন ॥ ৩৬০

মহা তপস্বিনী কন্যা আরাধে শঙ্কর।
পুনঃ পুনঃ তাঁর ঠাঁঞি চাহে পতিবর ॥ ৩৬১
তুষ্ট হইয়া বর দিলা আপনি শঙ্কর।
পঞ্চস্বামী হইবে ত্রৈলোক্যসুন্দর ॥ ৩৬২
প্রণতি করিয়া কন্যা বলিল আরবার।
পঞ্চপতি হইবে মোর কুলের আঁথার ॥* ৩৬৩
শিব বলে কন্যা কি দোষ আমার।
স্বামী বর তুমি চাহিলা পাঁচবার ॥ ৩৬৪
সে কারণে তোমার হইব পঞ্চ পতি।
তথাচ পৃথিবীত তুমি এক সতী ॥ ৩৬৫
সে কন্যা জন্মিল দ্রুপদ রাজার ঘরে।
বিধাতা সৃজিল কৌরব নাশেরে ॥* ৩৬৬
দ্রুপদের পুত্র জন্মিল দ্রোণ মারিবারে।
অযোনিসম্ভবা কুমারী কুমারে ॥* ৩৬৭
দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরে আসিব নৃপচয়।
পাঁচজনে করিব তাহার পরিণয় ॥ * ৩৬৮
এত বলি মুনিবর হৈল অন্তর্ধান।
কুন্তী সঙ্গে পাঁচ ভাই চলিলা তখন ॥ ৩৬৯
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি করিলা গমন।
দক্ষিণ পাঞ্চালে গেলা এড়াইয়া সর্ব্ববন ॥ ৩৭০
কুম্ভকারের বাড়ীত বসেন সেই দেশে।
ভিক্ষায় সেবা করেন ব্রাহ্মণের বেশে ॥ ৩৭১
শাস্ত্র-ব্যবস্থায় আনি যজ্ঞের আয়োজন।
পুত্র-ইষ্ট যজ্ঞ করে দ্রুপদ রাজন্ ॥ ৩৭২
অগ্নি হইতে জন্মিল ধৃষ্টদ্যুম্ন মহামতি।
দুহিতা জন্মিল দ্রৌপদী গুণবতী[1] ॥ ৩৭৩

(১) বেদী হইতে জন্মিল দ্রৌপদী গুণবতী।—পাঠান্তর।

অযোনিসম্ভবা কন্যা জন্মিল যখন।
আকাশেত দৈববাণী হইল তখন ॥* ৩৭৪
এই কন্যা হইতে হইব কুরুনাশ।
এই পুত্র হইতে হইব দ্রোণের বিনাশ ॥ ৩৭৫
তখন দ্রুপদ রাজা মনে কৈল সার।
এই কন্যার স্বামী হইব অর্জ্জুন দুর্ব্বার ॥* ৩৭৬
জৌগৃহে দাহন কিছু না নিল প্রত্যয়।
দেব হইতে রক্ষা পাইল পাঁচ মহাশয় ॥ ৩৭৭
পাণ্ডব বিনাশ নাহি আছয়ে অবশ্য।
সময় পাইলে সব বুঝিব রহস্য ॥ ৩৭৮
আর মতে না পাইব তাহার পরিচয়।
স্বয়ম্বর করিলে আসিব নৃপচয় ॥ ৩৭৯
চিন্তিয়া পাঞ্চাল-পতি করি স্বয়ম্বর।
নানা দেশে থাকি আসে রাজরাজেশ্বর ॥ * ৩৮০
নোযাইতে নারে ধনুক মনুষ্যের বলে।
হেন ধনুক সৃজিল পাঞ্চাল নৃপবরে ॥ ৩৮১
আকাশের মাঝে নক্ষত্র থুইল।
করিয়া আখণ্ড সভারে জানাইল ॥ ৩৮২
এই ধনুকে গুণ দিব সাবধানে।
এই নক্ষত্র (যেবা) হানিব পঞ্চবাণে ॥ ৩৮৩
সেই মোর কন্যার অভিলাষী ধনুর্দ্ধর।
দ্রুপদ ঘোষণা দিল রাজ্যের ভিতর ॥ ৩৮৪
পৃথিবীমণ্ডলে আছে যত নৃপবর।
নানা বেশে আইলা সবে পঞ্চাল নগর ॥ ৩৮৫
দুর্য্যোধন আদি যত আছিল কুরুবংশ।
যত রাজা সভা আইল নৃপতি-অবতংস ॥ ৩৮৬
মুনি সব আইলা কৌতুক দেখিবারে।
চিত্রাঙ্গদ হইতে আইল রাজরাজেশ্বরে ॥ ৩৮৭।

পাণ্ডুপুত্র পাঁচ ভাই আইলা কুতূহলে।
ব্রাহ্মণের বেশ ধরি ব্রাহ্মণের দলে ॥ ৩৮৮
বস্ত্র অলঙ্কার পরি বিবিধ বিধানে।
দ্রুপদকুমার আইলা সভা বিদ্যমানে ॥ ৩৮৯
হাতে মাল্য করি বীর কন্যার সহিত।
স্বয়ম্বরে গেল যজ্ঞ করে পুরোহিত ॥ ৩৯০
সেই ধৃষ্টদ্যুম্ন বীর দ্রুপদতনয়।
নিবারিয়া বাদ্যভাণ্ড বলে মহাশয় ॥ ৩৯১
শুন মহারাজ সব করি নিবেদন।
আমার বাপের এই প্রতিজ্ঞা পূরণ ॥ ৩৯২
এই ধনুক ধরিব এই পাঁচ বাণ।
এই লক্ষ্য গগনে দেখ বিদ্যমান ॥ ৩৯৩
ধনুকে গুণ দিয়া পঞ্চবাণ মারি।
কুরু পরিণয় এই দ্রুপদকুমারী ॥ ৩৯৪
সভাত আসি ভগ্নীরে বলিল কুমার।
এই দুর্য্যোধন রাজা পৃথিবীর সার ॥ ৩৯৫
এই তার শত ভাই নন্দন প্রভৃত।
এই কর্ণ বীর দেখ কৌরবপূজিত ॥ ৩৯৬
এই দেখ শকুনি সৌবল নৃপবর।
গান্ধার রাজার দেখ পঞ্চ সহোদর ॥ ৩৯৭
অশ্বত্থামা ভোজরাজা বৃহন্ত নৃপতি।*
মনিমন্ত দণ্ডধর রাজা সত্যধৃতি ॥ ৩৯৮
কৃতবর্ম্মা জয়দ্রথ বিদুর কলিঙ্গ।
কস্তাবর বৃহদ্রথ বাহ্লিক উলূক ॥ ৩৯৯
চিত্রাঙ্গদ মৎস্যরাজা আর শিশুপাল।
জরাসন্ধ ভগীরথ বিক্রমে বিশাল ॥ ৪০০
সকল বীরের চিত্ত দ্রৌপদীকে ধাইল।
চিত্রেত লিখিয়া যেন পুত্তলি দেখাইল ॥ ৪০১

বিমানে চড়িয়া আইল যত দেবগণ।
সিদ্ধবিদ্যাধর বলভদ্র জনার্দ্দন ॥ ৪০২
দেবঋষি সগন্ধর্ব্ব কিন্নর সমোদিত।
পুরন্দর পুরী যেন হইল প্রতীত ॥ ৪০৩
দিব্য মনোহর শোভা দিব্য বহে বাত।
গগনে দুন্দুভি বাজে কুসুম-নিপাত ॥ ৪০৪
দ্রৌপদী নিবেদন করে দেব বিদ্যমানে।
সর্ব্ব সুশোভন বর দেহ দেবগণে ॥ ৪০৫
কর্ণ দুর্য্যোধন আদি যত নরপতি।
অশ্বত্থামা আদি করিল ভূপতি ॥ ৪০৬
লোমে লোমে ঘর্ম্ম হইল টুটে অহঙ্কার।
লজ্জায় বসিল সব রাজার কুমার ॥* ৪০৭
আস্ফালিয়া উঠিলা বসিলা অধোমুখে*।
না পারিল গুণ দিতে হইল বিমুখে ॥ ৪০৮
হাহাকার করিল সমাজে হইল রোল।
অহঙ্কার ছাড়িয়া লজ্জারে দিল কোল ॥* ৪০৯
কারো শক্তি নহিল ধনুতে দিতে গুণ।
ব্রাহ্মণ-সমাজে থাকিয়া উঠিলা অর্জ্জুন ॥* ৪১০
হাসেন ব্রাহ্মণ সব করেন বিমরিষ*।
যদি গুণ দিতে পার পাইব হরিষ ॥ ৪১১
বড় বড় রাজা সব করিলা পরাক্রম।
গুণ দিতে না পারিল ধনুক দুর্দ্দম ॥ * ৪১২
তাহাতে উঠিয়া যায় ব্রাহ্মণকুমার।
এত বলিয়া হাসেন ব্রাহ্মণপরিবার ॥* ৪১৩
রাজা সব দেখিয়া করন্তি উপহাস।
অসম্ভব কার্য্যে ব্রাহ্মণের অভিলাষ ॥* ৪১৪
হেন কথা কহিতে ধনুতে দিল গুণ।
অলক্ষিতে লক্ষ বাণ বাঁধিল অর্জ্জুন ॥* ৪১৫

বাণ মারিয়া অর্জ্জুন কাটিয়া পাড়ে লক্ষ।
দ্রুপদ-নৃপতি হইল ব্রাহ্মণের পক্ষ* ॥ ৪১৬
হাতে পুষ্পমাল্য লয়ে দ্রুপদকুমারী।
অর্জ্জুনেক বরিল তবে ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥* ৪১৭
মৃগচর্ম্ম কাঁধে কৌপীন-ভূষিত ব্রাহ্মণ।
জয় জয় নাদ করি উঠিল ততক্ষণ ॥* ৪১৮
রাজা সব সহিতে না পারে অপমান।
এক যুক্তি হইয়া সভে করন্তি সন্ধান ॥* ৪১৯
ক্ষত্রিয়-পরাভব হইল ব্রাহ্মণের হইল জয়।
অহঙ্কারে দ্রুপদেও না চিন্তিল ভয় ॥* ৪২০
আজি তাঁরে পুত্রসঙ্গে পাঠাইমু যমঘরে।
কন্যাকে ফেলিমু আজ অগ্নির ভিতরে ॥* ৪২১
অবধ্য ব্রাহ্মণজাতি কি বলিব তাক।
ব্রহ্মতেজে লক্ষ হানে দৈবের বিপাক ॥* ৪২২
এত বলি সব রাজা দ্রুপদেক ধাইল।
ব্রাহ্মণের শরণ পঞ্চালপতি লৈল ॥* ৪২৩
ভীমেরে বেড়িয়া সবে বরিষন্তি শর।
উঠিয়া বৃক্ষ ধরিয়া মারে বীর বৃকোদর ॥ ৪২৪
মনুষ্যের কর্ম্ম নহে মনে কৈল সার।
সভে ভঙ্গ দিলা বিক্রম দেখি তার ॥ ৪২৫
ভূমিতে পড়িল শল্য প্রাণে না মারিল।
হাহাকার করিয়া ব্রাহ্মণে নিবারিল ॥ ৪২৬
হেন মতে জিনিয়া সে সব নরপতি।
পাঁচ সহোদর আইল দ্রৌপদী সংহতি ॥* ৪২৭
ব্রাহ্মণে বেষ্টিত পাঁচ পাণ্ডুর নন্দন।
দ্রৌপদী জিনিয়া লয়া আইল ততক্ষণ ॥* ৪২৮
সন্ধ্যাকালে আইলা সভে কুম্ভকারের ঘরে।
পাঁচ ভাই নিবেদিল মায়ের গোচরে ॥* ৪২৯

আজি ভিক্ষা পাইল মা দিন অবসানে ?
মায়ে বলে বিবর্ত্তিয়া খাও পাঁচজনে ॥* ৪৩০
পাছে কন্যা জানিয়া লজ্জিত হইল মাতা ।*
কুন্তী বলেন আমার কথা নহেত অন্যথা ॥ ৪৩১
চিন্তিয়া চাহিল দেবী বিধির নির্ম্মাণ ।*
বচন অন্যথা হইবে নহে পরমাণ ॥ ৪৩২
আজ্ঞা দিল পাঁচ ভাই কর উপভোগ ।
নহিব সতীত্ব ভঙ্গ অধর্ম্ম দুর্যোগ ॥* ৪৩৩
এত বলি কুন্তী পুত্রবধূ লইল কোলে ।
হেন কালে ধৃষ্টদ্যুম্ন পাঠাইল পঞ্চালে ॥ ৪৩৪
দ্রৌপদীর ভাই ধৃষ্টদ্যুম্ন মহামতি ।
গুপ্তরূপে গেল পাছে তাহার সংহতি ॥* ৪৩৫
কুন্তী সনে সম্ভাষা আছিল যেমনে ।
নিভৃতে শুনন্তি ধৃষ্টদ্যুম্ন মহাজনে ॥ ৪৩৬
হেন কালে নিভৃতে আইলা জনার্দ্দন ।
সম্ভাষা করিল পাঁচ পাণ্ডুর নন্দন ॥* ৪৩৭
এ সব রহস্য সব কুমার জানিল ।
পাণ্ডুর পুত্র পাঁচ জন হৃদয়ে মানিল ॥ ৪৩৮
বাপ দ্রুপদেরে গিয়া কহিল বৃত্তান্ত ।
শুনি হরষিত হইল পাঞ্চালের নাথ ॥* ৪৩৯
দিব্য রথ সহিত পাঠাইল পুরোহিত ।
নানা রঙ্গ মঙ্গল বাদ্য বাজে সমোদিত ॥ ৪৪০
কুন্তী সঙ্গে পাঁচ ভাই দ্রৌপদী সংহতি ।
পুরোহিত লয়ে গেলা সভাকে শীঘ্রগতি ॥ ৪৪১
নানাবিধ বসন বহুল অলঙ্কার ।
নানা রত্ন বাহন বহুল পরিবার ॥* ৪৪২
দাসদাসীগণ দিল দিব্য সিংহাসন ।
দ্রুপদ অর্পিয়া দিল পাণ্ডুর নন্দনে ॥* ৪৪৩

বধূ সঙ্গে কুন্তিদেবী গেলা অন্তঃপুরে।
পূজিত দেবতা যেন দ্রুপদের ঘরে* ॥ ৪৪৪
আপনি পুছিল রাজা পুত্রের সংহতি।
পরিচয় দিলা যুধিষ্ঠির নরপতি ॥ ৪৪৫
আনন্দে পূর্ণিত রাজা পুছিলা আপনে।
দ্রৌপদীরে বিবাহ করিবা কোন্ জনে ॥* ৪৪৬
তুমি জ্যেষ্ঠ সহোদর যুক্তি পরিণয়*।
কিবা ভীমসেন কিবা অর্জ্জুন দুর্জ্জয় ॥ ৪৪৭
যুধিষ্ঠির বলেন দেবের সন্নিধান।
মায়ের আজ্ঞা হইল বেদ-পরমাণ ॥ ৪৪৮
অনুক্রমে পাঁচ ভাই দ্রৌপদী বরিব।
মায়ের বচন আমি খণ্ডাইতে নারিব ॥ ৪৪৯
দ্রুপদ বলেন তুমি ধর্ম্ম-অবতার।
কোন শাস্ত্রে নাহি দেখি এ মত ব্যবহার ॥ ৪৫০
একের অনেক নারী ধর্ম্মশাস্ত্রে দেখি।
একের অনেক পতি সংসারে উপেক্ষি ॥ ৪৫১
তবে ব্যাসমুনি আইলা সভার ভিতরে।
(দ্রৌপদীর পূর্ব্বকথা বলিলা সত্বরে ॥ ৪৫২
ব্যাসের বচনে রাজা পাইল প্রবোধ।
হৃদয়ে না লঙ্ঘিল রাজা ধর্ম্মেত বিরোধ ॥ ৪৫৩
ব্যাসের বচনে বিহা দিলাক নৃপতি।)*
পঞ্চ ভাই বরিলেক দ্রৌপদী মহাসতী ॥ ৪৫৪
গজবাজী রথ দিল বহুল রত্নদান।
পাঁচ ভাইরে পূজিলেক ব্যাসের বিদ্যমান ॥ ৪৫৫
প্রতিজ্ঞা করিল রাজা পুত্রের সহিত।
পাণ্ডুপুত্র করিব আমি রাজ্যের পূজিত ॥ ৪৫৬
হেন মতে যুধিষ্ঠির পঞ্চ-সহোদর*।
দ্রৌপদী সহিতে আছেন পাঞ্চাল-নগর ॥ ৪৫৭

এ সকল রহস্য শুনিল দুর্য্যোধন।
আনিল শকুনি কর্ণ আর দুঃশাসন ॥* ৪৫৮
ধৃতরাষ্ট্র রাজা শুনিল এ সব কথন।
পুত্র সনে যুক্তি করে বিষণ্ণ বদন ॥* ৪৫৯
ধৃতরাষ্ট্র কহিলেক নিভৃত করিয়া।
কর্ণ সমে দুর্য্যোধন পুত্রক সম্বোধিয়া ॥ ৪৬০
বাড়িতে আছয়ে শত্রু ঐ দেশে বড়।
বিদুর না জানে হেন যুক্তি কর দড় ॥ ৪৬১
দুর্য্যোধন বলে এই মন্ত্রণা নিশ্চয়।
দ্রুপদ সহিত শত্রু বড় হইল ভয় ॥ ৪৬২
দ্রুপদেরে করহ ভেদ দিয়া বহু ধন।
রাজ্যের বাহির করিউক পাণ্ডুর নন্দন ॥* ৪৬৩
নহে বাছের বাছ পাঠাইব সুন্দরী*।
পাঁচ ভাই পাণ্ডবেরে পরিহাস্য করি ॥ ৪৬৪
দ্রৌপদীরে পাঁচ ভাই করুক অনাদার।
তবে ক্রুদ্ধ হইব দ্রুপদ নৃপবর ॥ ৪৬৫
নহে গুপ্তবেশে যাউক একজন।
প্রকারে মারুক গিয়া পাণ্ডুর নন্দন ॥ ৪৬৬
তবে কর্ণ বলিলেক মনে করি সার।
কিছু যুক্তি নহে যত বল অবিচার ॥ ৪৬৭
সাক্ষাতে আছিল যবে পাণ্ডুর নন্দন।
নানা বুদ্ধি না পারিলা করিতে নিধন ॥* ৪৬৮
অসাক্ষাতে মারিবেক কাহার শকতি*।
কেন ক্রুদ্ধ হইব লুব্ধ সে দ্রুপদনরপতি ॥ ৪৬৯
মহাবল পাণ্ডুর সুত দেব অবতার।
কার শক্তি করিতে পারে তাহার সংহার ॥* ৪৭০
যাবৎ সহায় বলবন্ত আছি হয়।
যাবৎ তোমার বাক্য বিনীত রয় ॥* ৪৭১

চতুরঙ্গ দল মিলিয়া সভে কর যুক্তি।
কাহার কি মন্ত্রণা আছে কার কোন শক্তি ॥ ৪৭২
তবে ভীষ্ম প্রভৃতি আনিল সভা মাঝে।
অনুক্রমে সকল কথা কহিল কুরুরাজে ॥* ৪৭৩
শুনিয়া বলিল ভীষ্ম কুরুবংশপতি।
আমি যুক্তি বলি যদি ধর নরপতি ॥ ৪৭৪
সর্ব্বথা যুদ্ধ না করিহ না করিহ ভেদ।
যত কিছু কহি আমি যে কহিলা বেদ ॥ ৪৭৫
যেন তুমি ধৃতরাষ্ট্র তেন পাণ্ডুবীর।
দুই সহোদর জান একই শরীর ॥* ৪৭৬
যেন গান্ধারী বধূ তেন কুন্তী সতী।
যেন যুধিষ্ঠির তেন দুর্য্যোধন মহামতি ॥* ৪৭৭
আপন পৈত্রিক রাজ্য পাউক যুধিষ্ঠির।
অর্দ্ধরাজ্যপতি হউক দুর্য্যোধন বীর* ॥ ৪৭৮
তুমি রাজ্য পাইলা হেন করহ অহঙ্কার।
পূর্ব্বে হৈ পাণ্ডব পাইছে সর্ব্ব রাজ্য ভার ॥ ৪৭৯
আমার বচন যদি না দেহ সম্মতি।
না দিলেও রাজ্য তবু পাইব ধর্ম্মপতি ॥ ৪৮০
লোকে অকীর্ত্তি পাইবা কুযশ সংসার।
কীর্ত্তি নহিলে ব্যর্থ জীবন অসার ॥ ৪৮১
প্রিয় কর্ম্ম আমার কুলের পরিত্রাণ*।
লোকে যশ বর্ত্তুক অর্দ্ধরাজ্য দেহ আন ॥ ৪৮২
ভীষ্মের বচনে দ্রোণের বড় উৎসাহ হইল।
আসিয়া বিদুর তবে তখন বলিল ॥ ৪৮৩
তুষ্ট হইল ধৃতরাষ্ট্র করিল আদেশ।
আপনি বিদুর যাইতে দ্রুপদের দেশ ॥* ৪৮৪
ধৃতরাষ্ট্রের বচনে বিদুর মহাশয়।
বিমানে চড়িয়া গেলা দ্রুপদ-আলয় ॥ ৪৮৫

দ্রুপদেক কহিলেন সকল কথন।
বধূ সনে পাঠাও দেশেরে পাণ্ডুর নন্দন ॥ ৪৮৬
দ্রুপদ বলেন যোগ্য সম্বন্ধ আমার।
কুরুকুল-মহাবংশ পূজিত সংসার ॥* ৪৮৭
কৃষ্ণা সঙ্গে চল বলে বিদুর সুমতি।
দ্রুপদের আজ্ঞা লয়ে চলে শীঘ্রগতি ॥ ৪৮৮
বধূ সনে কুন্তীদেবী গেলা এক রথে।
চলি গেলা পাঁচ ভাই আপন রাজ্যাতে ॥ ৪৮৯
আগুবাড়িয়া লইতে পাঠাইল নরপতি।
দ্রোণ কৃপ চিত্রসেন বিকর্ণ সুমতি ॥ ৪৯০
সর্ব্ব পুরজনে আগুবাড়িয়া নিল।
বধূ সঙ্গে কুন্তী গিয়া রাজারে বন্দিল ॥ ৪৯১
অনেক আছিলা তবে সম্ভাষা প্রকার।
বসিলেক পঞ্চ ভাই দেব অবতার ॥* ৪৯২
ধৃতরাষ্ট্র বলে তবে আমার বচন।
শুন যুধিষ্ঠির পঞ্চ পাণ্ডুর নন্দন ॥ ৪৯৩
রাজ্যের অর্দ্ধেক দান দিবত নিশ্চয়।
ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া রাজ্য করহ নির্ভয় ॥ ৪৯৪
ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া কর রাজধানী।
গজবাজি রথ দিল বিচিত্র বাহিনী ॥ ৪৯৫
ধৃতরাষ্ট্র নিদেশ শুনিয়া ধর্ম্মরাজ।
অনুক্রমে সম্ভাষিল কৌরব-সমাজ ॥ ৪৯৬
ভীষ্মেরে প্রণাম করি পাঁচ সহোদর।
রাজারে প্রণাম করি চলিলা সত্বর ॥ ৪৯৭
ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়া করিল রাজস্থান।
ইন্দ্রপ্রস্থে রাজধানী করিলা সমান ॥ ৪৯৮
যুধিষ্ঠির রাজা হইলা করি শুভক্ষণ।
সুখে তথা নিবসয়ে পাণ্ডুর নন্দন ॥ ৪৯৯

নারদ আসিয়া তথা কহিলা সম্বাদ।
সুন্দ উপসুন্দ দুহার আছিলা বিবাদ* ॥ ৫০০
স্ত্রী মেনে বিবাদ বহুল হেন জানি।
তে কারণ বুঝাইল নারদ মহামুনি ॥ ৫০১
সুন্দ উপসুন্দ আছিল দুই সহোদর।
ত্রিভুবন জিনে তারা বড় ভয়ঙ্কর ॥* ৫০২
এক প্রাণ হইয়া দুই পৃথিবী শাসিল।
যত কর্ম্ম করিল তাহার নাহি ভুল ॥ ৫০৩
তিলোত্তমা নামে এক পরম সুন্দরী।
দুই ভাই সংহারিতে যায় বিদ্যাধরী ॥ ৫০৪
স্ত্রীর কারণে হইল দুজনে বিরোধ।
অন্ত্রে অন্ত্রে মরিল তারা হইল অবোধ ॥* ৫০৫
এক পত্নী মধ্যে তুমি পঞ্চ সহোদর।
বিবাদ না হয় যেন শুন নৃপবর ॥* ৫০৬
অনুক্রমে দ্রৌপদীরে করিহ পালন।
আমি যে নিয়ম বলি না কর লঙ্ঘন ॥ ৫০৭
এত বলি মহামুনি নিয়ম করিল।
দ্রৌপদী সহিত সভে কৌতুকে রহিল ॥ ৫০৮
হেন মতে যুধিষ্ঠির রাজা মহাশয়।
অর্জ্জুন প্রভাবে সব শত্রু হইল ক্ষয় ॥ ৫০৯
দৈবযোগে এক দিন অস্ত্রের মন্দিরে।
দ্রৌপদী সহিতে কেলি করে যুধিষ্ঠিরে ॥ ৫১০
(পায়ের পাদুকা থুইল গৃহের দুয়ারে।
সঙ্কেত করিয়া কেলি করে যুধিষ্ঠিরে ॥ ৫১১
দন্তে করি কুকুরে পাদুকা দূর কৈল।
হেনকালে নগরেত হিল্লোল উঠিল ॥ ৫১২
নগরনিবাসী কহে তস্করে হরিল।
নিদ্রাভঙ্গে ধনঞ্জয় সে কথা শুনিল ॥ ৫১৩

অস্ত্রের ঘরেত গেল অস্ত্র আনিবার।
তথা দেখে ধর্ম্মরাজ করএ শৃঙ্গার ॥ ৫১৪
অস্ত্র লইয়া নিঃসরিল বীর ধনঞ্জয়।
দেখিয়া তস্কর ধাইল প্রজার অভয় ॥ ৫১৫
প্রভাতে উঠিয়া গেল ধৌম্যাচার্য্য ঠাঁই।
পুরোহিত সহিতে মিলিল পাঁচ ভাই ॥ ৫১৬
পুরোহিত বিদ্যমানে কহিল ধনঞ্জয়।
যে কিছু প্রমাদ হইল রজনী সময় ॥ ৫১৭
অস্ত্রের ঘরেত গেনু অস্ত্র আনিবার।
তথায় দেখিল রাজা করএ শৃঙ্গার ॥ ৫১৮
একেত পরের রতি আর গুরুজন।
অপরাধ হৈল মোর তেজিমু জীবন ॥ ৫১৯
তবে পুরোহিত বলে যুধিষ্ঠির ঠাঁই।
নিবদ্ধপাদুকা গৃহদ্বারে কেন নাই ॥ ৫২০
এই বাক্য শুনি কহে ধর্ম্মের নন্দন।
কুকুরে পাদুকা হরি নিল সেই ক্ষণ ॥ ৫২১
কনিষ্ঠ ভাইরে মোর দেখাই কলেবর।
সংসারে দেখউক মোর অধিক ধিক্কার ॥ ৫২২
কুকুরেত শাপ দিয়া অর্জ্জুনেরে তোষে।
শরীর ত্যাগিব কেন তুমি অল্প দোষে ॥ ৫২৩
তবে পুরোহিত বলে শুন ধনঞ্জয়।
ব্রহ্মচর্য্য করিবারে চলহে নিশ্চয় ॥)* ৫২৪
যুধিষ্ঠির রাজা তবে দিলা অনুমতি।*
তীর্থযাত্রা করিলা অর্জ্জুন মহামতি ॥ ৫২৫
ব্রহ্মচর্য্যব্রত করিল সংবৎসর।
যাত্রা করিলা অর্জ্জুন বীর ধনুর্দ্ধর ॥ ৫২৬
নাগকন্যা উলূপীরে করিল পরিণয়।
নানা তীর্থ করিয়া বেড়ায় অর্জ্জুন দুর্জ্জয় ॥ ৫২৭

কুতূহলে পার্থবীর দক্ষিণে চলিল।
পরিচয়ে চিত্রাঙ্গদা তাহারে বরিল ॥ ৫২৮
প্রথম সঙ্গমে তবে কুমার জন্মিল।
বভ্রুবাহ নাম তার যতনে থুইল ॥ ৫২৯
তবে ধনঞ্জয় গেল তাহার দক্ষিণে।
নানা তীর্থ করিয়া বেড়ায় বনে বনে ॥* ৫৩০
রৈবত পর্ব্বতে পার্থ আছিলা কত দিনে।
ক্রীড়া করে বাসুদেব নারীগণ সনে ॥ ৫৩১
উৎসব করএ কৃষ্ণ জ্ঞাতি সমোদিত।
পত্নী সব না আইল সুভদ্রা সহিত ॥ ৫৩২
আজ্ঞা দিলা তথা থাকিতে নারাযণ।
একেশ্বর বীর রহিলা নবনারাযণ ॥ ৫৩৩
(সুভদ্রার প্রেমবাঁধে অর্জ্জুন মিলিল)।
তথা বীর ধনঞ্জয় সুভদ্রা হরিল ॥ ৫৩৪
শত শত সেনাপতি সাজে ততক্ষণ।
পৃথিবী কম্পিত হৈল সাজে বীরগণ[১] ॥ ৫৩৫
বৃষ্ণিবংশের বীর সব উঠে লাফ দিযা।*
মহারথ রথী সব উঠিল তর্জ্জিযা ॥ ৫৩৬
কৈলাসেত থাকি শুনে বলভদ্র বীর।
হাতেত লাঙ্গল শোভে নির্ভয় শরীর ॥* ৫৩৭
তবে কৃষ্ণ প্রবোধিয়া সভারে সন্তাইল।
জ্বলন্ত অনল যেন জলে নিভাইল ॥ ৫৩৮
আনন্দে অর্জ্জুন তবে সুভদ্রা লইয়া।
রৈবত পর্ব্বতে বীর রহিলত গিয়া ॥ ৫৩৯
এই মতে তীর্থযাত্রা দ্বাদশ বৎসর।
ইন্দ্রপ্রস্থে আইলা অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥ ৫৪০

(১) পৃথিবী কম্পিত হৈল কাঁপে রিপুগণ।—পাঠান্তর।

হেন মতে পাঁচভাই ইন্দ্রপ্রস্থে রহি।
অতি অল্পদিনে শাসিলেক সকল মহী ॥ ৫৪১
কৃষ্ণ আসি সুভদ্রার তবে বিবাহ দিলা।
বহুবিধ পরিচ্ছদ দিযা সমর্পিলা ॥ ৫৪২
কৃষ্ণ সনে হেথা রহে অর্জ্জুন মহাশয।
ব্রাহ্মণ রূপ ধরিয়া অগ্নি আইলা তথায় ॥ ৫৪৩
মরুত্ত নামেত রাজা ছিল পূর্ব্বকালে।
তাহার সমান রাজা না ছিল মহীতলে ॥ ৫৪৪
দ্বাদশ বৎসব যজ্ঞ করি মহাবল।
তে কারণে হুতাশন হইলা মন্দানল ॥ ৫৪৫
মুষল-ধাবায ঘৃত দুর্ব্বাসা ঢালিল।
ক্ষুধাহীন হইয়া অগ্নি ব্রহ্মারে বলিল ॥ ৫৪৬
ব্রহ্মা দিলা উপদেশ হৃদয়ে ধরিল।
কৃষ্ণার্জ্জুন নিকটে অগ্নি তাইত আইল ॥* ৫৪৭
ভিক্ষা মাগি অগ্নিদেব করিল নির্ণয়।
কৃষ্ণার্জ্জুন আগে কহিলা করিযা বিনয় ॥ ৫৪৮
প্রতিজ্ঞা কবিযা কৃষ্ণ অর্জ্জুন দুর্জ্জয।
দোঁহে চলিলেন সঙ্গে অগ্নি মহাশয ॥ ৫৪৯
শরজালে আচ্ছাদিয়া করিল পাণ্ডব।
দেবতার সঙ্গে যুদ্ধ আছিল ভয়ঙ্কর ॥ ৫৫০
ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ তুমুল হিল্লোল।
লিখিতে নারিল পুস্তক হয়ত বহুল ॥ ৫৫১
পরিত্রাণ পাইল ময়-দানবের রণে।
অর্জ্জুন অভয় দিল পাইল পরিত্রাণে ॥ ৫৫২
দহিল খাণ্ডববন অগ্নি মহাশয়।
অর্জ্জুনেরে বলিলা বিস্তর বিনয় ॥ ৫৫৩
অগ্নির ঠাঁই অস্ত্র মাগিলা ধনঞ্জয়।
তুষ্ট হইয়া বলিলেন অগ্নি মহাশয় ॥ ৫৫৪

মহাদেব আরাধিবা আপনে যখনে।
তোমারে সকল অস্ত্র জানাইব তখনে ॥ ৫৫৫
এতেক বলিয়া অগ্নি গেলা নিজ স্থান।
কৃষ্ণ ধনঞ্জয় আইলা কৌতুক বিধান ॥ ৫৫৬
বিজয়-পাণ্ডব-কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে আপদ খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ ৫৫৭

সভাপর্ব্ব।

রাজসূয়-যজ্ঞ।

রাজ্যভাগ করি ধৃতরাষ্ট্র দিল যবে।
ইন্দ্রপ্রস্থে পাঁচ ভাই রহিলেন তবে ॥ ১
হস্তিনাপুরেত রাজা হইলা দুর্য্যোধন।
সৈন্যসামন্ত আদি যত পাত্রগণ ॥* ২
যুধিষ্ঠির রাজা হইল ধর্ম্ম অবতার।
বাসুদেব সহায় দ্রুপদ পরিবার ॥* ৩
হেনমতে কতকাল কৌতুকে আছয়।
যতেক ধর্ম্ম করিল কহন না যায় ॥ ৪
কতকালে জরাসন্ধ নৃপ অবতার[১]।
পৃথিবী জিনিয়া হইল প্রতাপ অপার ॥* ৫
বন্দি করি রাখিলেক সকল নৃপতি।
কালরুদ্রে বলি দিব হেন করি মতি ॥ ৬
ভীম অর্জ্জুন কৃষ্ণ চিন্তিলা তথন[২]।
জরাসন্ধ মারিয়া আনিতে রাজাগণ ॥* ৭

(১) হেনকালে জরাসন্ধ নৃপতি দুর্ব্বার।—পাঠান্তর।
(২) ভীমার্জ্জুন সঙ্গে কৃষ্ণ চলিল তথন।—পাঠান্তর।

রাজসূয় করিবারে মন্ত্রণা করিল।
নানাদেশ জিনিয়া নানারত্ন আনিল ॥* ৮
জিনিয়া উত্তর দিক্ বীর ধনঞ্জয়।
প্রধান রত্ন আনিল জগৎবিজয় ॥ ৯
পূর্ব্ব দিক্ জিনিয়া আনিল বৃকোদর।
নানারত্ন আনিল ত্রিভুবনের সার ॥ ১০
জিনিল দক্ষিণ দিক্ সহদেব বীর।
পশ্চিম দিক্ জিনিল নকুল নির্ভয় শরীর ॥ ১১
ইন্দ্রপ্রস্থে আছেন যুধিষ্ঠির নরপতি।
রাজসূয়-যজ্ঞ করিব কৃষ্ণ-অনুমতি ॥ ১২
নকুল পাঠাইয়া রাজা সভা আমন্ত্রিল।
যজ্ঞ অধিষ্ঠান করি সভারে আনাইল ॥ ১৩
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ অশ্বত্থামা দুর্য্যোধন।
সোমদত্ত জয়দ্রথ কর্ণ দুঃশাসন ॥* ১৪
বাহ্লিক আদি করি যজ্ঞে আমন্ত্রিল।
অপমানে দুর্য্যোধন মরণ মানিল[১] ॥* ১৫
এই যজ্ঞে আছিল কোলাহল বিশাল।
বাসুদেব মারিল নৃপতি শিশুপাল ॥* ১৬
জন্মেজয় রাজা তবে পুছেন উত্তর।
সংশয় ভাঙ্গিয়া কথা কহ আরবার ॥ ১৭
আপন পৌরুষে যজ্ঞ যুধিষ্ঠির করিল।
কি কারণে দুর্য্যোধন মরণ মানিল ॥ ১৮
ধৃতরাষ্ট্র রাজার আছিল কেমত আশা।
কি কারণে যুধিষ্ঠির খেলাইলা পাশা ॥ ১৯
তবে বলেন মুনিবর শুন মহাশয়।
যেমন আছিল সেই পাশার পরিচয় ॥ ২০

(১) অপমানে দুর্য্যোধন মরণ ইচ্ছিল।—পাঠান্তর।

অর্জ্জুন-খাণ্ডব দহে কৃষ্ণ বিদ্যমান।
তাহাতে ময়দানব পাইল পরিত্রাণ ॥ ২১
কৃষ্ণ সঙ্গে আছিলা পাণ্ডব পঞ্চজন।
ময়দানব আসি তবে বলিল বচন ॥ ২২
অর্জ্জুন করিল মোর প্রাণ-পরিত্রাণ।
উপাসনা করিতে মোরে কর সম্বিধান ॥ ২৩
আজ্ঞা কর সভা এক কবি নিরমাণ।
পৃথিবীত নাহি আর যাহার সমান ॥ ২৪
হাসিযাত কৃষ্ণার্জ্জুন কহিল যুধিষ্ঠিরে।
কুতূহলে আজ্ঞা দিল ময়দানবেরে ॥ ২৫
যেমত ইন্দ্রের সভা করি নিরমাণ।
তেমত সভা করিব বিচিত্র বিধান ॥ ২৬
পার্থ প্রতিজ্ঞা করিল কৃষ্ণের গোচরে।
উত্তব কৈলাস গেল অনেক অন্তরে ॥ ২৭
বৃষপর্ব্বা নৃপতি আছিল সত্যকালে।
তাহার সভাসজ্জা আনে বিচিত্র বিশালে ॥ ২৮
ভুবন দুর্লভ রত্ন বহুল সম্বিধান।
ত্রিভুবনে সভা নাহি তাহার সমান ॥ ২৯
ইন্দ্র যম কুবের বা অমরা ভুবন।
ইন্দ্রপ্রস্থের সভা শোভে বিচিত্র শোভন ।* ৩০
শুভক্ষণে প্রবেশিল করিল নির্ম্মাণ।
আট-আশী সহস্র রাজা বসিবে যে স্থান ॥ ৩১

(দীর্ঘচ্ছন্দঃ।)

যুধিষ্ঠির-সভা যবে, করিল ময়দানবে,
ত্রিভুবনে রূপে অনুপাম।
ফটিক পাথর চুণি, কনক রতন মণি,
বিচিত্র লাগিছে ঠাম ঠাম ॥ ৩২

হেনই ময়ের মায়া, চিনিতে না পারি ছায়া,*
জল স্থল নাহি পরিচয়।
দ্বারেত অদ্বার মতি, অদ্বারেত দ্বারগতি,
উচ্চ নীচ বিচারে শংসয়॥* ৩৩
ইন্দ্রের সভা যেমন, দেখি কুবেরের ধন,
তেহেন সুন্দর পরিমাণ।
যুধিষ্ঠির নিমন্ত্রিল, সভায় আসি মিলিল,
দুর্য্যোধন পাইল অপমান॥ ৩৪
স্থল বুলি জলে পড়ে, জল বুলি স্থলে পড়ে,
দেখিয়া হাসন্তি সর্ব্বলোক।
রাজার কিঙ্করগণ(১), যোগাইল আসন,
দুর্য্যোধনের বাড়িল বড় শোক॥* ৩৫
বিচারিয়া সভাঘর, নানা চিত্র মনোহর,
মণি রত্ন ফটিক পাষাণ।*
জলে স্থলে আলো করে, তাহারেত দূরে ধরে,
ললাটেত ঠেকএ বিমান॥ ৩৬
ললাট ফুটি রক্ত বহে, পাষাণে ঠেকিয়া রহে,
লজ্জা পাইল রাজা দুর্য্যোধন।
শকুনি মাতুল তার, দুঃশাসন কর্ণ আর,
সবে মিলি ইচ্ছিল মরণ॥* ৩৭
বড় বড় রাজা দেখি, দুর্য্যোধন অধোমুখী,
রাজসূয়-যজ্ঞ-মহোৎসবে।
আদেশিল রত্ন ধনে, লইতে রাজা দুর্য্যোধনে,
করতলে বৈসে যত সবে॥ ৩৮
যত রাজা আসিয়াছে, কর দেন আগে পাছে,
নাহিক তাহার আদি অন্ত।

---

(১) রাজার যে ভ্রাতৃগণ।—পাঠান্তর।

এই অপমানে মূঢ়, মাতুলেত কহে গূঢ়,
মরিবারে চাহএ দুরন্ত ॥ ৩৯
শক্রের সম্পদ দেখি, দুর্য্যোধন বড় দুখী,
জীবন মানএ মহাভার।
শকুনি গান্ধারপতি, মাতুল তার দুর্ম্মতি,
দুই জনে চিন্তিয়া কৈল সার ॥ ৪০
শকুনি বলেন বুদ্ধি, মুঞি জান উপায় শুদ্ধি,
মোব সম নাহি পাশোয়ার।
খেলাইমু কপট সাবি, যাইব সর্ব্বস্ব হারি,
তবে হৈব পৃথিবী তোমার ॥* ৪১
তবে দুর্য্যোধন গিয়া, বাপের চরণে চায়্যা,
গদ গদ কান্দিতে কান্দিতে।
যত অপমান পাইল, আপনাব যেমত হইল,
সকল কহিল আদ্যোপান্তে ॥ ৪২
নষ্ট কৈল বৃদ্ধরাজ, বিনযে চিন্তিল কাজ,
ডাক দিয়া বিদুর বলিছে।
পুত্র সব নিজ বশ, আপনে অর্জ্জিল যশ,
গুণ যেন হাত দিয়া মোছে ॥* ৪৩
বিদুর নিষেধ করে, রাজা তবু নাহি ধরে,
বৃদ্ধরাজ পুত্রের বৎসল।
বিদুরেত বলে ধীর,[১] আন গিয়া যুধিষ্ঠির,
পাশা খেলা দেখি কুতূহল ॥* ৪৪
এ বলি নৃপবর, আদেশিল কিঙ্কর,
সভা এক করহ সত্বরে।*
উচ্চ প্রাচীর সম, স্তম্ভমঞ্চ কৈল ক্রম,
তে সবে রহিলা থরে থরে ॥ ৪৫

(১) 'বিদুরে বলে নৃপবর'—পাঠান্তর।

চলিলা সভাসৎ, নানারত্ন দ্রব্যজাত,
বিদুর চলিলা ততক্ষণে।*
নাশ পাইলা কুরুকুল, দুর্য্যোধন হইল মূল,*
চিন্তায় শোচএ জনে জনে[১] ॥ ৪৬
রাজার আদেশ পাইল, বিদুর আপনে গেল,
জনক সমান গুরুজন।*
যুধিষ্ঠির নৃপবরে, চলিল সর্ব্ব সহোদরে,
দ্রৌপদী সহিত ততক্ষণ ॥* ৪৭
সর্ব্বভ্রাতা সহিতে, প্রণমিয়া জ্যেষ্ঠতাতে,
গান্ধারীর বন্দিল চরণে।
ভীষ্ম দ্রোণ আদি করি, সভারে প্রণাম করি,
বন্দনা করিল সভাজনে॥ ৪৮
সভা সম্ভাষিলা যবে, শকুনি বলিল তবে,
শুন যুধিষ্ঠির নৃপবর।
সভে কুতুহলি মন, তুমি আমি দুইজন,
পাশা খেলি সভার ভিতর ॥* ৪৯
মোর জয় পরাজয়, দুর্য্যোধনের নিশ্চয়,
জিজ্ঞাসিয়া চাহ দুর্য্যোধনে।
পুছিলেন তৎপর, সেহ দিল উত্তর,
শকুনি খেলায় মোর ধনে[২] ॥ ৫০
হেনকালে উল্কাপাত, গগনে পড়ে নির্ঘাত,
বিনামেঘে সঞ্চরে বিজুলি।
বরিষে শোণিত পাত, অকস্মাৎ ঝঞ্ঝাবাত,
চৌদিগেত অন্ধকার ধূলি[৩] ॥* ৫১

---

(১) শোচিতে চলিল মনে মনে।—পাঠান্তর।
(২) শকুনি খেলাউক মোর দলে।—পাঠান্তর।
(৩) আকাশে অশনি পাত, গগনে হইল নির্ঘাত,
দিনে অন্ধকার কৈল ধূলি ॥—পাঠান্তর।

প্রথমে কাঞ্চন ধন, যত আছে রত্নগণ,[১]
যুধিষ্ঠির করিলেন পণ।
মায়া বল অনুসারি,[২] শকুনি খেলায় শারি,[৩]
লীলায় জিনিল ততক্ষণ॥ ৫২
পদ্মশঙ্খ আদি করি, সকল অস্ত্র আগুসারি,
হারিল সর্ব্বস্ব নরপতি।
গজবাজী রথরথী, সহস্র নিষাদী সাদী,
হারিলা সকল বসুমতী॥* ৫৩
সহদেব কৈল পণ, হারিল নৃপনন্দন,[৪]
নকুল অর্জ্জুন তার পাছে।
ভীমেরে হারিলা যবে, বড় লজ্জা পাইল তবে,
চাহে আর কেহ নাহি কাছে॥* ৫৪
পণ কৈল আপনার, সভা হইল হাহাকার,
সারি পাতি জিনিল শকুনি।
আনন্দিত দুর্য্যোধন, শকুনি বলে বচন,
রাজা পণ করে পুন পুনি॥ ৫৫
চিন্তি কুরু নিধন, দ্রৌপদীক কৈল পণ,
সভাত উঠিল কোলাহল।
শকুনি উঠিল লাফে, জিনিনু জিনিনু হাঁকে,
লজ্জা পাইল ধর্ম্ম নৃপবর॥ ৫৬
আজ্ঞা দিল দুর্য্যোধন, আর দুষ্ট দুঃশাসন,
*প্রাতিকামী যাহ শীঘ্র শুনি।
দ্রৌপদী সভাত আনি, পরিহর লজ্জা তুমি,
দাসীপণা করুক আপনি॥ ৫৭

(১) যত আছে মনে মন।—পাঠান্তর।
(২) মায়াবল মনে ধরি।—পাঠান্তর।
(৩) পাশা পাতি।—পাঠান্তর।
(৪) আপনি সুতনন্দন।—পাঠান্তর।

ধাই প্রাতিকামী গেল,　হৃদয় মারীচ শেল,
কহিল এ সব কথন।
দ্রৌপদী কহিল তবে,　কি বলিল সভা সভে,
তাহাত নাহিক বৃদ্ধ জন॥* ৫৮
কোন শাস্ত্র অনুসারি,　পাশাত হারিল নারী,
কেহো হেন না করে বিচার।
আপনা হারিল যবে,　পত্নীকে হাবিল তবে,
হেন কি আছয়ে ধর্ম্ম আর॥* ৫৯।
মোর শুন নিবেদন,　পুছ গিয়া সভাজন,
রাজারেত পুছিও যতনে।*
আগে গিয়া কহ কথা,　কি কহেন আর বার্ত্তা,
তবে যে হয় করিমু তথনে॥ ৬০
পুন প্রাতিকামী ধাইল,　উত্তর কিছু না পাইল,
দুর্য্যোধন বলে আন গিয়া।*
আগে পাছে পুনঃ শুদ্ধি,　বিচারিযা স্ত্রী বুদ্ধি,
ন্যায় কহুক সভাত আসিয়া॥* ৬১
ক্রুদ্ধ হইল দুর্য্যোধন,　আদেশিল দুঃশাসন,
দ্রৌপদী আনহ চুলে ধরি[1]।*
রাজার আদেশ পাইযা,　দুঃশাসন গেল ধাইয়া,
সভাত আনিল একেশ্বরী॥ ৬২
একবস্ত্র রজস্বলা,　সভাত আনিলা বালা,[2]
যেন রাহু গ্রাসে শশিকলা।*
কান্দয়ে সুন্দরী রামা,　রূপে গুণে অনুপমা,
নয়নে গলএ জলধারা॥ ৬৩
তবে ভীষ্ম দ্রোণাচার্য্য,　চিন্তিয়া চাহিল কার্য্য,
প্রত্যুত্তর দিতে সব পারি।

(১) আনিল চুলে ধরি।—পাঠান্তর।
(২) দ্রুপদকুমারী বালা।—পাঠান্তর।

ধর্ম্মের যে সূক্ষ্মগতি, বিচারিয়া বলে তথি,
যুধিষ্ঠির বলউক বিচারি ॥* ৬৪
কর্ণ বলে হাসি হাসি, দুর্য্যোধন বলে দাসী,
অপমান করয়ে দুর্জ্জন।[১]*
বলে কর্ণ দুরাচার, পাণ্ডবের বস্ত্র অলঙ্কার,
কাড়িয়া লও দ্রৌপদীর বসন ॥* ৬৫
শুনিয়া পাণ্ডব সব, অনুচিত পরাভব,
আপনে খসাইয়া দিল বাস।
দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরি, সভা মধ্যে আগুসরি,
দুঃশাসন করে উপহাস ॥* ৬৬
তবে পতিব্রতা দেবী, মনে মনে ধর্ম্ম সেবি,
হরি হরি করত স্মরণ।
পুন পুন বাস টানে, না টুটএ পরিধানে,*
নানা বস্ত্র বিচিত্র নির্ম্মাণ ॥ ৬৭
ক্রোধে ভীম বলে শোকে, শুন শুন সভালোকে,
প্রতিজ্ঞা করিনু এই মনে।
করিমু রুধির পান, বুক করি দুইখান,
দুঃশাসনে মারিমু মহারণে ॥ ৬৮
ভীমের প্রতিজ্ঞা শুনি, সভাজনে বলে বাণী,
শান্ত হও রাজা দুর্য্যোধন।
তবে রাজা দুর্য্যোধন, মদনে মোহিত মন,
দ্রৌপদীরে চাহে ঘনে ঘন ॥ ৬৯
দেখায় আপন উরু, সমান কদলী তরু,
আধ-চক্ষে ঘনে ঘন চাহে।
ভীমেত প্রতিজ্ঞা করি, সংগ্রামেত গদা মারি,
ওই উরু ভাঙ্গিমু তোমাহে ॥ ৭০

*(১) স্নোজনী বলএ দুঃশাসন।—পাঠান্তর।

তবে রাজা যুধিষ্ঠিরে, ভীম অনুযোগ করে,
গর্জ্জিতে লাগিল বৃকোদর।*
চারি সহোদর হারি, নিজ তনু পণ করি,*
পরিহর কিসের অন্তর॥ ৭১
খেলাইয়া পাশাসারি, হারিলা ঘরের নারী,
হেন কোন ছারে দিল বুদ্ধি।*
রাজা হঞা খেল দ্যূত, পরিহর অদ্ভুত,
কোন শাস্ত্রে পাইলা হেন শুদ্ধি॥ ৭২
জ্যেষ্ঠ ভাই নহো যবে, দুই হাত পাড়ম তবে,*
মনের পলায় সর্ব্ব দুঃখ।
এত বলি ভীমসেন, নিবাতকবচ যেন,
নিঃশব্দ হইল অধোমুখ॥ ৭৩
তবে অন্ধ নরপতি, আনি দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি,
গর্জ্জিয়া বলেন নরপতি।
নির্ব্বুদ্ধি লাগিল তোর, বচন না শুন মোর,
না থাকন্তি বিদুর সম্মতি॥ ৭৪
তোর হইল দুরাচার, কি তোরে বলিব আর,
পাণ্ডুপুত্রের ধর্ম্মপত্নী সতী।
সভায় আনিয়া বলে, পরিহাস কর ছলে,
কেন তোর হইল দুর্ম্মতি॥* ৭৫
হেন বলি বৃদ্ধরাজ, দ্রৌপদীক পুছেন কাজ,
শান্তপূর্ব্বক মধুর বচনে।
বধূর জ্যেষ্ঠ বধূ তুমি, পরিহার মাগি আমি,
এত দুঃখ না ধরিও মনে॥ ৭৬
বর মাগ সতী তুমি, হিত বর দিব আমি,
পরতেক না ভাবিও মনে।
দ্রৌপদী মাগিল বর, দাস-দুঃখ দূর কর,
অস্ত্র রথ আর স্বামিগণে॥ ৭৭

বর-পায়্যা সমুচিত, পঞ্চ ভাই আনন্দিত,
রথধ্বজ সকল পাইল হাতে।
দাস-দুঃখ বিমোচনে, হইল দ্রৌপদী হৃষ্টমনে,
আশ্বাসিল বৃদ্ধ নরনাথে ॥ ৭৮
তবে কর্ণ দুঃশাসন, কুরুপতি দুর্য্যোধন,
বেড়িয়া করেন উপহাস।
স্ত্রীজনে রাখিল যবে, কাপুরুষ হএ তবে,
ধিক্ থাকুক জীবনের আশ ॥* ৭৯
এত শুনি ভীমসেন, অগ্নিত ঘৃত দিল যেন,
ক্রোধমুখে দিলেন উত্তর।
আপ্ত শরীর নারী, বিপদে উদ্ধার করি,
শাস্ত্র নাহি দেখসি বর্ব্বর ॥ ৮০
এত বলি ভীমসেন, কালান্তক যম যেন,
পরীক্ষা লইতে চাহে হাতে।
অর্জ্জুন ধরিল পায়, সহদেব আর তায়,
হাতে ধরে ধর্ম্মনরনাথে ॥ ৮১
শান্ত করি বৃকোদর, যুধিষ্ঠির নৃপবর,
ধৃতরাষ্ট্রে সম্ভাষি চলিলা।
যুক্তি করে দুর্য্যোধন, এবে হইব নিধন,
বৃদ্ধকে ভাঙ্গিল সব মেলা ॥* ৮২
এত দুঃখে কৈনু কাজ, নষ্ট কৈল বৃদ্ধরাজ,
বশ হৈল সিংহ দিল এড়ি।
চল বাটে প্রাতিকামী, তুমি বড় শীঘ্রগামী,
যুধিষ্ঠিরে আন পাশা খেড়ি ॥ ৮৩
প্রাতিকামী গিয়া কয়, চল ধর্ম্ম মহাশয়,
পুন পাশা খেলিবার তরে।
আহুতিলে দূতকর্ম্ম, ক্ষত্রিরাজ এহি ধর্ম্ম,
বিনি খেড়ি যাইতে না পারে ॥* ৮৪

বসিলেন সভাজন,　　দুর্য্যোধন কৈল পণ,
দ্বাদশ বৎসর বনবাস।*
অজ্ঞাত যে বৎসরেক,　　দেখা হলে পরতেক,
আর দ্বাদশ বৎসর বনবাস[১] ॥ ৮৫
পাতিলেক সারিচয়,　　ধর্ম্ম পাইলা পরাজয়,
কপটে জিনিল দুর্য্যোধন।*
বিপক্ষে হইল সুখ,　　বন্ধুজনে হইল দুখ,
পাণ্ডুপুত্র চলি গেলা বন ॥ ৮৬
শত ভাই দুর্য্যোধন,　　শকুনি সুতনন্দন,
বেড়িয়া করেন উপহাস[২]।
সিংহ যেন নাহি ভয়,　　গর্জ্জে ভীম ধনঞ্জয়,
পঞ্চ ভাই চলিল বনবাস ॥ ৮৭
বাহু আস্ফালএ ভীম,　　বিক্রমে নাহিক সীম,
কুরুগণ করিমু সংহার।
ধূলি ছিটে ধনঞ্জয়,　　এহি মতে শরচয়,
গগন করিমু অন্ধকার ॥* ৮৮
বসনে ঢাকিলা মাথে,　　ঘন ক্রোধ দৃষ্টিপাতে,
ঘন ঘন চাহে ক্রোধ মনে।
দ্রৌপদী-উদ্ধত কেশ,　　হইয়া বিপরীত বেশ,
কাঁদিবে রিপুর বধূগণে ॥ ৮৯
ধৌম্য নামে পুরোহিত,　　মন্ত্র পড়ে বিপরীত,
কৌরবের নাশ সমুদিত[৩]।
বস্ত্র আচ্ছাদিত মুখ,　　সহদেব ভাবে দুখ,
নকুল যায় ভূমি বিলোড়িত ॥* ৯০

(১) তায় পুন কহ বনবাস।—পাঠান্তর।
(২) সবে বেঢ়ি করে উপহাস।—পাঠান্তর।
(৩) কৌরবের শ্রাদ্ধ সমুদিত।—পাঠান্তর।

হেন মতে যায় বন, পাশে ধায় পুরজন,
কোলাহল করন্তি ক্রন্দন।
দুর্য্যোধন দুরাচার, শকুনি মাতুল তার,
আমারে পালিব কোনজন ॥ ৯১
মধুর বচন বলি, সভারে প্রবোধ করি,
সচিন্তিত হইল বৃদ্ধজন।
নষ্ট হইল সর্ব্ব কাজ, বিরোধে ধর্ম্মরাজ,
পতিত হইল দুর্য্যোধন ॥ ৯২
বিজয়-পাণ্ডব নাম, সভাপর্ব্ব অনুপাম,
অমৃতলহরী বরিষণ।
এহি পর্ব্ব ইতিহাস, শুনিলে কলুষ নাশ,
বিজয়-পণ্ডিতের সুবচন[১] ॥ ৯৩

সভাপর্ব্ব সমাপ্ত।

বনপর্ব্ব।

জন্মেজয় রাজা বলে শুন মুনিবর।
বনে কোন কর্ম্ম করিল পাঁচ সহোদর ॥ ১
কেমনে আছিলা তথা পাণ্ডব পাঁচ ভাই।
কি কর্ম্ম করিলা তারা বনেত বেড়াই ॥ ২
বৈশম্পায়ন বলেন শুন নৃপবর।
পঞ্চ ভাই গেলা তবে বনের ভিতর ॥ ৩
রাষ্ট্র হারাইয়া পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সহিত।
কাম্যক বনে গেলা সঙ্গে ধৌম্য পুরোহিত ॥ ৪
সে যে মহা কানন কি কহিব কত গুণ।
সিংহ ব্যাঘ্র মহিষ সর্ব কেহ নহে উন ॥* ৫

* (১) বিজয় পণ্ডিতের রচন।—পাঠান্তর।

রাক্ষস কিম্মীর নামে বৈসে তথাত।
প্রবৃদ্ধ প্রথর বড় বলেত বিখ্যাত॥ ৬
মনুষ্যের গন্ধ পাইয়া আইল তখন।
যুধিষ্ঠির পুছেন তুমি কোনজন॥ ৭
কহেত কিম্মীর নাম জাতি নিশাচর।
মোহর বসতি এহি বনের ভিতর॥* ৮
মোর ডর ভয়েতে সভে ছাড়ি যায় বন[১]।
তোমরা নির্ভয় দেখি বনে পাঁচজন॥ ৯
রাক্ষসের বচনে কহেন নরবাজ।
আপন কহিতে আমি বড বাসি লাজ॥ ১০
পাণ্ডুব নন্দন হই আমরা পাঁচজন।
অবশ্য শুনিয়াছ কিছু বংশের কথন॥ ১১
আমি যুধিষ্ঠির ভীম অর্জ্জুন কনিষ্ঠ।
নকুল সহদেব দুই কহিল এহি শিষ্ট॥ ১২
হাসিয়া রাক্ষস বলে বিধি মিলাইল।
মনুষ্যের মাংস আজি বহু পুণ্যে পাইল॥* ১৩
বক নাম ভাই মোর মারিল দুরন্ত।
সখা মোর হিডম্ব তারে কৈল অন্ত॥* ১৪
বল করি হিড়িম্বাকে করিল পরিণয়।
আজি ভীমসেন পাইনু মারিমু নিশ্চয়॥ ১৫
ভীমের রুধিরে আজি করিমু তর্পণ।
নহেত কিম্মীর নাম ধরি অকারণ॥ ১৬
এত বলি নিজ রূপ ধরেত রাক্ষসে।
হাতে বৃক্ষ করিয়া ভীম মারিবারে আইসে॥* ১৭
কালদণ্ড ধরি যেন যমরাজ যায়।
কিম্মীর মারিতে ভীমসেন ক্রোধে ধায়॥ ১৮

(১) মোর ডরেত তপস্বী ছাড়িল এহি বন।—পাঠান্তর।

বৃক্ষ ফেলি হানিলেক ভীমসেনের মাথে।
লাফ দিয়া ভীমসেন ধরিল বাম হাতে ॥ ১৯
বৃক্ষ ধরি রাক্ষসের মাথায় মারে বাড়ি।*
খণ্ড খণ্ড করিল বৃক্ষ দুই হাতে তাড়ি ॥ ২০
মহা শিলা উপাড়িয়া কির্ম্মীর দুর্ম্মতি।
ভীমসেনের উপরে ফেলিল শীঘ্রগতি ॥* ২১
ভীম ভীম বলিয়া রাক্ষস ধরিবারে যায়[১]।
আগু হইয়া ভীমসেন ধরিলেক তায় ॥ ২২
দুইজনে মল্লযুদ্ধ হৈল জড়াজড়ি।
দুই সিংহ যেন গুহায় গড়াগড়ি ॥ ২৩
বালি সুগ্রীবের যেমন আছিল বিমর্দ্দ[২]।
সিংহনাদ গগনে উঠিল মহাশব্দ ॥ ২৪
ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমসেন ধরিল মধ্যদেশে।
কুম্ভকারের চাক প্রায় ভ্রমায় আকাশে ॥ ২৫
আছাড়িয়া ভূমিতলে ফেলি নিশাচর।
কটিদেশ ভিড়িয়া গ্রীবাত কৈল ভর ॥ ২৬
কির্ম্মীর রাক্ষস চলে যমের সদন।
বদনে রুধির ছাড়ি ত্যজিল জীবন ॥* ২৭
প্রণমিল ভীমসেন ধর্ম্ম নৃপবরে।
সহরিষে আলিঙ্গন দিল সহোদরে ॥ ২৮
হেন মতে কাম্যকবনে আছিলা পাঁচ ভাই।
অতিথি ভুঞ্জাযেন যথা যারে পাই ॥ ২৯
সূর্য্য আরাধিয়া ধর্ম্ম মাগিলেন বর।
ধনজন নাহি মোর বনের ভিতর ॥ ৩০
দুর্ব্বাসা প্রভৃতি আইলা অতিথি বহুল।
অন্নবর দেহ মোরে হও অনুকূল ॥ ৩১

(১) মারিমু মারিমু বলি ধরিবারে ধায়।—পাঠান্তর।
(২) বালী সুগ্রীবের যেন আছিল বিসম্বাদ।—পাঠান্তর।

মোর রন্ধন ঘরে না ছাড়িবে অন্ন।
অনুক্ষণ সর্ব্বরস থাকেত সম্পূর্ণ ॥ ৩২
হেন মতে অতিথি ভুঞ্জান নিতি নিতি।
কাম্যবনে যুধিষ্ঠির আছেন নরপতি ॥ ৩৩
ভোজ বৃষ্ণি পঞ্চাল অন্ধক নরপতি।
সম্ভাষিতে আইলা সবে বাসুদেব সংহতি ॥ ৩৪
একে একে সম্ভাষা করিল নানারীতি।
তাহাকে ভুঞ্জাএ রাজা করএ সম্প্রীতি ॥ ৩৫
কৃষ্ণ সঙ্গে আছিলেক বহুল কথন।
সম্ভাষিয়া গেলা সভে যে যার ভুবন ॥* ৩৬
তবে দ্বৈতবনে গেলা পাণ্ডুর নন্দন।
মুনিগণ সঙ্গে ছিল বিস্তর কথন ॥* ৩৭
একদিন পাঁচ ভাই আছিলা নির্জ্জনে।
দ্রৌপদী সহিত সভে দিবা অবসানে ॥* ৩৮
রাজারেক সম্বোধিয়া দ্রৌপদী কহন্তি।
পূর্ব্বশোক শুনিতে হৃদয় দহন্তি ॥ ৩৯
দুর্য্যোধন পাপিষ্ঠের হৃদয় বজ্রসার।
কপটে জিনিল রাজ্য করি দুরাচার ॥ ৪০
তুমি জ্যেষ্ঠ সহোদর ধর্ম্ম অবতার।
হেন দশা তোমার চিন্তিল দুরাচার ॥ ৪১
নানাদ্রব্য বসনে ভূষিত কলেবর।
তোমার পিন্ধন হইল গাছের বাকল[১] ॥* ৪২
নানা তপ যজ্ঞ করিলা বিপ্র আরাধন।
স্বর্ণপাত্রে করাইলা ব্রাহ্মণ ভোজন ॥* ৪৩
রাজসূয় প্রভৃতি বিবিধ যজ্ঞ কৈল।*
নানা ধর্ম্মকর্ম্ম করি পৃথিবী শাসিল ॥ ৪৪

(১) ভীমসেন লইতে পারে পৃথিবী সকল।—পাঠান্তর।

তোমারে দেখিলে শান্ত নহে মোর মন।
এত পুণ্যে দুঃখ পায অসহ্য কথন ॥ ৪৫
ভীমসেন দুর্জ্জয অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
দুই ভাই লইতে পারে পৃথিবীর কর ॥* ৪৬
প্রতিজ্ঞা তোমার দেখি পাই বড় তাপ।
আজ্ঞা দিলা তুমি তারে ভুজিবারে পাপ ॥ ৪৭
কুরুকুল জিনিয়া আপন রাজ্য লই।
যথাবিধি গুরুজন পুছিল সভাই ॥ ৪৮
ক্ষমার বশ হইলা শুন নৃপবর।
বিনা যুদ্ধে রাজ্য পাইবা এ বড় দুষ্কর ॥ ৪৯
অপকারী জ্ঞাতি সব কোন উপরোধ।
আপন দেখিয়া দশা তোমার না ক্রোধ ॥ ৫০
সুকুমার সহদেব নকুল কুমার।
দেখিয়া হৃদয়ে ক্রোধ না জন্মে তোমার ॥ ৫১
ক্ষমাকালে ক্ষমা করি বিবাদে বিবাদ[১]।
হেন কথা ইতিহাসে কহিল সম্বাদ ॥ ৫২
দ্রৌপদীর বচন শুনিয়া যুধিষ্ঠির।
উত্তর দিলেন তবে ধার্ম্মিক শরীর ॥ ৫৩
ক্রোধের বড় পাপ নাহি পুরুষের বৈরি।
নরকে পড়ন্তি গুণী সুকৃতি সংহারি ॥ ৫৪
ক্রোধে প্রজা নাশ হয ক্রোধে ধর্ম্ম হরে।
ক্ষমা করিলে চিরকাল সুখে রাজ্য করে ॥* ৫৫
এত শুনিয়া ভীমসেনের হইল ক্রোধ[২]।
নিষ্ঠুর বচনে রাজা দিলেন প্রবোধ ॥* ৫৬
ধর্ম্মে রাজ্য পাইব যদি বেদ পরমাণ।
বনবাস হইল কেন এ কোন বিধান ॥ ৫৭

(১) ক্ষমাকালে ক্ষমা করি বিরোধে বিরোধ।—পাঠান্তর।
(২) এত শুনি ভীমসেনে উপজিল ক্রোধ।—পাঠান্তর।

কোন ধর্ম্মে পাইল রাজ্য রাজা দুর্য্যোধন।
এক চাল সারি খেলি জিনিল রাজ্য ধন[১] ॥ ৫৮
শৃগাল হইয়া সিংহক মারি করে দূর।
তোমা খেদাইয়া দিল বনের ভিতর ॥ ৫৯
কেবল তোমার বুদ্ধি অবজ্ঞান হতে।
দেখি হারাইল রাজ্য গেল হাতে হাতে ॥ ৬০
তোমার কারণ আমি না মারি কৌরব।
অনর্থ কারণে আমি সহি দুঃখ সব ॥ ৬১
এত দুঃখ আমার না সহে মহারাজ।
আজ্ঞা দেহ কৌরব মারি লই আপন রাজ ॥ ৬২
শুভক্ষণে আজি তোমারে লইয়া যাই।
আজি নিয়া রাজধানী পাটেতে বসাই ॥* ৬৩
অর্জ্জুনের বাণ যেন যমের দোসর।
কোনজনে সহিবেক পৃথিবী ভিতর ॥* ৬৪
আমার গদার বেগ বিষম সমরে।
আছুক অন্যের কাজ হস্তী নাহি পারে[২] ॥ ৬৫
ভীমের বচন শুনি কহন্তি নরপতি।
খেলায় হারিয়া আমি দিলাম বসুমতী ॥ ৬৬
সত্য করি আপনি ইচ্ছায় করিনু কর্ম্ম।
এবে রাজ্য লইতে বল এ কোন ধর্ম্ম ॥* ৬৭
ধর্ম্ম না ছাড়িব যাবৎ আছয়ে শরীর।
ধর্ম্মে রাজ্য করিব ভাই শান্ত হও বীর ॥* ৬৮
হেনকালে আইলা তথা ব্যাস মুনিবর।
রহস করিয়া কিছু দিলেন উত্তর ॥ ৬৯
অচিরেত শুভকার্য্য হইব উপসন।
তুমি সব ত্বরান্বিত কিসের কারণ ॥ ৭০

(১) কপট সারিএ জিনি রাজ্য করি পণ।—পাঠান্তর।
(২) আছুক অন্যের কাজ হস্তী সহিতে নারে।—পাঠান্তর।

নানা বিদ্যায় গুণশীল বীর ধনঞ্জয়।
এ বিদ্যা হইতে হইব দৈবের পরিচয় ॥ ৭১
ইন্দ্রাদি দেবসনে হইব দরশন।
অস্ত্র সব জানিব জিনিব ত্রিভুবন ॥ ৭২
মহাদেব সহিত হইব দরশন।
তাহা হতে পাইবা অস্ত্র দিব্য শরাসন ॥ ৭৩
পঞ্চ ভাই মিলিয়া আমার কথা শুন।
দ্বৈতবন ছাড়িয়া কাম্যবনে চল পুন ॥ ৭৪
কতদিনে ধনঞ্জয় ধর্ম্মের আজ্ঞায়।
দেব দেব মহাদেব দেখিবারে যায় ॥ ৭৫
হিমালয় পর্ব্বতে গিয়া করিল বড় কর্ম্ম।
মহাবিদ্যা জপেন বহুবিধি ধর্ম্ম ॥* ৭৬
ফলাশন পয়াশন করি তিন মাস।
নানাবিধ নিয়ম বহুল উপবাস ॥* ৭৭
চারি মাসে করিল পবন আহার।
ঊর্দ্ধবাহু আছিল বিষম অনাহার ॥* ৭৮
তবে মহাদেব তথা করুণাসাগর।
প্রত্যক্ষ হইলা দেব সেবকবৎসল ॥ ৭৯
যে বর নিয়ম করি হৃদি ধরিল।
সেই সিদ্ধি হইবেক আমি বর দিল ॥* ৮০
এত বলি অন্তর্দ্ধান হইলা মহেশ্বর।
অর্জ্জুন আইল তথা বনের ভিতর[১] ॥ ৮১
পুনরপি আর মূর্ত্তি ধরিয়া মহেশ্বর।
মনুষ্যের বেশ ধরি হাতে ধনুক শর ॥ ৮২
পরম সুন্দর বেশ পার্ব্বতী সংহতি।
চারিভিতে বসিয়াছে সহস্র যুবতী ॥* ৮৩

(১) অর্জ্জুন আছন্ত তথা বনের ভিতর।—পাঠান্তর।

নানাবেশ ধরিয়া বেষ্টিত ভূতগণে।
কপট কিবাত শিব আইলা সেই বনে ॥* ৮৪
অর্জ্জুনের কাছে আসি গর্জ্জে মহাবোষে[১]।
খেদাড়িয়া বরাহ শিব আনিল সেই দেশে ॥ ৮৫
দেখিয়া অর্জ্জুন ধনুকে ধরে শব।
মারিবারে কপট বরাহ ভয়ঙ্কর ॥* ৮৬
অর্জ্জুনেক বলেন কপটে মহেশ্বব।
আমিত মারিব এই বরাহি শূকব ॥ ৮৭
তাহারে মারিতে[২] মুঞি হাতে লইল শর।
তুমি না মারিহ[৩] বরা শুনবে বর্ব্বব ॥* ৮৮
তার বাক্য না শুনিয়া মারিল অর্জ্জুনে।
কিরাত বিশিখ এড়িল ততক্ষণে ॥* ৮৯
দুই বাণে মারিল বরাহ ভয়ঙ্কর।
মায়া ছাড়ি হইল রাক্ষস কলেবর ॥ ৯০
অর্জ্জুন দেখিয়া তবে পুরুষ কিরাত।
ক্রুদ্ধ হইয়া ধনঞ্জয় বলেন সহসাৎ ॥ ৯১
মোর লক্ষ ববাহ মাবিলা দুর্ম্মতি।
শবে হানি পাঠাইমু যমের বসতি ॥ ৯২
হাসিয়া বলন্তি দেব কিবাত সুন্দর।
আনার অধীন এই বন মনোহব ॥ ৯৩
অহঙ্কারে চলসি মারিলে তুমি শরে।
এই অপরাধেতো পাঠাই যমঘরে ॥ ৯৪
এত বাক্য শুনি বলে কিরাত মহেশ্বর।
যত শক্তি আছেতো তত অস্ত্র মার ॥ ৯৫

(১) শুক নামে দক্ষপুত্র ববাহেব বেশে।—কবীন্দ্রধৃত বচন।
(২) তারে মারিবারে—পাঠান্তর।
(৩) তুমি তারে না মারিও—পাঠান্তর।

অহঙ্কারে ধনঞ্জয় বরিষেন শর।
দিগ্‌বিদিক্ নাহি কিছু অবসর ॥ ৯৬
খড়্গ লইয়া যায় বীর যমের দোসর।
দুই হাতে ধরি মারে কিরাতের উপর ॥ ৯৭
উফড়িয়া পড়ে খড়্গ হাসেন মহেশ্বর।
তবে শিলা বৃষ্টি করে অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥ ৯৮
সর্ব্বশক্তি বৃক্ষ এড়ে কিরাতের মাথে।
চূর্ণ হইয়া বৃক্ষ পড়ে হাঁসে জগন্নাথে ॥* ৯৯
ক্রুদ্ধ হইয়া করে বীর মুষ্টির প্রহার।
চট্ চট্ শব্দ শুনি কিছু নাহি আর ॥* ১০০
তবে ত জিনিলা কিরাত মহেশ্বর।*
ধরিল চাপিয়া পার্থের কলেবর ॥ ১০১
অচেতন হইয়া পড়ে ভূমির উপর।
ক্ষণে ত সম্বিত পাইয়া তুলিল কলেবর ॥ ১০২
স্নান করিল নদী জলে তবে ত গিয়া।
সকল অঙ্গ পাখলিল নদীর জল দিয়া ॥ ১০৩
মৃত্তিকার শিব গড়ে পূজিবার তরে।
এক পুষ্পমালা দিয়া তাঁরে পূজা করে ॥ ১০৪
সেই পুষ্পমালা দেখে কিরাতের মাথে।
শঙ্করের চরণে ধরিল দুই হাতে[১] ॥* ১০৫
এত অপরাধ করিনু তোমার চরণে।
ক্ষমা কর প্রভু মুঞি পশিনু শরণে ॥ ১০৬
তুষ্ট হইয়া ললাট তুলিয়া দেখাইল।
প্রণমিয়া অর্জ্জুন বিস্তর স্তুতি কৈল ॥* ১০৭
বহুবিধ স্তুতি করিলা বীর ধনঞ্জয়।
বর দিলা মহাদেব হইবা বিজয় ॥* ১০৮

(১) দেখিয়া চরণ তার ধরিল দুই হাথে।—পাঠান্তর।

ত্রিভুবনে তোর সম নাহি ধনুর্দ্ধর।
তোর সনে যুঝিতে নারিব পুরন্দর[১] ॥ ১০৯
নররূপী নারায়ণ তুমি মহাবল।
পাশুপত অস্ত্র আমি তোমারেত দিল ॥ ১১০
এই অস্ত্র প্রভাবে হৈব জয় ত্রিভুবনে।
তোর সনে যুঝিবেক কাহার পরাণে* ॥ ১১১
মন্ত্র সনে অস্ত্র দিল অর্জ্জুনের হাথে।
অন্তর্ধ্যান করিল শিব ত্রিভুবনেব নাথে ॥ ১১২
সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইলা দেব মহেশ্বব।
ধন্য মোর জীবন ধন্য কলেবব ॥ ১১৩
হেন মতে অর্জ্জুন চিন্তিতে আচম্বিত।
ইন্দ্র আদি লোকপাল হইলা উপস্থিত ॥ ১১৪
অর্জ্জুনেরে অস্ত্র দিলা দিক্‌পালগণে।
মন্ত্র সনে অর্জ্জুন লইলা তৎক্ষণে ॥ ১১৫
যমে দিলা কালদণ্ড কাঁপে ত্রিভুবন।
সর্প অস্ত্র অর্জ্জুনেরে দিলাত বরুণ ॥ ১১৬
কুবের দিল ভেদ অস্ত্র ভুবন দুর্জ্জয়।
অস্ত্র পাইয়া কৃতকৃত্য হইল ধনঞ্জয় ॥ ১১৭
তবে ইন্দ্র বলিলেন সকল অস্ত্র দিব।
মাতলি পাঠাইয়া তোমা স্বর্গে লইযা যাব ॥* ১১৮
অস্ত্র দিয়া অর্জ্জুনেরে গেলা দেবগণ।
রথ লইয়া মাতলি আইল ততক্ষণ ॥* ১১৯
রথে চড়ি অর্জ্জুন সঙ্গে চলি গেল।
তথা গিয়া দেবতার সঙ্গে হইল মেলা[২] ॥ ১২০
যতো দেব আছিল করিল দরশন।
লেখিল অসংখ্য হয় বহুত কথন ॥ ১২১

(১) না পারে পুরন্দর।—পাঠান্তর।
(২) তথা গিয়া বসি সব দেবতার মেলা।—পাঠান্তর।

নানাঅস্ত্র পড়াইলা আপনি পুরন্দর ।
দেবসনে ক্রীড়া করে অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর ॥ ১২২
হেথায় চিন্তিত হইলা রাজা যুধিষ্ঠির ।
কোন দিগে গেলা ভাই ধনঞ্জয় বীর ॥ ১২৩
অনুশোচী চারি ভাই দ্রৌপদী সহিত ।
সভারে সান্ত্বাইয়া বলে ধৌম্য পুরোহিত ॥ ১২৪
নরনারায়ণ হেন কৃষ্ণ মুখে শুনি ।
অধ্যাত্ম করিয়া দিল ব্যাস মহামুনি ॥ ১২৫
সত্যবন্ত যুধিষ্ঠির দিল অনুমতি ।
দেবতা আরাধিতে গেলা আপন সম্মতি[১] ॥ ১২৬
অকল্যাণ নাহি তার আছএ কল্যাণে ।
তুমি সব শোক কর কিসের কারণে[২] ॥ ১২৭
তবে বৃকোদর বলে রাজারে তর্জ্জিয়া ।
অপমানে সিংহ যেন উঠিল গর্জ্জিয়া[৩] ॥ ১২৮
তোমার কারণে আমি এত দুঃখ পাই ।
নানাস্থানী হইলাম অরণ্যে পাঁচ ভাই ॥ ১২৯
অর্জ্জুন বিয়োগে আমি ত্যজিব পরাণ ।
এই দুঃখে তোমার নহিল অপমান ॥ ১৩০
পূর্ব্বে আজ্ঞা দিতে যদি মারিতে কৌরব[৪] ।
ধনঞ্জয় না দেখিয়া দহে তনু সব ॥ ১৩১
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যথাকালে সেবি ।
বাহুবলে শাসিলেক সকল পৃথিবী ॥ ১৩২

(১) দেব আরাধিতে গেল পাণ্ডুর সন্ততি ।—কবীন্দ্রধৃত পাঠ ।
(২) তুমি সব অনুশোচ কিসের কারণে ।—পাঠান্তর ।
(৩) উঠিল ডাকিয়া ।—পাঠান্তর ।
(৪) কপট সারি কোথায় বা কৌরব ।—পাঠান্তর ।

কৃত্যা করে দুর্য্যোধন তুমি জ্ঞানবন্ত।
কৃপালেশে পায় ভাই কুটিলের অন্ত[১] ॥ ১৩৩
দ্বাদশ বৎসর বনে পাইব অপমান।
একদিন যাইব এক বৎসর সমান[২] ॥ ১৩৪
আর যদি নিবর্ত্তিয়া পারি কদাচিত।
এক বৎসর অজ্ঞাতবাস রহিব পৃথিবীত ॥ ১৩৫
চর দিয়া চাহিবেক দুষ্ট দুর্য্যোধন।
পৃথিবীতে অজ্ঞাত থাকিব কোনজন ॥ ১৩৬
যদি বা থাকিতে পারি দৈব অনুসারি।
দ্বাদশ বৎসর গেলে রাজ্য অধিকারি ॥ ১৩৭
আরবার মন্ত্রণা করিবে দুর্য্যোধন।
আহুতি খেলাব ধাঞা কৌরবের নন্দন[৩] ॥ ১৩৮
তবে পুন সেই দুঃখ হইব উপনীত।
অকারণ দুঃখ পাইলাম দেব লিখিত[৪] ॥ ১৩৯
আজ্ঞা দেহ নরনাথ দুঃখ যাউক দূর।
মোর বাহুবল পূজুক মহাশূর ॥ ১৪০
সহদেব নকুল সহায় দুই ভাই।
কৃষ্ণ হেন সারথি তোমার পুণ্যে পাই ॥ ১৪১
শত ভাই দুর্য্যোধন সুবলতনয়।
তাহার সপক্ষ যত সমরে দুর্জ্জয় ॥ ১৪২
কর্ণ আদি মারিয়া পাঠামু যমঘর।
সুখে রাজ্য কর তুমি যেন পুরন্দর ॥ ১৪৩
এতবলি গদা লয় ভীম মহাবীর।
মুখে চুম্ব দিয়া বলে রাজা যুধিষ্ঠির ॥ ১৪৪

(১) কৃপালেশে পবিকলে [?] কুটিলের চিত্ত।—পাঠান্তর।
(২) এক এক দিন হৈল বৎসর সমান।—পাঠান্তর।
(৩) আহুতি খেলিব সারি পাপিষ্ঠ দুর্জ্জন।—পাঠান্তর।
(৪) অকারণে নষ্ট হইলাং তোমার বুদ্ধিত। পাঠান্তর।

যে কিছু বলিলা ভাই সকল সমুচিত[১]।
অপরাধ আমার কহিলা সুনিশ্চিত॥ ১৪৫
বলিল বচন আমি লঙ্ঘিব কেমনে।
হেন অপযশ মোর থাকিব ভুবনে॥ ১৪৬
ত্রয়োদশ বৎসর গেল যখন দেখস্ত[২]।
তবেত মারিবে তুমি বিপক্ষ দুরন্ত॥ ১৪৭
হেনকালে আইলা বৃহদশ্ব মুনিবর।
পাদ্য অর্ঘ্য দিল তাঁরে চারি সহোদর॥ ১৪৮
অনেক আছিল কথা মুনির সংহতি।
যেরূপে নিল রাজ্য দুর্য্যোধন নরপতি॥ ১৪৯
সকল দুঃখ মুনির ঠাঞি কহিল যুধিষ্ঠির।
যেন পরাভব পাইলা পঞ্চ সহোদর॥ ১৫০
পৃথিবীতে রাজা নাহি মো হেন দুঃখিত।
বিচারিয়া মুনিবর কহ সুনিশ্চিত॥ ১৫১
এতেক শুনিয়া বৃহদশ্বের হইলা হাস[৩]।
যুধিষ্ঠির রাজা তুমি শুন ইতিহাস॥ ১৫২
তোমার অধিক দুঃখ পাইল নলরাজ।
সেই পাশা খেলাইয়া হারাইল রাজ॥ ১৫৩
স্ত্রীর সঙ্গে বনে গেল কলি হৈল বৈরি[৪]।
দৈব-বিপাকে তার বস্ত্র লইল হরি॥ ১৫৪
পত্নী সঙ্গে এক বস্ত্র করি পরিধান।
নিদ্রায় কাটিয়া লইল বস্ত্র অর্দ্ধখান॥ ১৫৫

---

(১) যে সব বোল ভাই সকল অনুচিত।—পাঠান্তর।
(২) ত্রয়োদশ বৎসর যখন দেহ অন্ত।—পাঠান্তর।
(৩) এত শুনি বৃহদশ্বের উপজিল হাস।—পাঠান্তর।
(৪) স্ত্রী সনে বনে গেল শনি হৈল বৈরি।—পাঠান্তর।

অৰ্দ্ধখান বস্ত্র পরি নল মহারাজ।
পত্নী এড়ি পলাইল থুইয়া বনমাঝ[১] ॥ ১৫৬
পত্নী দময়ন্তী তার বড় দুঃখ পাইল।
দৈব বিপাকে সে বাপের রাজ্য গেল[২] ॥ ১৫৭
অনেক পাইল দুঃখ নল রাজন্।
পুন দময়ন্তী তাহে হইল মিলন[৩] ॥ ১৫৮
এসব কথা কহিল বৃহদশ্ব মুনি।
যুধিষ্ঠির রাজা তবে পুছিল আপনি ॥ ১৫৯
কিমতে দুঃখ পাইল নল মহারাজ।
কোন মতে পাশা খেলি হারি সর্ব্বরাজ ॥ ১৬০
(স্ত্রী সঙ্গে কেমনে কৈল বনবাস।
সকল কহত মুনি মনে হউক আশ ॥ ১৬১
বৃহদশ্ব মুনি বলে শুন মহারাজ।
যেন মতে দুঃখে নল ছাড়ে নিজ রাজ ॥) ১৬২
ভীমসেন নাম রাজা নিষধ ঈশ্বর[৪]।
তাহার পুত্র নল রাজা অতি মনোহর ॥ ১৬৩
সর্ব্বগুণে সম্পন্ন রূপে কাম সম।
(পৃথিবীতে খ্যাত রাজা সদায় ধর্ম্মে মন ॥ ১৬৪
যত যত রাজা হব পৃথিবীতে বৈসে।
সবার উপর যেন পুরন্দর আছে ॥ ১৬৫
সকল লোকের মাঝে যেন সূর্য্য যম।)
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় রূপে অনুপাম[৫] ॥ ১৬৬

---

(১) পত্নী এড়ি পালাএ ছাড়িয়া বন মাঝ।—পাঠান্তর।
(২) দৈব বিধানে সে বাপের দেশ পাইল।—পাঠান্তর।
(৩) দময়ন্তী সনে হৈল পুনঃ দরশন।—পাঠান্তর।
(৪) বীরসেন নামে রাজা নিষধ ঈশ্বর।—পাঠান্তর।
(৫) পবিত্র বেদবিহিত রূপে অনুপাম।—পাঠান্তর।

ভীম মহারাজা জান বিদর্ভ ঈশ্বর।
প্রথর মহারাজা বড় ধনুর্দ্ধর[1] ॥ ১৬৭
অপুত্রক রাজা সেই অপত্য যত্ন করে।
দেবতা সেবা করে বিবিধ প্রকারে[2] ॥ ১৬৮
কতকালে আইল নারদ মুনিবর।
অনেক পূজিল তারে ভীম নরেশ্বর ॥ ১৬৯
(তাহারে বলেন্ত রাজা শুন মহামুনি।
পূজা হীন দুঃখ উপদেশ কহ তুমি) ॥ ১৭০
অভিবেকে পূজে রাজা সেই মুনিবর[3]।
তুষ্ট হইয়া মুনি তাহারে দিলা বর[4] ॥ ১৭১
এক কন্যা তিন পুত্র হইব তোমার।
রূপে গুণে তেঁহ হইবেক পৃথিবীর সার[5] ॥ ১৭২
(বলবন্ত মদন রূপে মহাতেজা।
দময়ন্তী নাম কন্যা বড় মহাযশা) ॥ ১৭৩
কন্যা তিন পুত্র ভীম রাজার হইল।
যৌবনে পুত্র কন্যার প্রবেশ করিল[6] ॥ ১৭৪
(তবে ভীম মহারাজ কন্যার যৌবন কাল দেখি।
দাসী এক শত দিল এক শত সখী ॥ ১৭৫
উপাসনা করে তার যত দাসীগণ।
সব সখী লইয়া ক্রীড়া করে সর্ব্বক্ষণ ॥ ১৭৬
বহুবিধ অলঙ্কার সর্ব্বাঙ্গে ভূষিতা।
শচীর সমান দেবী রাজার দুহিতা ॥ ১৭৭

(১) অতি মহাবল বীর বড় ধনুর্দ্ধর।—পাঠান্তর।
(২) ..বতা মুনি পূজা করিল তবে ভীম নরেশ্বর।—পাঠান্তর।
(৩) পুরী সমেতে রাজা পূজিল মুনিবর।—পাঠান্তর।
(৪) তুষ্ট হইয়া মহামুনি তারে দিল বর।—পাঠান্তর।
(৫) রূপে গুণে যুত সত্ত্যো পুরি আধসার (?)—পাঠান্তর।
(৬) দুর্লভ যৌবন তার সঙ্গে প্রবেশিল।—পাঠান্তর।

বহুরূপগুণকন্যা খঞ্জননয়নী।
তিনলোকে তার সম নাহিক কামিনী॥ ১৭৮
ক্ষমাপ্রিয় সত্যবাদী অক্ষৌহিণী পতি।
জিতেন্দ্রিয় জিতাত্মা রাজন্ সত্যবতী॥ ১৭৯
বরনারী-মনোরমা-রূপে অনুপাম।
ধনুর্ব্বেদ নিষ্ঠিত যেন বীর্য্যবন্ত রাম॥ ১৮০
সর্ব্বজন মনোরমা যশস্বিনী বালা।
দেবচিত্ত হরিবারে পারে রূপকলা॥১৮১
বীরসেনসুত নল লোকপ্রতিষ্ঠিত।
কন্দর্প সদৃশ রূপে গুণে সমুদিত॥ ১৮২
দময়ন্তী লোকমুখে নলের গুণ শুনি।
নিতি নিতি মনে চিন্তে পরম কামিনী॥ ১৮৩
নল রাজা দময়ন্তী শুনিয়া লোকমুখে।
রূপগুণ তার জপন্তি মনসুখে॥ ১৮৪
দুহে দুহার রূপগুণ করিয়ে স্মরণ।
মনে মনে দুহে চিন্তেন দুহ দরশন[১]॥ ১৮৫
মদনে পীড়িত হইলা নল মহাবাজ।
অন্তরে মোহিত হইল উদ্যানক মাঝ॥ ১৮৬
দৃষ্টি হইল রাজার সরোবর ভিতরে।
রাজহংসগণ তথা দেখে নল বীরে॥ ১৮৭
জলেতে চরয়ে হংস হংসিনী সমাজে।
তাহা দেখি পীড়িত হইল নল মহারাজে॥ ১৮৮
জলে তবে ডুব দিয়া হংস মধ্যে গিয়া[২]।
হংসের মধ্যে এক হংস ধরিল চাপিয়া॥ ১৮৯

(১) অন্যোন্যে দুহো চিন্তি দুহার দর্শন।—পাঠান্তর।
(২) উদ্যান নিকট দেখি সরোবরের তীরে।
সুবর্ণের হংস তথা দেখে নল বীরে॥
জলেতে ভ্রমএ হংস হংসীগণ মেলে।
তাহা দেখি মনে প্রীতি হৈলা নলে॥

আর হংসগণ উড়িয়া আকাশে[১]।
অনেক কহিল হংস মনুষ্যের ভাষে॥ ১৯০
না মারিবে আমারে নল মহারাজ[২]।
করিব আরতি তোমার মনোনীত কাজ॥ ১৯১
দময়ন্তী নাম ভীমের কন্যা সুচরিতা।
বিদর্ভ দেশে ভীম রাজার দুহিতা[৩]॥ ১৯২
তাহার সমান সুন্দরী নাহি ত্রিভুবনে[৪]।
রূপেগুণে যুতাবালা কহিল নিবেদন॥ ১৯৩
শুনিয়া হংসের কথা জানিয়া নিল রাজ।
এড়ি দিল হংসী গেল নিজগণ মাঝ॥ ১৯৪
তবে সবে গেল বিদর্ভ-নগরী।[৫]
উড়িয়া পড়িল যথা দময়ন্তী সুন্দরী॥ ১৯৫
বিদর্ভ নগরে আছে রম্য সরোবর[৬]।
পড়িল সকল হংস দেখি মনোহর॥ ১৯৬
দেখিল দময়ন্তী হংস মনোরম[৭]।
সব সখী সঙ্গে তথা করিল আগমন॥ ১৯৭

জলে ডুব দিয়া নল হংস মধ্যে গিয়া।
এক ধরিল তাহার পাএত চাপিয়া॥—পাঠান্তর।

(১) আর যত হংস উঠিল আকাশে।—পাঠান্তর।

(২) না মারিহ আমা শুন নল মহারাজ।—পাঠান্তর।

(৩) শচী সাবিত্রীসম দেখি রাজসুতা।—পাঠান্তর।

(৪) তার সম সুন্দরী নাহি পৃথিবীত।
রূপে গুণে যুতা বালা শশি-সমুদিত॥—পাঠান্তর।

(৫) তবে হংস গেল বিদর্ভের প্রতি।
উড়িয়া পড়িল যথা দময়ন্তী সতী॥—পাঠান্তর।

(৬) বিদর্ভ দেশেতে দেখি নানা রম্য সরোবর।—পাঠান্তর।

(৭) সখীগণ সঙ্গে তথা করিল গমন।
আচম্বিতে হংস মাঝে হইল দরশন॥—পাঠান্তর।

সব সখীগণে কন্যা নিরোধ করি[১]।
তুমি সব দূরে থাক আমি হংস ধরি॥ ১৯৮
সখী সব দূরে গেলা কন্যার বচনে।
হংস ধরিতে কন্যা করএ যতনে॥ ১৯৯
উড়ি উড়ি হংস গিয়া পড়ে স্থানান্তরে[২]।
দূরে না যায় কন্যা বুঝিয়া অন্তরে॥ ২০০
অল্প অল্প গতিতে গেল দূরদেশ।
ধরিলেক এক হংস পাইয়া বড় ক্লেশ॥ ২০১
তবে হংস বলিলেক মনুষ্য ভাব ধরি।
দময়ন্তী প্রতি বাণী কহে প্রীতি করি॥ ২০২
শুন শুন রাজসুতা শুন নিজ হিত[৩]।
তোহেন সুন্দরী না দেখি পৃথিবীত॥ ২০৩
তোর গুণ যোগ্য বর নাহি ছিল আন[৪]।
বীরসেনসুত বই নলের সমান॥ ২০৪
তার সমান নৃপবর নাহি আর[৫]।
অশ্বিনীকুমার যেন অতি মনোহর॥ ২০৫
আপনি কন্দর্প কিবা মূর্ত্তিমন্ত হইয়া।
বীরসেন রাজার ঘরে জন্মিল আসিয়া॥ ২০৬
তাহার ভাগ্যেত তুমি হও তার পত্নী[৬]।
ত্রিভুবনে প্রসংশির যত লোক শুনি॥ ২০৭

---

(১) সর্ব্ব সখিগণ সভে নিবারণ করি।
(২) উড়িযা হংস সব রহিল স্থানান্তরে।
(৩) শুন শুন রাজসুতা চিন্ত নিজ হিত।
(৪) তার যোগ্য গুণের বর না দেখিল আর।
(৫) তার সম রূপে আর নাহি নৃপবর।
অশ্বিনীকুমার সম রূপে মনোহর॥
(৬) ভার্য্যা যদি হও যশস্বিনী।—পাঠান্তর।

আমি বলি দেবতা গন্ধর্ব্ব রাক্ষসে[১]।
তাহার সমান রূপ না দেখি মনুষ্যে ॥ ২০৮
স্ত্রীগণ মধ্যে তোমায় রত্ন গণি।
তোর যোগ্য বর নল আমি অনুমানি ॥ ২০৯
নল সঙ্গে বিশিষ্ট সঙ্গে হউক উপযোগ।
পতিব্রতা হইয়া নলের সনে ভোগ[২] ॥ ২১০
হংস নলের গুণ কহিল হেন যবে[৩]।
দময়ন্তী প্রত্যুত্তর পত্রেবে দিলে তবে ॥ ২১১
দৈব মোর কাম্য আছে নলের ঘবণী।
নলের সাক্ষাতে গিয়া কহিও কাহিনী ॥ ২১২
দময়ন্তী এতো বলি হংস এড়ি দিল।
নিষধেরে গিয়া হংস সর্ব্ব কথা কহিল[৪] ॥ ২১৩
(হংস যদি চলি গেলা নিষধক প্রতি।
হৃদয়ে ধরিল বালা নল মহামতি ॥) ২১৪
হংসধ্বজ কহিল নিযধেব প্রতি।
হৃদয় ধরিল বরিল নরপতি * ॥ ২১৫

---

(১) আমি শুনি দেবলোকে গন্ধর্ব্ব রাক্ষসে।
তার তোর সমরূপ না দেখি মানুষে ॥
(২) পতিব্রতা তুমি নল সঙ্গে ভুঞ্জ উপভোগ।
(৩) হংস যবে কহিল এ সব বচন।
দময়ন্তী প্রত্যুত্তর দিল ততক্ষণ ॥
(৪) যবে মোর সঙ্গে হএ নলের ঘটন।
নলের সমীপে গিয়া কহিব কথন ॥
দময়ন্তী হেন যবে অনুমতি দিল।
তবে হংস নিষধ দেশে চলি গেল ॥—পাঠান্তর।
* এই কবিতাটি অন্য পুঁথিতে নাই বা এ স্থলে এ ভাবের কোন কথাই নাই।

সর্ব্বগুণ চিন্তিয়া হৃদয় লাগিল[১]।
বিরহজ্বালায় কন্যা বিরহিণী হৈল ॥ ২১৬
ঊর্দ্ধবাহু ধ্যান করি সূর্য্যতাপিত।
পাণ্ডুবর্ণ মূর্ত্তি হইল নৃপসুত ॥ ২১৭
শয্যায় না শোএ কন্যা ত্যজি উপভোগ।
রাত্রিদিনে নিদ্রা নাহি করে তাব শোক ॥ ২১৮
রজনী দিবসে ভাবে নল রাজন।
ইঙ্গিতে বুঝিল সব সখীগণ ॥ ২১৯
তবে যত সখীগণ মনে কৈল সার।
বিরহ-লক্ষণ তবে দেখিল তাহার ॥ ২২০
রাজমহিষীরে তবে কবিল গোচব।
যে যুক্তি হয় তাহা করহ সত্বর[২] ॥ ২২১
সখীমুখে শুনি দুহিতার মতি।
মনে চিন্তি কহিলেক যথা নরপতি[৩] ॥ ২২২
(কেন হেন তোমার বিবর্ণ অঙ্গ দেখি।
কিবা অনুমতি জান কহ সব সখী ॥) ২২৩

---

(১) সর্ব্বক্ষণ চিন্তি নল হৃদয়ে লাগিল।
বিবহে দুঃখিত বালা বিবর্ণ হইল ॥
উর্দ্ধবাহু ধ্যান কবি উন্মত্ত তাপিতা।
পাণ্ডুবর্ণ দুর্ব্বলা হইল রাজসুতা ॥
শয্যা পাতে না শোএ রাজা ত্যজিলেক ভোগ।
বাত্রে দিনে নিদ্রা নাহি করে কতি শোক ॥
রাত্রি দিন কান্দে কন্যা অন্য নাহি মনে।
আকার ইঙ্গিতে তাহা বুঝিল সখী জনে ॥
তবে সখীগণে মেলি মনে করি সার।
বিরহ-বিলক্ষিত তার দেখি এ ইহার ॥—পাঠান্তর।

(২) যেন যুক্তি হয় বুদ্ধি করহ সত্বর।

(৩) চিন্তিয়া মনেত কহে রাজাব প্রতি।—পাঠান্তব।

দেখনা যৌবন কাল পাইল নন্দিনী[1] ।
স্বয়ম্বর নিমিত্ত চিন্তহ নৃপমণি ॥ ২২৪
দেশে দেশে আছে যত নৃপবর[2] ।
স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রণ গেল সভাকার ॥ ২২৫
ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দিয়া কহিল বিশেষ ।
ব্রাহ্মণ কহিল গিয়া সর্ব্বদেশে দেশ ॥ ২২৬
ভীম নাম মহারাজ বিদর্ভ নরপতি ।
দময়ন্তী তাহার কন্যা রূপগুণবতী ॥ ২২৭
নিজ যোগ্য বর সে করিব স্বয়ম্বর ।
এই কথা কহিল সবার গোচর[3] ॥ ২২৮
ব্রাহ্মণের মুখে শুনি যত রাজাগণ ।
বিদর্ভ নগরে সভে করিল গমন ॥ ২২৯
(দেশে দেশে হৈতে আসি রাজার কুমার ।
চতুরঙ্গ দলে আইলা বিদর্ভ নগর ॥ ২৩০
বিচিত্র বিমানে চড়ি করিলাঙ্ বেশ ।)
ভীমের নগরে সভে করিলা প্রবেশ ॥ ২৩১
ভীম মহারাজ যত দেখি নৃপগণ ।
সর্ব্ব রাজাগণে ভীম করিল পূজন[4] ॥ ২৩২
হেন কালে দেবমান্য ঋষি দুইজন ।
ইন্দ্রলোক হৈতে করে পৃথিবী-ভ্রমণ ॥ ২৩৩

---

(১) দেখ না যৌবন কাল পাইল যশস্বিনী ।

(২) দেশে দেশে যত আছে রাজার কুমার ।
স্বয়ম্বরে নিমন্ত্রিল ভীম মহিপাল ॥
ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া * * কহিয়া বিশেষ ।
ব্রাহ্মণ কহিল গিয়া যত সব দেশ ॥

(৩) উপস্থিত হবে সবে করিলা গোচর ।—পাঠান্তর ।

(৪) যথোচিত নৃপগণে করিল পূজন ।—পাঠান্তর ।

নারদ পর্ব্বত নামে দুই মহামুনি[১]।
হেন কালে আইলা যথা ভীম গুণী॥ ২৩৪
সভাতে বসাইলা ভীম করিয়া যতন।
যত্নে বসাইয়া তাঁরে করিল পূজন॥ ২৩৫
নিবেদন করিল দময়ন্তী স্বয়ম্বর।
মুনি বলে বিলম্বে নাহিক অবসর॥ ২৩৬
কেমত দময়ন্তী কুমারী তোমার।
দেখিবারে বর দিতে মন আছে আমার॥ ২৩৭
শুনিয়া দময়ন্তী আনে মুনির বচনে।
দেখিয়া তুষ্ট হইয়া বর দিলা দুই জনে॥ ২৩৮
তুমি যেমন কামনা করিয়াছ মনে।
আমি বর দিলে তুমি পাইবা সেই জনে॥ ২৩৯
বর দিয়া গেলা দোঁহে ইন্দ্রের বসতি।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজিল সুরপতি॥ ২৪০
তবে দুই মুনি বলে শুন দেবরাজ।
তোমার প্রসাদে ভ্রমি সংসারের মাঝ॥ ২৪১
ইন্দ্র যে পুছিলেন গিয়া পৃথিবী-ভ্রমণে।
এবে কেননা আইসে যত রাজাগণে॥ ২৪২
মুনি বলেন না আইসে কেন যত রাজাগণ।
সকল রাজা গেলা বিদর্ভভুবন॥ ২৪৩

---

(১) নারদ পর্ব্বত দুই মহামুনিবর॥
বেড়াইতে বেড়াইতে গেলা বিদর্ভনগর॥
সভাতে বসাই ভীম করিয়া পূজন।
যত্ন করি বসাইল করিয়া নিবেদন॥
দময়ন্তী কন্যা মোর সর্ব্বগুণযুতা।
স্বয়ম্বরে বরিবেক সতী পতিব্রতা॥
তবে দুই মুনি বলে শুন রাজ্যেশ্বর।
বিলম্ব করিতে আমা নাহি অবসর।--পাঠান্তর।

দময়ন্তী কন্যা তার আছে সুচরিত।
তাহার সম রূপ নাহি পৃথিবীত ॥ ২৪৪
কন্যার স্বয়ম্বর শুনিয়া রাজাগণ।
সকল রাজা গেল বিদর্ভভুবন[১] ॥ ২৪৫
এতেক কহিল যবে নারদ মুনিবর।
দেবগণ বলে চল দেখি স্বয়ম্বর ॥ ২৪৬
তবে যত দেবগণ গগনে বেষ্টিত।
বিদর্ভনগরে গিয়া হইলা উপস্থিত[২] ॥ ২৪৭

---

(১) দময়ন্তী আনিল রাজা মুনির বচনে।
দেখিয়া তুষ্ট হইয়া বর দিলেন তখনে ॥
তোমার যোগ্য বর যে করিয়াছ মনে।
আমি বর দিল তুমি পাব সেই জনে ॥
বর দিয়া অন্তর্ধান করিল শীঘ্রগতি।
ত্বরিত গমনে গেলা ইন্দ্রলোক প্রতি ॥
তবে ইন্দ্র মুনিরে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া।
বসাইল মুনির কুশল পুছিয়া।—পাঠান্তর।

(২) তবে ইন্দ্র পুছিলেন মুনির গোচর।
যত যত মহারাজ পৃথিবীর ভিতর ॥
মহাযোদ্ধা বলবান মহাধনুর্দ্ধর।
ইবে কেন নাহি আইসে সকল নৃপবর ॥
নারদেরে ইন্দ্র যবে করিল গোচর।
মহামুনি নারদ দিলেন উত্তর ॥
শুন দেবরাজ রাজা না দেখ যে কারণে।
সর্ব্ব রাজাগণ গেল বিদর্ভ ভুবনে ॥
বিদর্ভ দেশের রাজা ভীম মহাশয়।
দময়ন্তী কন্যা আছে তাহার নিলয় ॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যাগুণে সমুদিত।
তার সম রূপবতী নাহি পৃথিবীত ॥
স্বয়ম্বর হইব সেই শুনি রাজাগণ।
রাজরাজ্যেশ্বর গেলা ভীমের সদন ॥—পাঠান্তর।

তবে নল শুনিলেক রাজার কথন।[১]
বিদর্ভ দেশেতে নল করিল গমন[২] ॥ ২৪৮
চলিলেন নল রাজা দময়ন্তী করি মনে।
আসিতে দেখিল পথে ইন্দ্রদেবগণে[৩] ॥ ২৪৯
(ইন্দ্র আদি দেবগণ অন্তরীক্ষে রহি।
বড়ই বিস্ময় হৈলা নলের রূপ চাহি ॥ ২৫০
হেন রূপে না হেরিব পৃথিবী ভিতরে।
না দেখিল কভু আমরা এমত সুন্দরে ॥) ২৫১
নলের দেখিয়া রূপ মদনমোহন[৪]।
দময়ন্তী নিরাশ হইলা দেবগণ ॥ ২৫২
তবে চারি দেবতা একত্র হইয়া।[৫]
নলের সাক্ষাতে গিয়া মিলিল আসিয়া ॥ ২৫৩
রহিয়া সম্ভাষা কর শুন নরেশ্বর।
নিবেদন করি কিছু অবধান কর ॥ ২৫৪
মহাসত্ত্ব রাজা তুমি বীরসেনসুত।
দেবের সাধিবা কার্য্য হইয়া যাহ দূত ॥ ২৫৫

---

(১) হেন কহিলেক যদি নারদ মুনিবর।
সব দেবগণ আইলা ইন্দ্রের গোচর ॥
সর্ব্ব দেবগণ শুনি নারদের মুখে।
আমি সব স্বয়ম্বর দেখিব গিয়া সুখে ॥
তবে সব দেবগণ গগনে বেষ্টিত।
বিদর্ভনগরে গিয়া হৈল উপনীত ॥—পাঠান্তর।

(২) স্বয়ম্বরে চলিলা রাজা বিদর্ভ ভুবন।

(৩) আসিতে দেখিল তাবে সব দেবগণে।

(৪) নলের দেখিয়া রূপ প্রথম যৌবন।

(৫) তবে সব দেবগণ একত্র মিলিয়া।
নলের নিকট সব মিলিলা আসিয়া ॥—পাঠান্তর।

তবে নল বলে শুন মহাশয়।[1]
করিব আরতি তোমার দেহ পরিচয়॥ ২৫৬
(কৃতাঞ্জলি বলো মুঁঞি তোমরা কোনজন।
কাহার হইব দূত কিবা করিব কর্ম্ম॥ ২৫৭
স্বরূপে কহ তোমরা কোন মহাশয়।
কোন কার্য্যে দূত হৈব কহ সুনিশ্চয়॥ ২৫৮
কহিল সকল যদি নল রাজশিরোমণি।
সকল দেবতা পরিচয় দিল তখনি॥) ২৫৯
পরিচয় দিনু আমি দেব চারিজন।[2]
দময়ন্তীর নিমিত্তে আমার আগমন।
আমি ইন্দ্র এই যম দেখ বিদ্যমান॥ ২৬০
এই অগ্নি দেব দেখ এই বরুণ॥ ২৬১
চারি লোকপাল আমরা বলিল তোমারে।
দূত হয়ে দময়ন্তীরে জানাহ সত্বরে॥ ২৬২
মহেন্দ্র বরুণ যম অগ্নি মহাশয়ে।
তোমারে পাইবার তরে আইলা হেথায়ে[3] ॥ ২৬৩
(তার মধ্যে এক দেবতা বরহ সুন্দরী।
মৃত শরীর যেন রাজা মনে মনে করি॥) ২৬৪
ইন্দ্র যদি বলিলেন এ সব বচন।
কৃতাঞ্জলি হইয়া নল করে নিবেদন॥ ২৬৫

---

(১) তবে নল বলিলেন বীর মহাসাধ্য।
প্রতিজ্ঞা তোমার আজি দিহ এ আরাধ্য॥—পাঠান্তর।
(২) দেবতা জান রাজা আমরা চারিজন।
দময়ন্তীমূলক আমা সভার গমন॥
ইন্দ্র বরুণ অগ্নি যম এই চারি জনে।
এই বরুণ দেখ কহিল তোর স্থানে॥
চারি লোকপাল আমরা বলিএ তোমারে।
দূত হইঞা দময়ন্তীরে জানাহ সত্বরে॥—পাঠান্তর।
(৩) তোমায় পাইছায় আল্যাও এথায়।—পাঠান্তর।

দময়ন্তীর স্বয়ম্বরে আইল লোকপাল।
আমিহ আসিয়াছি স্বয়ম্বরে তাহার॥ ২৬৬
তাহার নিমিত্ত আমি বড় আশা করি।
কেমতে বলিব আমি তাহা পরিহরি॥ ২৬৭
মহেন্দ্র বলেন পূর্ব্বে দিলো আশ্বাস।
এখন কেন মহারাজা করহ নৈরাশ॥ ২৬৮
এখন জানিল তুমি অতি বড় ক্রূর।
আপনি আসিয়া কেন কহিহ নিষ্ঠুর(১)॥ ২৬৯
বলে যাও নৈষধ বিলম্ব না কর(২)।
দময়ন্তীর কাছে গিয়া দেবকার্য্য কর॥ ২৭০
ইন্দ্রের বচন শুনি বলে নলরাজ।
পুনরপি বলিল চিন্তিয়া মনে লাজ॥ ২৭১
মহারাজা ভীমসেন বিদর্ভের পতি।
তাহার অন্তঃপুরি কেমনে হৈব গতি॥ ২৭২
কেমনে প্রবেশিব কন্যার অন্তঃপুরে।
রক্ষক রাখয়ে তার পুরির অন্তরে(৩)॥ ২৭৩
তবে ইন্দ্র কহিলেন শুন মহারাজ।
মহাবিদ্যা লইয়া তুমি সাধ দেবকাজ॥ ২৭৪
দেখিবা সকল তুমি তোমা না দেখিবে(৪)।
যাইবা বিদর্ভপুরি অন্যে না জানিবে॥ ২৭৫
ইন্দ্র দিলা মহামন্ত্র পাইলা মহাশয়।(৫)
রাজঅন্তঃপুরে গিয়া প্রবেশে ত্বরায়॥ ২৭৬

---

(১) আগে আশ্বাসিয়া এখন হইলা নিঠুর।—পাঠান্তর।
(২) চলি যাহ নৈষধ বিলম্ব না কর। „
(৩) রক্ষকে রাখয়ে তারে থাকিয়া অন্তরে। „
(৪) দেখিবে সভা তুমি তোমা আনে না দেখিব।
দেখিবে বৈদর্ভী মাত্র আন না দেখিব॥ „
(৫) ইন্দ্র আদি দিল জ্ঞান পাইল নল মহীশয়।
রাজার অন্তঃপুরে গিয়া প্রবেশ করয়॥

দেখিল দময়ন্তী সখীগণ সঙ্গে।
বসিয়াছে রমণী নানারসরঙ্গে ॥ ২৭৭
পরম সুন্দরী কন্যা অতি সুকুমারী।
ভ্রুর মধ্যে লোচন যেন বিদ্যাধরী[১] ॥ ২৭৮
নিজরূপে যৌবনেতে যেন চন্দ্রকলা[২]।
লক্ষ্মী স্বরস্বতী সম গুণবতী বালা ॥ ২৭৯
তাহাত দেখিয়া বীরসেনসুত বীর।
দ্বিগুণ বাড়িল কাম, চিত্ত নহে স্থির ॥ ২৮০
দময়ন্তী দেখিলেক সুপুরুষ বর।
কন্দর্প সদৃশ দেখি অতি মনোহর ॥ ২৮১
তাহার রূপের তেজে মোহিত হইয়া।
বিস্তর প্রশংসা করে দেবতা ভাবিয়া ॥ ২৮২
নল রূপ দেখি তবে চিন্তিত শরীর।
ন জীবতি বরনারী নহে প্রাণ স্থির[৩] ॥ ২৮৩
(হেন রূপ হেন কান্তি হেন বীর্য্যগুণে।
হেনক পুরুষ নাহি এ তিন ভুবনে ॥ ২৮৪
কিবা যক্ষ কিবা দেব কি গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
কোন কামচারী আইল আমার অভ্যন্তর ॥ ২৮৫
নিশ্চল নয়নে বালা রহিল তখনে।
কিছু বলিবারে নারি বলএ মনে ॥ ২৮৬
নলের রূপ দেখিয়া তার পীড়িত শরীর।
লজ্জাবতী বরনারী চিত্ত নহে স্থির ॥ ২৮৭ ॥)

দেখিল দময়ন্তী গিয়া সখীগণ সনে।
সাক্ষাৎ কমলা যেন কমলিনী বনে ॥—পাঠান্তর।

(১) তনুমধ্য ক্ষীণ তার যেন বিদ্যাধরী।

(২) নিজ রূপ যৌবনে জিনিল চন্দ্রকলা ॥

(৩) চিন্তিত দময়ন্তী বালা তার হৃদয়।
মেলিল আসিয়া আজি কোন মহাশয় ॥

ঈষৎ হাসিয়া দময়ন্তী কহিল।
তোমারে দেখিয়া মন শান্তি হইল[১] ॥ ২৮৮
(কেবা তুমি মহাশয় পুরুষ সুন্দর।
আকৃতি কন্দর্প সম যেন মনোহর ॥ ২৮৯
তোমারে দেখিয়া আমার শান্ত হইল মন।)
দেবরূপী কে তুমি শুন মহাজন ॥ ২৯০
কি নিমিত্তে আসিয়াছ মোর অন্তঃপুরে।
অলক্ষিত হইয়া কেন বেড়াও সত্বরে ॥ ২৯১
পাইক প্রহরী কত বেষ্টিত মম পুরি।
কেমতে আইলা তুমি কোনরূপ ধরি ॥ ২৯২
ভীমসেন বাপ মোর রাজরাজেশ্বর।
জানিলে অক্ষম হইবে শুনহ উত্তর ॥ ২৯৩
দময়ন্তী বলিল যদি এমত বচন।
হাসিয়া বলিল নল স্নেহ নিবেদন[২] ॥ ২৯৪
অলক্ষিত হইয়া তথা দেবগণে।
নলদময়ন্তীর কথা শুনেন সাবধানে ॥ ২৯৫
নল নাম রাজা আমি নিষধের পতি।
বীরসেন-সুত আমি শুন গুণবতী ॥ ২৯৬
ইন্দ্রের দূত হইয়া আমি তোমার কারণ।
সাবধানে শুন কন্যা দেবের বচন ॥ ২৯৭
ইন্দ্র যম বরুণ অগ্নি, এই চারিজন।
দূত করি পাঠাইলা তোমার সদন[৩] ॥ ২৯৮

---

(১) তবে দময়ন্তী বিস্মিত হইয়া মনে।
ঈষৎ হাসিয়া কিছু বলিল বচনে ॥—পাঠান্তর।
(২) দময়ন্তী বলিল যবে হেনক বচন।
হাসিয়া বলেন রাজা শুনহ নিবেদন ॥
(৩) দূত করি আমা পাঠাইল তোমার স্থানে।

ইহার মধ্যে যদি বলয় তোমার শক্তি।
স্বয়ম্বরে বরিবা তারে শুন ভগবতী ॥ ২৯৯
(যে দেবের বর-প্রসাদে আমি অলক্ষিত হৈয়া।
তোমার পুরে প্রবেশিল দূত হৈয়া ॥ ৩০০
দেখিতে না দেখে কেহ না বলে বচন।
তাহার প্রসাদে নাহি জানে কোন জন ॥) ৩০১
এই কার্য্যে যত্ন করি পাঠাইলা দেবরাজ।
বুঝিয়া উত্তর দেহ না করিহ লাজ ॥ ৩০২
(এই চারিজন মধ্যে যাহারে লয় মন।
স্বয়ম্বরে তাহারে তুমি করহ বরণ ॥ ৩০৩
তবে দময়ন্তী বলে রাজার বচনে।
বিস্তর প্রণাম মোর থাকুক দেবগণে ॥) ৩০৪
তবে দময়ন্তী বলে রাজার বচনে।
যত কিছু নিষ্ঠুর কথা বলহ আপনে[1] ॥ ৩০৫
কি বলিতে পারি আমি শুন মহাজন।
তোমার কারণে আমি প্রাণ কৈলাম পণ[2] ॥ ৩০৬
(হংসের বচনে মগধের ঈশ্বর।
তোমার বচন শুনি হৈল অস্থির ॥) ৩০৭
স্বয়ম্বর নিমিত্তে আইলা রাজাগণ।
হংসী মুখে শুনিঞা তোমাতে দিনু মন ॥ ৩০৮
অন্য জন ভজিব হেন না বলিও বাণী।[3]
শরীর ছাড়িব আমি তোমা মনে গণি ॥ ৩০৯

তাহার মধ্যে এক দেবতা যাহার চিত্ত।
স্বয়ম্বরে তাহারে তুমি হয়ে উপনীত ॥—পাঠান্তর।
(১) যত কিছু বল রাজা নিষ্ঠুর বচন।
কি করিতে পারি আমি শুন মহাজন ॥
(২) যত কিছু দাসদাসী নিরন্তধন।
তোমার কারণে মুঞি প্রাণ করিনু পণ ॥
(৩) অজমানার্কে কেন বল হেন বাণী ॥

বিষ খাইয়া মরিব কিম্বা অগ্নিতে পশিব।
গলায় কাটারি দিয়া ত্যজিব জীবন[১] ॥ ৩১০
শুনিয়া দময়ন্তীর সুদৃঢ় বচন।
পুনরপি উত্তর দিল মহাজন ॥ ৩১১
ইন্দ্রাদি দেবতা কেন তুমি নাহি বর।
পৃথিবীর যত রাজা তাহার কিঙ্কর ॥ ৩১২
তাহার পায়ের ধূলি সম নাহি আমি।
মোর বোলে কন্যা দেবেরে বর তুমি ॥ ৩১৩
দেবতার অপ্রীত করিয়া কোন কাজ।
তোমারে বিবাহ করুন ইন্দ্র দেবরাজ[২] ॥ ৩১৪
আপনার হিত কর মোর পরিত্রাণ।
(লোকপাল বর তুমি স্থির হইয়া মন ॥ ৩১৫
দিব্য মালা দিব্য গন্ধ দিব্য আভরণ।)
দিব্য অলঙ্কার ভোগ ভুঞ্জিবা সর্ব্বক্ষণ[৩] ॥ ৩১৬
সকল সংসারে যে একক্রমে গ্রাসে।
তাঁর কালদণ্ডে তিন লোক নাশে ॥ ৩১৭
(ধর্ম্মাধর্ম্ম অধিকার তিন লোকে যার।
তাহা না বর কন্যা কোন ব্যবহার ॥) ৩১৮
বরুণ দেবতা সর্ব্ব জলের ঈশ্বর।
(সুহৃদের বাক্য বালা হিত করি ধর ॥ ৩১৯
বরহ সুন্দরী বামা এই লোকপাল।
আমার বচন ধর না কর জঞ্জাল ॥) ৩২০
আমার বাক্য শুনি বর পুরন্দর।
দ্বিতীয় হইবা তুমি শচীর সোসর ॥ ৩২১

(১) গলায় দিয়া রজ্জু ত্যজিব জীবন ॥—পাঠান্তর।
(২) তোমারে বিবাহ করিব কোন মহারাজ।
(৩) দিব্য বস্ত্র দিব্য ভোগ ভুঞ্জিবে সর্ব্বক্ষণ।

হিত বাক্য বলি বর যাহে লয় মতি
উত্তর না দিয়া কান্দে দময়ন্তী সতী[1] ॥ ৩২২
নমস্কার করে মুঞি দেবের চরণে।
হিত বচন তোমায় বলি না শুনিলে কানে[2] ॥ ৩২৩
নিবেদন করি শুন নিষধের পতি।
তোমা বই অন্য মোর নাহি প্রাণপতি ॥ ৩২৪
পুটাঞ্জলি হইয়া বলো তোমার চরণে।
হৃদয় কাঁপএ মোর তোমার বচনে ॥ ৩২৫
তুমি মোর প্রাণনাথ বল হেন বাণী।
নহে বিষ খাইয়া মরিব তাত পরানি ॥ ৩২৬
পুনরপি শুনি নল সুদৃঢ় বচন।
দূত হইয়া আসিয়াছি তোমার ভুবন ॥ ৩২৭
নিজ কার্য্যে নাহি আসি দেবতার কাজ।
তোমারে সাধিতে নারী পাইনু বড় লাজ[3] ॥ ৩২৮
(পরের নিমিত্ত আসি করিব আপন কার্য্য।
দেবগণের স্থানে সব নিবেদিব কার্য্য ॥) ৩২৯
যদি তুমি আমার পত্নী হইবে[4]।
আপনার উপায় তুমি চিন্ত গিয়া তবে ॥ ৩৩০
(নল বলিল যবে নিশ্চয় বচন।
ক্রন্দনমনা দময়ন্তী করি নিবেদন ॥ ৩৩১
উপায় চিন্তিল আমি শুন নরেশ্বর।
অবশ্য যে মতে আমি করিব স্বয়ম্বর ॥ ৩৩২

(১) হিত পথ্য কহিল যবে নল নরপতি।
নয়নে গলএ জল দময়ন্তী সতী।—পাঠান্তর।
(২) হিতাহিত বাক্য তোমার না লয় মোর মনে ।—পাঠান্তর।
(৩) তোমার সাধন করিতে নারি বড় পাইল লাজ „
(৪) তবে তোমার মনে আছে আমার পত্নী হবে।

ইন্দ্র আদি যত আসিয়াছে দেবগণ ।
স্বয়ম্বর স্থানে অবশ্য সভে করিব গমন)॥ ৩৩৩
কান্দি কত কত দেবী বলিলা রাজারে ।
অবশ্য আসিবা তুমি মোর স্বয়ম্বরে[1] ॥ ৩৩৪
আপনার উপায় আমি আপনি খুঁজিব ।
দেবের সাক্ষাতে আমি তোমারে বরিব ॥ ৩৩৫
কোন দোষ তোমারে না দিবেন দেবতা[2] ।
আকাশে থাকিয়া দেবগণ শুনিলেক কথা ॥ ৩৩৬
হেন যদি বলিলেক ভীমের নন্দিনী ।
দেবের নিকটে গেলা রাজা শিরোমণি ॥ ৩৩৭
(নলরাজ দেখি বলে লোকপালগণ ।
কুশল কহ রাজা কন্যার কথন[3] ॥ ৩৩৮
লোকপালের বচন শুনিএগ মহাশয় ।
প্রণাম করিয়া কিছু বলিল বিনয় ॥ ৩৩৯
বিশেষ বুঝিয়া বিরূপ তার মন ।
*　　*　　*　　॥ ৩৪০
কি বলিল দময়ন্তী শুনি বলহ সকল ।
নিকট হইয়া তারে কহিল সকল ॥ ৩৪১
তবে ইন্দ্র দেবরাজ বুঝিয়া তার মন ।
কি বলিল দময়ন্তী কহ সুদৃঢ় বচন ॥ ৩৪২
কেমন দেখিলে তুমি বিদর্ভের সুন্দরী ।
অন্যান্য কোন কথা কহ অনুসারি ॥ ৩৪৩

---

(১) তুমি শুনি আসিবে মোর প্রাণ চাহিয়া ।
যদি বা না আইস তুমি মরিব বিষ খাইয়া ॥　পাঠান্তর ।

(২) দেবতার সাক্ষাতে আমি তোমারে বরিব ।
কেমন কারণে দেবতা তোমারে দোষ দিব ॥

(৩) নলেরে দেখিয়া তবে লোকপালগণ ।
কুশল কহ রাজা শুনি কার্য্যের লক্ষণ ॥

আমা সভার নিমিত্তে কি কহিল রাজসুতা।
চারুমুখী যশস্বিনী সর্ব্বগুণে যুতা) ॥ ৩৪৪
প্রণমিয়া নলরাজা কহিলা তখন।
তোমার আজ্ঞাতে গেলাম বিদর্ভভুবন[1] ॥ ৩৪৫
প্রবেশিলা গিয়া কন্যার অন্তঃপুরে।
(দণ্ড হস্তে বৃদ্ধ দ্বারী বসতি দ্বারে দ্বারে ॥ ৩৪৬
দ্বারে দ্বারে যত বৃদ্ধ দ্বারিগণ।
তোমার প্রসাদে আমা না দেখিল কোনজন ॥ ৩৪৭
দেখিলেন আমা সবে দময়ন্তী বালা।
সর্ব্বাঙ্গে সুন্দরী কন্যা যেন চন্দ্রকলা ॥ ৩৪৮
সখীমধ্যে বসি আছে দেখিল অন্তঃপুরে)।
কহিলা সকল কন্যা নানাবিধ প্রকারে[2] ॥ ১৪৯
কর্ণ দিয়া শুনিলেক সকল কথার সার।
প্রকার প্রবন্ধে কিছু না দিল উত্তর[3] ॥ ১৫০
(যে কিছু বলিল নিঞা আমার বচন।
নিবেদন করি শুন কার্য্যে দেহ মন ॥ ৩৫১
বিস্তর বুঝাইল কহিল বহু নীত।
হৃদয়ে না করিল না করিল প্রতীত ॥) ৩৫২
একমতে কহিল কথা সকোপ বচন[4]।
নমস্কার থাকুক মোর দেবের চরণ ॥ ৩৫৩
(হাসি মুখে শুনিয়াছি আমি তোমার কথন।
কায়মনবাক্যে তোমাএ করিমু শরণ ॥ ৩৫৪
ইবে হেন কহ কেন কুৎসিত বচন।
* * * ॥ ৩৫৫

---

(১) তবে পুন নলরাজা কহিল কথন।
তোমা সভা আজ্ঞায় গেলাঙ বিদর্ভভুবন॥ পাঠান্তর।
(২) কহিল বিবিধ কর্ম্ম নানাপ্রকারে। „
(৩) প্রকার প্রবন্ধে যত কহিল সভার। „
(৪) একমাত্র বলিলেন সকোপ বচন। „

জল অগ্নি প্রবেশিব তোমার কথায় ।
তোমা বিনে অন্যে আমার চিত্ত নাহি ভায় ॥ ৩৫৬
তোমার নিবন্ধন আমি প্রাণ ছাড়িব ।
বিষ খাইয়া আমি শরীর ত্যজিব ॥ ৩৫৭
আসিবার কালে সেই বলিল আমারে ।)
আসিবেন দেবগণ দেখিতে স্বয়ম্বরে ॥ ৩৫৮
আসিবার কালে এই সব কহিল আমাকে ।
তাহার সাক্ষাতে আমি বরিব তোমাকে ॥ ৩৫৯
তোমারে বরিব আমি না লইব কেহ দোষ ।
কৃপাবন্ত দেবগণ না করিব রোষ ॥ ৩৬০
যে কিছু বলিল বালা কহিল তোমারে ।
কার্য্য বুঝিয়া দোষ ক্ষমিবা আমারে ॥ ৩৬১
তবে শুভক্ষণ তিথি কাল শুদ্ধি পাইয়া ।
রাজাগণে ভীমসেন আনিল ডাকিয়া[১] ॥ ৩৬২
স্বয়ম্বর স্থানে আইলা যত রাজাগণ ।
ব্যাকুল চিত্ত দময়ন্তী হইলা তখন ॥ ৩৬৩
কনকের কুম্ভে জল ভরি থুইলেক দ্বারে ।
নানা রত্ন শোভিত দেখি স্বয়ম্বরে ॥ ৩৬৪
সেই ঘরে প্রবেশিলা যত রাজাগণ ।
আসনে বসিলা সবে পরম শোভন ॥ ৩৬৫
গন্ধে মনোহর সবে পুষ্পমালা ধরি ।
কুণ্ডল কিরীট নানা অলঙ্কার পরি ॥ ৩৬৬
সেই স্বয়ম্বরে আইলা নল মহাশয় ।
চারি লোকপাল আসি মিলিলা তথায় ॥ ৩৬৭
তবে দময়ন্তী ভীমরাজনন্দিনী ।
স্বয়ম্বরে আনিল[২] জগতমোহিনী ॥ ৩৬৮

(১) ভীমসেন রাজাগণে আনিল সম্বাদিয়া ।—পাঠান্তর ।
(২) স্বয়ম্বরে প্রবেশিল

যত যত রাজাগণ দেখি দেখি যায়।
কত দূরান্তরে দেখে নল মহাশয় ॥ ৩৬৯
তাহার নিকটে গেলা বুঝিয়া কারণ।
একত্র দেখিল নলরূপী পাঁচজন ॥ ৩৭০
পাঁচজন এক রূপ দেখি নৃপসুতা।
দেবের বিকার জানি হইলা বিস্মিতা ॥ ৩৭১
আপন ইষ্টদেবতা কন্যা করিল আরাধন।
পতিব্রতা ধর্ম্ম মোর করহ রক্ষণ ॥ ৩৭২
তবে দেবী সরস্বতী আসিয়া সেইখানে।
দেবমায়া হৈল কন্যা কহিলেন কাণে ॥ ৩৭৩
সেই দেবতা যার চক্ষে নিমেষ নাহি ধরে।
শূন্যে থাকে পৃথিবী পরশ নাহি করে ॥ ৩৭৪
(মনুষ্যের পুষ্পমালা বিবর্ণ হয় ক্ষণে।
অম্লান যে দেবের মালা অদ্ভুত লক্ষণে ॥) ৩৭৫
ইহা বুঝিয়া কন্যা করহ বরণ।
এতবলি অন্তর্দ্ধান হইলা তখন ॥ ৩৭৬
সার কথা পাইয়া তবে দময়ন্তী নারী।
করে দেবতার পূজা করিয়া অঞ্জলি ॥ ৩৭৭
হংসের বচন মুঞি যখন শুনিনু।
সেই দিন হইতে পতি নলেরে করিনু ॥ ৩৭৮
যেই দেব নিয়োজিল স্বামী মোর নল।
সেই সত্যে দেবতা মোরে দিবে সেই ফল ॥ ৩৭৯
নলের নিমিত্ত আমি স্বয়ম্বর করিল।
সেই সত্য দেব ছাড়ি নলেরে বরিল ॥ ৩৮০
শুনি দময়ন্তীর এই করুণ বচন।
সত্যব্রত জানি তুষ্ট হইলা দেবগণ ॥ ৩৮১
সত্য জানি দিলা বর যত দেবগণ।
আনন্দিত হইল শুনি দময়ন্তীর মন ॥ ৩৮২

(অনিমিষ চক্ষু দেখিল সকল দেবগণে।
তবে দময়ন্তী বালা চিন্তে মনে মনে॥ ৩৮৩
ম্লান মাল্য নহে হৃদযে আছে অলক্ষিত।
যেবা দেব যেবা নর হৈল সুনিশ্চিত॥) ৩৮৪
মনুষ্য শরীর নল পৃথিবী পরশে।
ভূমিতে পরশে ছায়া চক্ষেতে নিমিষে॥ ৩৮৫
এই নল রাজা হন মনেতে জানিল।
সেই নলের গলায় পুষ্পমালা দিল॥ ৩৮৬
ধর্ম্মপতি বরিলেক দময়ন্তী নারী।
নম্র মুখে রহিল নলের বস্ত্র ধরি॥ ৩৮৭
তবে যত যত রাজা দেব মুনিগণ।
ধন্য ধন্য দময়ন্তী বলে সর্ব্বজন॥ ৩৮৮
দময়ন্তী নলপতি বরিলেক যবে।
স্বয়ম্বরে আশ্বাসিয়া বলিল বহু ভাবে॥ ৩৮৯
যেন এক চিত্তে তুমি বরিলা আমারে।
কদাচিত অন্য চিত্ত নহিব তোমারে॥ ৩৯০
(দেবের নিকটে বহুবিধ দৃঢ় ভাবি।
স্বয়ম্বরে বরিলে মোরে হৈয়া মহাদেবী॥ ৩৯১
যাবৎ শরীরে প্রাণ থাকএ শরীরে।
তাবৎ আমার দেবী এই বলি তোমারে॥ ৩৯২
সভা করি বসি তেই সভাজনের মাঝে।
সত্য সুদৃঢ় করি বলিল নলরাজে)॥ ৩৯৩
পুটাঞ্জলি দময়ন্তী বলে ধীরে ধীরে।
তোমা বিনে অন্য চিত্ত নহিব সংসারে॥ ৩৯৪
দোঁহার একচিত্ত দেখি দেবগণ।
দম্পতীরে বর দিল কৈল দেবমান॥ ৩৯৫
বরিলেক যবে নল দময়ন্তী নারী।
তুষ্ট হইলা দেবগণ ইন্দ্র অধিকারী॥ ৩৯৬

যজ্ঞে প্রত্যক্ষ হইব স্বর্গে হইব গতি।
রাজারে এই বর দিলা শচীপতি ॥ ৩৯৭
(অগ্নি দিলেন বর বড় মনোরম।
প্রত্যক্ষ হৈব আমি যখনি কর স্মরণ ॥ ৩৯৮
যম বর দিলা পাইয়া পরম পীরিতি।
অন্য বর দিল আর ধর্ম্মে হৈব মতি ॥) ৩৯৯
বরুণ দিলেন বর শুন রাজা নল।
যেইখানে চাবে জল মিলিবে তখন ॥ ৪০০
দিব্য বর দিল তারে চারি দেবরাজ।
স্বর্গে গেলা দেবগণ হরিষ নলরাজ ॥ ৪০১
যতরাজা আইলা স্বয়ম্বর প্রতি।
ভীমেরে পূজিয়া গেলা আপন বসতি ॥ ৪০২
(দেশেরে গেলা সকল রাজার কুমার।
তুষ্ট হৈয়া গেলা সব দেশ আপনার ॥) ৪০৩
তবে ভীম মহারাজ আনন্দিত মনে।
নল মহারাজ প্রতি কন্যা দিল দানে ॥ ৪০৪
যথাবিধি দানে তারে কন্যা সমর্পিলা।
নলদময়ন্তী তথা মহা উৎসব করিলা ॥ ৪০৫
তবে নল মহারাজা ভীমের আজ্ঞা লইয়া।
আপনার রাজ্যে গেলা দময়ন্তী লইয়া ॥ ৪০৬
স্ত্রীরত্ন দময়ন্তীরে পাইয়া নলরায়।
নানা উপভোগ করে কামিনী সহায় ॥ ৪০৭
শচী সঙ্গে ইন্দ্র যেন নন্দনকাননে।
দময়ন্তী সঙ্গে নল ক্রীড়া উপবনে ॥ ৪০৮
আদিত্যের সমান তেজ সুন্দর শরীর।
প্রজার পালন করি ধর্ম্ম করি স্থির ॥ ৪০৯
অশ্বমেধ আদি যজ্ঞ নলরাজ করে।
মহারাজ চক্রবর্ত্তী প্রতাপ সংসারে ॥ ৪১০

(জলক্রীড়া বনে উপবনে ক্রীড়া করি।
নলদময়ন্তী দুহে নানা বেশ ধরি.) ॥ ৪১১
নলদময়ন্তী তথা নানা ক্রীডা করি।
কন্যা পুত্র জন্মিল রূপেত অপ্সরী ॥ ৪১২
ধর্ম্মে পালিল রাজ্য নল মহাশয়ে।
পৃথিবীত নাহি হয় তাব সম রায়ে ॥ ৪১৩
দময়ন্তী বরিলেক নল ধর্ম্মপতি।
লোকপাল সব গেলা আপন বসতি ॥ ৪১৪
আসিতে দেখিল কলি দ্বাপর সহিত।
কলি দুষ্টমতি মন্দ আইসে পৃথিবীত ॥ ৪১৫
কলি দেখি পুছিলেন ইন্দ্র দেবরাজ।
দ্বাপব সহিত কলি যাও কোন কাজ ॥ ৪১৬
তবে ইন্দ্রেবে কলি করিল গোচর।
স্বয়ম্বরে যাই আমি ভীমসেন-নগর ॥ ৪১৭
স্বয়ম্বরে বরিবে আমা সেই যশস্বিনী।
আমার মনেব মত করিব রমণী ॥ ৪১৮
তবে হাসি ইন্দ্র কহিল সব কাজ।
দময়ন্তী ববিলেক নল মহারাজ ॥ ৪১৯
স্বয়ম্বরে বরিলেক নল আমার বিদ্যমানে।
কিসে বা যাইবা তুমি বৃথা পরিশ্রমে ॥ ৪২০
ইন্দ্র যদি কহিলেন এতেক উত্তব।
ইন্দ্রেব সাক্ষাতে কলি কহিল সত্বর ॥ ৪২১
দেবতা না বরিয়া মনুষ্য কৈল বরে।
ইহার উচিত দণ্ড করিমু তাহারে ॥ ৪২২
কলি বলিলেন যদি এ সব বচন।
নিষেধ করিল তবে যত দেবগণ ॥ ৪২৩
নলের সহিত পাশা খেল মহাসত্ব।
পাশায় জিনিবা তুমি এই কহি তত্ত্ব ॥ ৪২৪

মহাশয় মহাজ্ঞান লোকপাল সমান।
তাহারে শাপিতে তুমি চাহ অকারণ॥ ৪২৫
বিনা অপরাধে শাপে মূঢ় মন্দমতি।
অবশ্য হইব তব নরকে বসতি॥ ৪২৬
এত বলি স্বর্গে গেলা যত দেবগণ।
দ্বাপর সহিত কলি চলিল তখন॥ ৪২৭
দ্বাপরেরে বলে কলি শুন মহাশয়।
সহিতে না পারি ক্রোধ-সন্তাপ-হৃদয়॥ ৪২৮
দেব না বরিয়া কন্যা বরিল মনুষ্য।
ইহার উচিত ফল দিমু ত অবশ্য॥ ৪২৯
তুমি অক্ষক্রীড়া করি করিবা ভেদ।
শরীরে প্রবেশিয়া আমি করিব বিচ্ছেদ॥ ৪৩০
রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নল যাইব ভিন্ন দেশ।
তবে শান্তি হয় মোর ঘুচে সর্ব্বক্লেশ॥ ৪৩১
হেনই সময় কলি দ্বাপর সহিত।
নলের রাজ্যেত গিয়া হইল উপনীত॥ ৪৩২
ধর্ম্মযুত নলরাজ অধর্ম্ম নাহি তায়।
দ্বাদশ বৎসর কলি বেড়ায় তথায়॥ ৪৩৩
আচমন করিয়া রাজা সন্ধ্যা করিল যবে।
এই ছিদ্র পাইয়া কলি প্রবেশিল তবে॥ ৪৩৪
নলে প্রবেশিল যবে কলি দুরাচার।
পুষ্করের সহিত তবে কপট প্রচার॥ ৪৩৫
পুষ্করেরে গিয়া কলি কহিল বচন।
পাশাক্রীড়া কর তুমি সংহতি রাজন[১]॥ ৪৩৬
(এ সব সকল কথা কহিল নিভৃতে।
অক্ষক্রীড়া কর তুমি নলের সহিতে॥) ৪৩৭

(১) অক্ষক্রীড়া করিবারে পুষ্করের হৈল মন।—পাঠান্তর।

পাশায় জিনিয়া রাজ্য লহ গিয়া তুমি।
প্রত্যক্ষ জানিও রাজ্য তোমায় দিব আমি ॥ ৪৩৮
কলি যদি বলিলেক অধর্ম্ম বচন।
রাজ্যলোভে পুষ্কর অধর্ম্মে দিল মন ॥ ৪৩৯
বৃষরূপ ধরিয়া কলি গেলা সেইখানে।
পুষ্কর সহিত খেলায় নল মহাজনে ॥ ৪৪০
এই বৃষ পণ করি খেলি পাশাসারি।
তুমি রাজ্য কর পণ হৃদয়ে বিচারি ॥ ৪৪১
পুনঃ পুনঃ বলে বোল পুষ্কর মহাশয়।
আহুতিলে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম ক্ষত্রিয় নাশয় ॥ ৪৪২
দময়ন্তী নিকটে রাজা অক্ষপণ করি।
হিরণ্যরজত গজ অশ্ব আদি করি ॥ ৪৪৩
দময়ন্তী ছাড়ি রাজা অক্ষয় করি পণ।
কলিতে পীড়িত রাজা নহে নিবারণ ॥ ৪৪৪
তবে পাত্রমিত্র আদি বন্ধুজনে।
সবে মিলি গেলা তবে দময়ন্তী ভুবনে ॥ ৪৪৫
তবে দূত কহিলেক দময়ন্তী স্থানে।
অমাত্য সহিত প্রজা জনের নিবেদনে ॥ ৪৪৬
নিষেধ করহ সতী পতি আপনার।
অক্ষক্রীড়াগত চিত্ত ঘুচাহ রাজার ॥ ৪৪৭
তবে দময়ন্তী গেলা রাজার নিকটে।
অক্ষক্রীড়া করে পুষ্কর কপটে ॥ ৪৪৮
গদ গদভাষে দময়ন্তী কহিল বচন।
পাত্র অমাত্য যত কহেন বিবরণ ॥ ৪৪৯
দুয়ারে মিলিল যত পাত্র আদি করি।
রাজকার্য্য কর প্রভু পাশা পরিহরি ॥ ৪৫০
পাত্রমিত্র আদি করি সব বন্ধুজন।
পাশা ছাড়ি প্রভু মোরে দেহ দরশন ॥ ৪৫১

পুনঃ পুনঃ কহে রাণী বিষাদ করিয়া।
কর্ণেতে না শুনে রাজা কলির বশ হয়্যা॥ ৪৫২
অনেক বিলাপ তবে করিল সুন্দরী।
কলিতে পীড়িত রাজা তাহা নাহি ধরি॥ ৪৫৩
কিছু না বলিল রাজা দময়ন্তী প্রতি।
কুগ্রহপীড়িত রাজা নাহি ফিরে মতি॥ ৪৫৪
লজ্জা পাইয়া দময়ন্তী গেলা নিজ পুরে।
পুষ্কর সহিত রাজা পাশা ক্রীড়া করে॥ ৪৫৫
অনেক দিবস রাজা পুষ্কব সহিত।
অক্ষক্রীড়া বিনে নহে অন্য চিত॥ ৪৫৬
তবে দময়ন্তী সব জানিয়া আশয়।
কাহার বচন রাজা না ধরে হৃদয়॥ ৪৫৭
ভয়ে শোকাকুল হইল রাজসুতা।
কোন কর্ম্ম করিব না পায় পতিব্রতা॥ ৪৫৮
অক্ষগতচিত্ত কুবুদ্ধি রাজার।
হবিল সকল ধন যত রাজ্য তার॥ ৪৫৯
বৃহৎসেনা নামে তাহার আছে এক নারী।
ধর্ম্ম হইতে দময়ন্তীর পরিচর্য্যা করি॥ ৪৬০
দময়ন্তী বলে তারে শুন যশস্বিনী।
সর্ব্বকথা কুশল কহিবা তুমি অনুমানি॥ ৪৬১
বৃহৎসেনা যাহ তুমি অমাত্য পাত্র স্থানে।
রাজার কার্য্যকথা কহ সাবধানে॥ ৪৬২
যে কিছু আছয়ে ধন দ্রব্য অবশেষ।
হারিল সকল রাজা কহিব বিশেষ॥ ৪৬৩
পাত্র অমাত্য শুনি জানিল চরিত্র।
অসাধ্য জানিল কার্য্য হইল বিপরীত॥ ৪৬৪
আর বার পুরজন পাত্রগণ মিলি।
রাজারে নিষেধ দময়ন্তীরে বলি॥ ৪৬৫

অনেক বিনয় কৈল পাত্রের বচনে।
কলিতে পীড়িত রাজা তাহা নাহি শুনে ॥ ৪৬৬
বিস্তর কাঁদিলা দেবী রাজার অগ্রেতে।
না দিল উত্তর তারে না বলিল পীরিতে ॥ ৪৬৭
লজ্জা পায়্যা দময়ন্তী গেলা স্থানান্তরে।
তবে বৃহৎসেনারে বলিলা ধীরে ধীরে ॥
বিলম্ব না কর সারথীরে আনহ সত্বরে ॥ ৪৬৮
বৃহৎসেনা শুনি দময়ন্তীর বচন।
পাত্র মিত্র স্থানে গিয়া কহিল তখন ॥ ৪৬৯
তবে সূত আনিল বৃহৎসেনা সুন্দরী।
অনেক কহিল তারে দময়ন্তী নারী ॥ ৪৭০
যদি তুমি রাজার মিত্র জানিত নিশ্চয়।
মিত্র-কার্য্য করিবার এইত সময় ॥ ৪৭১
বুঝিল রাজার বুদ্ধি হইল বিপরীত।
বিপদ সময় এই তুমি কর হিত ॥ ৪৭২
সুজন বচন রাজা নাহি শুনে কাণে।
আমার বচন রাজার নাহি লয় মনে ॥ ৪৭৩
স্বরূপে জানিল রাজার হৈল দোষ।
সুকৃত জনের বাক্যে করে মহা রোষ ॥ ৪৭৪
তোমারে বলি সূত শুন মহাশয়।
আমার বচন তুমি রাখহ হৃদয় ॥ ৪৭৫
রাজার আছে যত অশ্ব গজগণে।
রথ ষোড়শ লইয়া চল সাবধানে ॥ ৪৭৬
ইন্দ্রসেনা ইন্দ্রসেন কুমারী কুমার।
শীঘ্রগতি এড় নিয়া বিদর্ভনগর ॥ ৪৭৭
বাপ মোর ভীমসেনে সর্ব্ব সমর্পিয়া।
সাবহিতে তাহারে তুমি আইস কহিয়া ॥ ৪৭৮
অনুশোচন না করেন বাপ নরপতি।

সেই মত কার্য্য করহ সূত মহামতি ॥ ৪৭৯
সূত তবে লইয়া গেল কুমারী কুমার।
রথ অশ্ব গজ নিল বিদর্ভনগর ॥ ৪৮০
তবে পুণ্যশ্লোক নল পাশায় হারিল।
সকল পৃথিবী যত রত্নধন ছিল ॥ ৪৮১
নল যদি হারিলেক সর্ব্ব রাজ্যধন।
পুষ্কর হাসিয়া তবে বলিল বচন ॥ ৪৮২
অবশিষ্ট কি আছে জান মনে করি।
তাহা মনে ভাবিয়া খেল পাশাসারি ॥ ৪৮৩
অবশিষ্ট আছে মাত্র দময়ন্তী নারী।
সকল জিনিনু আমি রাজ্য অধিকারী ॥ ৪৮৪
দময়ন্তী পণ করহ যদি লয় মন।
খেলাও পাশাসারি করিয়া যতন ॥ ৪৮৫
পুষ্কর বলিল বাক্য হৃদয় বাজিল।
ক্রোধে পুণ্যশ্লোক তারে কিছু না বলিল ॥ ৪৮৬
পুষ্করবে বলে নল ক্রোধযুত হয়্যা।
গায়ের অভরণ যত দিল ফেলাইয়া ॥ ৪৮৭
একবস্ত্রা হইয়া চলিল মহা নল।
দময়ন্তী রাজার পাছে করিল গমন ॥ ৪৮৮
দময়ন্তী সঙ্গে রাজা ত্যজি ত্রিভুবন।
রাজ্য-ভোগ ছাড়ি যাহে চলি গেলা বন ॥ ৪৮৯
পুষ্কর হইলা রাজা নিষধ নগরে।
ঘোষণা দিলেন রাজপ্রতি ঘরে ঘরে ॥ ৪৯০
নলের সহিত যেবা করিবে কথন।
অবশ্য তাহার আমি লইব প্রাণধন ॥ ৪৯১
পুষ্করের ঘোষণা শুনিয়া সর্ব্বজন।
নলেরে সম্ভাব না করে কোন জন ॥ ৪৯২
বুঝিল নগরে নল সভা ব্যবহার।

তিন রাত্রি ছিল তথা করি অনাহার ॥ ৪৯৩
ক্ষুধায় বিবশ হইয়া নল মহাশয়।
সর্ব্বভোগ ছাড়ি ফল মূল আহার হয় ॥ ৪৯৪
দময়ন্তী আসিয়া তবে রাজার কুমারী।
দুঃখ সুখ সহিয়া নলের অনুসারি ॥ ৪৯৫
ক্ষুধায় পীড়িত নল দুঃখিত বড় মন।
পথেত দেখিল নল হেমময় পক্ষগণ ॥ ৪৯৬
চিন্তিয়া চাহিল মনে নিষধের পতি।
ধরিব যে পক্ষগণ করিয়া শকতি ॥ ৪৯৭
মাংসে মোর পাথেয় হইবে বহুধন।
পরম আনন্দ মন নল হইলা তখন ॥ ৪৯৮
বিধির ঘটন হেতু হইল বিপাকে।
পরিধান বস্ত্র দিয়া আবরিল তাকে ॥ ৪৯৯
সর্ব্বপক্ষ একত্র হইলা তখন।
যুক্তি করিয়া বস্ত্র উড়িল গগন ॥ ৫০০
আকাশে উঠিয়া পক্ষ নলেরে বলিল।
কভু হেন কর্ম্ম মূঢ় না কর কহিল ॥ ৫০১
নগ্ন হইয়া রাজা অধোমুখ করি।
বিধাতার কর্ম্ম এই মনেত বিচারি ॥ ৫০২
পাশায় হারিল রাজ্য বস্ত্র নিল পাখী।
শুন দময়ন্তী কহি ছাড়িলেন লক্ষ্মী ॥ ৫০৩
কোন জনের শাপে হয় এতেক বিরোধ।
দিনে দিনে হয়ে কেন এতেক আপদ ॥ ৫০৪
দুঃখ শোকে ব্যগ্রচিত্ত ক্ষুধায় পীড়িত।
হেন দুঃখ আর কেহ না পায় পৃথিবীত ॥ ৫০৫
যেই গ্রহদোষে মোর রাজ্যধন গেল।
সেই দোষে পক্ষ মোর বস্ত্র হরিল ॥ ৫০৬
হের দেখ বিন্ধ্যাগিরি নদী জাহ্নবী।

মুনির আশ্রম সব দেখ মহাদেবী ॥ ৫০৭
এই পথ যায় দেবী বিদর্ভের প্রতি।
এই পথ সকল যায শুন গুণবতী ॥ ৫০৮
আর এক পথ দেখ দক্ষিণদেশে যায়।
পূর্ব্বদেশের পথ এই নলরাজ বুঝায় ॥ ৫০৯
শুনিয়া রাজার কথা বলে ভীমনন্দিনী।
রাজার ইঙ্গিতে বলে এই অনুমানি ॥ ৫১০
করুণা করিয়া বলে রাজার চরণে।
হেন উপদেশ প্রভু কহ কি কারণে ॥ ৫১১
হৃদয় পোড়এ মোর শরীর কাঁপএ।
শুনিযা তোমার কথা শুন মহাশযে ॥ ৫১২
রাজ্যহীন ধনহীন ক্ষুধায় পীড়িত।
কেমতে তোমাবে ছাড়ি থাকিব পৃথিবীত ॥ ৫১৩
শ্রান্তযুক্ত দেখিত সর্ব্বসুখহীন।
কেমতে গোঁয়াইব তুমি বনবাসে দিন ॥ ৫১৪
ভাগ্যসম ঔষধ নাহি পুরুষের আর।
সকল দুঃখেত আমি ঔষধ তোমার ॥ ৪১৫
তবে নল বলিলেন শুন প্রাণেশ্বরী।
ভার্য্যাসম মিত্র মনুষ্য নাহি করি ॥ ৫১৬
তোমারে ছাড়িব আমি হেন তোমার জ্ঞান।
তোমারে না ছাড়িব যদি যায় প্রাণ ॥ ৫১৭
যদি না ছাড়িবা রাজা বলিলা আমারে।
তবে পথ বল কেন বিদর্ভনগরে ॥ ৫১৮
আমারে না ছাড়িবা যদি হেন থাকে মনে।
হিত কথা কহি কিছু করি নিবেদনে ॥ ৫১৯
সঙ্গে চলহ দোঁহে বিদর্ভের প্রতি।
চরণে পড়িয়া বলে দময়ন্তী সতী ॥ ৫২০
বিদর্ভ দেশের রাজা বাপ মহাশয়।

বিস্তর পূজিব তোমা করিয়া বিনয় ॥ ৫২১
তবে নল বলিলেন দময়ন্তীর বচনে।
শুন দময়ন্তী চিন্তা না করিহ মনে ॥ ৫২২
তোমার বাপের রাজ্য নিজ পুর জানি।
হৃদয়ে পরম দুঃখ মনে অনুমানি ॥ ৫২৩
বহুল সম্ভোগে গিয়া বিদর্ভের পুরে।
তোমা বিভা করিনু আমি বিদর্ভনগরে ॥ ৫২৪
নির্দ্ধন নির্গুণ হইয়া রাজ্যধনহীন।
কেমনে বিদর্ভে যাইব ক্লেশ অনুদিন ॥ ৫২৫
লোকে বলিবেক নল হইয়া রাজ্যহীন।
শ্বশুরের বাড়ী আসি যাপি করি দিন ॥ ৫২৬
হেন সব নিন্দা মোর না সহে পরাণে।
অথবা অরণ্য মধ্যে ছাড়িব জীবনে ॥ ৫২৭
হেন মতে দময়ন্তীরে প্রবোধ করিয়া।
দময়ন্তীর সঙ্গে বস্ত্র পরিলেন গিয়া ॥ ৫২৮
এক বস্ত্র দোঁহে পরিলা তথায়।
অরণ্যের মধ্যে দোঁহে ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ ৫২৯
ক্ষুধায় পীড়িত হইলা তৃষ্ণায় জড়িত।
এক স্থানে মধ্যে দোঁহে হইলা উপনীত ॥ ৫৩০
প্রসব স্থান তথা হরষিত হইয়া।
দুই জন সেই স্থানে মিলিলাত গিয়া ॥ ৫৩১
দময়ন্তী মহাদেবী রাজার নন্দিনী।
পথশ্রমে নিদ্রা যায় পড়িয়া ধরণী ॥ ৫৩২
একে সুকুমারী কন্যা তাহে রাজসুতা।
দুঃখ কভু নাহি জানে রাজার দুহিতা ॥ ৫৩৩
নিদ্রায় বিভোর হৈলা দেখি নলরায়।
দুঃখ শোক মনে ভাবি চিন্তিত হৃদয় ॥ ৫৩৪
রাজ্যহীন ধনহীন সুহৃদ্‌বিচ্ছেদ।

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় দুঃখ নাহি পরিচ্ছেদ ॥ ৫৩৫
আজি কোন কর্ম্ম কব কিবা মনে ধর।
কিবা আপন প্রাণ পবিত্যাগ কর ॥ ৫৩৬
আমার নিমিত্ত দুঃখ পায় যশস্বিনী।
মোর নিমিত্তে প্রাণ ছাড়িব তপস্বিনী ॥ ৫৩৭
যদি ছাড়ি যাই তবে থাকিবত একাকিনী।
আমার বিচ্ছেদে প্রাণ ছাড়িব বমণী ॥ ৫৩৮
একা বনে থাকিয়া কবিব কোন কাজ।
আপনি যাইব দেবী স্বজন সমাজ ॥ ৫৩৯
বিদর্ভ দেশেতে যাইব পথিক সহিত।
কন্যা পুত্র পালিয়া থাকিব সুদুঃখিত ॥ ৫৪০
যাইতে বলিলে দেবী যাইব কদাচিৎ।
সঙ্গে লইয়া কত হইব সাবহিত ॥ ৫৪১
অনেক ভাবিল রাজা দুইমত কবি।
বন মধ্যে যাব দময়ন্তী পরিহবি ॥ ৫৪২
দুষ্টমতি কলিপীড়িত মহাবাজে।
দময়ন্তী ছাড়িয়া গেলা বন মাঝে ॥ ৫৪৩
দুইজনে আছে এক বস্ত্র পরিধান।
কোন কার্য্য করে হেন করে অনুমান ॥ ৫৪৪
চিন্তিয়া গণিয়া রাজা মনে দাঁড়াইল।
অর্দ্ধখানি বস্ত্র তবে কাটিয়া লইল ॥ ৫৪৫
কেমতে কাটিব বস্ত্র জানিব সুন্দরী।
সবার বাহিরে গেলা নল অধিকারী ॥ ৫৪৬
এক অস্ত্র পাইয়া বস্ত্র কাটিয়া লইল।
নিদ্রাগত রাজকন্যা কিছু না জানিল ॥ ৫৪৭
এড়িয়া রাজার কন্যা বনের ভিতরে।
কত দূর গেল্লা রাজা বনের বাহিরে ॥ ৫৪৮
হৃদয়ে আকুল হইলা নল রাজেশ্বর।

নিবর্ত্তিয়া আইল পুনঃ বনের ভিতর ॥ ৫৪৯
কলিতে পীড়িত চিত্ত অজ্ঞান হইয়া ।
নিদ্রাগত দময়ন্তী গেলেন ছাড়িয়া ॥ ৫৫০
উলটীয়া পুন আইসে পুন পুন যায় ।
কোন করিব রাজা চোর যেন পায় ॥ ৫৫১
কলিতে হরিল চিত্ত নাহিক প্রতীত ।
নিদ্রাগত দময়ন্তী ছাড়িলা সুনিশ্চিত ॥ ৫৫২
নল যদি গেলা দময়ন্তী ছাড়িয়া ।
নিদ্রাগত দময়ন্তী উঠিল জাগিয়া ॥ ৫৫৩
চারিদিগে চাহে দেবী না দেখে প্রাণেশ্বর ।
বজ্রাঘাত পড়ে যেন মাথার উপর ॥ ৫৫৪
কোন স্থানে যাইমু পাইমু প্রভুর লাগ ।
কেন প্রভু মোরে করিলেন ত্যাগ ॥ ৫৫৫
সত্য করি বলিলেন সভার ভিতরে ।
দেবের সম্মুখে যবে কহিলেন মোরে ॥ ৫৫৬
কোন বা অকর্ম্ম অপ্রিয় করিলাম তোমার ।
আর কিবা কোন দোষ দেখিলা আমার ॥ ৫৫৭
সত্যবন্ত খ্যত তুমি পুণ্যশ্লোক রাজা ।
কোন অধর্ম্ম করিনু না করিনু তোমার পূজা ॥ ৫৫৮
কি কারণে গেলা প্রভু আমারে পরিহরি ।
কেমতে রাখিব প্রাণ বনে একেশ্বরী ॥ ৫৫৯
দেবতার সম্মুখে তুমি সভার ভিতরে ।
সত্য নির্ব্বন্ধ করি বলিলা আমারে ॥ ৫৬০
যাবৎ প্রাণ থাকে শরীর ভিতরে ।
তাবত তুমি মোর প্রাণের সোসরে ॥ ৫৬১
হেন সত্য করিয়া করহ লঙ্ঘন ।
পরিহাস ছাড়ি প্রভু দেহ দরশন ॥ ৫৬২
বনে একেশ্বরী কান্দে দময়ন্তী সুন্দরী ।

হাহা প্রভু নল মোর প্রাণনাথ করি॥ ৫৬৩
এই মত বিলাপ করে দময়ন্তী সুন্দরী।
ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া কাঁদে প্রাণ নাহি ধরি॥ ৫৬৪
কাঁদিয়া বেড়ায় বনে ভীমের দুহিতা।
নল রাজার মহিষী সতী পতিব্রতা॥ ৫৬৫
বিস্তর করুণ করি বেড়ায় ধাইয়া।
মহা অজগর মুখে মিলিলত গিয়া॥ ৫৬৬
অজগরে গ্রাসিবে হেন নাহি দুঃখ।
পুন না দেখিব আমি প্রভুর চাঁদমুখ॥ ৫৬৭
অজগরে খায় আমা তো আসিয়া রাখ।
প্রাণপ্রিয়া নষ্ট হয় তাহা 'সিয়া দেখ॥ ৫৬৮
হেন কালে ব্যাধ এক বনেত বেড়ায়।
স্ত্রীর শব্দ শুনিয়া আসি মিলিল তথায়॥ ৫৬৯
দেখিলেক এক নারী সর্পে আবরিল।
দুঃখ মনে ব্যাধ আসি তথায় মিলিল॥ ৫৭০
তীক্ষ্ণ-শরে ব্যাধ সর্পেরে মারিল।
সর্প হৈতে কন্যা তবে অব্যাহতি পাইল॥ ৫৭১
সর্পমুখ হৈতে কন্যা করিল বাহির।
মুখে জল দিয়া ব্যাধ কন্যা কৈল স্থির॥ ৫৭২
দময়ন্তী দেবী চৈতন্য পাইল যবে।
ব্যাধ আসিয়া তাঁরে পুছিলেক তবে॥ ৫৭৩
কাহার রমণী তুমি কাহার দুহিতা।
কেন বনে ভ্রম তুমি হইয়া দুঃখিতা॥ ৫৭৪
দময়ন্তী বলেন বনের বনরাজ।
হেন ঘোরবনে মোর আছে কোন কাজ॥ ৫৭৫
নল নামে রাজা জান নিষধ ঈশ্বর।
তাহার মহিষী আমি প্রাণের সোসর॥ ৫৭৬
দৈবগ্রস্ত হইয়া তিনি ছাড়িলেন দেশ।

ঘোরতর বনে আসি করিলা প্রবেশ ॥ ৫৭৭
একত্রে দুই জনে আছিলা অরণে।
আমারে ছাড়িয়া প্রভু গেলা কোন খানে ॥ ৫৭৮
শুনিয়া দময়ন্তীর মধুরবচন।
সুকুমার সুললিত পীন দুই স্তন ॥ ৫৭৯
হেরিয়া সুকেশীর পূর্ণচন্দ্রমুখী।
পতিশোকে দুর্ব্বলা দুখী প্রায় দেখি ॥ ৫৮০
শুনিয়া কন্যার মুখে এ সব বচন।
দৈবাধীন ব্যাধ কামচিত্ত হইল মন ॥ ৫৮১
মধুর বচনে ব্যাধ বলিল বচন।
আমার বচন কন্যা শুন দিয়া মন ॥ ৫৮২
সর্ব্বদুখ উপসন্ন হইল তোমার।
নিবেদন কিছু কন্যা শুনহ আমার ॥ ৫৮৩
কামমতি হইয়া বলে ব্যাধ দুরাচার।
আলিঙ্গন দিয়া কন্যা প্রাণ রাখ মোর ॥ ৫৮৪
ক্রোধিত হইলা দেবী বুঝি তাব মন।
বলাৎকার করে হেন জানিল তখন ॥ ৫৮৫
প্রাণপতি বিনে মোর চিত্তে নাহি আন।
যদি অন্যমতি চিত্তে হয় যাউক প্রাণ ॥ ৫৮৬
স্বরূপ সত্যভাবে যদি আমি হই সতী।
পাপচিত্ত ব্যাধ যাউক যমের বসতি ॥ ৫৮৭
ব্যাধকে শাপিল সতী ক্রোধমন করি।
ভূমিতে পড়িল ব্যাধ চৈতন্য হরি ॥ ৫৮৮
কামাগ্নি পুড়িয়া ব্যাধ ছাড়িল জীবন।
সিংহ ব্যাঘ্র আছে যেথা ঘোরতর বন ॥ ৫৮৯
ভল্লুক গণ্ডার গজ নানাজন্তুগণ।
নানাপক্ষবেষ্টিত বিবিধ উপবন ॥ ৫৯০
শাল পিয়াল তমাল অশোক কিংশুক।

নানা তরুশোভিত পারুল অশোক ॥ ৫৯১
হরীতকী বিভীতকী পলাশ আদি করি।
কুঞ্জ নিকুঞ্জ আদি দেখিল সুন্দরী ॥ ৫৯২
নদনদী সরোবর দেখিল বিস্তর।
পিশাচ রাক্ষস যক্ষ দেখি বহুতর ॥ ৫৯৩
তেজস্বিনী যশস্বিনী প্রায় অনুরতা।
পতি অন্বেষণে বনে বেড়ায় পতিব্রতা ॥ ৫৯৪
না পাইয়া প্রাণনাথ চিন্তিত হইল মনে।
শোকে দুঃখে দগ্ধা মন দারুণ বিপিনে ॥ ৫৯৫
অর্দ্ধ বস্ত্র থুইয়া প্রভু অর্দ্ধ নিল হরি।
অরণ্যে কেমনে ছাড়ি গেল নিজ নারী ॥ ৫৯৬
দয়ামন্ত হইয়া কেন দুখ দেও মোরে।
সত্যধর্ম্ম জানি প্রভু দেখা দেও সত্বরে ॥ ৫৯৭
ব্যাঘ্র মহিষ দেখি ভয় নাহি তাএ।
কোথায় প্রাণনাথ নল চাহিয়া বেড়াএ ॥ ৫৯৮
কতদূরে গিয়া দেখিল কাননে।
শতশৃঙ্গপর্ব্বত দেখিল সেই স্থানে ॥ ৫৯৯
বন উপবন শোভে নানাবৃক্ষগণ।
নানাজন্তুসমোদিত নানাপক্ষগণ ॥ ৬০০
পর্ব্বতের শৃঙ্গ তুমি দিব্যদরশন।
নমস্কার করি মুঞি তোমার চরণ ॥ ৬০১
নিষধের রাজা বীরসেন মহাশয়।
নল মহাশয় জান তাহার তনয় ॥ ৬০২
পৃথিবীবিখ্যাত রূপ অনুপাম।
বেদবিদিত রাজা পুণ্যশ্লোক নাম ॥ ৬০৩
দুষ্টের দমন করে শিষ্টের পালন।
তাহার মহিষী আমি শুন মহাজন ॥ ৬০৪
রাজা হইয়া নল আইলা বনমাঝে।

নিদ্রাগত আমা ছাড়ি গেল কোন দেশে ॥ ৬০৫
অতি উচ্চপ্রসাদ তোমার শৃঙ্গশত।
দেখিয়াছ নাকি নল মোর প্রাণনাথ ॥ ৬০৬
পর্ব্বত উত্তর দিলা দেখি রাজসুতা।
মুনির আশ্রম দেখ ধর্ম্ম অধিষ্ঠাতা ॥ ৬০৭
জিতেন্দ্রিয় মহামুনির আশ্রম দেখি।
তাহাতে প্রবেশ করিল চন্দ্রমুখী ॥ ৬০৮
নমস্কার করিল দেবী মুনির চরণে।
আশীর্ব্বাদ করিল ঋষিমুনিগণে ॥ ৬০৯
কে তুমি কাহার কন্যা পুছিলা সর্ব্বজন।
ঘোরতর বনে প্রবেশিলা কি কারণ ॥ ৬১০
মনুষ্য শরীর আমি শুন তপোধন।
দুখ নিবেদন করি তোমার চরণ ॥ ৬১১
বিদর্ভদেশের রাজা ভীম মহাশয়।
তাহার তনয়া আমি কহিলাঙ নিশ্চয় ॥ ৬১২
নিষধের রাজা নল বীরসেনসুত।
পৃথিবী ভিতরে তার কর্ম্ম অদ্ভুত ॥ ৬১৩
দময়ন্তী নাম মোর নলরাজার নারী।
বিধাতা বিচ্ছেদ করি তাহা লৈল হারি ॥ ৬১৪
পাশায় হারিল রাজ্য সর্ব্বরত্নধন।
চিত্ত ব্যাকুল হইয়া প্রবেশিলাম বন ॥ ৬১৫
সবা একা পাইয়া তথা ছিলাম দম্পতী।
না জানি ছাড়িয়া কোথা গেলা প্রাণপতি ॥ ৬১৬
বন গিরি সরোবর সকল চাহিল।
তথাচ তাহার লাগ কোথাও না পাইল ॥ ৬১৭
তোমার কৃপায় যদি থাকে নৃপবর।
তাহা বহি কেহ নহে প্রাণের ঈশ্বর ॥ ৬১৮
পুন তার সঙ্গে মোর হব দরশন ?

দময়ন্তীরে শান্তান সকল মুনিগণ ॥ ৬১৯

অনেক ভ্রমিয়া বনে শ্রান্ত হইয়া।
বনের মধ্যে একদিন পাইল আসিয়া ॥ ৬২০

নদীতীরে থাকি কন্যা দেখিলেক দূর।
এক মহাসার্থ আইল বনের ভিতর ॥ ৬২১

রথরথী গজবাজী পদাতি সহিতে।
লজ্জা পাইয়া নৃপসুতা লাগিল কাঁদিতে ॥ ৬২২

তবে সার্থ অনুক্ষণে নদী নিরখিয়ে।
দময়ন্তীরে দেখিলেক জলের ভিতরে ॥ ৬২৩

দয়াবন্ত হইয়া সার্থ তারে বার্ত্তা করে।
কে তুমি কাহার কন্যা জলের ভিতরে ॥ ৬২৪

কিসের কারণ আইলা ঘোর মহাবনে।
তোমা দেখি দুখশোক লাগে মোর মনে ॥ ৬২৫

সত্য কথা কহ কন্যা কাহার তুমি নারী।
অরণ্য দেবতা কিবা যক্ষের কুমারী ॥ ৬২৬

কাহার কন্যা কি নাম কহ যশস্বিনী।
কুমারী কহেন কথা শুনি এই বাণী ॥ ৬২৭

সার্থ যদি কহিলেন দময়ন্তীর প্রতি।
প্রত্যুত্তর দিলা তবে দময়ন্তী সতী ॥ ৬২৮

বিদর্ভদেশের রাজা ভীম মহাবল।
তাহার দুহিতা আমি স্বামী মোর নল ॥ ৬২৯

যদি দেখিয়া থাক নলরাজা বনে।
স্বরূপ করিয়া কহ রাখহ পরাণে ॥ ৬৩০

শুনিয়াত সার্থ তারে কহিলেন নিশ্চয়।
না দেখিনু বনে আমি নল মহাশয় ॥ ৬৩১

কোন দেশে যাবা সার্থ কোন সমাজ।
শুনি সার্থপতি তারে নিবেদিল কাজ ॥ ৬৩২

বাহুক রাজার দেশে আমার বসতি।

বস্ত্র দিয়া জলে হইতে তুলিল সার্থপতি ॥ ৬৩৩
শুনি কন্যা তার স্থানে রাজধানী কথা ।
তবে তার সঙ্গে চলি গেলা পতিব্রতা ॥ ৬৩৪
নদী যাইতে বেলা গেল দেখি সার্থপতি ।
সেই নদীতীরে সার্থ করিল বসতি ॥ ৬৩৫
রন্ধন ভোজন কৈল পথশ্রমে গিয়া ।
সেই নদীতীরে সভে থাকিল সুইয়া ॥ ৬৩৬
অর্দ্ধ রাত্রি গেল নিদ্রা গেলা সর্ব্বজন ।
হস্তী সব আইল তথা জলের কারণ ॥ ৬৩৭
পথে শুয়েছিল যত যত সার্থগণ ।
পদভরে মর্দ্দন করিল কতজন ॥ ৬৩৮
কাঁদে সবে মাতা পিতা পুত্র অনুসারি ।
তাহা দেখি দময়ন্তী অনুশোচ করি ॥ ৬৩৯
নির্জ্জন বনেতে আমি জন সঙ্গ পাইল ।
মোরভাগ্যে তাহা হস্তিতে মারিল ॥ ৬৪০
স্বয়ম্বরে আইল সব লোকপাল ।
নাবরিনু তারে মুঞি কবি বাক্যজাল ॥ ৬৪১
তাহার কারণে আমি এতদুঃখ পাইল ।
তে কারণে প্রভু মোরে বনে এড়ে গেল ॥ ৬৪২
অবশেষে সার্থ ছাড়ি যাযত সুন্দরী ।
কত দিবসে পাইল চেদিরাজার পুরী ॥ ৬৪৩
রাজমহিষী দেবী রাজদুহিতা ।
শিশুতে বেড়িয়া মারে কাঁদে পতিব্রতা ॥ ৬৪৪
অর্দ্ধবস্ত্রা হইয়া দময়ন্তী রাণী ।
গলায় হাত দিয়া বেড়ায় সে রমণী ॥ ৬৪৫
বালককে প্রীত বড় সেই রাজার নারী ।
দুঃখের উপর দুঃখ অনুতাপ করি ॥ ৬৪৬
হেনকালে রাজমাতা প্রাসাদ উপরে ।

নারীর পাছে বালক দেখি ক্রোধ অন্তরে ॥ ৬৪৭
একনারী পাঠাইল সেই নারীর কাছে।
বালক মারিয়া ঝাট আন মোর কাছে ॥ ৬৪৮
রূপে তেজ অনুমানি যেন রাজসুতা।
মলিন বেশ দেখি এই অনাথ দুঃখিতা ॥ ৬৪৯
দাসীগণ গেল তবে দময়ন্তীর সমীপ।
অন্ধকার মধ্যে যেন দেখিল প্রদীপ ॥ ৬৫০
প্রাসাদ উপরে নিল রাজমাতা স্থানে।
দময়ন্তীরে তবে পুছিল জনে জনে ॥ ৬৫১
দময়ন্তীর রূপ দেখি রাজার জননী।
পরম বিস্মিতা হইলা দেখিয়া কামিনী ॥ ৬৫২
কে তুমি কাহার কন্যা কহ যশস্বিনী।
বিদ্যুতের প্রায় কেন ভ্রম একাকিনী ॥ ৬৫৩
মনুষ্যের রূপ হেন না দেখি তোমারে।
বড় শোভা দেখি তোমা বিনে অলঙ্কারে ॥ ৬৫৪
এতেক বলিল যদি রাজার জননী।
দময়ন্তী সকল কথা কহিল তখনি ॥ ৬৫৫
দেবতার সুতা নহি জাতি মানুষী।
স্বামীর অনুসারে বনেতে প্রবেশি ॥ ৬৫৬
জাতি সৈরন্ধ্রী আমি শুন রাজমাতা।
স্বামী অন্বেষণ করি হইলা উন্মত্তা ॥ ৬৫৭
মহাবল পরাক্রম স্বামিত আমার।
রাত্রি দিন অন্বেষণ করিত তাহার ॥ ৬৫৮
দৈব কারণে তিনি হইলা বনবাস।
সঙ্গ না ছাড়ি আমি বুঝি তার আশ ॥ ৬৫৯
অরণ্যের মধ্যে আছিলাম শুইয়া।
নিদ্রাগত প্রভু মোর গেলেন ছাড়িয়া ॥ ৬৬০
মোর প্রাণধন প্রভু কমলবদন।

স্মঙরিয়া দময়ন্তী করেন ক্রন্দন ॥ ৬৬১
বিস্তর বিলাপ করে চক্ষে পড়ে পানি।
শুনিযাত্র রাজমাতা হইলা তাপিনী ॥ ৬৬২
রাজমাতা বলেন তবে করুণ হৃদয়।
আমার নিকটে থাক যদি মনে লয় ॥ ৬৬৩
তোমারে দেখিয়া আমি বড় প্রীত পাইল।
আর কোথাও না যাইও তোমায় কহিল ॥ ৬৬৪
যথাতথা আছে দেবী স্বামী তোমার।
অন্বেষণে দূত সব যাইবে আমার ॥ ৬৬৫
অন্বেষণ করিয়া আনিব তোমার প্রতি।
তোমার স্বামী কিবা আইসে শীঘ্রগতি ॥ ৬৬৬
রাজমাতার কথা শুনি কহে যশস্বিনী।
কেমতে রহিব শুন রাজার জননী ॥ ৬৬৭
রাখিবা আমারে যদি আপনার পাশে।
সময় নিয়ম করি রাখিবা বিশেষে ॥ ৬৬৮
উচ্ছিষ্ট না ছুঁইব আমি পা না ধোয়াইব।
অন্য পুরুষের শয্যা আমি না ছুঁইব ॥ ৬৬৯
যবে কেহ বলাৎকার করেত আমারে।
শাঁপে ভস্মরাশি আমি করিব তাহারে ॥ ৬৭০
এই মত নিয়ম মোর কবিনু গোচর।
তোমার নিকটে থাকি যদি দেহো বর ॥ ৬৭১
মোর স্বামী অন্বেষণে ব্রাহ্মণের গণ।
পাঠাইবা অন্বেষণে বলহ বচন ॥ ৬৭২
তবেত রহিব আমি নিকট তোমার।
অন্যথা হইলে নাহি বসতি আমার ॥ ৬৭৩
তবে রাজমাতা বলিল সত্যবাণী।
সর্ব্বকার্য্য করিব তোমার শুন যশস্বিনী ॥ ৬৭৪
রাজমাতা কহিল দুহিতারে আনিয়া।

তোমার স্থানে সৈরন্ধ্রী যাহত লইয়া ॥ ৬৭৫
তবে দময়ন্তীরে কন্যা নিল নিজ ঘরে।
সেইখানে থাকিলা সদা বিষাদ অন্তরে ॥ ৬৭৬
হেথা পুণ্যশ্লোক মহারাজা নল।
যাইতে দেখিল পথে ঘোর দাবানল ॥ ৬৭৭
কর্কোট নাগেরে রাজা দেখিলেন সেই ঠাঁই।
মুনির সাঁপে পুড়িয়া মরে চলিতে শক্তি নাই ॥ ৬৭৮
আমারে রাখহ তুমি পুণ্যশ্লোক নল।
ঘোর অগ্নিতে পুড়ি হের দাবানল ॥ ৬৭৯
ভয় না করিহ মনে রাজা মহাশয়।
অগ্নির মধ্যে রাজা প্রবেশিল তায় ॥ ৬৮০
দাবাগ্নি প্রবেশিয়া গেল বন মাঝ।
অগ্নিতে বেষ্টিত হইয়া ছিল নাগরাজ ॥ ৬৮১
অগ্নি পুড়িয়া তথা আইসে মহাবন।
কুণ্ডলী আকার করি করিযাছে শয়ন ॥ ৬৮২
পুটাঞ্জলি করিয়া বলে নাগরাজ।
কর্কোট নাম মোর থাকি বনমাঝ ॥ ৬৮৩
এই বনমাঝে নারদ মুনিবর।
আমারে দেখিলেন মহাধনুর্দ্ধর ॥ ৬৮৪
ভয় পাইয়া মুনিবর অতি দূরে যাই।
তাহা আমি নাহি জানি পথমধ্যে রই ॥ ৬৮৫
এই ক্রোধে সাঁপিল মুনি শুন মহারাজ।
স্থাবর সদৃশ আমি থাকি বনমাঝ ॥ ৬৮৬
কত কালে নলরাজ আসিবে এই বনে।
হেথা হৈতে অবশ্য লইবে সেই জনে ॥ ৬৮৭
তাহার প্রসাদে সাঁপ হইবে বিমোচন।
সাপবিমোচনে কথা বলিলা তখন ॥ ৬৮৮
তাহার সাঁপে দুঃখ পাই শুন রাজা নল।

এক পদ চলিতে জীবন নাহি মোর বল ॥ ৬৮৫

* * * *

হইব তোমার সখা না করিব আন ॥ ৬৮৬
শীঘ্র লইয়া যাহ মোরে বনের বাহিরে।
অঙ্গুল আকার করিলা আপন শরীরে ॥ ৬৮৭
মাথায় লইল রাজা পরম ভকতি।
সেইখানে নিলা ছাড়ি দাবাগ্নি স্থিতি ॥ ৬৮৮
আকাশদেশ চাহি জানিল নাগরাজ।
সাপে মুক্ত হইনু আমি এই বনমাঝ ॥ ৬৮৯
কর্কট নাগ কহিল শুন নলরাজ।
আগণিয়া রাজা যাহ এই বনমাঝ ॥ ৬৯০
আগণি আগণি রাজা যখন বলে দশ।
মাথার উপর নাগ করিল পরশ ॥ ৬৯১
দংশিলেক নাগরাজ ছাড়িলেক বিষ।
বিরূপ হইল রাজা বিবর্ণ বিশেষ ॥ ৬৯২
বিস্মিত হইলা রাজা আপন রূপ চাই।
নিজ রূপ ধরে নাগ দেখিল তথাই ॥ ৬৯৩
শান্ত পূর্ব্বক বচন বলিল নাগরাজ।
শোক না করিহ রাজা সাধি নিজ কাজ ॥ ৬৯৪
আমা হৈতে অন্তর্হিত তোমার রূপ।
কেহ না জানিবে তোমা দেখিয়া কুরূপ ॥ ৬৯৫
যাহার নিমিত্তে এত পাইলা আপদ।
মোর বিষে পুড়িয়া সে হইবে দগদ ॥ ৬৯৬
যাবত থাকিবে সে তোমার শরীরে।
মহা দুঃখ পাইবে সেই মোর বিষের জ্বালে ॥ ৬৯৭
আমার বিষে তোমার পীড়া নাহবে কদাচিৎ।
যে তোমারে করে পীড়া সে হইব পীড়িত ॥ ৬৯৮
হেথা হইতে যাহ তুমি সূতরূপ ধরি।

বাহুক নাম মোর সারথিপানা করি॥ ৬৯৯
এই কথা কহিও যে তোমার তরে পুছে।
শুন শুন নলরাজা সময় মনে আছে॥ ৭০০
কোশল নগরে রাজা ঋতুপর্ণ নাম।
তাহার পুরীতে রহিয়া করহ বিশ্রাম॥ ৭০১
অক্ষজ্ঞাননিপুণ কোশল ঈশ্বর।
তাহা হইতে অক্ষজ্ঞান পাইবা নৃপবর॥ ৭০২
অশ্বজ্ঞান তুমি ভাল মতে জান।
সেই রাজারে তুমি কহিয় হয়-জ্ঞান॥ ৭০৩
স্ত্রীপুত্র সহিত পুনঃ হইব মিলন।
অচিরাৎ পাইবে তুমি নিজ রাজ্য ধন॥ ৭০৪
তখন স্মরণ রাজা করিহ আমারে।
দিব্য দুই বস্ত্র রাজা দিলাম তোমারে॥ ৭০৫
এই বস্ত্রে আচ্ছাদিয় অঙ্গ আপনার।
নিজরূপ গুণকান্তি হইবে তোমার॥ ৭০৬
এত বলি নাগরাজ দিব্য বস্ত্র দিল।
মস্তকে ধরিয়া রাজা সেই বস্ত্র নিল॥ ৭০৭
নলেরে আদেশ করিয়া দিব্যদান।
কর্কটনাগ গেল আপনার স্থান॥ ৭০৮
নাগরাজ এত কথা কহিলেন যবে।
কোশলেতে নলরাজা চলি গেল তবে॥ ৭০৯
ঋতুপর্ণ রাজার দেশ কোশল নগরী।
দশম দিবসে রাজা গেল সেই পুরী॥ ৭১০
ঋতুপর্ণ সভায় গিয়া রাজা মহাশয়।
সারথির ছলে রাজা দেন পরিচয়॥ ৭১১
অশ্বচিকিৎসা রাজা আমার গোচর।
আর কেহ না পাইব পৃথিবী ভিতর॥ ৭১২
অশ্বের সংস্কার আমি ভাল মতে জানি।

নানাবিধ শিল্পকর্ম্ম আমি ভাল মানি ॥ ৭১৩
ঋতুপর্ণ রাজা বলে রহ মোর স্থানে।
তোমারে রাখিব আমি করিয়া ভরণে ॥ ৭১৪
শত সহস্র সেবা তোমার জীবন।
অশ্ব অধিকারিগা রহ মহাজন ॥ ৭১৫
এ রাজ্যের দুই শিশু তোমার সঙ্গে বসে।
ইহার সহিত থাক না করিহ ভয়ে ॥ ৭১৬
দময়ন্তী চিত্তে ধরি তাপে পোড়ে মন।
রাত্রি দিবা স্মরণ করেন অনুক্ষণ ॥ ৭১৭
কোথায় আছে তপস্বিনী শ্রমযুত হইয়া।
ক্ষুধায় পীড়িত হইলা বনেত ভ্রমিয়া ॥ ৭১৮
এত কথা শুনি দুই শিশু বলিল।
কাহারে স্মরণ কর তাহারে পুছিল ॥ ৭১৯
কহ বাহুক তুমি স্মর কাহারে।
বিশেষ শুনিতে ইচ্ছা হইল আমারে ॥ ৭২০
তবে রাজা বলেন শুন মহাসত্ত্ব।
কি পুছহ বৃদ্ধ জনের বৃত্তান্ত ॥ ৭২১
কোন মহাজনের নারী তপস্বিনী।
নির্জ্জন অরণ্যের মধ্যে ছাড়িয়ে কামিনী ॥ ৭২২
পৃথিবীতে ভ্রমে সে গুরু বেশ ধরি।
রাত্রি দিনে আমি স্মরি সেই নারী ॥ ৭২৩
একাকিনী দুঃখী আর পথ নাহি জানে।
কদাচিৎ দুঃখ সেই জীয়েত কাননে ॥ ৭২৪
হেন মতে স্মরে রাজা দময়ন্তী নারী।
অজ্ঞাতবাস আছে কোশল নগরী ॥ ৭২৫
রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নল যখন গেলা বন।
দেশে দেশে দ্বিজ ভীম পাঠাইল তখন ॥ ৭২৬
কোথায় আছেন নল দময়ন্তী সুতা।

গুরুজন ভক্ত মোর পতিব্রতা সুতা॥ ১২৭

* * *

সহস্র গোধন দিব তাহারে পূজিয়া॥ ১২৮
যতনে জানিয়া আইস নল কোন স্থান।
জানিয়া আইলে করিব বহুত সম্মান॥ ১২৯
শীঘ্র গতি যাও বিপ্র সকল দেশে দেশে।
দময়ন্তীর সহিত যথা নলরাজ বৈসে॥ ১৩০
সুদেব নাম ব্রাহ্মণ চেদিপুরে গিয়া।
রাত্রি দিনে ভ্রমে নল দময়ন্তী চাহিয়া॥ ১৩১
সকল দেশ চাহিয়া সুদেব ব্রাহ্মণ।
সুবাহু রাজার দেশ করে অন্বেষণ॥১৩২
নগর চাহিল না দেখিল সুন্দরী।
তবে উদ্দেশিল সেই রাজার অন্তপুরী॥ ১৩৩
স্নান করিতে যান রাজার ভগিনী।
তাহার সহিত এক দেখিল রমণী॥ ১৩৪
বেশ মলিন রূপ যেন চন্দ্রমসি।
অগ্নির শিখা যেন ঢাকে ভস্ম রাশি॥ ১৩৫
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন রাহু গরাসিল।
স্বামীর বিচ্ছেদে দেবী বিবর্ণা হইল॥ ১৩৬
স্বামীর বিয়োগে নারী প্রাণমাত্র ধরে।
দরশন নিমিত্তে প্রাণে নাহি মরে॥ ১৩৭
ইহারে আলাপ করিব পরিচয়।
সুদেব ব্রাহ্মণ হেন চিন্তিলা হৃদয়॥ ১৩৮
হেন বিমরিস করি সুদেব ব্রাহ্মণ।
কন্যার নিকটে গিয়া বলিল বচন॥ ১৩৯
সুদেব আমার নাম ব্রাহ্মণ কুমার।
দময়ন্তী আমার দিগে অবগতি কর॥ ১৪০
বিদর্ভদেশের রাজা ভীম মহাশয়ে।

রাত্রি দিনে রাজা নলদময়ন্তী চিন্তয়ে॥ ১৪১
তাহার আদেশে আইলাম তোমার উদ্দেশে।
অনেক ব্রাহ্মণ গেল সর্ব্ব দেশে দেশে॥১৪২
কুশলে আছেন তোমার বাপ মহাজন।
পুত্রকন্যা কুশলে আছে অশ্ব গজগণ॥১৪৩
সুদেব বচন শুনিয়া যশস্বিনী।
অনুক্রমে পুছিলেন কুশল কাহিনী॥১৪৪
অনেক কাঁদিল তবে শোক ভাবিয়া।
ভাই সদৃশ বিপ্র সুদেবে পাইয়া॥১৪৫
তাহার ক্রন্দন শুনি রাজার ভগিনী।
সন্নিপাতে গিয়া তথা আনিল জননী॥ ১৪৬
সুদেব নাম এক ব্রাহ্মণ আসিয়া।
সৈরিন্ধ্রীর সহিত কথা কহেন বসিয়া॥ ১৪৭
বিস্তর কান্দয়ে কন্যা ব্রাহ্মণ দেখিয়া।
ব্রাহ্মণ সহিত তবে আসত দেখিয়া॥ ১৪৮
তবে রাজমাতা অন্তঃপুর হইতে।
যথা আছে দময়ন্তী ব্রাহ্মণ সহিতে॥১৪৯
আসিয়া দেখিল রাণী সুদেব ব্রাহ্মণ।
সকল বৃত্তান্ত তারে পুছিল তখন॥ ১৫০
সত্য কথা কহ দ্বিজ কাহার এই নারী।
কাহার দুহিতা হয় কহ সত্য করি॥ ১৫১
বিদর্ভদেশের রাজা ভীম মহাশয়।
ধর্ম্মশীল দানরত মহাতেজোময়॥ ১৫২
দময়ন্তী নাম ইহার তাঁহার দুহিতা।
ত্রৈলোক্যমোহিনী এই সতী পতিব্রতা॥ ১৫৩
নিষধের রাজা বীরসেন মহাশয়।
নল মহারাজা জান তাহার তনয়॥ ১৫৪
তাঁহার মহিষী দময়ন্তী তপস্বিনী।

ইন্দ্রসেন ইন্দ্রসেনা দুহার জননী ॥ ৭৫৫
পাশায় হারিল নল ছাড়িয়া সর্ব্বদেশ।
স্ত্রী সঙ্গে বনে রাজা করিল প্রবেশ ॥ ৭৫৬
এইমাত্র জানি আমি শুন রাজমাতা।
এত ভাবি দুঃখ ভাবে উহার মাতাপিতা ॥ ৭৫৭
দোহার উদ্দেশে পাঠাইল ব্রাহ্মণ।
নানারাজ্য ভ্রমি তারা বন উপবন ॥ ৭৫৮
অনেক ভ্রমিয়া আইলা নগরে নগর।
দময়ন্তী দেখিতে আইলাম অন্তঃপুর ॥ ৭৫৯
ভুজ মধ্যে আছে ইহার উত্তম একতিল।
তাহা না দেখি মলিন অঙ্গ মিল ॥ ৭৬০
মলিন ব্যাপিত অঙ্গ রূপ নাহি ছাড়ে।
তক্ষক সর্প যেন মণি নাহি এড়ে ॥ ৭৬১
বিপ্রের বচন শুনি রাজার জননী।
মলিন ঘুচাইল সুনন্দা রমণী ॥ ৭৬২
মুখ নিরমল হইল দময়ন্তী বালা।
মেঘ নিবারিতে দেখি চন্দ্রকলা ॥ ৭৬৩
চিহ্ন কপালে তিল দেখিয়া তাহার।
দময়ন্তীরে দেবী কোলে কবি আপনার ॥ ৭৬৪
বুহিনীর কন্যা তুমি জানিনু আমার।
তিলকের চিহ্ন পাইয়া বুঝিলাম তোমার ॥৭৬৫
তোমার মাতা আমি দুইত ভগিনী।
সুনন্দা রাজার কন্যা শুন তপস্বিনী ॥ ৭৬৬
ভীম রাজা বিভা কৈল তোমার জননী।
আমা বিভা করিলেন বীরবাহু নৃপমণি ॥ ৭৬৭
যবে তুমি হইলা বাপের মন্দিরে।
সেই হইতে দেখা নাহি কহিলাম তোমারে ॥ ৭৬৮
যেমত দেখহ তুমি বাপের মন্দির।

আমার ঘর তেন চিত্ত কর স্থির ॥ ১৬৯
পরম সম্ভ্রমে কন্যা বলেন বচন ।
মায়ের সমান দেখি তোমার চরণ ॥ ১৭০
অজ্ঞাত সুখে আছিলাম করিলা পালন ।
সর্ব্ব প্রকারে মোরে করিলা রক্ষণ ॥ ১৭১
আমার প্রতি স্নেহ যদি আছেত তোমার ।
আজ্ঞা দেহ শীঘ্র যাই বিদর্ভনগর ॥ ১৭২
চল চল মা তুমি বাপের মন্দিরে ।
পুত্রকন্যা বসে যথা হরিষ অন্তরে ॥ ১৭৩
পুত্র স্থানে রাজমাতা দময়ন্তী লইয়া ।
বহু রত্ন দিল তারে স্নেহত করিয়া ॥ ১৭৪
পুত্রেরে বলিয়া দিল শীঘ্র গমন ।
সুদেব সহিত গেল বিদর্ভভুবন ॥ ১৭৫
অতি শীঘ্র গতি গেল বিদর্ভনগরী ।
বন্ধু বান্ধব সব মিলিল সেই পুরী ॥ ১৭৬
কন্যা পাইয়া আনন্দিত হৈল রাজরাণী ।
মা বাপের চরণ বন্দে যশস্বিনী ॥ ১৭৭
তবে ভীমসেন রাজা সুদেব ব্রাহ্মণ ।
পূজিযাত রাজা দিল বহু ধেনুধন ॥ ১৭৮
সে দিবস গেল মা বাপের ঘর ।
মায়ের চরণে পড়ি কহিল বিস্তর ॥ ১৭৯
শুন মাতা তুমি মোর রাখিলা জীবন ।
ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া কর রাজার অন্বেষণ ॥ ১৮০
কাঁদিয়া কাঁদিয়া দময়ন্তী সভ কহিল ।
অবশ হইয়া কন্যা ভূমিতে পড়িল ॥ ১৮১
দময়ন্তী দেখিয়া সব অন্তঃপুরজন ।
তাহার কারণে সভে করেন ক্রন্দন ॥ ১৮২
আশ্বাস দিয়া তারে করাইল চেতন ।

রাণী গিয়া রাজার স্থানে কহিল যখন ॥ ৭৮৩
দময়ন্তী ঝি মোর করে নিবেদন।
রাত্রি দিবা কাঁদে কন্যা নলের কারণ ॥ ৭৮৪
লজ্জা দূর করি মোরে বলিল বচন।
প্রাণ ছাড়িমু মুঞি রাজার কারণ ॥ ৭৮৫
প্রিয়ম্বদা গুরুভক্তদুহিতা তোমার।
নল না দেখিলে পুনঃ মরণ তাহার ॥ ৭৮৬
রাখিতে তাহার প্রাণ করহ যতন।
চর পাঠাইয়া কর নল অন্বেষণ ॥ ৭৮৭
রাণীর বচন শুনি ভীম মহারাজ।
ব্রাহ্মণ সকল আনি নিবেদিল কাজ ॥ ৭৮৮
দেশে দেশে যাহ যত দ্বিজগণ।
আমার বচনে কর নল অন্বেষণ ॥ ৭৮৯
তবে দ্বিজ সব পাইয়া আদেশ।
দময়ন্তীর স্থানে গিয়া পুছিল বিশেষ ॥ ৭৯০
রাজআজ্ঞায় মোরা সকল ব্রাহ্মণ।
দেশে দেশে যাই সবে নল অন্বেষণ ॥ ৭৯১
প্রণমিয়া দময়ন্তী বলিল বচন।
মন দিয়া শুন কিছু আমার কথন ॥ ৭৯২
যথা যথা যাও তোমরা রাজার উদ্দেশে।
রাজার সভায় গিয়া করিবা প্রবেশে ॥ ৭৯৩
যত কিছু বলি আমি গুপ্ত নিবেদন।
রাজার সভায় গিয়া কহিবা বচন ॥ ৭৯৪
কোথায় নির্দ্দয় আছ না করিহ ত্রাস।
নিদ্রাগত রাণী এক এড়ি বনবাস ॥ ৭৯৫
এড়িয়া বনের মধ্যে নিজ প্রিয় সতী।
কোন দেশে আছ সেই নিষ্ঠুর দুর্ম্মতি ॥ ৭৯৬
অর্দ্ধবস্ত্র অঙ্গে করি বেড়ায় সর্ব্বক্ষণ।

এমত বলিতে যে প্রতি বাক্য করে ।
বিশেষ করিয়া তুমি চিনিহ তাহারে ॥ ৭৯৭
কোন স্থানে থাকে করেত কোন কাম ।
কেমত রূপে থাকে পরে কিবা নাম ॥ ৭৯৮
তোমার বচনে যে করে প্রত্যুত্তর ।
সুদৃঢ় করিয়া বিপ্র আইস সত্বর ॥ ৭৯৯
দময়ন্তী শিখাইল যতেক বচন ।
শুনিয়া চলিল তবে যত দ্বিজগণ ॥ ৮০০
গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে নগরে নগরে ।
গিরি গিরি বনে বনে [illegible] ॥ ৮০১
পুণ্য স্থান মহাতীর্থ মুনির আশ্রম ।
অন্বেষণ করি বিপ্র যায় অনুক্রম ॥ ৮০২
যথা যথা যায় ভীমরাজার ব্রাহ্মণ ।
তথায় তথায় করে গুপ্ত নিবেদন ॥ ৮০৩
গুপ্তরূপ নিবেদন কেহ নাহি জানে ।
দেশ দেশ কহিয়া বেড়ায় দ্বিজগণে ॥ ৮০৪
বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এক পর্ণাদ তার নাম ।
কোশল রাজ্যে গিয়া করিল বিশ্রাম ॥ ৮০৫
ঋতুপর্ণ রাজা সেই রাজ্য অধিকারী ।
বিত্তপূর্ণ রাজা সেই বৈসে সেই পুরী ॥ ৮০৬
তাহার সভায় বিপ্র প্রবেশিল গিয়া ।
সকল রহস্য বুঝি আইল নেউটিয়া ॥ ৮০৭
বিদর্ভে আসিয়া বিপ্র দময়ন্তী স্থানে ।
প্রভুকে কহিল যত দেখিলা আপনে ॥ ৮০৮
শুন দময়ন্তী আমি কহি সর্ব্বকথা ।
কোশল অধিকারী ঋতুপর্ণ বৈসে যথা ॥ ৮০৯
তোমার সঙ্কেত কথা সবায় কহিল ।
সভে দেখিল মোরে উত্তর না দিল ॥ ৮১০

সভা হৈতে একজন সঙ্কেত বুঝিয়া।
আমার নিকটে সে মিলিল আসিয়া ॥ ৮১১
বিবর্ণ খর্ব্ব দেহ দেখি সেই জন।
রাজার সারথি সে বাহুক তার নাম ॥ ৮১২
আমার নিকটে আসি কহে পুন পুন।
কুশল পুছিল তোমার সেই মহাজন ॥ ৮১৩
সতী যে নারী হয বিপদ পাইয়া।
ধর্ম্ম সঙরিয়া থাকে আপনা রাখিয়া ॥ ৮১৪
স্বামীর বিচ্ছেদ পাইয়া না করিবে ক্রোধ।
সংশয় গেলে যে জন করেত প্রবোধ ॥ ৮১৫
মতিহীন হইলা যেবা রাজ্য পরিহরি।
তাহারে না ক্রোধ করে যে হয় সতী নারী ॥ ৮১৬
এই সব কথা বার্ত্তা শুনিনু আপনে।
কহিলাম সকল কথা তোমা বিদ্যমানে ॥ ৮১৭
বিপ্রের বচনে দময়ন্তী রাজসুতা।
বিস্তর কান্দিল সেই সতী পতিব্রতা ॥ ৮১৮
মায়ের স্থানে কহিল গিয়া এসব বচন।
যত কহিল সেই পর্ণাদ ব্রাহ্মণ ॥ ৮১৯
তোমার সম্মুখে এই সুদেব ব্রাহ্মণ।
নিযুক্ত করহ মাতা রাজঅন্বেষণ ॥ ৮২০
বাপ মহাশয যেন ইহা নাহি জানে।
গুপ্তরূপে মা তুমি করহ যতনে ॥ ৮২১
শীঘ্রগতি কর মাতা কার্য্য কারণ।
যাবত শরীরে মোর রহেত জীবন ॥ ৮২২
পুন এক বিপ্র পাঠাও কোশল নগরী।
নল আনিতে যাউক শুভক্ষণ করি ॥ ৮২৩
আশীর্ব্বাদ করহ নলের হউক মিলন।
মায়ের সমীপে সতী কহিল বচন ॥ ৮২৪

কোশল নগরে যাহ বিলম্ব না করহ।
আমার বচনে দ্বিজ শীঘ্র চলহ॥ ৮২৫
ঋতুপর্ণ সভায় গিয়া কহিও বচন।
যতেক বিপ্র মোর এই নিবেদন॥ ৮২৬
দময়ন্তী জানহ ভীম রাজার সুতা।
যাহার স্বয়ম্বরে আসিয়াছিলেন দেবতা॥ ৮২৭
বিদর্ভ দেশেরে আসি মিলিল সুন্দরী।
পতির নিমিত্তে প্রাণ ধরিতে না পারি॥ ৮২৮
পুন স্বয়ম্বরে সে বরিবেক পতি।
বিজ্ঞাপন কবি তুমি যাইব নরপতি॥ ৮২৯
স্বয়ম্বরে যায় সব রাজরাজেশ্বর।
কালি রাত্রি প্রভাতে রাজা স্বয়ম্বর॥ ৮৩০
যদি শক্তি থাকে রাজা চলহ শীঘ্রগতি।
প্রভাতে দময়ন্তী বরিবেক পতি॥ ৮৩১
জীয়ে বা না জীয়ে সেই রাজরাজেশ্বরে।
তে কারণে দময়ন্তী আর পতি বরে॥ ৮৩২
এই সব কথা কহ ঋতুপর্ণ স্থানে।
শীঘ্র যাহ বিপ্র তুমি রাখহ জীবনে॥ ৮৩৩
তবে বিপ্র শীঘ্র গেল কোশলনগরী।
ঋতুপর্ণ যথা বসিয়াছে সভা করি॥ ৮৩৪
সুদেব ব্রাহ্মণ গিয়া ঋতুপর্ণ স্থানে।
পুন স্বয়ম্বর কথা কহিল রাজনে॥ ৮৩৫
দময়ন্তীর পুন হইবে স্বয়ম্বর।
নিবেদন করিল ভীম নরেশ্বর॥ ৮৩৬
ঋতুপর্ণ রাজা শুনি সুদেব বচন।
বিদর্ভ দেশেতে আমি করিব গমন॥ ৮৩৭
ভীম নাম রাজা জানি বিদর্ভ ঈশ্বর।
দময়ন্তী কন্যা তার পুন স্বয়ম্বর॥ ৮৩৮

কালি সূর্য্যোদয় কালে বরিবেক পতি।
তাহার গমনে আমি করিলাম মতি ॥ ৮৩৯
হেথা হইতে যাইতে তথা শতেক যোজন।
এক দিনে কেমতে হইবে আগমন ॥ ৮৪০
সারথি বাহুক প্রতি বলিলেন সবে।
শুনিয়া বাহুক নৃপে বলিলেন তবে ॥ ৮৪১
মনে মনে চিন্তিলেন আপন হৃদয়।
অতি বড় দুঃখ হইল নল মহাশয় ॥ ৮৪২
দময়ন্তীর স্বয়ম্বর মনে নাহি গণি।
আমার নিমিত্ত উপায় করিছে ভামিনী ॥ ৮৪৩
অল্প বুদ্ধি আমি করিলাম পাপ কর্ম্ম।
বনে ছাড়ি নিজ নারী করিল অধর্ম্ম ॥ ৮৪৪
কঠিন হৃদয় সাথে বেড়াই নানা দেশ।
নারীর স্বভাব এই করি নানা বেশ ॥ ৮৪৫
চিরকাল সহজ না ... সর্ব্বজন।
উদ্দেশ না পাইয়া নারী অন্যে দিল মন ॥ ৮৪৬
তথাপি হেন কর্ম্ম না করিবে কদাচিৎ।
বাপের মন্দিরে আছে অপত্য সহিত ॥ ৮৪৭
সত্য বা মিথ্যা জানিব রহস্য।
দ্বিতীয় করিবে পতি দেখিব অবশ্য ॥ ৮৪৮
এত কার্য্য করি আসি রাজারে কহিয়া।
ঋতুপর্ণ রাজারে কহিল অঞ্জলি করিয়া ॥ ৮৪৯
শুন মহারাজা আমি বলি সত্য করি।
এই রাত্রি লইয়া যাব বিদর্ভনগরী ॥ ৮৫০
দ্রুতগতি চলি গেল বাহুক সারথি।
যোগ্য অশ্ব আনিবারে অশ্বশালা প্রতি ॥ ৮৫১
বিচারিয়া অশ্ব সব চাহেন্ত রাজন।
তেজোযুক্ত অশ্ব সব লইল তখন ॥ ৮

তেজোযুত অশ্ব সবারে জ্ঞান ছিল।
দীর্ঘমুখ নহে পুচ্ছ খাট দোষ হীন ॥ ৮৫৩
দশাবন্ত শুদ্ধ অশ্ব শীঘ্র বেগবন্ত।
রাজার নিকটে গেল হইয়া ত্বরামন্ত ॥ ৮৫৪
ঋতুপর্ণ রাজা তবে দেখি অশ্বগণ।
বাহুকে বলিছে তবে সকোপ বচন ॥ ৮৫৫
ভাল অশ্বগণ গুণবন্ত মহাবল।
না বুঝিয়া আন অশ্ব কেমতে কুশল ॥ ৮৫৬
বাহুক বলেন শুন রাজা মহাশয়।
এই অশ্বে যাইব না ভাবিহ সংশয় ॥ ৮৫৭
ঋতুপর্ণ রাজা বলে তুমিত পণ্ডিত।
যে হয় ভাল অশ্ব আন সম্বরিত ॥ ৮৫৮
অশ্বযুত রথ করি আনিল সত্বর।
বাহুক সহিত রথে চড়ে নরেশ্বর ॥ ৮৫৯
তবে নল মহারাজা হয় আগুসার।
অশ্বের কর্ণে মহামন্ত্র করিল প্রচার ॥ ৮৬০
শান্ত করি সব অশ্ব বেগবন্ত হইল।
বিদর্ভনগর প্রতি রথ চালাইল ॥ ৮৬১
বাহুক চালায় রথ করিয়া প্রকাশ।
সব বলে রথ গিয়া উঠিল আকাশ ॥ ৮৬২
রথবেগ দেখি শুনি রথের ঘোষণ।
ঋতুপর্ণ রাজা হয় সবিস্ময় মন ॥ ৮৬৩
মুহূর্ত্তে আইল বীর বাহুক সারথি।
মায়ারূপে আসিয়া করিল বসতি ॥ ৮৬৪
অথবা নল রাজা রাজ্যনষ্ট হইয়া।
অন্য বেশে সেই মোর স্থানেত আসিয়া ॥ ৮৬৫
কালযাপন করিয়া বেড়ায় পৃথিবীতে।
অন্যথানে নল রাজা নহে কদাচিতে ॥ ৮৬৬

নদী পর্ব্বত লঙ্ঘিয়া ত সরোবর।
বেগবন্ত অশ্ব চলে যেনত খেচর ॥ ৮৬৭
রথ বেগ দেখিয়া চলিল ত্বরিতে।
উত্তরী খসিয়া তার পড়ে পৃথিবীতে ॥ ৮৬৮
পড়িল উত্তরী খসি জানি নরপতি।
বস্ত্র তুলিয়া লইতে বলে বাহুকের প্রতি ॥ ৮৬৯
তাহার বোলে নল দিলেন উত্তর।
বস্ত্রের যত্ন ছাড় রাজা পড়িল দূরান্তর ॥ ৮৭০
যোজন অধিক পড়িয়াছে বস্ত্রখান।
আর তাহা না পাইবা করিব প্রয়াণ ॥ ৮৭১
বেগবন্ত অশ্ব নিবর্ত্তিতে না জুয়ায়।
তেজ ভঙ্গ রথ হইবে বলিনু তোমায় ॥ ৮৭২
তবে বায়ুবেগে রথ চালায় নলরায়।
নদী গিরি বন দেশ লঙ্ঘিয়েত জায় ॥ ৮৭৩
তবে ঋতুপর্ণ রাজা বলিল বচন।
বিভীতক বৃক্ষ ফল ফুল সুশোভন ॥ ৮৭৪
এই বৃক্ষ যত পাতা যত ফুল ফল।
শুনহ বাহুক আমি জানি এ সকল ॥ ৮৭৫
পঞ্চকোটী পল্লব আছে বন ফুল ফল।
বৃক্ষ কাটিয়া গণিয়া ইহা জানহ সকল ॥ ৮৭৬
তবে রথ হইতে ভূমিতে নাবিয়া।
জানিব অবশ্য পত্র ফুল ফল গণিয়া ॥ ৮৭৭
তোমার সম্মুখে কাটি এই বৃক্ষ।
হয়বা না হয় তাহা জানিব সপক্ষ ॥ ৮৭৮
যাবত গণিয়ে আমি ফল ফুল পাতে।
তাবত চালাবে রথ রাজ্যময়ে তাতে ॥ ৮৭৯
রাজা বলে সূত ছাড় জঞ্জাল বচন।
শীঘ্র যাইব বিলম্ব নাহি প্রয়োজন ॥ ৮৮০

বাহুক বলেন শুন রাজা মহাশয়।
পুরে লইতে তোমা মোর মনে লয়॥ ৮৮১
যদি রাজা ইহার নাহি কর মতি।
রথ চালাইয়া তুমি যাও শীঘ্রগতি॥ ৮৮২
তবে শান্ত করি রাজা বলিল তাহারে।
তোমা বিনে সারথি আর করিব কাহারে॥ ৮৮৩
তোমার শরণ লইলাম বিঘ্ন না করিয়।
তোমার ইচ্ছার কার্য্য আমাবে কহিয়॥ ৮৮৪
সুত বলে আমি গণি এই বৃক্ষ।
বিদর্ভ লইয়া যাব দেখ পরতেক॥ ৮৮৫
ঋতুপর্ণ বুঝিলেক বাহুকের মন।
গণ বৃক্ষ ফল পাতে বলিল বচন॥ ৮৮৬
রথ হইতে উঠিয়া কাটিলেক বৃক্ষ।
পাত ফল ফুল গণি চাহিল পরতেক॥ ৮৮৭
প্রত্যক্ষ পাইয়া নল বলিল বচন।
স্বরূপ তোমার কথা শুন মহাজন॥ ৮৮৮
জানিবারে ইচ্ছা ইহা হইল আমাব।
আমি জানি অশ্বজ্ঞান করিব তোমার॥ ৮৮৯
ঋতুপর্ণ রাজা তবে কার্য্য করিবারে।
হয়জ্ঞান লোভে অক্ষজ্ঞান দিল তারে॥ ৮৯০
অক্ষজ্ঞান পাইল যদি নল মহাবীর।
শরীর ছাড়িয়া কলি হইল বাহির॥ ৮৯১
কর্কট দংশনে উগ্র বিষতর।
নলের মুখ হইতে নিকলে বিস্তর॥ ৮৯২
কলি মুক্ত হইয়া রাজা শাপে মুক্ত হইল।
কলিরে শাপিতে চাহে ক্রোধ বড় হইল॥ ৮৯৩
মহাভীত হইয়া কলি পুটাঞ্জলি করি।
বিস্তর করেন স্তুতি লজ্জা পরিহরি॥ ৮৯৪

ক্রোধ না করিং রাজা না দিও মোরে শাপ।
দময়ন্তীর শাপে আমি বড় পাইলাম তাপ ॥ ৮৯৫
কর্কটের বিষে মোর দগধে শরীর।
শরণ লইলাম তোমার শুন মহাবীর ॥ ৮৯৬
সত্য করি বলি আমি না করিও বিস্ময়।
না যাইব তথা যে তোমার নাম লয় ॥ ৮৯৭
তাহার শরীরে আমি না করিব প্রবেশ।
তোমার প্রসঙ্গ যথা না যাইব সেই দেশ ॥ ৮৯৮
ভয়যুক্ত হইয়া কলি লইল শরণ।
না শাপিব তোরে কলি স্থির কর মন ॥ ৮৯৯
কলি ছাড়িয়া রাজা হইল বিষহীন।
বীর্য্যবন্ত পুরুষ হইল প্রবীণ ॥ ৯০০
পরম প্রীতি পাইল বাড়িল তেজ বল।
পুনরপি রথে আসি আরোহিল নল ॥ ৯০১
শেষ প্রহরে গিয়া পাইল বিদর্ভনগরী।
পরে গিয়া জানাইল ভীম অধিকারী ॥ ৯০২
কোশল রাজ্যের রাজা ঋতুপর্ণ বীর।
রাজ্যের ভিতরে আইল ধাম্মিক শরীর ॥ ৯০৩
ভীমের আজ্ঞা হইল পুরী প্রবেশিতে।
না জানি কি কারণে রাজা আইল আচম্বিতে ॥ ৯০৪
ভীমের পুরে শুনি রথের ঘোষণ।
নল আইল দেশে জানিল অশ্বগণ ॥ ৯০৫
সেই রথঘোষণা শুনি দময়ন্তী নারী।
নল রাজা আইল হেন জানিল সুন্দরী ॥ ৯০৬
শরতের মেঘ যেন গগনে গর্জ্জন।
ঊর্দ্ধমুখ হইয়া চাহে (নলের) অশ্বগণ ॥ ৯০৭
প্রসন্ন হইল দিন জানিল তখনি।
দময়ন্তী বলেনি এই রথের শব্দ শুনি ॥ ৯০৮

মোর সন্তোষ করাএ বারেবার।
নলের সদৃশ রথ বুঝিনু ইহার॥ ৯০৯
(আঁজি যদি না দেখোঁ সে চাঁদবদন।
করিব অবশ্য আমি অগ্নির শরণ॥) ৯১০
এই ঘোষণা রথে নলের যদি নহে।
মোর প্রাণ রাখিতে উচিত কভু নহে॥ ৯১১
যত কিছু বলি প্রভু ছাড়িল আমাক।
দুঃখ শোক যত পাইল স্মরিব তাহাক॥ ৯১২
প্রভুর বচন আমি ভাবি রাত্রি দিনে।
হৃদয় বিদরে মোর প্রভুর কারণে॥ ৯১৩
এ হেন বিলাপ করি দময়ন্তী নারী।
প্রাসাদ উপরে উঠে নল ইচ্ছা করি॥ ৯১৪
তবেত মধ্যম দ্বারে রথের উপর।
ঋতুপর্ণ সহিতে বাহুক দোসর॥ ৯১৫
রথ হইতে নামি রাজা রথ থুইল দ্বারে।
প্রবেশিল রাজা গিয়া ভীমের অন্তঃপুরে॥ ৯১৬
ঋতুপর্ণ রাজা ভীমে করিল বন্দন।
ভীম রাজা করিল তার অনেক পূজন॥ ৯১৭
কুশল পুছিয়া পুছেন আগমনকাজ।
বড়ই উৎসব পাইল শুন মহারাজ॥ ৯১৮
নাহি জানিল দময়ন্তীর কপট বচন।
ভীম রাজা পুছিলেন কেন আগমন॥ ৯১৯
ঋতুপর্ণ মহারাজ হৃদয়ে চিন্তিল।
রাজার পুত্র আদি করি কাহো না দেখিল॥ ৯২০
মিথ্যা স্বয়ম্বর কথা কহিল ব্রাহ্মণ।
ঋতুপর্ণ রাজা তথন ভাবে মনে মন[1]॥ ৯২১

(১) "নমস্কার করিব তোমা রাজশিরোমণি।
নিজরাজ্যে থাকিয়া আইলাঙ্ মনে গণি॥" ইতি অধিক পাঠ।

ভীম মহারাজা তবে চিন্তে মনে মন।
ঋতুপর্ণ রাজা আইল কিসের কারণ॥ ৯২২
শতেক যোজন পথ অধিক লঙ্ঘিয়া।
আমার পুরীতে কেন মিলিল আসিয়া॥ ৯২৩
না জানিনু আমি তাঁর গমন কারণ।
অতিথি ব্যবহারে তাঁর করিল পূজন॥ ৯২৪
বাসা করিয়া দিল করিতে বন্ধন।
নানাবিধ দ্রব্য দিল করিয়া পূজন॥ ৯২৫
তবে ঋতুপর্ণ রাজা রথেতে চড়িয়া।
ভীমের সহিত গেল বাহুক লইয়া॥ ৯২৬
অল্প বেগে রথ আসি মিলিল সারথী।
মনে মনে অনুমানে রাজকন্যা সতী॥ ৯২৭
চিন্তিলেক দময়ন্তী রথ শব্দ শুনি।
নলের সদৃশ রথ মনে অনুমানি॥ ৯২৮
সেই গুণ সেই শিক্ষা বুঝিনু ইহার।
দময়ন্তী চিন্তিয়া তবে কৈল সার॥ ৯২৯
অন্বেষণে সখী পুন পাঠায় তাহার।
কেশীনামে সখী পাঠাইল চর্চ্চিবার॥ ৯৩০
শুনহ কেশিনী এই আইল কোন জন।
বিরূপ সারথি ইহার দেখি যে বামন॥ ৯৩১
মৃদু বাণী কহিও তাঁহার কুশল পুছিয়া।
কোন মহাজন পুনঃ মিলিল আসিয়া॥ ৯৩২
তাঁহার সারথি খর্ব্ব বিরূপ দেখিল।
মোর মনে নল রাজা এরূপ হইল॥ ৯৩৩
কথাছলে জান গিয়া প্রত্যক্ষ ইহার।
কোনরূপী সারথি বুঝিও ব্যবহার॥ ৯৩৪
বাহুক সম্মুখে গিয়া কেশিনী পুছে বাণী।
কোথা হইতে আইলা তুমি কোন্ রাজধানী॥ ৯৩৫

বাহুক বলেন জানহ কোশলনগরী।
ঋতুপর্ণ নাম রাজা তাহার অধিকারী ॥ ৯৩৬
দময়ন্তী করিবেক দ্বিতীয় স্বয়ম্বর।
মনের ইচ্ছাএ আপনি বরিবেক বর ॥ ৯৩৭
শুনিলেন মহারাজা ব্রাহ্মণের মুখে।
শতেক যোজন এক দিনে আইলাঙ সুখে ॥ ৯৩৮
তাঁহার সারথি আমি বাহুক নাম ধরি।
এক দিনে আইলাঙ বিদর্ভনগরী ॥ ৯৩৯
(বাহুক বলেন তুমি শুন শশিমুখী।
বার্ষ্ণেয় ইহার নাম নলের সারথি ॥) ৯৪০
রাজা হারাইয়া নল দূর দেশে গেল।
ঋতুপর্ণ মহারাজের পুরী প্রবেশিল ॥ ৯৪১
(আমি হয় তন্ত্র দুই সারথিকুশল।
সারথি করিয়া আমা করিল মহাবল ॥ ৯৪২
পুনর্ব্বার বলে কেশিনী শুন মহাজন।
বার্ষ্ণেয় জানে কিবা নলের কারণ ॥) ৯৪৩
কোথায় রৈসে মহারাজা গেল কোন দেশ।
কোন গিরি কাননে করিল প্রবেশ ॥ ৯৪৪
বাহুক বলে এথা কন্যা পুত্র থুইয়া।
রাজা হারি গেল নল না দেখিল গিয়া ॥ ৯৪৫
না পাইয়া নলে সঙ্গ হইয়া দুঃখযাত।
আশ্রয় করিল রাজা ঋতুপর্ণ মহামতি ॥ ৯৪৬
কোন দেশে কোন স্থানে দুঃখরূপ হইয়া।
গুপ্তবেশে আছে কোথা প্রাণমাত্র লইয়া ॥ ৯৪৭
(আর কিছু নাহি জানে হৈল কোন রূপ।
কার সঙ্গে কার হৈব বস না জানি স্বরূপ ॥ ৯৪৮
কেশিনী পুছএ পুন শুন মহাজন।
প্রথমে অযোধ্যা বলি গেল সে ব্রাহ্মণ ॥ ৯৪৯

এই নারীর বাক্য শুনি কহিলেক পুন।
এই কথা কহি আমি মন দিয়া শুন ॥ ৯৫০
কোথায় সে নির্দ্দয় মোর অর্দ্ধবস্ত্র ধরি।)
নিদ্রাএ অরণ্যে এড়ি গেল নিজ নারী ॥ ৯৫১
তাঁহারে স্মরণ করি ভ্রমে একাকিনী।
রাত্রি দিনে পোড়ে মন তাহারে মনে গণি ॥ ৯৫২
(অর্দ্ধ বস্ত্র ধৃত করে সকল শরীরে।
চাহিয়া বেড়াইল গিরি নদীতীরে ॥ ৯৫৩
তার প্রত্যুত্তর দিকো মহাশয়।
পুন তাহা শুনিবারে কুমারীত চায় ॥ ৯৫৪
পুনর্ব্বার শুনিবারে চাহে রাজসুতা।
নলের মহিষী দমযন্তী পতিব্রতা ॥ ৯৫৫
কেশিনী বলিল যবে হেনত বচন।
অশ্রুতে পূর্ণ নলের দুই লোচন) ॥ ৯৫৬
নল বড় ব্যথা ভাবি হৃদয়েত গুণি।
বাক্যে গদগদ কেশিনী তাহা শুনি ॥ ৯৫৭
বিপদ্ পাইয়া গুপ্ত করে কুল নারী।
আপনি রাখয়ে ধর্ম্ম চিত্ত অনুসারি ॥ ৯৫৮
সতী স্ত্রী স্বামীর কোপ না করে কদাচিত।
কিবা দুঃখ কিবা সুখ রাখে নিজ চিত ॥ ৯৫৯
বিপদ্গ্রস্ত হইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইল।
এতেক বলিয়া নল বড় মোহ হইল ॥ ৯৬০
অরণ্যের মাঝে কেবা নিজ নারী এড়ি।
গ্রহদোষে রাজ্যভ্রষ্ট গেল লক্ষ্মী ছাড়ি ॥ ৯৬১
এতেক বলিতে নল বড় মোহ পাইল।
বিকার দেখিয়া সব কেশিনী লক্ষিল ॥ ৯৬২
বিকার সদৃশ বাক নলেরে দেখিয়া।
(বৈদর্ভীরে কেশিনী সব কহিল আসিয়া ॥) ৯৬৩

শুনিয়া কেশিনীর মুখে বিকার তাহার।
পরীক্ষা লইতে পাঠাইল আর বার॥ ৯৬৪
পুন যাহ সখি তুমি দেখহত গিয়া।
কোন কর্ম্ম করে আর তাহা বুঝসিয়া॥ ৯৬৫
জল অগ্নি নগবেত কবহ নিবাবণ।
চাহিলে জল অগ্নি না দিব কোন জন॥ ৯৬৬
তবে কোন শিল্প করে তাহে দিও মন।
(সকল সন্দর্ভে জানিহ করিয়া যতন)॥ ৯৬৭
দময়ন্তীর বচনে গেল ত কেশিনী।
বাহুক নিকটে গিয়া রহিল রমণী॥ ৯৬৮
দেখিল বাহুক সকল কার্য্যেত কুশল।
হৃদয় গণিয়া কার্য্য জানিল সকল॥ ৯৬৯
সকল বৃত্তান্ত জানি আইল আর বার।
(কহিল সকল যত বাহুকের ব্যবহার॥ ৯৭০
যেনক দেখিল আমি বাহুকের গতি।
মনুষ্য নহে বাহুক হল্যা মোর মতি॥) ৯৭১
মনুষ্যের শক্তি নাহি বুঝিবে কার্য্য তার।
কভু নাহি দেখি শুনি কদাচিৎ আর॥ ৯৭২
ঋতুপর্ণ রাজার রন্ধনে ভোজনের প্রতি।
বিস্তর সম্ভাব দিল ভীম মহামতি॥ ৯৭৩
মৎস্য মাংসাদি দ্রব্য দিল পাঠাইয়া।
প্রক্ষালনে শূন্য কুম্ভ পাইল দেখিয়া॥ ৯৭৪
জলহীন কুম্ভ সব দেখিয়াত নল।
বসন মুখে দিলেক সব পূর্ণ জল॥ ৯৭৫
প্রক্ষালন করিলেন বাহুক সেই জলে।
হেন মত আশ্চর্য্য আমি দেখিল সকলে॥ ৯৭৬
এক মুষ্টি তৃণ লইয়া সূর্য্যতাপে ধরি।
তখনি জ্বালিল অগ্নি বাহুক অধিকারী॥ ৯৭৭

এই অদ্ভুত দেখি ত্রাস বড় পাইল।
তৎপর করিয়া তোমার কাছে ত আইল ॥ ৯৭৮
মনে মনে চিন্তে দেবী অনুমান করি।
স্বরূপ বাহুকরূপে নল অধিকারী ॥ ৯৭৯
পাইল প্রাণের প্রভু মনে চিন্তি সতী।
মধুর বচনে বলে কেশিনীর প্রতি ॥ ৯৮০
পুনরপি যাহ সখি বাহুকের পাশে।
শুষ্কসংস্কৃত মাংস হরি আনহ বিশেষে ॥ ৯৮১
পুনরপি কেশিনী গিয়া মাংস হরিয়া।
মাংস দময়ন্তীরে দিলত আনিয়া ॥ ৯৮২
কেশিনী আনিল মাংস হাথে করি নিল।
নলের সিদ্ধমাংস হৃদয়ে জানিল ॥ ৯৮৩
মুখে মাংস দিয়া তার প্রাণ লইল।
কেশিনী সহিত কন্যাপুত্র পাঠাইল ॥ ৯৮৪
ইন্দ্রসেনা ইন্দ্রসেন কুমারী কুমার।
বাহুকের মনে দেখি হইল বিকার ॥ ৯৮৫
অতি বড় শীঘ্র করি কেশিনী আইল।
দিব্যমূর্ত্তি কন্যা পুত্রের বাহুক দেখিল ॥ ৯৮৬
অতি মহাদুঃখ মন বিমরিষ করি।
বিস্তর কাঁদিল নল সূতরূপ ধরি ॥ ৯৮৭
আপন বিকার ব্যক্ত হইব হেন জানি।
ছাড়িলেন্ত পুত্র কন্যা বলিলেন্ত বাণী ॥ ৯৮৮
শুনহ কেশিনী আমি বচন কহি সার।
এইরূপ পুত্র কন্যা আছেত আমার ॥ ৯৮৯
বারে বারে আইল তুমি পুন পুন যাও।
লোক মুখে দুর্ব্বচন পাছে তুমি পাও ॥ ৯৯০
আমি ত অতিথি দূত হই পর-দেশী।
ঘরে যাও যেন তোমারে দোষ না পরশি ॥ ৯৯১

নলের বিকার পুন কেশিনী দেখিল।
সকল বৃত্তান্ত গিয়া দময়ন্তীরে কহিল॥ ৯৯২
বিকার শুনিএ দময়ন্তী মনে এই গণি।
(প্রভুর সমান নল জানিল কামিনী॥) ৯৯৩
শুনহ কেশিনী যাও সত্বর গমনে।
মায়ের স্থানে কহ গিয়া মোর নিবেদনে॥ ৯৯৪
অনেক পরীক্ষা কৈনু বিরূপ দেখিয়া।
এইত বাহুক জন দেখুন আসিয়া॥ ৯৯৫
সকল নলের কার্য্য বাহুক শরীর।
কেবল বিরূপমাত্র দেখিয়ে বাহির॥ ৯৯৬
রাজমহিষীর স্থানে কেশিনী ত গেল।
দময়ন্তীর নিবেদন সকল কহিল॥ ৯৯৭
কেশিনীর মুখে শুনি কন্যার নিবেদন।
রাজমহিষী তবে বলিল বচন॥ ৯৯৮
সভাতে আনিঞা তবে পরীক্ষিব জানি।
কিবা হয়েন নল রাজশিরোমণি॥ ৯৯৯
তবে দময়ন্তী মায়ের আজ্ঞা পায়্যা।
আনিল ডাকিয়া নল কেশিনী পাঠায়্যা॥ ১০০০
দময়ন্তী দেখিল যবে নল মহাশয়।
রোগ শোক দুঃখ তার ছাড়িল হৃদয়॥ ১০০১
নলেরে দেখিয়া দময়ন্তী রাজসুতা।
বাহুক নিকটে আসি বলে পতিব্রতা॥ ১০০২
পূর্ব্বে শুনিয়াছ তুমি ধর্ম্ম কোন ধন।
শুনহ বাহুক মুঞি করি নিবেদন॥ ১০০৩
অরণ্যের মধ্যে নিদ্রাগতা এড়ি নারী।
অনুগতপ্রিয়া বনে অর্দ্ধ বস্ত্র হরি॥ ১০০৪
ছাড়িয়া অরণ্য মধ্যে নিষ্ঠুর হইয়া।
নল বই তারে কেবা গিয়াছে ছাড়িয়া॥ ১০০৫

হংস মুখে শুনি আমি তাহারে বরিনু।
বাহু প্রভৃতি কোন অপরাধ করিনু ॥ ১০০৬
স্বয়ম্বরে আইল যত লোকপালগণ।
দেবতা না বরিয়া তারে করিনু বরণ ॥ ১০০৭
হেন অনুগত যে ভক্তপ্রিয়নারী।
দেবতার সাক্ষাতে বিষম সত্য করি ॥ ১০০৮
কোন দোষ পাইয়া প্রভু ছাড়িলেন বনে।
এত বলি দময়ন্তী করেন রোদনে ॥ ১০০৯
অতি বড় দুঃখ তার নয়নে ঝরে জল।
প্রত্যুত্তর দিল তারে মহারাজা নল ॥ ১০১০
শুনহ সুন্দরী নষ্ট হইল রাজধানী।
দ্যূত কর্ম্ম যত কিছু না করিনু আপনি ॥ ১০১১
তোমারে ছাড়িনু বনে না চিন্তিল ধর্ম্ম।
পর পিছ কলিতে সব দেখাইল ভ্রম ॥ ১০১২
অরণ্যের মধ্যে তুমি মহাদুখ পাইলা।
হৃদয়ে দুঃখিত হয়্যা তাহারে সাঁপিলা ॥ ১০১৩
সেই সাঁপে দগ্ধ হয় শরীর ভিতরে।
রাত্রি দিনে হৃদয়ে মোর আছিল নিরন্তরে ॥ ১০১৪
আছিল আমারে কলি বড় পায়্যা শোক।
সাঁপ ভয়ে বিস্তর স্তব করিল মোক ॥ ১০১৫
তবেত শুনিল রাজসভার ভিতরে।
দময়ন্তী দ্বিতীয় বর করিবে স্বয়ম্বরে ॥ ১০১৬
শুনিয়া বিপ্রের কথা ঋতুপর্ণরাজ।
শীঘ্র গতি আইল রাজা বিদর্ভসমাজ ॥ ১০১৭
দময়ন্তী শুনিল নলের কথা যবে।
পুটাঞ্জলি নমস্কার হইলেন তবে ॥ ১০১৮
(কিছু না বলিও মোরে দোষ আসিজিয়া।
তোমারে বরিনু পূর্ব্বে দেবতা ছাড়িয়া ॥ ১০১৯

তোমার উদ্দেশে গেল অনেক ব্রাহ্মণ।
আমার বাচক কথা লৈয়া সর্ব্বজন॥ ১০২০
তবে তোমার বার্ত্তা কহে পর্ণাদ ব্রাহ্মণ।
কোশলেতে ঋতুপর্ণ দেশে নিবসন॥ ১০২১
আমার বাচিক প্রতিবাক্য পাইয়া।
পর্ণাদ ব্রাহ্মণ সকল কহিল আসিয়া॥ ১০২২
তাহার উত্তর শুনি মনেত ভাবিল।
তোমাকে আনিতে তবে উপায় সৃজিল॥ ১০২৩
তুমি বিনে একদিনে পৃথিবী ভিতরে।
শতেক যোজন পথ কে লঙ্ঘিতে পারে॥ ১০২৪
সকল পরীক্ষা পাই পড়হু চরণে।
অন্য কিছু আশঙ্কা আর না করিহ মনে॥ ১০২৫
পঞ্চভূত প্রাণী হয় মনুষ্যশরীর।
যদি পাপী হই প্রাণ হউক বাহির॥ ১০২৬
হেন সত্য করিল যদি দময়ন্তী কাঁদিয়া।
অন্তরীক্ষে বলেন যত দেবতা ডাকিয়া॥ ১০২৭
কভু পাপ নাহি করে কন্যা পতিব্রতা।
সাক্ষী হেতু তাহা আমি জানি রাজসুতা॥ ১০২৮
উপায় করিল দেবী তোমার আগমনে।
শতেক যোজন আর আসিব কোনজনে॥ ১০২৯
সত্যে আছে দময়ন্তী তোমা মনে করি।
বাপ ঘরে আছে দেবী শঙ্কা পরিহরি॥ ১০৩০
এই সব কথা শুনি নল মহাশয়।
দময়ন্তী শুদ্ধ সতী জানিল হৃদয়॥ ১০৩১
কর্কোটক দত্ত বস্ত্র অঙ্গে আচ্ছাদিল।
নাগরাজ মনে করি নিজ রূপ পাইল॥ ১০৩২
বিরূপ ঘুচিয়া রাজা নিজরূপ ধরি।
পূর্ব্বরূপ স্বামী নল দেখিল সুন্দরী॥ ১০৩৩

আর্ত্তনাদ করি দেবী কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে।
অনেক প্রবোধ রাজা দিলেন তাহারে ॥ ১০৩৪
ভজমান সতী নারী ভকত দেখিয়া।
বিস্তর আশ্বাস দিল কোলেত করিয়া ॥ ১০৩৫
কন্যাপুত্র পাইয়া রাজা আলিঙ্গন করি।
বড়ই আনন্দ হৈল দিব্যবস্ত্র ধরি ॥ ১০৩৬
মহিষী শুনিযা তবে সকল আদ্যোপান্ত।
রাজার ঠাঁই গিয়া বহিল বৃত্তান্ত ॥ ১০৩৭
নল দময়ন্তী হৈল একত্র মিলন।
পরমানন্দ ভীমসেন শুনিযা বচন ॥ ১০৩৮
তবে নল দময়ন্তী প্রাসাদে বসিয়া,
যত দুঃখ পাইল তাহা কহেন স্মরিয়া ॥ ১০৩৯
শ্বশুরের ঘরে নল দময়ন্তী সহিত।
ভজিল বিবিধ ভোগ মনের পীরিত ॥ ১০৪০
প্রভাতে আসিয়া তবে বিদর্ভ ঈশ্বর।
বস্ত্র অলঙ্কারে ভূষিল নল নৃপবর ॥ ১০৪১
নল রাজা করিল ভীমের চরণবন্দন।
তার পাছে দময়ন্তী ধরিল চরণ ॥ ১০৪২
নলেরে পাইয়া ভীম করে আলিঙ্গন।
পুনর্জন্ম হইল যেন আনন্দিত মন ॥ ১০৪৩
দ্বারে আসি বেদ পড়ে যত দ্বিজগণ।
নলের আনন্দে সুখী হইল সর্ব্বজন ॥ ১০৪৪
ঋতুপর্ণ শুনিলেক বাহুকরূপী নল।
দময়ন্তী সহিত একত্র হইল মহাবল ॥ ১০৪৫
(তবে নল আনাইল ঋতুপর্ণরাজ।)
দূত পাঠাইয়া আনিল সভার মাঝ ॥ ১০৪৬
নল বলিলা শুন কৌশল-ঈশ্বর।
চিরকাল বঞ্চিলাঙ আমি তোমার নগর ॥ ১০৪৭

বিস্তর গৌরব কবি করিলা পোষণ।
দোষ গুণ যত কিছু ক্ষমহ রাজন্॥ ১০৪৮
ঋতুপর্ণ রাজা বলে শুন মহাসত্ত্ব।
অজ্ঞাতে বসিলা তুমি না জানিনু তত্ত্ব॥ ১০৪৯
বুদ্ধিপূর্ব্ব কবিতে বুদ্ধিদোষ না লয়।
মোর সর্ব্ব অপরাধ ক্ষম মহাশয়॥ ১০৫০
পূর্ব্বকালের সখা তুমি কুটুম্ববিশেষে।
অতি বড় দুঃখ পাইলা বহুত হরিষে॥ ১০৫১
এই অশ্বজ্ঞান রাজা আমার ঠাঁই লইয়া।
আপন দেশেরে যাহ অশ্ববল লইয়া॥ ১০৫২
অশ্বজ্ঞান পাইয়া রাজা গেল নিজ দেশে।
রাজার অন্তঃপুরে নল করিল প্রবেশে॥ ১০৫৩
কত কাল নল বিদর্ভে করিয়া বসতি।
অভিমানে মন দিল নিষধের প্রতি॥ ১০৫৪
ভীমেরে কহিল রাজা শুন মহারাজ।
যাইব নিষধদেশ আপন সমাজ॥ ১০৫৫
শুনিয়া বলেন বাক্য ভীম মহামতি।
আপনার সব সেনা আনিল শীঘ্রগতি॥ ১০৫৬
এত সৈন্য লইয়া যাব কিসের কারণ।
আমার সাক্ষাতে অস্ত্র ধরিব কোনজন॥ ১০৫৭
ভীমের ঠাঁই বিদায় করিল মহাশয়।
রাজমহিষীরে রাজা করিল বিনয়॥ ১০৫৮
রথ গজ অশ্ব পদাতি ছয়শত।
সর্ব্ব সৈন্য লইয়া চলিলা মহাসত্ত্ব॥ ১০৫৯
ত্বরিত গমনে গেলা নল মহামতি।
মহাবেগে প্রবেশিলা নিষধের প্রতি॥ ১০৬০
নগরে প্রবেশিয়া পুষ্করে ডাকে আনি।
আইলাঙ আপন দেশে ছাড় রাজধানী॥ ১০৬১

ভ্রমিয়া পৃথিবী আমি উপার্জ্জিল ধন।
দ্যূতের কারণে আমি সর্ব্বস্ব করিল পণ॥ ১০৬২
তুমি পণ কর রাজ্য ধন যত আছে।
পুনরপি কর খেলা যদি মনে আইসে॥ ১০৬৩
যদি বল খেলাও পাশা প্রাণপণ কর।
নহে তুমি বনে যাও শুনহ পুষ্কব॥ ১০৬৪
(হেন যবে বলিল নল নিষধ-ঈশ্বর।
শুনিয়া হাসিয়া কিছু বলিল পুষ্কর॥ ১০৬৫
আপনার জয় হেন নিশ্চয় জানিয়া।
পত্নীপণ কৈল রাজা নিষধে আসিয়া॥ ১০৬৬
মোর ভাগ্যে তুমি সে অর্জ্জিলে বহুধন।
মোর ভাগ্যে দময়ন্তী করিলে পণ॥ ১০৬৭
রাজ্যধন দময়ন্তী জিনিব এইক্ষণে।
স্বর্গে ইন্দ্র থাকে যেন শচী সতী সনে॥ ১০৬৮
পুষ্করের সহিত দময়ন্তী বসিব।
ইন্দ্র হেন সুখ হৈব উৎসা বড় পাইব॥ ১০৬৯
অক্ষক্রীড়া করিব আমি জিনিব সব ধন।
দময়ন্তী জিনিবারে আছে মোর মন॥ ১০৭০
শুনিয়া পুষ্করের নল বিরুদ্ধ বচন।
ক্রোধযুত হৈল নল রক্তলোচন॥ ১০৭১
শিরশ্ছেদ করিব আজি খড়্গ লইয়া করে।
অসহ্য প্রলাপ কথা কহসি আমারে॥ ১০৭২
তবে সহ্য হয় যদি জিনিয়া বলসি।
নাহি দ্যূত করিতে মিথ্যা প্রলাপসি॥ ১০৭৩
তবে দ্যূতে প্রবৃত্ত হইলা দুইজন।
প্রথমে জিনিল রাজ্য দ্বিতীয়ে সব ধন॥ ১০৭৪
তবে পুন পুষ্কর বলিল আরবার।
পুন পণ করি প্রাণ পৃথিবীর সার॥) ১০৭৫

তাহাতে জিনিল নল রাজশিরোমণি।
হাসিয়া পুষ্করে রাজা বলিল আপনি॥ ১০৭৬
নিষ্কণ্টক রাজ্য মোর হইল সকল।
দাসত্ব পাইলে তুমি শুনরে বর্ব্বর॥ ১০৭৭
দময়ন্তী দেখিতে তোর কোন প্রয়োজন।
পতিব্রতা দময়ন্তী দেখে কোন জন॥ ১০৭৮
আরে দুষ্ট পুষ্কর মন্দমতী তোর।
সপরিবারে তুঞি দাস হইলি মোর॥ ১০৭৯
পূর্ব্বে জিনিলি আমা তোর কর্ম্ম নয়।
কলিতে করিল সব জানিহ নিশ্চয॥ ১০৮০
তুমি জ্ঞাতি ভাই প্রাণের সোসর।
চিন্তা পরিহরি ভাই সুখে যাও ঘর॥ ১০৮১
পুষ্করেরে আলিঙ্গন দিল মহারাজ।
বিস্তর আশ্বাস দিল সভাজন মাঝ॥ ১০৮২
শান্ত হইল তবে নল মহামতি।
রাজার চরণে পুষ্কর করিল প্রণতি॥ ১০৮৩
এক মাস আছিল পুষ্কর নলের সহিত।
নিজ পুরে গেলা তবে স্বগণ সহিত॥ ১০৮৪
পুরী প্রবেশিল নল লইয়া পুরজন।
পাত্র অমাত্য রাজারে দিল বহু ধন॥ ১০৮৫
শান্ত হইয়া পুরজন মহোৎসব করিল।
পাত্রামাত্য পাঠাইযা দময়ন্তী আনিল॥ ১০৮৬
নানা পুরস্কার বহু রত্ন দিয়া।
দময়ন্তীরে ভীম রাজা দিল পাঠাইযা॥ ১০৮৭
কন্যাপুত্র সহিত দেবী আইলেন যবে।
পুরজন অনুব্রজি লইয়া গেল তবে[১]॥ ১০৮৮

(১) ইহার পর অন্য পুথিতে বেশী আছে,—
"হর্ষযুক্ত হৈল নল নিজ রাজ্য পাইল।

পুনরপি শাসিল নল পৃথিবী সকল।
জম্বুদ্বীপ অধিকারী নল মহাবল॥ ১০৮৯
নানাদান নানাযজ্ঞ দক্ষিণা সহিত।
হেনমত কেহো নাহি করে পৃথিবীত[১] ॥ ১০৯০
পাশায় হারিয়া রাজ্য পাইল নল বীর।
বনে নারী ছাড়িয়া ভ্রময়ে একেশ্বর॥ ১০৯১
পুনঃ দময়ন্তী সনে পাইল আপন রাজ্য।
বিস্তর যশ পাইল ঘোষে সর্ব্ব কার্য্য॥ ১০৯২
মহাভারতের কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে আপদ খণ্ডে পরলোকে তরি[২] ॥ ১০৯৩

পাণ্ডবের অক্ষজ্ঞানলাভ।

তুমি পুন পঞ্চ ভাই দ্রৌপদী সহিত।
অনেক ব্রাহ্মণ সঙ্গে ধৌম্য পুরোহিত॥ ১০৯৪
উপাসনা কর অনেক পরিজন।
অনেক দুঃখ পাইয়াছ শুন মহাজন[৩] ॥ ১০৯৫
পুন বলে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন।
বৃহদশ্ব মুনি প্রতি বলিল বচন॥ ১০৯৬

পুত্রকন্যা লৈয়া দময়ন্তী দেবী আইল॥"

(১) ইহার পর অন্য পুথিতে বেশী আছে,—
"যেন মত পাইল রাজ্য মহারাজ নল।
শুন যুধিষ্ঠির রাজ্য পাইবে সকল॥
এই মত নলরাজা স্ত্রীর সহিত।
বিস্তর পাইল দুঃখ ভ্রমিয়া পৃথিবীত॥"

(২) অন্য পুথিতে এখানে ভণিতা দিয়া পরিচ্ছেদ বিভক্ত করা হয় নাই।

(৩) ইহার পর অন্য পুথিতে বেশি আছে,—
"ইতিহাস কথা এই শুন মহাশয়।
করিব সম্পূর্ণ আশা নাহিক সংশয়॥

অক্ষজ্ঞান মহামন্ত্র হইয়া সাবহিত ।
জানিবারে মোর ইচ্ছা হইয়াছে সুনিশ্চিত ॥ ১০৯৭
পাণ্ডবেরে অক্ষজ্ঞান দিলা মুনিবর ।
জ্ঞান দিয়া অন্তর্দ্ধান হইলা সত্বর ॥ ১০৯৮
তবে চারি ভাই বলে উগ্র তপ করি ।
তীর্থ শৈল বন ভ্রমে দৃঢ় ব্রত করি ॥ ১০৯৯
ধনঞ্জয় উদ্দেশে না পাইয়া চারি ভাই ।
ব্রাহ্মণ সহিত বনে ভ্রমিয়া বেড়াই[১] ॥ ১১০০

আশ্বাস মন কর আপনার হিত ।
সকল পৃথিবী তুমি পাইব সুনিশ্চিত ॥
বিপদ্‌গ্রস্ত হৈলা দৈবের ঘটন ।
বিষাদ না করে যেই সেই মহাজন ॥
যেজন স্মরিবে এই নলের চরিত্র ।
যেজন শুনেক ইহা নিত্য সাবহিত ॥
দুঃখ শোক নাহি তার সদাই হরষিত ।
তার ঘর লক্ষ্মী না ছাড়িব কদাচিত ॥
সর্ব্ব অর্থ সম্পূর্ণ সাধুতা সংসারে ।
নিশ্চল কমলা নিত্য থাকে তার ঘরে ॥
অক্ষজ্ঞান তায় ষবেহ যে পাহ মহাশয় ।
আমি থণ্ডাইব ভয় নাহিক সংশয় ॥
আমা হৈতে পাবে তুমি অক্ষমন্ত্র সমুচ্চয় ।
বিপক্ষের হৈতে তবে নাহি তায় ভয় ॥”
(১) ইহার পর অন্য পুথিতে বেশী আছে,—
“প্রশ্ন কৈল ধনঞ্জয় যে প্রাণের ভাই ।
শুন ব্রাহ্মণ সব কোথা গেলে পাই ॥
সকল কহিল কথা বৃহদশ্ব মুনি ।
যুধিষ্ঠিরের হৃদয়েত আশ্বাস হইল শুনি ॥”

হেনকালে আইলা নারদ মুনিবব।
তাহার সহিত কথা আছিল বিস্তর[১] ॥ ১১০১
হেনকালে আইলা লোমশ তপোধন।
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁবে দিলেন আসন ॥ ১১০২
লোমশ দেখিয়া রাজা হরিষ হইল।
ভাল হইল মুনি আইল ভাগ্য মানিল[২] ॥ ১১০৩
লোমশ বলেন শুন রাজা মহামতি।
স্বর্গ হইতে আমাবে পাঠাইলা সুবপতি ॥ ১১০৪
স্বর্গ দেখিতে গেলাম আনন্দ হরিষে।
অর্জ্জুন দেখিলাম তথা আছেন বিশেষে ॥ ১১০৫
নানা অস্ত্রশিক্ষা কবেন ইন্দ্রের সন্নিধানে।
আমাবে পাঠাইলা ইন্দ্র যত্ন বিধানে ॥ ১১০৬
তুমি বড় চিন্তা পাও অর্জ্জুন না দেখিয়া।
আমাবে পাঠাইল তেঁহো কুশল কহিয়া[৩] ॥ ১১০৭
অর্জ্জুনেব কুশল শুনিযা নবপতি।
বড়ই আনন্দ হইলা করিলা প্রণতি ॥ ১১০৮

তীর্থযাত্রা।

তীর্থ কথা পুছিলেন লোমশের ঠাঁই।
দ্রৌপদী সহিত শুনেন চাবি ভাই[৪] ॥ ১১০৯

(১) "কথক কালে আইলেভ নাবদ মুনিবর।" পাঠান্তর।
ইহার পর অন্য পুথিতে বেশী আছে,—
"পৃথিবীতে যত তীর্থ তাব যত ফল।
সকল কথা কহিলেন নারদ মুনিবর ॥"
(২) ভাল হৈল আইলা মুনি বড় পুণ্যে পাইল ॥—পাঠান্তর।
(৩) ইহার পর অন্য পুথিতে বেশী আছে,—
"না করিহ উগ্রচিন্তা না করিহ শোক।
তুমি সর্ব্ব সত্যশী তুমি সত্যালোক ॥"
(৪) ইহার পর অন্য পুথিতে বেশী আছে,—

তবে রাজা যুধিষ্ঠির মহামতি।
তীর্থযাত্রায় চলি গেলা দ্রৌপদী সংহতি॥ ১১১০
ধৌম্য পুরোহিত আর যতেক ব্রাহ্মণ।
রাজার সহিত গেলা যত দ্বিজগণ॥ ১১১১
পৃথিবীতে যতো তীর্থ দেখিল।
পুস্তক বিস্তর হয় তাহা না লিখিল॥ ১১১২
অর্জ্জুন দেখিতে বড় ইচ্ছা হৈল মনে।
উঠিয়া দেখিল[১] গিরি গন্ধমাদনে[২]॥ ১১১৩
মধুশ্রবা বলি এক তপোধন।
তাহা ঠাঁই হইতে পুষ্প আনিল তখন[৩]॥ ১১১৪
সহস্রেক দল তাহে গন্ধ শীতল।
আমোদে বাসিত দিব্য পুষ্প ফল॥ ১১১৫
হেন ফুল পাইয়া অরণ্যের মাঝে।
ফুল হাতে করিয়া দ্রৌপদী মাগে লাজে॥ ১১১৬
এই পুষ্প সুগন্ধি দিব্য মনোহর।
মনুষ্যের গম্য নহে শুন বৃকোদর॥ ১১১৭
মোরে অনুগ্রহ যদি আছএ তোমার।
এক শত ফুল আনি দেহ কাম্য করিবার॥ ১১১৮

"তীর্থ যাত্রা কহিলেন লোমশ মহামুনি।
মনে বড় ইচ্ছা হৈল পুণ্যকথা শুনি॥"
(১) 'উঠিয়া চাহন্তি'—পাঠান্তর।
(২) ইহার পর অন্য পুথিতে বেশী আছে,—
"বদরিকাশ্রমে নারায়ণ স্থানে।
পৃথিবীর যত তীর্থ করিল তখনে॥
বিন্দু নামে সরোবরে রম্য তপোবন।
গঙ্গার সহিত আছে বহু তপোধন॥"
(৩)" মধুর সুস্বাদ ফল নম্র তপোধন।
পুষ্প এক চাহিয়া আনিল ততক্ষণ॥"—পাঠান্তর।

মহাবল ভীমসেন নিঃশঙ্ক হৃদয়।
পৃথিবীতে মহাবল সাহসদুর্জ্জয়॥ ১১১৯
তৎক্ষণাৎ বীর হাতে ধনুঃশর করি।
যে পথে পবন আইসে তাহা অনুসারি॥ ১১২০
পর্ব্বত উপরে তখন[১] ভীমসেন যায়[২]।
হস্তী মারিবারে যেন মৃগরাজ ধায়॥ ১১২১
মত্ত ময়ূর নাদে কোকিল কুহরে।
মধুলোভে মধুকরনিকর ঝঙ্কারে॥ ১১২২
ছয়ঋতু কুমুদবনে যেন সর্ব্বকাল।
অমৃত সমান ফল ফুল তমাল॥ ১১২৩
(বহুবিধ বনবাসী পর্ব্বতশিখরে।
তথা অনুভবে ভীমসেন এক পুরে॥ ১১২৪
বনে ক্রীড়া করে ভীমসেন রাজেশ্বর।
মত্ত করিবর যেন দেখি ভয়ঙ্কর॥ ১১২৫
বৃক্ষ সব ভাঙ্গি বীর করে সিংহনাদ।
লীলা সব চূর্ণ করে নাহি অবসাদ॥ ১১২৬
মৃগ সব পলায় ছাড়িয়া গিরি তীর।
গজরাজ পলায় মৃগেন্দ্র দেখি বীর॥ ১১২৭
মহিষ বরাহ ধায় গজবাজী সঙ্গে।
বন ছাড়ি মৃগ পক্ষ জয় দিয়া ভঙ্গে॥) ১১২৮
প্রবেশিল ভীমসেন যেন কালদণ্ড।
কত দূরে দেখিলেক কদলীর খণ্ড॥ ১১২৯

(১) 'পূর্ব্ব উত্তরকোণে'—পাঠান্তর।
(২) ইহার পর অন্য পুথিতে বেশী আছে,—
(গিরি গন্ধমাদনশিখর পুণ্যবত।
সুরভিমুদিত গন্ধ কুসুমনিপাত॥
বিবিধ পরম গন্ধ মধুকরী নাদ।
প্রভাহীন জন স্পর্শে জয় জয় বাদ॥)

কদলীর বন বহু যোজন বিস্তর।
বহুল বিপক্ষ বনে বহুল উচ্চতর॥ ১১৩০
কদলীর বনে ভীম গেল কুতূহল।
পদ্মবন ভাগে যেন গজ মহাবল॥ ১১৩১
উপাড়ে কদলীবন শুনি মড় মড়ি।
মৃগ পক্ষ পলায় মৃগেন্দ্র রড়ারড়ি॥ ১১৩২
পক্ষগণ পলায গর্জ্জনে নাহি অন্ত।
সেই বনে আছে মহাবল হনুমন্ত॥ ১১৩৩
আস্ফালিয়া লেঙ্গুড় উঠায় হনুমান্।
লেঙ্গুড়েতে গিরিশৃঙ্গ করে খান খান॥ ১১৩৪
শব্দ শুনি মহাভীত হইয়া বৃকোদর।
শব্দ অনুসারে গেলা বনেব ভিতব॥[1] ১১৩৫
পথযুড়ি রহিযাছে বানর মহাবল।
সগর্ব্বতে যেন হিমালয় অবিকল॥ ১১৩৬
কদলীর বন মধ্যে[2] হনু মহাবীব।
দীপ্তমন্ত অগ্নিজ্যোতি উন্নত শরীর॥ ১১৩৭
হনুমান্ দেখিয়া কষিল বৃকোদর।
উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ কৈল খরতর॥ ১১৩৮
শব্দ শুনি হনুমান্ ঈষৎ হাসিয়া।
ধীরে ধীরে দুই চক্ষু কিছু প্রকাশিয়া॥ ১১৩৯
সর্ব্বভূতে দয়াবন্ত সেই মহাজন।
হেন ধর্ম্ম শুনিয়াছি ইতিহাস পুরাণ॥ ১১৪০
তির্য্যগ্-যোনি আমি কোন্ ধর্ম্ম জানি।
তোমারে ধার্ম্মিক হেন দেখিয়া বাখানি[3]॥ ১১৪১

---

(১) "শব্দ শুনি বৃকোদর লোমাঞ্চ শরীর।" পাঠান্তর।
(২) সুবর্ণ কদলী বনে—পাঠান্তর।
(৩) "হাসিয়া বলেন প্রিয় মধুর বচন।"

বৃদ্ধ শরীর আমি জরায় পীড়িত।
আমারে উপবিয়া তোমার এ কোন্ পীরিত॥ ১১৪২
বৃদ্ধ জন বচন শুনিলে বড় ধর্ম্ম।
মিথ্যা মৃগবধ কর ছাওয়ালের কর্ম্ম॥ ১১৪৩
মহাবলপ্রস্থত[১] তুমি কাহার তনয়।
দুর্গম গহনবনে বেড়াও নির্ভয়॥ ১১৪৪
এই মহাপর্ব্বত দেবের মাত্র গম্য।
আপাতমধুর মাত্র দেখি এ অরণ্য॥ ১১৪৫
ইহা হৈতে পর তব নহে ত গমন।
নিবর্ত্তিয়া যাহ শীঘ্র মর কি কারণ॥ ১১৪৬
তবে ভীম বলে প্রীতি অনুসারি।
কোন মহাজন তুমি কপিরূপ ধরি॥ ১১৪৭
চন্দ্রবংশে জন্ম মোর পাণ্ডুর তনয়।
ভীমসেন নাম মোর শুন মহাশয়॥ ১১৪৮
কুন্তীগর্ভে জন্ম মোর পবন ঔরসে।
ভাই সঙ্গে কৌতুকে বেড়াই বনবাসে॥ ১১৪৯
হনুমান্ কহিলেক সকল মনোরথ।
জাতি বানর আমি শুন মহাসত্ত্ব[২]॥ ১১৫০
বাহুড়িয়া যাহ শিশু কিসেরে মারসি।
জ্ঞানবন্ত হইলে কাহার নাহি হিংসি॥ ১১৫১
ভীম বলেন বিষম দুর্গম হউক গিরি।
না পুছি তোমারে আমি দেহ পথ ছাড়ি॥ ১১৫২
হনুমান্ বলেন আমি বড়ই দুর্ব্বল।
চলিবারে শক্তি নাহি জরায় বিকল॥ ১১৫৩

মহাবিক্রম দেখি হও মহাজন॥”—পাঠান্তর।
(১) ‘বলহ বুঝি যে’—পাঠান্তর।
(২) জাতি বানর আমি বিরোধিলে পথ।—পাঠান্তর।

অবশ্য যাইবা যদি বল পরিহাসে।
আমারে ডেহাই তুমি যাও অনায়াসে ॥ ১১৫৪
ভীম বলেন নির্গুণ হউক পুরুষ নির্ধন।
দেহ অবধিয়া থাকেন আপনি নারায়ণ ॥ ১১৫৫
তাহা ডেহাইতে মোর মনে নাহি স্ফুরে।
অপসর বানর ক্ষণেক রহ দূরে ॥ ১১৫৬
হনুমান্ বলে আমি ব্যথায় বিকল।
চলিবারে শক্তি নাহি বৃদ্ধ-কলেবর ॥ ১১৫৭
হাতে ধরিয়া লাঙ্গুল এক পাশ করি।
কুতূহলে যাহ (তুমি) পার্শ্ব পথ ধরি ॥ ১১৫৮
তবে ভীমসেন তাহে অবজ্ঞা করিয়া।
লেঙ্গুড় ধরিল তার বাম হাত দিয়া ॥ ১১৫৯
বাম হাতে ধরি টানি নাড়িতে না পারি।
দুই হাতে টানে তবে পরাক্রম করি ॥ ১১৬০
সর্ব্বশক্তি টান দিল বীর বৃকোদর।
না নড়িলা লেঙ্গুড় অসীম কলেবর ॥ ১১৬১
(লাজ পাইল ভীমসেন সমরে দুর্জ্জয়।
জোড় হাত করি মাগয় অভয় ॥) ১১৬২
কোন্ মহাজন তুমি ধরি বানর বেশ।
কুতূহলে বেড়াও কিসেরে বনদেশ ॥ ১১৬৩
যক্ষ কিবা বিদ্যাধর গন্ধর্ব্ব কিন্নর।
অতুল শরীর তুমি মহাবল বানর[১] ॥ ১১৬৪
তুষ্ট হইয়া হনুমান দিলা পরিচয়।
কেশরীর পুত্র আমি পবনতনয় ॥ ১১৬৫
হনুমান্ নাম মোর ত্রিভুবন বিদিত।
শ্রীরামের কার্য্যে জন্ম হইল পৃথিবীত ॥ ১১৬৬

(১) অতুল বল তোমার শুনহ বানর।—পাঠান্তর।

আপনার শক্তিতে মুঞি ডিঙ্গাইনু সাগর।
লঙ্কা পোড়াইনু মুঞি মারিনু নিশাচর ॥ ১১৬৭
তবে ভীম বিস্তর করিলা স্তবন।
আপনার মূর্ত্তি হনুমান্ ধরিল তখন ॥ ১১৬৮
সুমেরু পর্ব্বত যেন গগন যুড়িল।
কোটী কোটী সূর্য্য যেন উদয় হইল ॥ ১১৬৯
চক্ষু বুজি ভীম বলে কর পরিত্রাণে।
আপনার রূপ তুমি সংহর আপনে ॥ ১১৭০
জ্বলিত অনল যেন নিবাইল ক্রমে।
হনুমান্ সেইরূপ করিল উপশমে ॥ ১১৭১
বর দিল হনুমান ভীম করি কোলে।
তোমার সংগ্রামে আমি হব অনুবলে ॥ ১১৭২
অর্জ্জুনের ধ্বজে হইব আমার অবতার।
মোর সিংহনাদে হইব বিপক্ষ সংহার ॥ ১১৭৩
এই পথে যাহ গন্ধমাদন পর্ব্বত।
দেবের সঙ্গে বিসম্বাদ নহে ত যুগত ॥ ১১৭৪
যত্ন করি সাধিও আপন ধর্ম্ম কর্ম্ম।
দেবতার নিন্দায় হয়ে ত অধর্ম্ম ॥ ১১৭৫
এত বলি হনুমান পথ ছাড়ি দিল।
প্রণমিয়া ভীমসেন পর্ব্বতে চলিল ॥ ১১৭৬
গিরি গন্ধমাদনে চলিল বৃকোদর।
মনোরম্য পুষ্করিণী কানন ভিতর ॥ ১১৭৭
সুবর্ণের পথ তথি দেখএ সুন্দর।
সুগন্ধ চন্দন পুষ্প দেখি মনোহর ॥ ১১৭৮
সৌগন্ধিক হেরিতে চলিল বৃকোদর।
বেড়িল রাক্ষস সব হাতে ধনুঃশর ॥ ১১৭৯
রাক্ষস বলে এই কুবেরের বন।
ক্রীড়ার পুষ্করিণী এই শুন মহাজন ॥ ১১৮০

কুবেরের আজ্ঞা লইয়া কর উপভোগ।
নহে পুনঃ আমার হাতে তোমার বিয়োগ॥ ১১৮১
ক্রুদ্ধ হৈয়া ভীমসেন হাতে নিল শর।
রাক্ষসে মারিয়া পাঠাব যমঘর। ১১৮২
(রাক্ষস) দ্রুত গিয়া জানাইল কুবের-গোচর।
এক নর আসি রক্ষক মারিল বিস্তর॥ ১১৮৩
একেশ্বর সুগন্ধি পুষ্পবন কৈল খান খান।
শুন হেতু দেবরাজ কর পরিত্রাণ॥ ১১৮৪
হাসিয়া বলিল আমি জানিল যে তত্ত্ব।
ধার্ম্মিক রাজা যুধিষ্ঠির মহাসত্ত্ব॥ ১১৮৫
তার ভাই বৃকোদর আইল গিরিবনে।
দ্রৌপদীর কারণে করে পুষ্প অন্বেষণে॥ ১১৮৬
আপন ইচ্ছায় যেন বিবাদ না কর।
তনয় সোসর মোর বীর বৃকোদর॥ ১১৮৭
হেন মতে ভীমসেন সৌগন্ধ পাইল।
হেথা যুধিষ্ঠির ভাবে ভীম হারাইল॥ ১১৮৮
(অকস্মাৎ উল্কাপাত গগনে নির্ঘাত।
বামচক্ষু স্পন্দে মোর আর বামহাত॥ ১১৮৯
অমঙ্গল দেখিয়া চিন্তিত নরেশ্বর।
কুশলে আছএ কিবা ভাই বৃকোদর॥) ১১৯০
ধৌম্য সঙ্গে মহারাজা যুক্তি করিল।
ভীমপুত্র ঘটোৎকচ তাহারে ভাবিল॥ ১১৯১
আইল ঘটোৎকচ তারে বলে যুধিষ্ঠির।
গিরি গন্ধমাদনে উঠিল ভীম বীর॥ ১১৯২
অমঙ্গল দেখি তবে না আইল ঘর।
তুমি তথা লয়ে যাহ তিন সহোদর॥ ১১৯৩
দ্রৌপদী তোমার মাতা ধৌম্য পুরোহিত।
মহামুনি লোমশ ব্রাহ্মণ সমুদিও॥ ১১৯৪

লইয়া চলহ গন্ধমাদন পর্ব্বতে।
তুমি হেন পুত্র তার সহায় থাকিতে॥১১৯৫
প্রণমিয়া ঘটোৎকচ কবিল উত্তর।
এই লয়ে যাই গোসাঞি অবধান কর॥ ১১৯৬
গহন কানন বন বড় ভয়ঙ্কর।
লয়ে গেলা ঘটোৎকচ বিক্রমকেশর॥ ১১৯৭
বিস্তর আছএ তথা কথার সন্ধান।
কতেক লেখিতে পারি দিল সমাধান॥ ১১৯৮
গিরি গন্ধমাদনে গেল যুধিষ্ঠির।
মহা ধনুঃশব লৈযা ভীম মহাবীব॥ ১১৯৯
শত শত রাক্ষস পড়িযাছে চারিভিত।
মধ্যে নাচে ভীমসেন সংগ্রামে পণ্ডিত॥ ১২০০
পদ্ম হাতে কবিয়া ভীম আইসে সত্বর।
যুধিষ্ঠির দেখিযা প্রণমে বৃকোদর॥ ১২০১
যুধিষ্ঠিবে দেখিয়া চিন্তিত বৃকোদর।
প্রকাশ কবিযা ভক্তি করিল বিস্তর॥ ১২০২
নকুল সহদেবেরে আলিঙ্গন দিল।
সুগন্ধি পদ্মপুষ্প দ্রৌপদী পাইল॥ ১২০৩
মুখে চুম্ব দিযা রাজা বিস্তব বলিল।
অনুচিত কার্য্য ভাই বিস্তর কবিল॥ ১২০৪
দেবেব অনুচিত কার্য্য তাহে কোন যশ।
বাবাস্তবে না করিহ এতেক সাহস॥ ১২০৫
তবে ঘটোৎকচ বীর গেলা নিজ স্থান।
তথায় আইল বাজা ইন্দ্রের সমান॥ ১২০৬
এক দিন দৈবে শুন হইল অপসর।
মৃগয়া করিতে গেলা বীর বৃকোদর॥ ১২০৭
স্নান করিতে গেলা ধৌম্য পুরোহিত।
মহামুনি লোমশ ব্রাহ্মণ সহিত॥ ১২০৮

জটা নামে রাক্ষস দুরন্ত মহাবল।
ছিদ্র পাইয়া আইল রাজার গোচর॥ ১২০৯
পৃষ্ঠে করিয়া লয়ে যায় রাজা যুধিষ্ঠির।
সহদেব দেখেন লয়ে যায় রাজার শরীর॥ ১২১০
মহাবল সহদেব হাতে লয় বাণ।
রাক্ষসের হাতে হৈতে দিলেক আস্ফাল॥ ১২১১
(সেই শুনে ভীমসেন করে উচ্চস্বর।
যুধিষ্ঠির এড়ি যাহ জটাসুর বীর॥ ১২১২
যুধিষ্ঠির বলেন রাক্ষস দুরাচার।
অধর্ম্ম করিয়া নাশ করিলা আপনার। ১২১৩
সৃষ্টি করিবারে যবে ব্রাহ্মণ নিয়োজিল।
দেব গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস সৃজিল॥ ১২১৪
চারি জাতি নিয়োজিল রাখিবারে ধর্ম্ম।
মনুষ্য সৃজিল করিবারে ধর্ম্ম কর্ম্ম॥ ১২১৫
আপনে অধর্ম্ম করি করিলা কুলক্ষয়।
পরিণাম না গণিলে না করিলা ভয়)॥ ১২১৬
বহুবিধ যুধিষ্ঠির কহে ধর্ম্মবাণী।
চোরেতে না শুনে কভু ধর্ম্মের কাহিনী॥ ১২১৭
অকস্মাৎ নাদ শুনি বীর বৃকোদর।
গদাহস্তে দেখি যেন যমের দোসর॥ ১২১৮
দূরে থাকিয়া শুনিল জটাসুর দুর্ম্মতি।
মরিবারে পরশিলা ধর্ম্ম নরপতি॥ ১২১৯
এই তোরে মারিয়া পাঠাও যমঘর।
এত বলি গদামারে মাথার উপর॥ ১২২০
সেই ঘা সহিল রাক্ষস মহাবীর।
মহাবৃক্ষ উপাড়িয়া বনে হৈল স্থির॥ ১২২১
বৃক্ষ ফেলি মারিলেক বৃকোদরের মাথে।
তবে হানি ভীম মারিল লঘু হাতে॥ ১২২২

বৃক্ষে বৃক্ষে যুদ্ধ হৈল বৃক্ষ নাহি বনে।
মহাযুদ্ধ করেন গর্জ্জে সর্ব্বক্ষণে॥ ১২২৩
দুঁহে মহাবীর্য্যবন্ত দুঁহে মহাসুর।
দুই বীরে মহাযুদ্ধ শব্দ মাত্র দূর॥ ১২২৪
মড় মড়ি শব্দে কাঁপে বসুমতী।
দুই মেঘে যেন একত্র ববিসন্তি॥ ১২২৫
দোঁহে মহাবীর্য্যবন্ত দোঁহে মহাবল।
দুইবীর মহাযুদ্ধ শব্দ বহুল॥ ১২২৬
অনেক আছিল যুদ্ধ না লিখিল তাক।
ভীম তারে ধরিয়া পাছাড় মারিলেক॥ ১২২৭
পাছাড়িয়া ভূমিতে ধরি দুই করে।
ঘুসি মারিয়া আছাড়িলেক বীর বৃকোদরে[১]॥ ১২২৮
জটা পড়িল আকাশ যেন খসে।
মুনিগণ আশীর্ব্বাদ কবিল বিশেষে॥ ১২২৯
আলিঙ্গন দিয়া যুধিষ্ঠির মুখে চুম্ব দিল।
মহামুনি লোমশ বিস্তর প্রশংসিল॥ ১২৩০
সবে একত্র হইয়া যুক্তি করিল সার।
নারাযণ আশ্রমে চলহ আরবার॥ ১২৩১
বদরিকানাথ স্থান নারায়ণাশ্রম।
পুণ্যতীর্থ ফল পুষ্প বৃক্ষ অনুপম॥ ১২৩২
নানা পুণ্য কথায় দিবস গোঁয়াইব।
নবম বৎসর গেলে দশম হইব॥ ১২৩৩
যুধিষ্ঠির বলে শুন ধৌম্য পুরোহিতে।
অর্জ্জুন বিয়োগে প্রাণ না পারি থাকিতে॥ ১২৩৪
চল সবে চলি যাই ধবল পর্ব্বতে।
মহামুনি লোমশের লইয়া সম্মতে॥ ১২৩৫

(১) "মুষ্টিকি হান্দিয়া মাথা ছিণ্ডে বৃকোদর।"—পাঠান্তর।

হিমালয়ের পাশে সেত পর্ব্বতে বৈসে।
ধবলপর্ব্বত যেন স্ফটিক সকাশে॥ ১২৩৬
বিস্তর গন্ধর্ব্ব যক্ষ রাক্ষস কিন্নর।
গন্ধর্ব্ব বসতি সেত পর্ব্বত উপর॥ ১২৩৭
হেন মতে আছিল অর্জ্জুন অভিলাষে।
দশম সম্পূর্ণ হইল সেই মাসে॥ ১২৩৮
স্বর্গে গিয়া অর্জ্জুন ইন্দ্রের তনয়।
পড়িল অনেক শাস্ত্র সমর দুর্জ্জয়॥ ১২৩৯
মাথায় কিরীট দিল দিব্য মণিময়।
নিবাত-কবচ দিল ইন্দ্র মহাশয়॥ ১২৪০
আপনার রথ দিল মাতলি সহিত।
আজ্ঞা লইয়া ধনঞ্জয় আইল পৃথিবীত॥ ১২৪১
ধবলপর্ব্বতে পার্থ রাজারে দেখিল।
পাইল যতেক অস্ত্র সকল কহিল॥ ১২৪২
যেমতে আছিল কিরাত সনে রণ।
যেমতে আছিল দেবতা দরশন॥ ১২৪৩
যেমতে স্বর্গেতে গেলা পার্থ মহামতি॥
যেইমতে অস্ত্র দিলা ইন্দ্র সুরপতি॥ ১২৪৪
যেমতে মারিলেত দানব দুর্ব্বার।
যেমতে পৃথিবীতে আইলা আরবার॥ ১২৪৫
জিজ্ঞাসিল যুধিষ্ঠির কহিল অর্জ্জুনে।
অনুক্রমে কহিল অস্ত্রের যত গুণে॥ ১২৪৬
হেনকালে ইন্দ্র তথা মাতলি সহিতে।
যুধিষ্ঠিরে সম্ভাষিল ধবলপর্ব্বতে॥ ১২৪৭
বর দিয়া দেবরাজ অন্তর্দ্ধান হইল।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব আনন্দিত হইল॥ ১২৪৮
পুন আসি ঘটোৎকচ বন সমুদিত।
কাঁধে করি সবাকারে থুইল পৃথিবীত॥ ১২৪৯

পঞ্চ ভাই আইলেন কাম্য পুববনে।
সম্ভাষিয়া রাজা যত কহে তপোধনে॥ ১২৫০
চবে গিয়া জানাইল রাজা দুর্য্যোধনে।
মনে বড় চিন্তা পাইল কর্ণ দুঃশাসনে॥ ১২৫১
তবে কর্ণ দুঃশাসন শকুনি দুর্ম্মতি।
মন্ত্রণা করিল দুর্য্যোধনের সংহতি॥ ১২৫২
বনবাসে বিপক্ষ মলিন কলেবর।
মাথায জটা ধরে পরিধান বাকল॥ ১২৫৩
দেখিয়া কব গিযা নযনেব সুখ।
বিপক্ষেব মনে হউক অধিক দুঃখ॥ ১২৫৪
দ্রৌপদী দেখুক আমার সম্পদ বিস্তব।
ইহাব অধিক সুখ মনে নাহি আর॥ ১২৫৫
সর্ব্ববলে সাজিল নৃপতি দুর্য্যোধন।
কর্ণ দুঃশাসন আদি যত পাত্রগণ॥ ১২৫৬
কাম্যবনে প্রবেশিল মৃগয়াব ছলে।
গজ বাজি ধ্বজ পতাকা চতুরঙ্গ দলে॥ ১২৫৭
কাম্যবন মধ্যে আছে এক সরোবর।
তাহাতে ক্রীড়া কবে (এক) গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর॥ ১২৫৮
দিব্য মূর্ত্তি ধরে সে বিধির নির্ম্মাণ।
দুর্য্যোধন দুর্ম্মতি পাইল অপমান॥ ১১৫৯
চিত্রসেন নামে এক গন্ধর্ব্ব নরপতি।
জলক্রীড়া করে সেই যুবতী সংহতি॥ ১২৬০
অহঙ্কারে দুর্য্যোধন গেলা সেই বনে।
পত্নী সঙ্গে গন্ধর্ব্বেরে দেখিল তখনে॥ ১২৬১
মার মার করিয়া ডাকে গন্ধর্ব্বের পতি।
অস্ত্র লইয়া বেড়িল গন্ধর্ব্ব সেনাপতি॥ ১২৬২
দুই সৈন্যে সংগ্রাম হইল বিস্তর।
হাতে ধনুক করিল নির্ভয় অন্তর॥ ১২৬৩

শরজালে আচ্ছাদিল গন্ধর্ব্বের গণ।
প্রতিকূলে রাজা যান গন্ধর্ব্বের রণ॥ ১২৬৪
সঙ্কিত গন্ধর্ব্বসৈন্য কর্ণেরে প্রহারে।
নানাবিধ অস্ত্র এড়ে কর্ণের উপরে॥ ১২৬৫
মহাশক্ত কর্ণবীর সমরে অভঙ্গ।
গন্ধর্ব্ব হানিল রণে নহিল বলে সঙ্গ॥ ১২৬৬
তবে চিত্রসেন বীর অস্ত্র লয়ে হাতে।
আপনা সারিয়া মারে দুঃশাসনের মাথে॥ ১২৬৭
রথে হইতে দুঃশাসন ভূমিতে পড়িল।
ভয় পায়ে দুর্য্যোধন লজ্জায় মজিল॥ ১২৬৮
কর্ণেব সংহতি হইল সংগ্রাম বহুতর।
দুই বীব দ্বন্দ্ব হৈল (দোঁহে) মহা ধনুর্দ্ধর॥ ১২৬৯
ক্রুদ্ধ হয়ে রণে মারে গন্ধর্ব্বের পতি।
বাণে ছত্র কর্ণেব কাটিল শীঘ্রগতি॥ ১২৭০
পড়িল হাতের ধনুক রথের সারথি।
হাতে খড়্গ কবি ধায় কর্ণ মহামতি॥ ১২৭১
বাণে লজ্জা পায়ে কর্ণ রণে দিল ভঙ্গ।
তখন গন্ধর্ব্ব সৈন্য হইল বড় রঙ্গ॥ ১২৭২
সর্ব্ব সৈন্য ভঙ্গ হৈল দুর্য্যোধন এড়ি।
একেশ্বব বাজারে গন্ধর্ব্বে মারে বেড়ি॥ ১২৭৩
দুর্য্যোধন বাঁধিয়া লইয়া গন্ধর্ব্ব জায়ন্ত।
যুধিষ্ঠির শুনিলেক এ সব বৃত্তান্ত॥ ১২৭৪
অর্জ্জুনেরে আদেশিল ধর্ম্ম নরপতি।
দুর্য্যোধনে কাড়িয়া আনহ শীঘ্রগতি॥ ১২৭৫
জ্ঞাতিভেদ না করহ করিয়া এক ঠাঁই।
আমি পাঁচজন তারা একশত ভাই॥ ১২৭৬
শীঘ্র চলহ অর্জ্জুন বিলম্ব না জুয়ায়।
বিলম্বে কার্য্য কভু সিদ্ধি নাহি হয়॥ ১২৭৭

যদি পরিপাটী নহে বিমোচন।
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া আনহ দুর্য্যোধন ॥ ১২৭৮
যুধিষ্ঠিরের আদেশে চলিলা ধনঞ্জয়।
শীঘ্রগতি চলিল বীর সমর দুর্জ্জয় ॥ ১২৭৯
অর্জ্জুন দেখিয়া দূরে গন্ধর্ব্বের পতি।
রথে চড়িয়া গগনে চলিল শীঘ্রগতি ॥ ১২৮০
অর্জ্জুন মারিল বাণ রুধিল গগন।
যেন বদ্ধপঞ্জরে রাখিল পশুগণ ॥ ১২৮১
রুধিল গগনপথ বাহুড়ে গন্ধর্ব্ব।
অর্জ্জুনের বাণে (সব) চূর্ণ হইল গর্ব্ব ॥ ১২৮২
গন্ধর্ব্ব জিনিয়া আনিল দুর্য্যোধন।
ধর্ম্মের অগ্রেতে আনি দিল ততক্ষণ ॥ ১২৮৩
দুর্য্যোধন সম্বোধিয়া বলে নরপতি।
কে তোরে বুঝাইল এমত দুর্ম্মতি ॥ ১২৮৪
আর পুন না করিও এমত সাহস।
আমার বচন ভাই পালিহ অবশ্য ॥ ১২৮৫
বনে হইতে বাহির করি এড়িল যবে।
অপমানে মৃত কায় দুর্য্যোধন তবে ॥ ১২৮৬
কর্ণ তাকে বুঝাইয়া অনেক কহিল।
মৃত কল্প হয়ে রাজা নিজ ঘরে গেল ॥ ১২৮৭
আছুক রিপুর দুঃখ দেখিব আপনে।
জীবন রহিল মাত্র ধর্ম্মের কারণে ॥১২৮৮
বিপদ গামীর পুন এই শাস্তি হয়।
ধর্ম্মপথে থাকিলে সকল সিদ্ধি হয় ॥১২৮৯
তেনমতে পঞ্চ ভাই কাম্যবনে রহন্ত।
মৃগয়া করিয়া নিত্য ব্রাহ্মণ পোষন্ত[১] ॥১২৯০

(১) জীবে পলিন্ত।—পাঠান্তর।

দেবপিতৃ পূজন্তি অতিথি সবাকার।
এত ধর্ম্ম কৈল তথা পঞ্চ অবতার॥ ১২৯১
কতকালে দুর্য্যোধন রাজার সংহতি।
সেই বনে গেল জয়দ্রথ পাপমতি॥ ১২৯২
দ্রৌপদী হরিতে গেল মৃগয়ার ছলে।
শূন্যে পাইয়া তারে হরিলেক বলে॥ ১২৯৩
তবে ধনঞ্জয় তারে লড়ায়ে ধবিল।
ভীম তারে বহুবিধ দুর্গতি করিল॥ ১২৯৪
আছাড়িয়া জয়দ্রথ ভূমিতে পড়িল।
অর্জ্জুনেব বোল শুনি প্রাণে না মারিল॥ ১২৯৫
ধনুকেব হুলে বাঁধে প্রাণ মাত্র জাগে।
সেইমতে আনি দিল নৃপতির আগে॥ ১২৯৬
মহাশয় যুধিষ্ঠির করুণাসাগর।
সককণে বলে ভাই ছাড় বৃকোদর॥ ১২৯৭
যেই যত কর্ম্ম কবে তত ফল পায়॥
অধর্ম্ম কবিলে (পাপ) ভুঞ্জিযা না যায়॥ ১২৯৮
যত কর্ম্ম করিল জয়দ্রথ পাপ।
তার অনুরূপ ফল পাইল অনুতাপ॥ ১২৯৯
পরলোক চাহিযা ভাই কর ব্যবহাব।
কদাচিৎ না করিও অধর্ম্ম আচার॥ ১৩০০
এসব অধর্ম্ম ভাই ··পরিহরি।
এড়িয়া দেও জয়দ্রথ যাউক নিজ পুরী। ১৩০১
প্রহারে ধূসর গায় বসন মলিন।
রুধিরে জড়িত অঙ্গ লজ্জা বড় হীন॥ ১৩০২
নানামত প্রকারে ভীমেক বুঝাইল।
তবে তার বন্ধনে অর্জ্জুন খসাইল॥ ১৩০৩
ভচ্ছিয়া অনেক তাথে ধর্ম্মে বুঝাইল।
ধর্ম্ম কহে তাক জর্জ্জরি করিল॥ ১৩০৪

আজ্ঞা দিল নৃপবর স্নান করিবারে।
রাজ আভরণ দিয়া পরাইল তারে॥ ১৩০৫
দ্বাদশ বৎসর যদি হৈল অবশেষ।
তবে আর যুক্তি কৈল মন্ত্রণা বিশেষ॥ ১৩০৬
অজ্ঞাতবাস কোথা চাহ গুপ্ত মনে।
কাম্যবন এড়ি সবে গেলা দৈত্যবনে॥ ১৩০৭
যুক্তি করি পঞ্চভাই দৈত্যবনে গেলা।
দ্রৌপদী আদি ধৌম্য পুরোহিত আইলা॥ ১৩০৮
তথা গিয়া সম্ভাষা করিল মুনিগণ।
যাঁর যে আসনে সবে বসিলা তখন॥ ১৩০৯
মুনিগণ সম্ভাষিয়া বলেন নরপতি।
দ্বাদশ বৎসর গেল বনের বসতি॥ ১৩১০
দুর্য্যোধন দুরাচাব যে করিল পণ।
কোন শাস্ত্রে বলিযাছে অপকর্ম্ম হেন॥ ১৩১১
অজ্ঞাত বসতি এক বৎসর রহিব।
হেন কর্ম্ম কেমতে অবশ্য নির্ব্বাপিব॥ ১৩১২
দুরন্ত কৌরব বল পাপ দুর্য্যোধন।
দূত দিয়া দুর্য্যোধন জানাব তখন॥ ১৩১৩
তবে আর দ্বাদশ বৎসর রহিব বনে।
আপদ নিস্তার বুদ্ধি পাইব কেমনে॥ ১৩১৪
এত বলি যুধিষ্ঠির করযে ক্রন্দন।
মূর্চ্ছিত হইল রাজা পাণ্ডুর নন্দন॥ ১৩১৫
বুঝাইয়া বলন্তি তবে ধৌম্য পুরোহিত।
ভাই সব আশ্বসন্তি দ্রৌপদী সহিত॥ ১৩১৬
তুমি মহাশয়বন্ত বুদ্ধি বিচক্ষণ।
বিপদে অতি শোক হইলা কি কারণ॥ ১৩১৭
কাহার আপদ নাই ত্রিভুবন মাজ।
কতবার সুরপুরী হারাইল দেবরাজ॥ ১৩১৮

পুনঃ গুপ্তবেশে রাজ্য পাইল পুরন্দরে ।
অসুর মারিয়া ইন্দ্র সুখে রাজ্য করে ॥ ১৩১৯
বিষ্ণু এ বামন রূপে গুপ্তবেশ ধরি ।
দেবকার্য্য হেতু বলি পাতালে সংহরি ॥ ১৩২০
মনুষ্য রূপ রাম বিষ্ণু অবতার ।
রাবণরাজা করিলা সবংশে সংহার ॥ ১৩২১
গুপ্তরূপে কার্য্য তুমি সাধিবা নিশ্চয় ।
দুরাচার শত্রু সব পাইবে পরাজয় ॥ ১৩২২
ভীমসেন বলে তুমি না কর বিষাদ ।
অজ্ঞাতে বঞ্চিবা ইথে কিসের প্রমাদ ॥ ১৩২৩
যারে যে আজ্ঞা করহ তাহাই করিব ।
যত হয় অপমান আমরা সহিব ॥ ১৩২৪
হেনকালে সভা হইতে উঠিলা নৃপতি ।
সম্ভাষিয়া সভাকে পাঠাইল শীঘ্রগতি ॥ ১৩২৫
সাতজন চলি গেল ক্রোশেক অন্তর ।
মন্ত্রণা করিতে গেলা বনের ভিতর ॥ ১৩২৬
শুন কথা ভারতের পণ্ডিত বিজন ।
রচিল মহামুনি বনপর্ব্ব সার ॥ ১৩২৭

বনপর্ব্ব সমাপ্ত ।

অথ বিরাটপর্ব্ব।

জন্মেজয় রাজা বলে শুন মুনিবর।
দ্বাদশ বৎসর বঞ্চিলা বনের ভিতর॥ ১
সেই প্রপিতামহ পঞ্চ অজ্ঞাত বৎসর।
কেমতে বঞ্চিলা তারা বিরাট নগর॥ ২
দুর্য্যোধনের ভয়ে সকল মহামতি।
কেমতে করিলা তারা অজ্ঞাত বসতি॥ ৩
বৈশম্পায়ন বলেন শুন নরপতি।
পাণ্ডব বঞ্চিলা যেন অজ্ঞাত বসতি॥ ৪
বনমধ্যে পঞ্চভাই দ্রৌপদী সহিত।
মহাবুদ্ধিবন্ত মন্ত্রী ধৌম্য পুরোহিত॥ ৫
মন্ত্রণা করেন রাজা লয়ে সাতজন।
অজ্ঞাত বঞ্চিব আমি যাব কোন স্থান॥ ৬
অর্জ্জুন বলেন রাজা চিন্তা পরিহর।
বলিব দেশের নাম অবধান কর॥ ৭
মৎস্য চেদি পঞ্চাল আর সে মগধ।
শুনহ মহারাজ কলিঙ্গ অঙ্গদ॥ ৮
শাল্ব কুন্তী অবন্তি সুরাষ্ট্র মনোহর।
এসব দেশ জানি অতি গুপ্ততর॥ ৯
এসব দেশের মধ্যে যথা যুক্তি আইসে।
অজ্ঞাত করহ নৃপ(বর) রহি সেই দেশে॥ ১০
মহারাজা চিন্তিয়া বলিলা বচন।
মৎস্য দেশের রাজা বিরাট মহাজন॥ ১১
ধর্ম্মশীল দয়াবন্ত বুদ্ধি মহাধনী।
আমা সবা পালিবে রাখিবে ধর্ম্মজানি॥ ১২
তাহার সভায় বঞ্চিব বৎসরেক।
শিষ্টসেবায় রক্ষা পাই অতিরেক॥ ১৩

অর্জ্জুন বলেন তোমার কোমল শরীর।
সত্যবন্ত দয়াশীল ধর্ম্ম মহাবীর ॥ ১৪
কোন কর্ম্ম করিয়া কাল যাপ।
রাজা হইয়া না জান পরবাসের তাপ ॥ ১৫
অর্জ্জুন বচন শুনিয়া ততক্ষণ।
বলেন যুধিষ্ঠির রাজা ধর্ম্মের নন্দন ॥ ১৬
আছিলাম যুধিষ্ঠির রাজার সভায়।
কঙ্ক নাম আমার হই পাশাখেলায় ॥ ১৭
এত বলি বিরাটেরে করিব পরিচয়।
সভাসদ হইয়া তথা রহিব সভায় ॥ ১৮
বীর বৃকোদর বলে সম্ভাষিয়া ধর্ম্ম।
অবধান কর আমি করিব যে কর্ম্ম ॥ ১৯
পাচকের মুখ্য হইয়া আছিলাম রাজার।
নাম বল্লব মোর বিবিধ সূপকার। ২০
রন্ধনে কুশল আমি জানি যে রন্ধন।
বিরাট তুষিয়া দিব বিবিধ ব্যঞ্জন ॥ ২১
মনুষ্য অনুক্রম দেখিব ব্যবহার।
দয়া করি করিবে বিরাট প্রতিকার ॥ ২২
কোলে করি গজ সব পাড়িব ভূমিতে।
দেখিয়া রাজার হইব বড় প্রীতে ॥ ২৩
এত বলি রাজারে করিবে পরিচয়।
বিস্তর আশ্বাস দিব রাজা মহাশয় ॥ ২৪
ভীমের বচনে তুষ্ট হইলা নরপতি।
বিস্তর চিন্তেন তবে অর্জ্জুনের প্রতি ॥ ২৫
এ ভুবন যারে হারে বাণের প্রতাপে।
নিবাত-কবচ জিনি ভাগি বীর দাপে ॥ ২৬
ভাঙ্গিল খাণ্ডববন তুষিল অনল।
যাহার সমান নাহি রাক্ষস কিন্নর ॥ ২৭

যাহার সঙ্গে যুঝিল আপনি শূলপাণি।
যাহার কীর্ত্তি ঘোষে ইন্দ্র রাজধানী॥ ২৮
গুরু ভক্ত মহাবল সাক্ষাতে যেন ধর্ম্ম।
হেন জন বিরাটের করিব কোন কর্ম্ম॥ ২৯
শুনিয়া অর্জ্জুন বলেন শুন নৃপবর।
সঙ্কেত আছএ কথা শুনহ উত্তর॥ ৩০
উর্ব্বশীর শাপে আমি নপুংসক বেশ।
বিরাটনগরে আমি করিব প্রবেশ॥ ৩১
কর্ণে কুণ্ডল হাতে কঙ্কণ বলয়।
নপুংসক বেশ ধরি দিব পরিচয়॥ ৩২
পড়াইব সঙ্কেত বহুবিধ কথা।
ধর্ম্ম কর্ম্ম শিখাইব সকল মনরতা॥ ৩৩
আনন্দে বঞ্চিব সহিত রামাগণ।
অন্তঃপুরে বঞ্চিব যত নারী জন॥ ৩৪
যুধিষ্ঠিরপত্নী দ্রৌপদী নাম বালা।
তাহার সখী আছিলাম নাম বৃহন্নলা॥ ৩৫
এত বলি রাজারে করিব পরিচয়।
সভার দুর্লভ হয়ে থাকিব তথায়॥ ৩৬
নকুলে পুছিল নৃপতি যুধিষ্ঠির।
আগুসরি বলেন নকুল মহাবীর॥ ৩৭
অশ্বচিকিৎসক হয়ে বিরাটের ঘরে।
তাহার যত অশ্ব পালিব একেশ্বরে॥ ৩৮
অশ্বচিকিৎসা জানি গ্রন্থিক মোর নাম।
অশ্বের চিকিৎসা আমি জানি অনুপাম॥ ৩৯
এই বলিয়া রাজারে করিব পরিচয়।
পালিব সকল অশ্ব কহিনু নিশ্চয়॥ ৪০
তবে সহদেব প্রতি পুছিলা নরপতি।
কোন কর্ম্ম করিবা শুনহ মহামতি॥ ৪১

গোধন রাখিব আমি চিকিৎসায় ভাল।
এই জীবিকা করিব আমি মহীপাল॥ ৪২
তন্ত্রীপাল হেন আমি দিব পরিচয়।
গোধনরক্ষক আমি হইব নিশ্চয়॥ ৪৩
এই কর্ম্ম করিয়া তুষিব মহীপাল।
এই মতে গোঞাইব নাহিক জঞ্জাল॥ ৪৪
দ্রৌপদীরে নৃপতি পুছেন মনোদুঃখে।
মর্ম্মশেল ফুটে ভীম অর্জ্জুনের বুকে॥ ৪৫
কোন কর্ম্ম কবিবে দ্রৌপদী পতিরতা।
প্রাণেব পত্নী মোব সংসারবিদিতা॥ ৪৬
বাজকুমারী রাজেশ্বরী বাজাব ঘরণী।
কোন কর্ম্ম কবিবে দ্রৌপদী বমণী॥ ৪৭
গন্ধমাল্য পবিধান বসন ভূষণ।
পতিব্রতা সুহাসা সর্ব্ব সে সুলক্ষণ॥ ৪৮
কোন কর্ম্ম করিয়া করিব কাল যাপ।
কহিতে রাজার বাড়ে হৃদয়ের তাপ॥ ৪৯
দ্রৌপদী বলেন দেব কব অবধান।
সুদেষ্ণাব ঠাঁই আমি কবিব সমাধান॥ ৫০
করিব কৌশল কর্ম্ম আমি জানি ভালে।
সুদেষ্ণার পবিচর্য্যা কবিব কত কালে॥ ৫১
কহিব সৈরিন্ধ্রী আমি কেশ কর্ম্ম করি।
দ্রৌপদীর দাসী আমি শুনহ সুন্দরী॥ ৫২
সাবধানে দেবী সুদেষ্ণা গুণবতী।
বিরাট রাজার মুখ্যা মহাদেবী সতী॥ ৫৩
আমারে পাইয়া রাখিবে নিজ পাশে।
চন্দন ঘসিব তার বিরচিব কেশে॥ ৫৪
পুবোহিত সম্বোধিয়া বলেন নরপতি।
দ্রুপদের রাজ্যে তুমি চল মহামতি॥ ৫৫

অনুগ্রহ আমারে রাখিবে কৃপাবিধানে।
যজ্ঞহোম আমার রাখিবেন যতনে॥ ৫৬
রথ লইয়া ইন্দ্রসেন চলহ দ্বারাবতী।
যতদাস দাসী যাউক তোমার সঙ্গতি॥ ৫৭
যাইতে যদি পুছে লোকে বলিহ উত্তর।
না জানি কোথায় গেল পঞ্চ সহোদর॥ ৫৮
পঞ্চভাই দ্রৌপদী সহিত গেলা বনে।
আমা সবা এড়ি গেলা গহন কাননে॥ ৫৯
তবে ধৌম্য পুরোহিত আশীর্ব্বাদ দিল।
ধৌম্যে প্রণাম করি ছয় জন চলিল॥ ৬০
পঞ্চ ভাইরে ধৌম্য করি আশীর্ব্বাদ।
দ্রুপদনগরে গেলা পরম বিষাদ॥ ৬১
যুধিষ্ঠির রাজা তবে বলিলা বচন।
বনদেশ ছাড়িয়া চলহ পাঁচজন॥ ৬২
তিন দিবস রাত্রি যান হাঁটি হাঁটি।
দ্রৌপদীর কোমল পদ যায় ফাটি ফাটি॥ ৬৩
দ্রৌপদী বলেন প্রভু শুন মহাশয়।
হাটিতে না পারি দুঃখ শরীরে না সয়॥ ৬৪
এত দুঃখ শুনি রাজা ভাবি মনে মনে।
কেন হেন দুঃখ দিল পাপ দুর্য্যোধনে॥ ৬৫
যুধিষ্ঠির রাজা বলেন শুন বৃকোদর।
দ্রৌপদী তুলিয়া লহ পিঠের উপর॥ ৬৬
রাজার আদেশে ভীম দ্রৌপদী লইল।
সপ্তদিবস রাত্রি বিরাট গিয়া পাইল॥ ৬৭
যুধিষ্ঠির বলেন শুন বীর বৃকোদরে।
ছয় জনের আভরণ থুইব কোথারে॥ ৬৮
বৃকোদর বলেন শুনহ নৃপবর।
আভরণ থুইতে আছে স্থান বহুতর॥ ৬৯

এত বলিয়া ঘোর বনে গেলা বৃকোদর।
মৃত মনুষ্য আনি খসাইল ছাল তার॥ ৭০
তাহে থুইল ছয় জনের আভরণ।
ভাগে তাহাতে এড়িল তখন॥ ৭১
সরোবর বাহিরে বনের সন্নিধানে।
বিস্তর সমান ভূমি আছে সেই স্থানে॥ ৭২
তথা শমীবৃক্ষ আছে অতি উচ্চতর।
অস্ত্র বাঁধি এড়িলেক তাহার উপর॥ ৭৩
মৃত এক মনুষ্য বান্ধিল এক ডালে।
ঘৃণায় মনুষ্য যেন না ছোঁয় তাহারে॥ ৭৪
শমীবৃক্ষে থুইযা সকল আভরণ।
সেই নদী তীরে বসিলা ছয় জন॥ ৭৫
যুধিষ্ঠির রাজা ভীম অর্জ্জুনের সনে।
একত্র বসিয়া যুক্তি করেন সেই স্থানে॥ ৭৬
রাজা বলেন শুনহ ভাই ধনঞ্জয়।
বিরাটের রাজ্যে কেমত রহিব নির্ভয়॥ ৭৭
অর্জ্জুন বলেন শুন ধর্ম্ম নৃপবর।
অজ্ঞাত বাসের যোগ্য বিরাট নগর॥ ৭৮
সংসার বিজয় আমি করিল যখন।
বিরাটের মহত্ত্ব জানি যে তখন॥ ৭৯
বিরাটের শ্যালক কীচক মহাভার।
তাহার ডরে দুর্য্যোধনের নাহি অধিকার॥ ৮০
অর্জ্জুনের কথা শুনিয়া নৃপবর।
সভাতে চলিয়া তবে যাযেন সত্বর॥ ৮১
একে একে করিলা রাজারে পরিচয়।
প্রথমে গেলা (যুধিষ্ঠির) রাজা মহাশয়॥ ৮২
অমাত্য সহিত রাজা বসিয়াছে সভা করি।
রাজসন্নিধানে গেলা কঙ্ক নাম ধরি॥ ৮৩

সুবর্ণের বল সারি রত্নের আওয়ারি।
সুবর্ণের পাশা দুই বক্ষস্থলে করি ॥ ৮৪
দূর হৈতে দেখিল বিরাট নরপতি।
সভাখণ্ডের দৃষ্টি পড়িল গিয়া তথি ॥ ৮৫
রাজার সদৃশ দেখি আইসে একজন।
ক্ষত্রিয়ের তেজ দেখি নহে এ ব্রাহ্মণ ॥ ৮৬
মন্ত্রীসহ বিরাট চিন্তিত নরপতি।
অগ্রেতে মিলিলা গিয়া পাণ্ডবের পতি ॥ ৮৭
নাম গোত্র পুছিলা বিরাট নরপতি।
পরিচয় দিলেন যুধিষ্ঠির মহামতি ॥ ৮৮
যুধিষ্ঠির রাজার আছিলাম মিত্র।
সারি চতুরঙ্গ খেলা জানি যে বিচিত্র ॥ ৮৯
কঙ্ক আমার নাম জাতি যে ব্রাহ্মণ।
বৈয়াঘ্রপদ্য গোত্র মোর শুনহ রাজন্ ॥ ৯০
যূথে হারিয়া সর্ব্বস্ব বেড়াই দেশে দেশে।
নানা ধর্ম্মশাস্ত্র আমি জানিত বিশেষে ॥ ৯১
শুনিয়া বিরাট রাজা সম্ভাষা করিল।
অভ্যর্থনা করি বড় আদর করিল ॥ ৯২
তার পাছে বৃকোদর গেলা সভা মাঝে।
সুবর্ণের হাতা হাথে সুবর্ণসমাজে ॥ ৯৩
দেখিয়া বিস্ময় হইল বিরাট নৃপতি।
তেজোময় মহাবীর যেন মত্ত হাতি ॥ ৯৪
উন্মত্ত বিশাল ভুজ সিংহের সমান।
যেন যক্ষ গন্ধর্ব্ব কিন্নর বিদ্যমান ॥ ৯৫
সত্বরে পুছিল সব সাদর বচনে।
কিনাম তোমার এথা আইলা কি কারণে ॥ ৯৬
বৃকোদর বলেন বল্লভ মোর নাম।
রন্ধন করিতে আমি জানি অনুপাম ॥ ৯৭

যুধিষ্ঠির রাজার আছিলাম সূপকার।
মোর সমান রন্ধন রাজা নাহি আর॥ ৯৮
রন্ধনশালায় যত সূপকারগণ।
সবার উপর (বল্লব) রাজা দিল ততক্ষণ॥ ৯৯
তার পাছে দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নাম ধরি।
অধিক মলিন বেশে গেলা একেশ্বরী॥ ১০১
বন হইতে যায় যেন ত্রাসিত হরিণী।
নগরের নারীগণ পুছেন কাহিনী॥ ১০২
নারী সব প্রবোধিল সৈরিন্ধ্রী মোর জাতি।
কর্ম্ম করি ভাত খাই দয়া করে অতি॥ ১০৩
তার রূপ দেখি কেহ না দিল উত্তর।
দ্রৌপদী চলিল অন্তঃপুরেব ভিতর॥ ১০৪
অন্তঃপুরের নারীগণ সুদেষ্ণাবে কহিল।
শুনিয়া সুদেষ্ণা আসি তাহারে পুছিল॥ ১০৫
সত্য কহ আমাবে কপট পরিহরি।
কি নাম তোমাব কাহার তুমি নারী॥ ১০৬
উচ্চ কুচ তোমাব উরু সুবলন।
দশন দাড়িম্ববীজ পদ্মলোচন॥ ১০৭
রাজার মহিষী যেন সর্ব্ব সুলক্ষণ।
সত্য করি কহ এথা কেন আগমন॥ ১০৮
কিবা দেববিদ্যাধরী গন্ধর্ব্ববনিতা।
নাগকন্যা কিবা তুমি নাগিনী দেবতা॥ ১০৯
মনুষ্য কিন্নরী কিবা জগৎমোহিনী।
অপ্সরা কিবা তুমি বেশসুমালিনী॥ ১১০
ইন্দ্রের ইন্দ্রাণী কিবা বরুণের নারী।
তোমার রূপগুণ ভেদ করিতে না পারি॥ ১১১
সুদেষ্ণার বচন শুনিয়া ধর্ম্মপর।
ততক্ষণে সৈরিন্ধ্রী দিলেন উত্তর॥ ১১২

দেব যক্ষ গন্ধর্ব্বের নহি নারী।
সহজে মানুষী আমি সৈরিন্ধ্রী কর্ম্ম করি॥ ১১৩
সত্যভামা আরোপিল কৃষ্ণের মহিষী।
পাণ্ডবের পত্নী দ্রৌপদী রূপসী॥ ১১৪
সৈরিন্ধ্রী আমার নাম দ্রৌপদী রাখিল।
তোমা আরাধিব এহি হৃদয়ে ভাবিল॥ ১১৫
তেকারণে আইলাঙ বিরাটনগর।
সত্য কথা কহিলাঙ তোমার গোচর॥ ১১৬
সুদেষ্ণা বলিল তবে শুন বরনারী।
মাথায় করিয়া তোমা রাখিবারে পারি॥ ১১৭
স্ত্রীগণ দেখিলে তোমা নারে পাসরিতে।
কেমতে পুরুষের মন পারিবে রাখিতে॥ ১১৮
তোমারে দেখিলে রাজার মজিবেক মন।
বলে ধরিয়া নিবে রাখিব কোন জন॥ ১১৯
তোমারে রাখিলে হইব আপনি নৈরাশ।
এথাতে উচিত নহে তোমার নিবাস॥ ১২০
দ্রৌপদী বলেন তুমি শুন মহাদেবী।
শিশুকাল হইতে আমি পঞ্চ দেব সেবি॥ ১২১
গন্ধর্ব্বরাজার পুত্র পঞ্চ মহাবল।
সেই পঞ্চপতি মোর না কহি মুঞি ছল॥ ১২২
মোরে বল করে হেন নাহি ত্রিভুবনে।
কি করিতে পারে মোর মনুষ্য পরাণে॥ ১২৩
এ বোল শুনিয়া রাণী রাখিল তাহারে।
কি কর্ম্ম জানহ কহ আমার গোচরে॥ ১২৪
দ্রৌপদী বলেন পরিহার তোমার সাক্ষাৎ।
উচ্ছিষ্ট না খাইব পায়ে না দিব হাত॥ ১২৫
এমত নিয়ম যবে সকল্প করিল।
সুদেষ্ণার কার্য্যেতে দ্রৌপদী রহিল॥ ১২৬

নপুংসক বেশে তবে পার্থ মহাবীর।
রাজার অগ্রেতে গেলা নির্ভয় শরীর॥ ১২৭
সবিনয় পুছিলা বিরাট নরপতি।
পরিচয় দিলা তবে পার্থ মহামতি॥ ১২৮
নৃত্যগীত করি আমি জানে সর্ব্বজনা।
দৈবে নপুংসক আমি নাম বৃহন্নলা॥ ১২৯
কুমার কুমারী সব অন্তঃপুরনারী।
সঙ্কেত সাধিয়া দিব আজ্ঞা অনুসারি॥ ১৩০
যুধিষ্ঠিরবনিতা দ্রৌপদী নামে বালা।
তার পরিচর্য্যা কৈল নামে বৃহন্নলা॥ ১৩১
শুনিয়া বিরাটরাজা আনন্দিত মন।
তবে নপুংসক কহেন জানিল বিধান॥ ১৩২
অন্তঃপুর মধ্যে অর্জ্জুন নিয়োজিল।
উত্তরা কুমারীরে বেশ সাজাইতে বলিল॥ ১৩৩
অশ্ববৈদ্যরূপে গেলা নকুল কুমার।
সবিনয় পরিচয় দিল আপনার॥ ১৩৪
অশ্বচিকিৎসক আমি জানি অশ্বকর্ম্ম।
গুণজাতি জানি মুঞি অশ্বের যত ধর্ম্ম॥ ১৩৫
যুধিষ্ঠির রাজার আছিল অশ্বপাল।
গ্রন্থিক নাম মোর শুন মহীপাল॥ ১৩৬
তবে রাজা নিয়োজিল অশ্ব অধিকারে।
হেন মতে রহে সবে বিরাটের ঘরে॥ ১৩৭
সহদেব গেলা তবে গোপালের বেশে।
আদরিয়া পুছিলেন (তবে) সবিশেষে॥ ১৩৮
গোধনপালক তবে হইলা সহদেবে।
রহিলেন ছয়জন রাজ অনুদেশে॥ ১৩৯
পাশাখেলি যুধিষ্ঠির পায়েন যতধন।
নিভৃতে বাটিয়া তাহা খায় ভ্রাতৃগণ॥ ১৪০

অর্জ্জুন সঙ্গীতপাঠে যত ধন পায়।
নিভৃতে বাটিয়া সবে বিবর্ত্তিয়া খায়॥ ১৪১
সহদেব নকুল যত ধন পায়।
বিভাগ করিয়া তাহা পাঁচ জনে খায়॥ ১৪২
দ্রৌপদী যতেক অর্থপায় অন্তঃপুরে।
ভাগ করিয়া খায় পঞ্চ সহোদরে॥ ১৪৩
হেন মতে বিরাটে দশমাস প্রবেশ।
অজ্ঞাতে আছেন কেহ না পায় নিদেশ॥ ১৪৪
হেনকালে মল্ল জীমূত মহাকায়।
যুদ্ধের আস্ফাল করে নৃপতি সভায়॥ ১৪৫
বিরাটেরে বলে অহঙ্কার বাণী।
মোর তেজোবল সম মল্ল দেহ আনি॥ ১৪৬
যদি মল্ল নাহি দেহ যুদ্ধ করিবারে।
মৎস্য নগর হইল আমাব অধিকাবে॥ ১৪৭
সিংহাসন ছাড়ি যাহ দিগ্‌দিগন্তরে।
নহেত মারিব দোষ না দিহ আমাবে॥ ১৪৮
জীমূতের যত দর্প শুনিয়া বিরাটে।
জানু মুণ্ডে দিযা রাজার বলবুদ্ধি টুটে॥ ১৪৯
কঙ্ক বলে রাজা তুমি চিন্তা কর কেনি।
মল্লনিষেধের বুদ্ধি চিন্তিব এখনি॥ ১৫০
বিরাট বলেন মল্ল আছে কোন জন।
হেন দুষ্টের সনে আসিয়া দেয রণ॥ ১৫১
কঙ্ক বলেন আছে বল্লব নামে দ্বিজ।
মল্লযুদ্ধ করিতে জানে সেই মহাবীর্য্য॥ ১৫২
সেই সে জিনিতে পারিব দুষ্টেতে।
চর পাঠাইয়া দ্বিজ আনহ ত্বরিতে॥ ১৫৩
বল্লব ব্রাহ্মণ আছে সূপকার-ঘরে।
রাজার বচনে চর জানাইল সত্বরে॥ ১৫৪

জীমূত মল্ল আইল রাজার সন্নিধান।
বিস্তর তর্জ্জন করি চিন্তা পাইল আন॥ ১৫৫
বল্লব বলেন গিয়া রাজার সদন।
শুনিয়া আদেশ ধীব ত্বরিত গমন॥ ১৫৬
কঙ্ক দ্বিজ করিলেন তাহাবে রহস্য।
জীমূত মল্লের তুমি মারিবে অবশ্য॥ ১৫৭
বল্লব দেখিয়া রাজা আনন্দিত মন।
সিংহাসন হইতে উঠি বন্দিলা চরণ॥ ১৫৮
বল্লব বলেন রাজা কিসের সংবাদ।
বিরাট বলেন বড় হইল প্রমাদ॥ ১৫৯
জীমূত নাম এক মল্ল মোর রাজ্যে আইল।
মোর দেশে মল্ল নাই বড় লাজ পাইল॥ ১৬০
জীমূত মল্ল মারিব বল্লব দ্বিজবর।
কঙ্কের বচনে তোমাবে পাঠাইলাম চর॥ ১৬১
ব্রাহ্মণেরে আদেশিতে বড় বাসোঁ ভয়।
বধিব জীমূত মল্ল কত বড় দায়॥ ১৬২
জীমূত বলে তুমি ব্রাহ্মণ জাতি।
তোমার সঙ্গে যুদ্ধ মোর হবে কোন গতি॥ ১৬৩
বল্লব বলেন ভাই কহিলাম স্ফুট।
সহিতে না পারিবা তুমি ব্রাহ্মণের মালসাট॥ ১৬৪
এত বলি দুই বীরে করে মহারণ।
মল্লবিশারদ দোঁহে করেন গর্জ্জন॥ ১৬৫
মুণ্ডে মুণ্ডে বাহু বাহু যুদ্ধ অবতার।
পর্ব্বতে পর্ব্বতে যেন লাগিল ঝঙ্কার॥ ১৬৬
অঙ্গে অঙ্গে হানাহানি করে মুষ্টিঘাত।
বরিষায় মেঘ যেন ঘন বজ্রাঘাত॥ ১৬৭
মহামল্ল দুই বীরে পড়য়ে ঝঙ্কার।
মৎস্য নগরের লোক হৈল চমৎকার॥ ১৬৮

ততক্ষণে জীমূত মহাতেজোবলে।
বজ্রতুল্য মুষ্টি হানিল ভীমের বক্ষস্থলে ॥ ১৬৯
বজ্রতুল্য মুষ্টি ঘা পাইয়া ব্রাহ্মণ।
মোহ পাইয়া বীর আছিল কতক্ষণ ॥ ১৭০
সম্বিৎ পাইয়া বীর করে সিংহনাদ।
অরে রে জীমূত তোরে পড়িল প্রমাদ ॥ ১৭১
তোমার কাল হেন দেখত আমারে।
অবশ্য মরিবে তুঞি আমার প্রহারে ॥ ১৭২
এত বলি আরবার লাগে জড়াজড়ি।
জীমূতেরে বল্লব ফেলায় আছাড়ি ॥ ১৭৩
বুকের উপরে বসি মারে মুষ্টিঘাত।
সংসার চমকিত হৈল যেন পড়ে বজ্রাঘাত ॥ ১৭৪
দুই চক্ষু ফিরায় যেন কুমারের চাক।
মুষ্টিঘাতে মুখে রক্ত উঠে ঝাঁকে ঝাঁক ॥ ১৭৫
বিপরীত শব্দ ছাড়ি ত্যজিল জীবন।
ধন্য ধন্য করি বিপ্র প্রশংসে সর্ব্বজন ॥ ১৭৬
বিরাট বলেন দ্বিজ তুমি মহাজন।
দুষ্ট নিবারণ করিয়া (রাজ্য) কবিলা রক্ষণ ॥ ১৭৭
সাধু বল্লব দ্বিজ কবিলে উপকার।
প্রসাদ দিলেন রাজা নানা অলঙ্কার ॥ ১৭৮
রাজপ্রসাদ দিয়া জয় বাদ্য করে ॥
মান্যভাবে নমস্কার করিল কঙ্কেরে ॥ ১৭৯
হেন মতে প্রশংসা করে পুরজন।
বল্লবেরে স্নেহ রাজার বাড়িল দ্বিগুণ ॥ ১৮০
ঘরে গিয়া জানাইল কীচক বিদ্যমান।
জীমূত মল্ল মারিলেক বল্লব ব্রাহ্মণ ॥ ১৮১
শুনিয়া কীচক বীর হইল কুপিত।
চর মুখে শুনিয়া তবে হইল তাপিত ॥ ১৮২

ব্রাহ্মণ বধিল মল্ল মোর অপকীর্ত্তি।
ত্বরিত গমনে গেলা ক্রোধ বড় চিত্ত॥ ১৮৩
আসন দিয়া রাজা করিল নমস্কার।
সত্বর হইল কেন গমন তোমার॥ ১৮৪
কীচক বলে করিলে অব্যবহার।
ব্রাহ্মণ বধিল মল্ল কুৎসিত আমার॥ ১৮৫
মোর সঙ্গে আইল মল্ল যুঝিবার আশে।
ব্রাহ্মণ মারিল মল্ল আমি আছি কিসে॥ ১৮৬
কে তোমার ব্রাহ্মণ কৈল মল্লের সনে রণ।
তাহার সনে মুঞি অবশ্য করিমু দর্শন॥ ১৮৭
বিরাট বলেন এই অধিকাব তোমার।
তোমার প্রসাদে রাজ্য আছেত আমার॥ ১৮৮
ব্রাহ্মণে মারিল মল্ল সে নাম তোমার।
আশ্বাস দিয়া ব্রাহ্মণেরে করহ নমস্কার॥ ১৮৯
বিরাটের বচনে কীচকের ক্রোধ হইল নাশ।
নমস্কারি বল্লবেরে করিল আশ্বাস॥ ১৯০
এত বলি মহাবীর চলিলা ত্বরিতে।
নিজ পুব চলে পরম হরষিতে॥ ১৯১
একদিন দ্রৌপদীরে দেখিল দুর্ম্মতি।
মদনে মোহিত হৈয়া করয়ে মিনতি॥ ১৯২
তোর রূপে যৌবনে মজিল মোর মন।
দাসী হৈয়া বিড়ম্বিল এ রূপ যৌবন॥ ১৯৩
ত্রিভুবন জিনিয়া তুমি পরম রূপসী।
মোর যত নারী আছে হইব তোব দাসী॥ ১৯৪
শশিমুখী গুণবতীসমা প্রাণের প্রাণ।
ত্রিভুবনে বীর নাহি আমার সমান॥ ১৯৫
এতেক কহিল যদি সেই পাপাশয়।
দ্রৌপদী শুনিয়া তবে পাড়িল সংশয়॥ ১৯৬

সহায় না দেখি দেবী মনেত চিন্তয়।
হরি হরি স্মরয়ে দ্রৌপদী ধর্ম্মাশয় ॥) ১৯৭
কীচক বচন শুনি অন্তরে হইল ভীত।
দ্রৌপদীর মুণ্ডে যেন পড়িল বজ্রাঘাত ॥ ১৯৮
সহজে নির্লজ্জ তুমি কর অপকর্ম্ম।
কভু নাহি শুন পরদারের অধর্ম্ম ॥ ১৯৯
একেত সৈরিন্ধ্রী আরে পরনারী।
কিসেরু মরহ তুমি পাপে মন করি ॥ ২০০
প্রাণসমা বনিতা আছএ তোর ঘরে।
ধর্ম্মকথা অনুসারে পাপ এড় দূরে ॥ ২০১
পরনারী না হরিলা না বুলি মিথ্যা বাণী।
পরম মোক্ষাদি গুণ পুরাণে বাখানি ॥ ২০২
অপযশ না করিহ সত্য পরিহবি।
ধর্ম্মপথ না ছাড়িহ এক মন করি ॥ ২০৩
বিশেষ আমার পতি আছএ গন্ধর্ব্ব।
আপনারে বীর হেন না করিহ গর্ব্ব ॥ ২০৪
আমার বচন তুমি হিত কর মনে।
সবান্ধবে প্রাণ দিবা কিসের কারণে ॥ ২০৫
দ্রৌপদীর বচন শুনিয়া বাক্যজাল।
কীচকের কর্ণে যেন মারিলেক শেল ॥ ২০৬
সুদেষ্ণা ভগিনী তার বিরাটের নারী।
তাহার ঠাঞি কহিল বহুত কাকুতি করি ॥ ২০৭
মুঞি যদি না পাই সৈরিন্ধ্রী রূপবতী।
কি মোর জীবনে কার্য্য কি মোর বসতি ॥ ২০৮
বিষ খাইয়া মরিব ভগিনী তো আগে।
তোমার উপরে যেন ভ্রাতৃ বধ লাগে ॥ ২০৯
এত শুনি সুদেষ্ণা চিন্তিত বড় হৈল।
সঙ্কেত সময় কথা তাহারে কহিল ॥ ২১০

পাঠাইমু তোমার ঘরে মধু আনিবারে।
স্বচ্ছন্দে থাকিও তুমি আপনার ঘরে॥ ২১১
সুদেষ্ণার আশ্বাসে কীচক গেল ঘরে।
ক্ষণেকে সৈরিন্ধ্রী আইল রাণীর গোচরে॥ ২১২
সুদেষ্ণা বলেন তুমি হাতে পাত্র লইয়া।
কীচকের ঘরে হৈতে মধু আন গিয়া॥ ২১৩
সৈরিন্ধ্রী বলেন আমি মাগি পরিহার।
সহজে মূঢ় বড় কীচক গোঁয়ার॥ ২১৪
আর জন পাঠাও তথা না পাঠাইও মোরে।
মোরে অপমান করিবে গোঁয়ারে॥ ২১৫
পুন বলে সুদেষ্ণা না করিও ভয়।
আমি পাঠাইতে তোমার কিসের সংশয॥ ২১৬
সুদেষ্ণার বচনে সৈরিন্ধ্রী চমকিল।
হাতে পাত্র করি দেবী কাঁদিতে লাগিল॥ ২১৭
সুদেষ্ণার বচনে হৃদয়ে বিচারি।
চলিল কীচক ঘরে সৈরিন্ধ্রী সুন্দরী॥ ২১৮
সূর্য্য উপাসনা করি মাগিলেক বর।
আমারে প্রসন্ন হও দেব দিবাকর॥ ২১৯
যদি মুঞি সতী হই ধর্ম্ম অবগতি।
মো হইতে অনাসক্ত (হউক) কীচক দুর্ম্মতি॥ ২২০
করুণ দেখিয়া প্রসন্ন হইলা দিনপতি।
রাক্ষস রক্ষক দিলা দ্রৌপদী সংহতি॥ ২২১
অলক্ষিত হইয়া যাও রাক্ষস দুর্ব্বার।
যথায় দ্রৌপদী আছে থাক সর্ব্বকাল॥ ২২২
হাতে পাত্র করি গেল কীচকের আগে।
বনে মৃগ ধরিতে মৃগেন্দ্র যেন জাগে॥ ২২৩
কীচকের আগে সৈরিন্ধ্রী যদি যাইল।
সাগর তরিতে যেন ঘাটে নৌকা পাইল॥ ২২৪

সত্বরে উঠিয়া কীচক বলেন বাণী।
সুপ্রভাত হইল মোর আজিকার রজনী ॥ ২২৫
সুবর্ণের কুণ্ডল পাবে সুবর্ণের বালা।
সুবর্ণ কঙ্কণ পব হার তাড় বালা ॥ ২২৬
সৈবিন্ধ্রী বলেন দেব হৃদয় বিকল।
ঝাঁট করি দেহ মধু ছাড় প্রতিকূল ॥ ২২৭
না শুনিয়া বচন কীচক মহাপাপী।
সৈরিন্ধ্রী ধরিল দক্ষিণ হাতে চাপি ॥ ২২৮
হাত ছাড়াইযা দেবীব ধরিল বসন।
বসন ছাড়িয়া দেবী ধাইলা তখন ॥ ২২৯
ধাইয়া গিয়া সাপটিযা ধবে দুবাচার।
রাক্ষসেরে বলে দেবী কর প্রতিকাব ॥ ২৩০
ভূমিতে পড়িল যেন উপাড়িল গাছ।
পুনরপি ধাযে যেন সাচালে পায়্যা মাছ ॥ ২৩১
আব বাব ধবিলেক ধূলায ধূসর।
ভর্ৎসিতে ভর্ৎসিতে দেবী ঠেলে কলেবর ॥ ২৩২
পাছাড়ে পড়িল বীর অবসাদ পায্যা।
নৃপতি সভায দ্রৌপদী গেল ধায়্যা ॥ ২৩৩
সভায় আছেন যুধিষ্ঠির বৃকোদব।
কীচক ধরিল গিযা সভার ভিতব ॥ ২৩৪
রাজাব সাক্ষাতে দ্রৌপদীবে মারে লাথি।
কোপে ওষ্ঠ দশন চাপে ভীম মহামতি ॥ ২৩৫
অলক্ষিতে রাক্ষস ভ্রমিতে পাছাড়িল।
উপড়িয়া বৃক্ষ যেন ঝড়েতে পড়িল ॥ ২৩৬
ক্রোধে কাঁপে চাহে ভীম অরুণলোচন।
দন্তে দন্ত ঘসাঘসি যেন কাল শমন ॥ ২৩৭
নিবারিলা যুধিষ্ঠির আঁখি চাপিয়া।
স্বামীর দিকে সতী কান্দে ফুকারিয়া ॥ ২৩৮

যার দৃষ্টি মাত্র শত্রু যায় যম ঘরে ।
তার স্ত্রীর অপমান কীচকেতে করে ॥ ২৩৯
রাজা হয়ে রাজনীতি রাখিতে নারে যবে ।
ধর্ম্মশাস্ত্র বিহিত অধর্ম্ম হয় তবে ॥ ২৪০
তুমি রাজা নহ কীচক অধিকারী ।
অধার্ম্মিক লোক সব আছে সভা করি ॥ ২৪১
(সভার অগ্রেত মূর্খ কৈল অপমান ।
তোমার রক্ষিত দেখি কীচক প্রধান ॥ ২৪২
ধিক্ তোর রাজত্বে না বাসিস্ লাজ ।
অভিমানে আপনাকে বোল মহারাজ ॥ ২৪৩
হেন মতে সৈরিন্ধ্রী সভাকে দেন গালি ।
ক্রোধে ওষ্ঠ কামড়ায় ভীম মহাবলি ॥) ২৪৪
লজ্জায় বিকল রাজা দিলেন উত্তর ।
প্রথম কলহ নহে আমার গোচর ॥ ২৪৫
সর্ব্ব সভা মেলি সৈরিন্ধ্রী প্রশংসিল ।
বিরাট রাজা তবে বড় লাজ পাইল ॥ ২৪৬
ক্রোধে রাজা যুধিষ্ঠির ললাটে হৈল ঘর্ম্ম ।
সৈরিন্ধ্রী প্রবোধিয়া বুঝাইল ধর্ম্ম ॥ ২৪৭
চলহ সৈরিন্ধ্রী তুমি সুদেষ্ণার কাছে ।
যে তোমার পঞ্চ পতি গন্ধর্ব্ব সব আছে ॥ ২৪৮
তারা সব দেখিছে তোমার পরাভব ।
কাল পাইয়া যত দুঃখ উদ্ধারিব সব ॥ ২৪৯
তোমার প্রীত করিব গন্ধর্ব্ব তোর পতি ।
বেশ্যা হেন কিসেরে কান্দসি গুণবতী ॥ ২৫০
সৈরিন্ধ্রী প্রবোধ পাইয়া গেল অন্তঃপুরে ।
সেইরূপে গেল সুদেষ্ণার গোচরে ॥ ২৫১
সুদেষ্ণা পুছএ সৈরিন্ধ্রী কহে কথা ।
রহস্য শুনিয়া লাজে হেঁট কৈল মাথা[১] ॥ ২৫২

(১) 'দেবী চুলকাইল মাথা'—পাঠান্তর ।

যেমত প্রহার কৈল তাহা কহিব কিসে।
মরিবে কীচক আজি কোন উপদেশে॥ ২৫৩
ভাবিয়া কান্দয়ে দেবী নয়নে জল বহে।
হেন পরাভব মোর শরীরে না সহে॥ ২৫৪
তোমার পুরী প্রবেশিতে কর্ম্ম পরিহরি।
সঙ্কল্প ভঙ্গ মোর করিল দুরাচারী॥ ২৫৫

ত্রিপদী।

নৃপতির গোচরে, কীচক লজ্জিল মোরে,
রাজা জিয়ে কিসের কারণে।
পরবশ হইযা যবে, রাজা (যে) রাজ্য করে তবে,
ধিক্ থাকুক তাহার জীবনে॥ ২৫৬
কীচক তোর পুরী কর্ত্তা, আমি যবে জানি হেথা,
পুরীতে প্রবেশিব কেনি।
শুনহ পাটেশ্বরী, কীচক দুবাচাবী,
আমারে এত অপমানি॥ ২৫৭
তুমি পাপমতী, বলিলা আরতি,
গেলাম পুষ্পাসব আনিবারে।
তোমার বাক্যে গেনু, মুঞি এত লাজ পাইনু,
কীচক পাপী এত করে॥ ২৫৮
গালি পাড়ে সতী, সৈরিন্ধ্রী গুণবতী,
সুদেষ্ণা হইল বিস্ময়।
সর্ব্ব সখিগণে, মহিষীর বচনে,
সৈরিন্ধ্রীকে করেন বিনয়॥ ২৫৯

সৈরিন্ধ্রী বলেন শুন রাজার ঘরণী।
কীচকের ঘরে আমা পাঠাইলা কেনি॥ ২৬০
কীচক পাপী আমারু করিল এস্কার।
পদাঘাত করে মোরে উৎসাহ তোমার॥ ২৬১

সুদেষ্ণা বোলন্তি তোমা লজ্মিল কীচকে।
বিস্তর ভৎসিব মুঞি বিদিত সর্ব্বলোকে॥ ২৬২
সৈরিন্ধ্রী বোলেন তোমার বাক্যে কিবা হয়।
পঞ্চপতি থাকি তবে করিব প্রলয়॥ ২৬৩
দিন অবশেষ হইল প্রবেশ রজনী।
কীচক নিধন দেবী মনে মনে গণি॥ ২৬৪
রজনীতে নিদ্রা নাহি অভিমানে দহে।
হেন জনে পরাভব শরীরে না সহে॥ ২৬৫
কত রাত্রি অবশেষে সভে নিদ্রা গেল।
একেশ্বরে সৈরিন্ধ্রী ভীমের স্থানে গেল॥ ২৬৬
জাগাইয়া ভীমকে অনেক বিভচ্ছিল।
মৃতবৎ নিদ্রা যায় এমত কহিল॥ ২৬৭
সূতপুত্রে সভা মধ্যে ধরে মোর চুলে।
সেজেতে তোমার কেমতে নিদ্রা যাইলে॥ ২৬৮
এতেক কহিল যদি দ্রৌপদী কুমারী।
শয্যা হইতে বৃকোদর তোলে হাত ধরি॥ ২৬৯
মৃগপতি ধরিতে যেন মৃগেন্দ্র ধাইল।
দুই করে ধরি তবে ভীম বসাইল॥ ২৭০
তোমার অগ্রেতে মোর কেন অপমান।
পতি যার থাকে তার দুঃখ সমাধান॥ ২৭১
মোর কেশ ধরিয়া কীচক প্রাণ ধরে।
এত অপমান মোর সহে বুক পরে॥ ২৭২
তবে বৃকোদর সনে আছিল সম্বাদ।
পূরব রহস্য কথা বুঝিল বিবাদ॥ ২৭৩
আশ্বাসিয়া দ্রৌপদীকে বোলে ভীমসেন।
আইজ তাথে বধিব বিদিত নহে যেন॥ ২৭৪
কালি তুমি তার সহে কহিই সকল।
সঙ্কেত করিয়া দেহ কহত নিশ্চয়॥ ২৭৫

নৃত্যশালাত দিনে পড়ে শিশুগণে।
রজনীতে শূন্য পড়ি থাকএ নির্জ্জনে॥ ২৭৬
তথা শয্যা করিহ বিচিত্র মনোহর।
তথাত মিলয়ে যেন কীচক বর্ব্বর॥ ২৭৭
বল করি কীচক পাঠাব যমঘর।
খেদ পরিহর চল সুদেষ্ণা গোচর॥ ২৭৮
দ্রৌপদী চলিল তবে সুদেষ্ণার ঘর।
ক্রোধাবেশে তথাহি রহিলা বৃকোদর॥ ২৭৯
পরদিনে দ্রৌপদী কীচকে দরশন।
সৈরিন্ধ্রী দেখিয়া তবে সে বলে বচন॥ ২৮০
রাজসভায় যে পরাভব করিনু তোরে।
নিবেদিলা রাজারে কি করিল মোরে॥ ২৮১
মোর বাহু দর্পে রাজা খায় বসুমতী।
বিপক্ষ মারিয়া দেঙো মুঞি তার গতি॥ ২৮২
ভজ গুণবতী মোরে তোর হইনু দাস।
নানা ধন দিয়া পূরিমু অভিলাষ॥ ২৮৩
কীচকের বাক্য শুনি সৈরিন্ধ্রী কহিল।
ভীমের উপদেশ কথা কপটে তুষিল॥ ২৮৪
রাত্রিকালে শূন্য ঘর থাকে নৃত্যশালা।
রাত্রিশেষে তথায় বঞ্চিব কেলিকলা॥ ২৮৫
সে সব রহস্য যেন না জানে কোন জন।
গন্ধর্ব্বের হাতে শুন তোমার মরণ॥ ২৮৬
সৈরিন্ধ্রীর সম্মতি জানিয়া ততক্ষণ।
কীচক ঘরেতে গেল হরিষ বদন॥ ২৮৭
(উঠবসি দিবস বঞ্চিল কথঞ্চিৎ।
দিন অবসান হইল সন্ধ্যা উপনীত॥ ২৮৮
অলঙ্কার পরে বীর সুগন্ধি চন্দন।
মাণিক্য উত্তম পরে দিব্য আভরণ॥) ২৮৯

মদনে মোহিত হয় কীচক বর্ব্বর।
ভীম জানাইতে দেবী গেলত সত্বর॥ ২৯০
রন্ধনশালায় গিয়া ভীমে জানাইল।
রুষিয়া মৃগেন্দ্র যেন ভীমসেন আইল॥ ২৯১
আগে গেলা ভীমসেন সেই শূন্য ঘরে।
পাছে গেলা কীচক হরিষ অন্তরে॥ ২৯২
শয্যায় আছএ ভীম হরষিত মনে।
মৃগ ধরিবারে যেন সিংহ জাগে বনে॥ ২৯৩
অঙ্গেতে বুলায় হাত কীচক বর্ব্বর।
তথাপিও নাহি বুঝে পুরুষ কলেবর॥ ২৯৪
মদনে মোহিত হয়ে বলিল হাসিয়া।
বিস্তর রত্ন রাখিয়াছি তোমার লাগিয়া॥ ২৯৫
স্ত্রীগণ তুষি আমি দিয়া বহু ধন।
পত্নী সব আমারে রাখানে ঘনে ঘন॥ ২৯৬
অন্ধকারে ভীমসেন দিলেন উত্তর।
আপনারে প্রশংসা করহ ভদ্রতর॥ ২৯৭
আমার অঙ্গে হাত দিয়া আনন্দ বিভোলে।
এমন পরম সুখ পাইলা কোন কালে॥ ২৯৮
এতবলি ভীমসেন উঠে লাফ দিয়া।
অবোধ কীচকেরে বলে ডাক দিয়া॥ ২৯৯
আজি তোরে মারিয়া পাঠাই যম ঘর।
হরিষে সৈরিন্ধ্রী যেন থাকে অতঃপর॥ ৩০০
এত বলিছেন তবে বীর বৃকোদর।
সিংহ যেন মৃগ ধরে বনের ভিতর॥ ৩০১
বলবান কীচক ভীমেরে ধরে বলে।
দুইজন ঠেলাঠেলি পড়িল ভূমিতলে॥ ৩০২
তেজবান্ ভীমসেন উঠে লম্ফ দিয়া।
মুটকি মারিল তার হৃদয় চাপিয়া॥ ৩০৩

সেই ঘা সহিল কীচক মহাবল।
এক পা না চলিল হইল নির্ব্বল॥ ৩০৪
হীনবল কীচক দেখিয়া বৃকোদর।
হৃদয় চাপিয়া হানিল দুই কর॥ ৩০৫
চুলে ধরি ঘুবায় যেন কুমারের চাক।
বীর দর্প করিযা মারে কীচক বিপাক ॥ ৩০৬
গন্ধর্ব্ব মারণে মরে কবিয়া চিৎকার।
বৃকোদর কীচকেরে করিল সংহার॥ ৩০৭
হস্ত পদ মস্তক শরীরে প্রবেশিয়া।
অস্থি মাংস চূর্ণ কৈল একত্র করিয়া[১] ॥ ৩০৮
মাংসপিণ্ড হেন করি ফেলাইল দূরে।
অগ্নি জ্বালি দেখাইল দেবী দ্রৌপদীরে[২]॥ ৩০৯
শক্র মারি ভীম গেলা রন্ধনের ঘরে।
সৈরিন্ধ্রীর মনে হইল আনন্দ অপারে॥ ৩১০
পবনারীহবণ যে কবে পাপমতি।
অধর্ম্ম করিলে হয এই মত গতি॥ ৩১১
রাজপুরে সর্ব্ব লোক নিদ্রায অচেতনে[৩]।
উচ্চৈঃস্বরে সৈরিন্ধ্রী জানাইল তখনে॥ ৩১২
মারিল গন্ধর্ব্ব সব কীচক সেনাপতি।
নৃত্যশালায় পড়ে আছে দেখহ দুর্গতি॥ ৩১৩
সেই শব্দ শুনিযা রক্ষক সব আইল।
নৃত্যশালায় গিযা মাংস পিণ্ড পাইল॥ ৩১৪
সবে জানাজানি হইল নগর ভিতরে।
এক শত ভাই তারা কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে॥ ৩১৫

---

(১) 'চূর্ণমান'—পাঠান্তর।
(২) 'দ্রৌপদীরে দেখাইল বৃকোদর'—পাঠান্তর।
(৩) 'সর্ব্ব গৃহ রক্ষক'—পাঠান্তর

জ্ঞাতি সব কান্দে মরা কীচক দেখিয়া।
সকল পুরীজন কান্দে কীচক স্মরিয়া॥ ৩১৬
সৈরিন্ধ্রী কারণে বীর ত্যজিলা জীবন।
সৈরিন্ধ্রী পাঠাইম মোরা সেইত ভুবন॥ ৩১৭
(কোথা হইতে কাননাগ্নি কৈল পরবেশ।
পড়িলাক কীচক শূন্য হইল দেশ॥ ৩১৮
সভে জানিহ নৃপতির লহ অনুমতি।
সৈরিন্ধ্রীক পুড়িব গিয়া কীচক-সংহতি॥ ৩১৯
বলবন্ত কীচক বলেন নরপতি।
সৈরিন্ধ্রীক পোড়াইতে দিল অনুমতি॥) ৩২০
এতেক চিন্তিয়া কীচকের জ্ঞাতিগণ।
সৈরিন্ধ্রী বাঁধিযা চালায তখন॥ ৩২১
উচ্চৈঃস্বরে সৈরিন্ধ্রী করএ বিলাপ।
দুঃখের উপরে দুঃখ বিধি দিল তাপ॥ ৩২২
বিজয় জয়ন্ত জযৎসেন জয়দ্বল।
জয় নামে পতি মোর পাঁচ মহাবল॥ ৩২৩
হেন পঞ্চ পতি মোর আছএ দুর্জ্জয়।
বিপদে আসিযা রক্ষা কর মহাশয॥ ৩২৪
এত বলি সৈরিন্ধ্রী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে।
বন্ধন ঘরে থাকিয়া শুনিল বৃকোদরে॥ ৩২৫
ক্রোধমুখে গেল (বীর) পুরীর বাহির।
মহাভযঙ্কর বাড়াইল শরীর॥ ৩২৬
ক্রোধে গিয়া ভীম বৃক্ষ পাইল কাছ।
দশযোজন দীর্ঘ উপাড়িল গাছ॥ ৩২৭
কান্ধে করি বৃক্ষ লএ বীর বৃকোদরে।
হাতে দণ্ড যম যেন পৃথিবী সঞ্চরে॥ ৩২৮
অসংখ্য জ্ঞাতি (আর) শত সহোদর।
কীচকেরে বেড়িয়াছে শ্মশান ভিতর॥ ৩২৯

আইল গন্ধর্ব্ব বীর শ্মশান ভিতরে।
সৈরিন্ধ্রী এড়িয়া সভে পলাইল ডরে॥ ৩৩০
সৈবিন্ধ্রীব কোপে বীর করিয়া গর্জ্জন।
বেড়িয়া মারিল কীচকের ভ্রাতাগণ॥ ৩৩১
সৈরিন্ধ্রীরে প্রবোধিয়া গেলা বৃকোদর।
যথাস্থানে গেলা বীর সম্বরি কলেবর॥ ৩৩২
সৈরিন্ধ্রী হরিষ হয়ে গেল অন্তঃপুব।
মহাদেবীগণ তারে করিল আদর॥ ৩৩৩
সবান্ধবে পড়িল কীচক পাপমতি।
শুনিয়া চিন্তিত হৈল বিরাট নৃপতি॥ ৩৩৪
হেনমতে পঞ্চভাই পাণ্ডুর কুঙব॥
অজ্ঞাতবাসেত আছে বিরাট-নগব॥ ৬৩৫
হস্তিনাপুরেত রাজ্য কবে দুর্য্যোধন।
পৃথিবী ভ্রমণ কবে তাঁর চরগণ॥ ৩৩৬
পাণ্ডব উদ্দেশ না পাইল কোন দেশে।
চরে গিয়া কহিল সভে কাজ বিশেষে॥ ৩৩৭
নানাবাজ্য বিচবিনু বন উপবন॥
না পাইনু কোথাও পাণ্ডব অন্বেষণ॥ ৩৩৮
বিরাটনগর আদি ফিরি ঘব ঘব।
কোন ঠাঁই না পাইনু পাণ্ডুর কুঙর॥ ৩৩৯
শোকেত কাতর অতি বিরাট নৃপতি।
গন্ধর্ব্বে মারিল মোর কীচক সেনাপতি॥ ৩৪০
অনুদ্দেশ পাণ্ডব শুনিয়া দুর্য্যোধন।
এ কথা শুনিয়া (তাঁর) আকুল হৈল মন॥ ৩৪১
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ বিদুর সুমতি।
যথোচিত বচনে শান্তাইল নরপতি॥ ৩৪২
ত্রিগর্ত্ত রাজ্যের রাজা সুশর্ম্মা নৃপতি।
জোড়হাতে রাজারে করএ মিনতি॥ ৩৪৩

কীচক করেছে বহু মোহ অপকার ।
এ সময়ে তার রাজ্য করিমু সংহার ॥ ৩৪৪
সুশর্ম্মার বচন শুনিয়া নরপতি ।
কর্ণের সহিত রাজা করএ যুকতি ॥ ৩৪৫
মৎস্য অধিকারী মোব বড় অপকারী ।
মোর রাজ্য ভাঙ্গিল কীচক যুদ্ধ করি ॥ ৩৪৬
পাইয়া শত্রুব ছিদ্র কবিব সংহার ।
হেন বাক্য নীতিশাস্ত্রে করএ বিচাব ॥ ৩৪৭
বহু গ্রাম রাজ্য পাইব বহুত গোধন ॥
বহু রত্ন ধন পাইব বহু অশ্বগণ ॥ ৩৪৮
কুরুগণ সহিত ত্রিগর্ত্ত নবপতি ।
এক পাশে চাপ গিয়া হৈয়া শীঘ্রগতি ॥ ৩৪৯
আমি সব দিগন্তবে বহু যোধ লয়ে ।
গোধন আনিব তার বহুত হরিয়ে ॥ ৪৫০
এইমত সম্বাদ কবি সুশর্ম্মা চলিল ।
দক্ষিণেব দিগ্ দিয়া মধ্যদেশ গেল ॥ ৩৫১
সপ্তমী তিথিতে গেলা সুশর্ম্মা নৃপতি ।
অষ্টমীতে গেলা দুর্য্যোধন মহামতি ॥ ৩৫২
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ আব দুঃশাসন ।
মহাবীব কৌরব সকল যোধগণ ॥ ৩৫৩
কৃষ্ণপক্ষ অষ্টমীতে কবিল পযান ।
সুশর্ম্মা সমর কবে পুবিযা সন্ধান ॥ ৩৫৪
চাপিল দক্ষিণ ভাগে সুশর্ম্মা নৃপতি ।
উত্তর ভাগেত গেল কৌববের পতি ॥ ৩৫৫
কৌরব ত্রিগর্ত্তে সাজে লিখিতে না পারি ।
গোপগণ মারিয়া গোধন লয় হবি ॥ ৩৫৬
ধেযে গিয়া গোপগণ বিবাটেরে কয় ।
মৃগেন্দ্র দেখিযা যেন গজযুত-ভয় ॥ ৩৫৭

ত্রিগর্ত্ত নরপতি সুশর্ম্মা দুরন্ত।
হরিয়া লয় গোধন গোপের করে অন্ত॥ ৩৫৮
এত শুনি নরপতি সাজিল আপনি।
সাজিল যতেক সেনা লইযা বাহিনী॥ ৩৫৯
রাজপুত্র সাজিল যতেক মহোদর।
শতানীক মদিরাক্ষ দুই সহোদর॥ ৩৬০
ভাবিয়া চিন্তিয়া বাজা মনে কৈল সার।
পাণ্ডবেবে দেখে সব পুরুষ আকার॥ ৩৬১
কঙ্ক বল্লব দাম গ্রন্থিক গোপাল।
মোর পরিবার হৈয়া যুঝিব বিশাল॥ ৩৬২
সামান্য মনুষ্য নহে করিবেক রণ।
মহাবীর গজস্কন্ধ দেখি চারিজন॥ ৩৬৩
কবচ বিচিত্র রথ দিল শরাসন।
চারি ভাযে দিল তবে বস্ত্র আভবণ॥ ৩৬৪
রাজাব অনুজ ভাই শতানীক নাম।
রাজার আদেশে সৈন্য দিল অনুপাম॥ ৩৬৫
দৈবে এক বৎসর অজ্ঞাত বহি গেল॥
সেই দিন বৎসরেক পবিপূর্ণ হইল॥ ৩৬৬
হরষিত চারি ভাই পাণ্ডুর নন্দন।
হাতে স্বর্গ পাইল যেন প্রসন্ন বদন॥ ৩৬৭
যুধিষ্ঠির ভীমসেন নকুল সহদেব।
বথে চড়ি চলিলা (যেন) চারিজন দেব॥ ৩৬৮
সভে যোধপতি হয় সভে মহাবীর।
রাজারে বেড়িয়া সভে যায় দিব্যশরীব॥ ৩৬৯
মৎস্যবাজ বিরাট সাজিল মহাবল।
ধূলায় অন্ধকার হৈল গগনমণ্ডল॥ ৩৭০
অষ্ট সহস্র একশত রথী মহারথী।
ষাটি সহস্র অশ্ব চলিল সংহতি॥ ৩৭১

প্রভাতে পাইল গিয়া দিবস অন্তর।
যথা আছে সুশর্ম্মা ত্রিগর্ত্ত নরেশ্বর॥ ৩৭২
দুই মহাবলে যুদ্ধ হইল বিশাল।
দেবাসুরে যুদ্ধ যেন হইল পূর্ব্বকাল॥ ৩৭৩
গজ বাজি রথধ্বজ ছত্র সারি সাবি।
দুই দলে যত পড়ে লিখিতে না পারি॥ ৩৭৪
রক্তে নদী বহে ক্ষিতি শোণিতে কর্দ্দম।
দুই দলে যুদ্ধ হৈল নাহি উপশম॥ ৩৭৫
বিরাটের দুই ভাই সংগ্রামে প্রচণ্ড।
শতানীক মদিরাক্ষ দুই কালদণ্ড॥ ৩৭৬
দুই ভাই প্রবেশিল সংগ্রাম ভিতর।
অস্ত্রে খণ্ড খণ্ড কৈল সব বীরবর॥ ৩৭৭
চারিশত বীর মারে মদিরাক্ষ বীরে।
শতানীক এক সহস্র মারিল সমরে॥ ৩৭৮
বিরাটের পুত্র মারে শত অশ্বপতি।
প্রধান পঞ্চবীর মারে গজের সংহতি॥ ৩৭৯
ক্রুদ্ধ হৈল সুশর্ম্মা হাতে লৈল চাপ।
সৈন্য গড় ভাঙ্গিল দেখিতে লাগে কাপ॥ ৩৮০
রণ মধ্যে ডাক দিয়া বলে বিরাটেরে।
তুমি আমি যুদ্ধ করি দেখুক সর্ব্ব বীরে॥ ৩৮১
অহঙ্কারে বিরাট লইল হাতে বাণ।
দুই বীরে মহারণ নাহি সমাধান॥ ৩৮২
দুই বৃষ গোষ্ঠে যেন লাগে জড়াজড়ি॥
তর্জ্জে গর্জ্জে দুই বীর অস্ত্রের দড়মড়ি॥ ৩৮৩
দুই জনে বাণ বৃষ্টি হইল অন্ধকার।
অতি ক্রোধে দুই বীর যুঝেত অপার॥ ৩৮৪
দিন চারি প্রহর রাত্রি কত গেল।
দুই বলে মিশামিশি মহাযুদ্ধ হৈল॥ ৩৮৫

গদাযুদ্ধবিশারদ সুশর্ম্মা নৃপতি।
জ্যেষ্ঠভাই ইন্দ্রঅশ্বে আইল শীঘ্রগতি ॥ ৩৮৬
বিরাটের চারি ঘোড়া করিল সংহার।
বাণ বরিষণ করি করে অহঙ্কার ॥ ৩৮৭
সর্ব্ব সৈন্য বিন্ধিয়া করিল খণ্ড খণ্ড।
রড় দিয়া বিরাটেরে ধরিল প্রচণ্ড ॥ ৩৮৮
চুলে ধরি বিরাটেরে তোলে নিয়া রথে।
বন্দি করি লইয়া চলে বিরাটের সাথে ॥ ৩৮৯
বন্দী করিল বিরাটেরে রণে দিল ভঙ্গ।
বল্লবেরে বলেন তবে ব্রাহ্মণ কঙ্ক ॥ ৩৯০
এত দিন আছিলাম অজ্ঞাত বসতি।
ভক্ষ্য দিয়া পুষিল বিরাট নরপতি ॥ ৩৯১
উপকার সাধনের এইত সময়।
ত্রিগর্ত্ত মারিয়া দেহ বিরাটের জয় ॥ ৩৯২
এতবলি চারিভাই সাজিল তখন।
দিব্য অস্ত্র বরিষয় বীর বিচক্ষণ ॥ ৩৯৩
উলটিল বিরাটের যত যোধগণ।
খেদাড়িয়া ভীমসেন যায় ততক্ষণ ॥ ৩৯৪
সহস্রেক বীর মারে রাজা যুধিষ্ঠির।
সাত শত[1] বীর মারে সহদেব বীর ॥ ৩৯৫
মহাবীর নকুল মারিল সপ্ত শত[2]।
তিনশত[3] ভীমসেন মারে মহারথ ॥ ৩৯৬
মহাসৈন্য ত্রিগর্ত্তের বিশাল গভীর।
সৈন্য মধ্যে প্রবেশিল চারি মহাবীর ॥ ৩৯৭

(১) সাত লক্ষ।—পাঠান্তর।
(২) তিন শত।—পাঠান্তর।
(৩) সাত শত ?—পাঠান্তর।

ক্রুদ্ধ হইল সুশর্ম্মা হাতে লইল বাণ।
চারি ঘোড়া কাটিল যুধিষ্ঠির বিদ্যমান॥ ৩৯৮
কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির সমরদুর্জ্জয়।
অবিলম্বে কাটিল সুশর্ম্মার চারি হয়॥ ৩৯৯
পঞ্চশত রথ মারে ভীম মহারথী।
ত্রিগর্ত্ত মহারাজ হইল বিরথী॥ ৪০০
গদা লইয়া সুশর্ম্মারে করিল জর্জ্জর।
লাফ দিয়া এড়াইল বিরাট নৃপবর[1]॥ ৪০১
পলায়ে ত্রিগর্ত্তপতি দেখি বৃকোদর॥
অহঙ্কারে সুশর্ম্মারে কহিল বিস্তর॥ ৪০২
রাজপুত্র হয়ে হইলি প্রাণেত কাতর।
যুদ্ধে পলাইয়া যাইস্ কিসের অন্তর॥ ৪০৩
এই মুখে লইতে চাহ বিরাট ধরিয়া।
মরিবারে লইলে তুঞি গোধন হরিয়া॥ ৪০৪
ভীমেব বাক্য শুনিয়া সুশর্ম্মা নরপতি।
থাক থাক করিয়া নেউটে শীঘ্রগতি॥ ৪০৫
রথে হইতে লাফ দিয়া ভীম মহাবল।
সুশর্ম্মারে ধরিয়া পাড়িল ভূমিতল॥ ৪০৬
চুলে ধরিয়া পিসস্তি দুই করে।
মাথার উপরে মারে চরণ প্রহারে॥ ৪০৭
চরণ প্রহার আর মুঠকি তাড়ন।
মোহ পায়া সুশর্ম্মা হরিল চেতন॥ ৪০৮
হাতে গলে বান্ধি তাথে কান্ধে করি নিল।
তেন মতে নিয়া যুধিষ্ঠির আগে দিল॥ ৪০৯
এড়িবার আজ্ঞা দিল ধর্ম্ম নৃপবর।
বন্ধন ছাড়ন তাক দিল বৃকোদর॥ ৪১০

---

(১) ধর্ম্ম মহীপাল।—পাঠান্তর।

ধর্ম্মরূপী তাহাক বোলে ধর্ম্ম নৃপপতি।
বারান্তরে এমত না করিহ দুর্ম্মতি॥ ৪১১
পরদ্রব্য হরিবার না করিহ মতি।
অপকর্ম্ম করিলে হয় নরকে বসতি॥ ৪১২
যত বস্ত্র দেন তাক রাজ-আভরণ।
অনুব্রজি এড়ি দিলা পবননন্দন॥ ৪১৩
দেখিযা বিরাটরাজে ত্রাস উপজিল।
গুপ্তবেশে কোন দেথে আসিয়া বুলিল॥ ৪১৪
নর নহে চারি জন বুঝিল লক্ষণ।
অনেক মিনতি করি করিল স্তবন॥ ৪১৫
তোমাব প্রসাদে রাজ্য তুমি মোর গতি।
তুমি সুখে রাজ্য কর হয়া নরপতি॥ ৪১৬
তোমার কারণে মোর রহিল জীবন।
তুমি সুখে রাজ্য কর লয়া ধনজন॥ ৪১৭
এতেক শুনিয়া বলে বাজা যুধিষ্ঠির।
তুমি মহাবুদ্ধি রাজা ধার্ম্মিক শরীব॥ ৪১৮
বৎসরেক আছি তোমার নিবাস।
জীব্য দিয়া পুষিলে না জানিল আয়াস॥ ৪১৯
তেকাবণে করিল তোমার উপকার।
সুখে রাজ্য কর তুমি লয়া পরিবার॥ ৪২০
কিন্তু এক কথা কিছু শুনহ নরপতি।
দূতে পাঠায়া দেহ পুরে শীঘ্রগতি॥ ৪২১
চিন্তা বড় পায় তথা সব পাত্রগণ।
সভে শুনিল রাজা তোমার বন্ধন॥ ৪২২
শুনি দূত পাঠাইল পুরীর ভিতর।
শুনিয়া সন্তোষ লোক হইল অন্তর॥ ৪২৩
জয় জয় মঙ্গল বাজে মঙ্গল ঘরে ঘরে।
অপমান প্পায়া গেল সুশর্ম্মা নৃপবরে॥ ৪২৪

আনন্দে পুরীত যায় বিরাট মহারাজ।
রজনী বঞ্চিল তথা সকল সমাজ॥ ৪২৫
নানারঙ্গ কৌতুকে তথা রজনী বঞ্চিল।
উত্তর গোগৃহ কথা বিজয় কহিল॥ ৪২৬
শ্রবণে অধর্ম্ম হরে পরলোকে গতি।
বিজয়পণ্ডিতকথা অমৃত ভারতী॥ ৪২৭

ত্রিপদী।

রাজ্যের দক্ষিণভাগ, সুশর্ম্মা[১] লইল লাগ,
তথায় বিরাট গেল চলি।
তখন কৌরবপতি, দুর্য্যোধন মহামতি,
আইল উত্তরভাগ ঠেলি॥ ৪২৮
ভীষ্ম কর্ণ কৃপ দ্রোণ, বিবিংশতি দুঃশাসন,
অশ্বত্থামা দ্রোণের নন্দন।
চিত্রসেন সোমদত্ত, সর্ব্ববীর মহাসত্ত্ব,
হরিবারে আইল গোধন॥ ৪২৯
দেখিলেক গোপগণ, হরিল সর্ব্ব গোধন,
ষাটি সহস্র নিল গাভি।
ভাঙ্গিল সকল গ্রাম, গোপের না থুইল নাম,
ধন জন তথা কালে ভাবি॥ ৪৩০
গোপগণ ছিল যত, ধাইল রাজবিদিত,
চলি গেল বিরাট নগর।
কুমার উত্তর নাম, রাজপুত্র অনুপাম,
দেখিলেক পুরীর ভিতর॥ ৪৩১
গোপ করি যোড় হাত, বলে শুন নরনাথ,
কুরুবলে ভাঙ্গিলেক দেশ।
ঝাট আসি কর রণ, দেখাইমু কুরুগণ,
তুমি মুখ্য রাজার বিশেষ॥ ৪৩২

(১) বিরাট।—পাঠান্তর।

গোপ মুখে শুনি বাণী, শূন্য সব রাজধানী,
রথ আছে নাহিক সারথি।
নষ্ট হয় সর্ব্ব রাজ্য, করি মুঞি কোন কার্য্য,
চিন্তএ উত্তর মহামতি॥ ৪৩৩
যোগ্য পাই এক জনা, করএ সারথি পনা,
তবে পারি জিনিবারে কুরু।
যত আইল কুরুবর, পাঠাইমু যম ঘর,
আনিতে পারি এ সব গরু॥ ৪৩৪
উত্তরের বাক্য শুনি, দ্রৌপদী বলেন বাণী,
শুন শুন কহি সারোদ্ধার।
নলের সারথি পাইল, আমার মনেত লইল,
শুন শুন উত্তর কুমার॥ ৪৩৫
এই যে বৃহন্নলা নাম, নপুংসক অনুপাম,
অর্জ্জুনের আছিল সারথি।
দহিল খাণ্ডববন, জিনিবেক কুরুগণ,
তার সঙ্গে চল মহামতি॥ ৪৩৬
আমি কহি নাম তত্ত্ব, বৃহন্নলা মহাসত্ত্ব,
সমর জানেন বিস্তর।
উত্তরারে পাঠাইয়া, সত্বর আনাও গিয়া,
তার সঙ্গে জিনহ কুরুবর॥ ৪৩৭
সৈরিন্ধ্রীর বচন শুনি, পাঠাইলা ভগিনী,
বৃহন্নলা আনহ সত্বর।
দ্রৌপদীর শুনি বাণী, তোমারে ডাকয়ে জানি,
মোর ভাই কুমার উত্তর॥ ৪৩৮
সাজিয়াছে কুরুবর, গোধন হরে বিস্তর,
মোর ভাই যুঝিবারে চায়।
তুমি মহাসারথি হবে, সারথি হয়ে তবে,
তথা তুমি আসিতে জুয়ায়॥ ৪৩৯

প্রলাপ বহুত কৈল, অজ্ঞাত সময় গেল,
চিন্তিয়া চাহিল বৃহন্নলা।
ধ্বজের পতাকা যেন, উড়ি উড়ি যায় হেন,
পাছু পাছু ধাইয়া আইল বালা॥ ৪৪০

বৃহন্নলা দেখি দূরে, তত্ত্ব পুছে কুমারে,
সৈরিন্ধ্রী সব কহিল আমাকে।
অর্জ্জুন পাণ্ডুনন্দন, দহিল খাণ্ডববন,
সারথি করিল তোমাকে॥ ৪৪১

আমার সারথি হইবা, সংগ্রামেত যশ পাইবা,
কুরুবল জিনিব সমরে।
নিলেক গোধন হরি, বাহুবল অনুসরি,
বিপক্ষ মারিমু একেশ্বরে॥ ৪৪২

কুমার বলিলা যবে, উত্তর দিলেন তবে,
গীত বাদ্য নৃত্য আমি বুঝি।
কোথা বা সারথি পণ, কোথা বা দেখিল রণ,
কোন কালে কার সনে যুঝি॥ ৪৪৩

তবে বলে কুমার, তোমারে করিল সার,
অবশ্য সারথি হবে মোর।
সত্বরে ত চল তুমি, তোমাক স বলি আমি,
ধরিযা আনিব গরু-চোর॥ ৪৪৪

ইহা বলি কবচ দিল, বৃহন্নলা হাথে নিল,
বিপরীত পরে বৃহন্নলা।
হাসন্তি কুমারী সবে, কুমার শিখাল তবে,
নক্ষত্রে বেড়িল চন্দ্রকলা॥ ৪৪৫

ধ্বজের সিংহ গোটা সম, রথ গোটা অনুপম,
ধনুক যেন ইন্দ্রের সমান।
টোনে ভরি দিব্য শর, চলিল কুমার বর,
দুন্দুভি বাজএ ঘনে ঘন॥ ৪৪৬

বৃহন্নলা চড়ে যবে, কুমারী মাগিল তবে,
কুতূহলে ক্ষেত্রের সন্দেশ।
বড় বড় রাজা ধরি, আনিহ বসন হরি,
পুত্তুল খেলাইতে বিশেষ॥ ৪৪৭
কন্যার বচন শুনি, বৃহন্নলা বলে বাণী,
যেন মেঘে দুন্দুভির ধ্বনি।
তোর ভাই জিনিব যবে, বসন আনিব তবে,
ইহা বলি হাসে পুনপুনি॥ ৪৪৮
তবে চালাইল রথ, চলিল উত্তর পথ,
কুমার বলে ত্বরিত চালাও।
যাবৎ না যায় দূরে, পাঠাইব যমপুরে,
কুরুগণ আমারে দেখাও॥ ৪৪৯
অশ্বগণ বায়ুগতি, সারথি পাণ্ডবপতি,
কি কহিব রথের ঘোষণ।
পবনের গতি যায়, দিগ্‌বিদিগ্ নাহি চায়,
ক্ষণেকেতে করিল লঙ্ঘন॥ ৪৫০
দূরে দেখি কুরুবর, শক্রে যেন জলধর,
ধ্বজ ছত্র পতাকা বিস্তর।
দেখিএ গরজে ঘন, বিচিত্র পুষ্পিত বন,
ঘন দেখি পরম সুন্দর॥ ৪৫১

কুরুগণ সমীপে চাহন্তি নেহারি।
প্রলয় জলদ যেন দেখি সারি সারি॥ ৪৫২
অতি মহামতঙ্গ ভুজঙ্গম অন্ত।
সব মহাযোধ দেখি মহাবীর্য্যবন্ত॥ ৪৫৩
গগনে পরশে ধ্বজ পতাকা বিজুলী।
বেগবন্ত রথ চুলে আকাশে লাগে ধূলি॥ ৪৫৪

নানা অস্ত্র ঝিকিমিকি যেমত তপন।
কুরুযোধ দেখি যেন যম দরশন॥ ৪৫৫
নানাবিধ বাদ্য বাজে যেন ঝাঁঝাবাত।
সিংহনাদ শুনি যেন গগনে নির্ঘাত॥ ৪৫৬
কুরুবল দেখিয়া কুমারে ডর হইল।
দেখিতে শুনিতে যেন যমঘর গেল॥ ৪৫৭
লোমাঞ্চিত কলেবর মুখে নাহি পাণি।
বৃহন্নলা সম্বোধিয়া কহিলেন বাণী॥ ৪৫৮
অতি উগ্র কুরুবল সমরে দুর্জ্জয়।
আছুক যুদ্ধেব কাজ দেখে লাগে ভয়॥ ৪৫৯
আদি অন্ত নাহি যেন অপাব সাগর।
মোব শক্তি নহিব জিনিতে কুরুবল॥ ৪৬০
দ্রোণ ভীষ্ম কৃপ কর্ণ বীব বিবিংশতি।
অশ্বত্থামা বিকর্ণ হার্দ্দিক নরপতি॥ ৪৬১
সোমদত্ত মহাসত্ত্ব সমরে দুর্জ্জয়।
মহাবল দুর্য্যোধন রাজা মহাশয়॥ ৪৬২
সভে মহাবিশাবদ শত মহাশয়।
পৃথিবী জিনিতে পারে সমবে দুর্জ্জয়॥ ৪৬৩
সব যোদ্ধমন্ত রথী মহা মহাধনু।
কোন শক্তি যুঝিব আমি কমলতনু॥ ৪৬৪
দেখিতে মোহিত হইলুঁ মনে লাগে ত্রাস।
সর্ব্ব অঙ্গ লোমাঞ্চিত (হইলুঁ) জীবনে নৈরাশ॥ ৪৬৫
ত্রিগর্ত্ত সনে যুঝিতে (মোর) বাপ গেল রণে।
একপাইক নাহিক মোহব সন্নিধানে॥ ৪৬৬
শুন বৃহন্নলা মুঞি কহিলাম তোমাতে॥
বাহুড়াহ রথ আমি না পারিমু যুঝিতে॥ ৪৬৭
উত্তবের শুনি হেন কাতর বচন।
বৃহন্নলা বুঝাইল বিহিত বচন॥ ৪৬৮

পরে কোন কর্ম্ম কৈলে দেখিয়া তরাস।
রণেত কাতর হইলে শত্রু পাএ আশ ॥ ৪৬৯
বিনি রণ জিনিয়া কেমতে ঘরে যাইবা।
ক্ষত্রিয় হইয়া কেন অপযশ রাখিবা ॥ ৪৭০
নাগরিক লোক যত হাসিব নগরে।
কোন মুখে যাইব তুমি পুরীর ভিতরে ॥ ৪৭১
বিনি রণ জিনিঙা আমি তোমার সঙ্গে যাব।
হাসিব সৈরিন্ধ্রী তারে কি বুঝাইব ॥ ৪৭২
কোন আমি যুঝিব আমার কিবা ডর।
চিন্তায় অস্থির নহ করহ সমর ॥ ৪৭৩
উত্তর বলিল তবে লউক গোধন।
নগরে নাগরী হাসুক্ হাসুক্ সর্ব্বজন ॥ ৪৭৪
এত বলি লাফ দিয়া পড়ে ভূমিতলে।
ধনুক এড়িয়া যায় বিরাটকুমারে ॥ ৪৭৫
তার পাছে লাফ দিয়া পড়ে বৃহন্নলা।
চাপিয়া ধরিল গিয়া উত্তরের গলা ॥ ৪৭৬
বৃহন্নলা বলে শুন বিরাটনন্দন।
ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নহে যুদ্ধে পলায়ন ॥ ৪৭৭
মরণ হইলে যুদ্ধে হয় স্বর্গগতি।
পলাইলে অপযশ নরকে বসতি ॥ ৪৭৮
এত বলি বৃহন্নলা ধরিবারে যায়।
অন্তরে থাকিয়া সব কুরুগণ চায় ॥ ৪৭৯
নড়য়ে মাথার কেশ নপুংসক বেশ।
শত পদান্তরে গিয়া ধরিলেন কেশ ॥ ৪৮০
দেখে হাসে কুরুবল করে অনুমান।
দৈবে সে অর্জ্জুন নহে সাহসে প্রধান ॥ ৪৮১
কাকুতি করিয়া বলে বিরাটকুমার।
না করহ বৃহন্নলা জীবন-সংহার ॥ ৪৮২

এড়ি দেহ বৃহন্নলা যাও নিজ ঘর।
সকল গোধন লয়ে যাউক কুরুবর ॥ ৪৮৩
বৃহন্নলা বলে ভয় না করিহ মনে।
তুমি চালাও রথ মুঞি যুঝিমু আপনে ॥ ৪৮৪
পূর্ব্বে আপন অস্ত্র থুইলা যেই গাছে।
উত্তরেরে লয়ে গেল শমীবৃক্ষ কাছে ॥ ৪৮৫
উত্তরেক বলেন অর্জ্জুন মহামতি।
এ সব সমর তোমাব অল্প শকতি ॥ ৪৮৬
মহামত্ত গজ সব না পারে মারিতে।
আমার হাতের বেগ না পারে সহিতে ॥ ৪৮৭
এই বৃক্ষে অস্ত্র পাণ্ডুপুত্রত রাখিল।
দেবাসুরসংগ্রামেত ভাল পরীক্ষিল ॥ ৪৮৮
গাছের খসাও অস্ত্র বাছিয়া লও শব।
তবে সে হইতে পারি রণেত তৎপর ॥ ৪৮৯
উঠিল উত্তর তবে গাছের উপর।
খসাইয়া সব অস্ত্র লইল সত্বর ॥ ৪৯০
আচ্ছাদন দূর হইল অস্ত্র সব জ্বলে।
অর্জ্জুনেরে পুছিল কুমার মহাবলে ॥ ৪৯১
কার কার অস্ত্র এই পঞ্চ শরাসন।
ভিন্ন ভিন্ন করিয়া রাখিল কি কারণ ॥ ৪৯২
ধ্বজা বিচিত্র দেখি ভিন্ন ভিন্ন বেশ।
কার কার কোন অস্ত্র কহত বিশেষ ॥ ৪৯৩
অর্জ্জুন বলিল শুন বিরাটকুমার।
এই মহা অস্ত্র দেখ ত্রিভুবনের সার ॥ ৪৯৪
পঞ্চ পাণ্ডবের এই পঞ্চ শরাসন।
ভিন্ন ভিন্ন অস্ত্র দেখ বিরাটনন্দন ॥ ৪৯৫
ইহা বলি নামে নামে দেখাইল সব।
কুমারের মনে তবে লাগিল পরাভব ॥ ৪৯৬

কুমার পুছেন তবে তুমি কোন জন।
নপুংসক বেশ তোমার কিসের কারণ ॥ ৪৯৭
ঞ্চ ভাই পাণ্ডব আছেন কোন দেশ।
ামারে কহ সকল বৃত্তান্ত বিশেষ ॥ ৪৯৮
ঙ্ক ব্রাহ্মণ (হয়েন) রাজা যুধিষ্ঠির।
পকার দেখ যেই বৃকোদর বীর ॥ ৪৯৯
াহক বুলিএ (সভে) অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
কুল সহদেব দেখ দুই সহোদব ॥ ৫০০
অর্জ্জুন বলেন শুন নৃপতিনন্দন।
অজ্ঞাতবাস এড়াইল পাণ্ডব পঞ্চ জন ॥ ৫০১
সৈরিন্ধ্রী হয়েছে দেখ দ্রৌপদী সুন্দরী।
শুনিয়া উত্তর কহে সবিনয় করি ॥ ৫০২
রোমাঞ্চিত কলেবর ধরিল চরণে।
আপনার দশ নাম কহত আপনে ॥ ৫০৩
অর্জ্জুন ফাল্গুনী জিষ্ণু কিরীটী মোর নাম।
বিজয় বিভৎস সব্যসাচী অনুপাম ॥ ৫০৪
পার্থ হেন নাম মোব আর ধনঞ্জয়।
এহি দশ নাম মোব শুন মহাশয় ॥ ৫০৫
আমার এই ধনু গাণ্ডীব শরাসন।
দেবরাজ প্রসাদে পাইল অস্ত্রগণ ॥ ৫০৬
আপনার দশ নাম কহিল ধনঞ্জয়।
তবে সে প্রত্যয় হৈল কুমার হৃদয় ॥ ৫০৭
আপন অস্ত্র লইল গাণ্ডীব লৈল হাতে।
আর অস্ত্র তথা থুইয়া চালাইল রথে ॥ ৫০৮
অস্ত্র সনে শমীবৃক্ষ প্রদক্ষিণ করি।
অগ্নির প্রসাদ বর হৃদয়েতে ধরি ॥ ৫০৯
মহারথ চালাইয়া চলে মহাবীর।
উত্তর সারথি হৈল অভয় শরীর ॥ ৫১০

হনুমানে অর্জ্জুন চিন্তিলা মনে মনে।
আকাশ হইতে ধ্বজ আইল তখনে॥ ৫১১
প্রদক্ষিণ করিয়া করিল নমস্কার।
চলিল উত্তর মুখে অর্জ্জুন দুর্ব্বার॥ ৫১২
শঙ্খধ্বনি করি দিল ধনুকে টঙ্কার।
পৃথিবী-কম্পিত গিরিশৃঙ্গের বিদার॥ ৫১৩
এক রথে যায় তবে সমর দুর্জ্জয়।
ভাবিয়া বলিল তবে দ্রোণ মহাশয়॥ ৫১৪
রথের ঘোষণ যেন মেঘের গর্জ্জন।
অনুমানে বুঝি রথে আইল অর্জ্জুন॥ ৫১৫
অস্ত্র সব মলিন বাণের জ্যোতি ক্ষয়।
বিপরীত বাতাস বহে মনে লাগে ভয়॥ ৫১৬
বিপরীত পাখি ডাকে ধ্বজে পড়ে কাক।
সৈন্যে বেড়ি উল্কাপাত পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক॥ ৫১৭
যোধের আস্ফাল নাহি কাঁদে অশ্বগণ।
অর্জ্জুনের বাণে আজি সৈন্যের নিধন॥ ৫১৮
হেনকালে অর্জ্জুন করিল শঙ্খধ্বনি।
বজ্রের নির্ঘাত যেন চতুর্দ্দিগে শুনি॥ ৫১৯
অর্জ্জুনের শঙ্খধ্বনি কৌরবে জানিল।
অনর্থ পড়িল হেন হৃদয়ে মানিল॥ ৫২০
(মারেন অর্জ্জুন বাণ হইয়া নিঃশঙ্ক।
সকলের কাছে বাণে বলে অর্জ্জুনোহহং)॥ ৫২১
অর্জ্জুনের বাণ সব দেখিতে উন্মত্ত।
ক্রুদ্ধ হয়ে আগুসারি কৃপ মহাসত্ত্ব॥ ৫২২
শঙ্খনাদ করিয়া ধনুকে দিল গুণ।
মহাবীর কৃপাচার্য্য সমরে নিপুণ॥ ৫২৩
বাম করে দৃঢ় মুষ্টি ধরিল গাণ্ডীব।
দিলেন টঙ্কার গুণে স্মরি সদাশিব॥ ৫২৪

টঙ্কারের শব্দ বড় হইল বিশাল।
অর্জ্জুনের টঙ্কার বলেন কুরুবল॥ ৫২৫
আগে কৃপ ধনঞ্জয়ে হইল মহারণ।
দুই মহাবীর যেন সূর্য্যের কিরণ॥ ৫২৬
ক্রুদ্ধ হৈল ধনঞ্জয় প্রতাপ দ্বিগুণ।
অলক্ষিতে কাটিলেক ধনুকের গুণ॥ ৫২৭
কৃপাচার্য্যের প্রতি বাণ মারে শত শত।
অর্দ্ধপথে আসিতে কাটিল মহাসত্ত্ব॥ ৫২৮
লজ্জা পাইয়া অর্জ্জুনে অধিক হৈল কোপ।
দিগ্‌বিদিগ্ নাহি (জ্ঞান) বাণের আটোপ॥ ৫২৯
বাণে ছাইল গগনে দেখি অন্ধকার।
শরজালে আবরিল কিছু না দেখি আর॥ ৫৩০
মহাবীর কৃপাচার্য্য গুণের নিধান।
অর্জ্জুনের লক্ষ্য কাটিল সাবধান॥ ৫৩১
অর্জ্জুনে মারিয়া বাণ করে সিংহনাদ।
কুরুবল কোলাহল (করে) জয় জয়নাদ॥ ৫৩২
অতিক্রোধে অর্জ্জুন মারিল চারি বাণ।
চারি অশ্ব কাটিয়া করিল খান খান॥ ৫৩৩
এক বাণ কাটে তার হাতের ধনু।
কবচ কাটিয়া তার ভেদিলেক তনু॥ ৫৩৪
শক্তি ফেলি হানিলেক অর্জ্জুনের শিরে।
দশ খান কইল শক্তি ধনঞ্জয় বীরে॥ ৫৩৫
সারথির মাথা কাটে আর চারি হয়ে।
ধ্বজদণ্ড কাটি পাড়ে বীর ধনঞ্জয়ে॥ ৫৩৬
রথহীন হৈল কৃপ গদা লৈল হাতে।
গদা ফেলি হানিলেক অর্জ্জুনের মাথে॥ ৫৩৭
শরজাল অর্জ্জুন করিল খান খান।
হাসিয়ে অর্জ্জুন বীর হাতে লইল বাণ॥ ৫৩৮

কৃপ ভঙ্গ দিল দেখি বিস্মিত হৈল মনে।
মহা অস্ত্র লৈল হাতে দ্রোণ মহাজনে॥ ৫৩৯
কৌরবপাণ্ডবের গুরু রণে বড় স্থির।
ত্রাসিত হইয়া চাহে কুরুযোধ বীর॥ ৫৪০
যোড় হাত করিয়া পার্থ কবে নমস্কার।
শাস্তপূর্ব্বক বচনে মুক্তি মাগি পরিহার॥ ৫৪১
আগে মোরে প্রহার করিবা তুমি যবে।
ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পাছে প্রহারিব তবে॥ ৫৪২
হেন কথা কহিল যবে অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।
একবিংশতি বাণ মারে দ্রোণ মহাবীর॥ ৫৪৩
সে বাণ নিবারিল বীর ধনঞ্জয়।
বাণ বরিষয় দ্রোণ সমরে দুর্জ্জয়॥ ৫৪৪
দুই বীরে মহারণ সমরে প্রচণ্ড।
দুই বীর যম যেন হাতে কাল দণ্ড॥ ৫৪৫
দুই বীরের বাণে গগন পূরিল।
দিগ্‌বিদিগ্‌ নাহি বাণে অন্ধকার হইল॥ ৫৪৬
যেন ইন্দ্রবৃত্রাসুরে আছিল সংগ্রাম।
দ্রোণ ধনঞ্জয় যুদ্ধ নাহিক উপাম॥ ৫৪৭
তবে ধনঞ্জয় বীর বরিষন্তি শর।
ধনুক কাটিয়া ভেদে দ্রোণ কলেবর॥ ৫৪৮
হাহাকার উঠিল সকল কুরুজনে।
আকাশেত পুষ্পবৃষ্টি কৈল পুরন্দরে॥ ৫৪৯
যুদ্ধ দেখিবারে আইলা যত দেবগণ।
সিদ্ধ মুনি গন্ধর্ব্ব সব ভরিল গগন॥ ৫৫০
নিরুৎসাহ দেখি দ্রোণ সংগ্রামে সংশয়।
তার পুত্র আইল অশ্বত্থামা মহাশয়॥ ৫৫১
অশ্বত্থামার সঙ্গে যুদ্ধ হইল বহুল।
দুই সিংহ রণে যেন হইল আকুল॥ ৫৫২

যেন দুই গরুড়ের পাখের খড়খড়ি।
দুই সিংহ যেন গুহায় দড়মড়ি॥ ৫৫৩
চটচটি শব্দ বাণ অস্ত্রে অস্ত্রে উঠে।
অগ্নিতে পুড়িয়া যেন বাঁশবন ফুটে॥ ৫৫৪
তবে অশ্বত্থামা বীর সংগ্রামে নিপুণ।
অলক্ষিতে ধনুকে চড়াইল গুণ॥ ৫৫৫
তবে দুই বীরে হৈল মহারণ।
দুই বীরে করে (বহু) অস্ত্র বরিষণ॥ ৫৫৬
অর্জ্জুনের কাটিযা পাড়ে ধনুকের গুণ।
সেই ধনঞ্জয বীব প্রতাপে নহে উন॥ ৫৫৭
দেবতা প্রশংসে প্রশংসে বিদ্যাধর।
অশ্বত্থামা কি কর্ম্ম করিল দুষ্কর॥ ৫৫৮
দুই টোন অক্ষয় অর্জ্জুন পাইল বব।
অশ্বত্থামাবে বিন্ধিয়া কবিল জর্জ্জব॥ ৫৫৯
যুদ্ধ সহিতে নাবে অশ্বত্থামা বীব।
বিমুখ হইল সেই বলে নহে স্থির॥ ৫৬০
জয হইল অর্জ্জুনেব দেখি দেবগণে।
অন্তবীক্ষে থাকিয়া প্রশংসে অর্জ্জুনে॥ ৫৬১
তবে কর্ণ মহাবীর করি বীব দাপ।
ক্রুদ্ধ হইযা বণে আইল হাতে লইল চাপ॥ ৫৬২
কর্ণ বীব দেখিযা কবিল ধনঞ্জয।
মত্ত গজ দেখি যেন গজেন্দ্র গর্জ্জয়॥ ৫৬৩
অর্জ্জুন বলেন কর্ণ যত কবিলা গর্ব্ব।
আজিকার রণে তোর চূর্ণ হইল সর্ব্ব॥ ৫৬৪
মোব সাক্ষাতে তুমি কর অহঙ্কার।
সভা মধ্যে বাখান তুমি গুণ আপনার॥ ৫৬৫
সভামধ্যে করিল দ্রৌপদীরে উপহাস।
সহিলাম তখন আছিলাম ধর্ম্মের পাশ॥ ৫৬৬,

বনবাসের যত দুঃখ আছএ মরমে।
তার ফল পাইবা আজি শুনহে অধমে॥ ৫৬৭
তুমি আমি যুদ্ধ আজি সংগ্রাম ভিতরে।
কুতূহলে দেখুক আজি সর্ব্ব কুরুবরে॥ ৫৬৮
এত বলি অর্জ্জুন বীর বরিষন্তি শর।
শরে শর নিবারন্তি কর্ণ ধনুর্দ্ধর॥ ৫৬৯
যত বরিষয় শর গণিতে না পারি।
দেখিয়া দোঁহার রণ সভে বিস্ময় করি॥ ৫৭০
তবে অর্জ্জুন বীর আর বাণ লইয়া।
মারিলেক কর্ণ বীরে আকর্ণ পূরিয়া॥ ৫৭১
দুই বাণে বিন্ধিলেক তুরঙ্গম চারি।
কত বাণ বৃষ্টি করে বলিতে না পারি॥ ৫৭২
এক গুণ কর্ণের কাটিল ধনঞ্জয়।
এক গুণ ধনুকে দিল কর্ণ মহাশয়॥ ৫৭৩
অর্জ্জুনেরে বাণ মারে কর্ণ দুর্জ্জয়।
কর্ণের কাটিল ধনু বীর ধনঞ্জয়॥ ৫৭৪
কর্ণ শক্তি মারিল কাটিল অর্জ্জুনে।
কর্ণের শক্তি কাটিলেক বিক্রমের গুণে॥ ৫৭৫
আর এক বাণ মারে অর্জ্জুন মহাবীর।
কর্ণের কবচ ভেদি বিন্ধিল কলেবর॥ ৫৭৬
মূর্চ্ছিত হইল কর্ণ হরিল চেতন।
ক্ষণেক রহিয়া বীর উঠিলা তখন॥ ৫৭৭
বাণবৃষ্টি করিল অর্জ্জুন মহাবীর।
ভঙ্গ দিল মহাবীর রণে নহে স্থির॥ ৫৭৮
তবে মহারথী সব হইয়া একমতি।
দ্রোণ কৃপ দুর্য্যোধন নৃপতি প্রভৃতি॥ ৫৭৯
অর্জ্জুনকে বেড়িয়া মারন্তি শরজাল।
প্রলয়ের মেঘে যেন বরিষন্তি ধার॥ ৫৮০

গগন ছাইয়া বাণ পড়ে নিরন্তর।
নিহির পড়এ যেন পর্ব্বত উপর ॥৫৮১
অশ্বের হিসর রব গজের গর্জ্জন।
রথের চকী চকী শব্দ হএ ঘনে ঘন॥ ৫৮২
নানাবিধ বাদ্য বাজে গভীর নিনাদ।
প্রলয়ের কালে যেন হয় ঘোরনাদ॥ ৫৮৩
কুলু কুলু শব্দ শুনি হাসে ত্রিভুবন।
পৃথিবীকম্পিত চমকিত দেবগণ॥ ৫৮৪
এক চাপে মারন্তি সকল কুরুগণ।
পর্ব্বত উপরে যেন হইল বরিষণ॥ ৫৮৫
কুরু বলে বেড়িয়া মারে অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধরে।
বাণেত ছাইল সব গগনমণ্ডলে॥ ৫৮৬
বজ্রপাত হয় যেন বিজুলি ববখে।
হেন মত বাণ পড়ে লাখে লাখে॥৫৮৭
কোপেত অর্জ্জুন বীর ছাড়ে সিংহনাদ।
প্রলযের অগ্নি যেন জ্বলে পবমাদ॥ ৫৮৮
ধনুকে টঙ্কার দিয়া বাণবৃষ্টি করে।
মুষলধারে বৃষ্টি যেন গগনমণ্ডলে॥ ৫৮৯
বাণেত ছাইল বীর আকাশমণ্ডল।
বাণে কাটি কুরুর বাণ পাড়ি ভূমিতল॥ ৫৯০
কোপেত অর্জ্জুন বীর দেব-বাণ লইয়া।
মহা রথ রথী সব ফেলায় কাটিয়া॥ ৫৯১
ঘোড়া হাতি কাটিয়া করিল খণ্ড খণ্ড।
একা যুঝে অর্জ্জুন বীর রণেত প্রচণ্ড॥ ৫৯২
সমরে অর্জ্জুন বীর নহে কভু ভঙ্গ।
কুরুসেনাগণ মারে মনেত নিশঙ্ক॥ ৫৯৩
কার কবচ কাটে কার ভেদে গাএ।
কাহার মস্তক কাটে কাহার হস্ত পাএ॥ ৫৯৪

গজ পড়ে অশ্ব পড়ে পড়ে যোধগণ।
সংগ্রামের মধ্যে করে অর্জ্জুন গর্জ্জন॥ ৫৯৫
শুনিয়া গণ্ডীবনাদ শঙ্খের নিস্বন।
উপড়িয়া পড়ি সব ছাড় এ পরাণ॥ ৫৯৬
হেনমতে কুরু সৈন্যে পাঠাইল যমঘর।
সৈন্য সাগর মধ্যে অর্জ্জুন একেশ্বর॥ ৫৯৭
ভঙ্গ দিয়া পলায় সকল সেনাপতি।
তবে মনে মনে চিন্তে কুরু অধিপতি॥ ৫৯৮
দুর্য্যোধন কর্ণ দুঃশাসন বিবিংশতি।
দ্রোণ অশ্বত্থামা কৃপ বীর মহামতি॥ ৫৯৯
তবে আইলা সাত বীর হাতে লইয়া ধনু।
বেড়িয়া বিন্ধিল সভে অর্জ্জুনের তনু॥ ৬০০
সাত জন বিন্ধে অর্জ্জুনের অক্ষয় শরীর।
নরনারায়ণ রূপ রণে বড় স্থির॥ ৬০১
তবে অর্জ্জুন বীর হাতে লইয়া বাণ।
সাত বীরের বাণ কাটি কৈল খান খান॥ ৬০২
তবে আর বাণ মারে সাত মহাবীর।
কোপেন অর্জ্জুন বীর নির্ভয় শরীর॥ ৬০৩
ইন্দ্র দিলা দিব্য অস্ত্র নিল ততক্ষণ।
দশ দিক দীপ্ত কৈল সূর্য্যের কিরণ॥ ৬০৪
দিব্য অস্ত্র দেখিয়া কম্পিত কুরুগণে।
ত্রস্ত হইয়া রথী সব ভঙ্গ দিল রণে॥ ৬০৫
প্রাণ লইয়া সভে গেলা স্থানান্তরে।
হাতে অস্ত্র করি দেখে ধনঞ্জয় বীরে॥ ৬০৬
তবে ভীষ্ম বীর প্রতাপে অপার।
রণে পরাজয় সেই বীর অবতার॥ ৬০৭
বাহু ভঙ্গ দেখিয়া পাইল বড় তাপ।
সংগ্রামেত মহাশূর করে বীরদাপ॥ ৬০৮

বাছিয়া বাছিয়া বাণ অর্জ্জুনেরে হানে।
পর্ব্বত উপরে যেন মেঘ বরিষণে॥ ৬০৯
অষ্ট মহা সর্প যেন অস্ত্র গোটা শর।
ভীষ্ম হানে অর্জ্জুনের ধ্বজের উপর॥ ৬১০
তবেত অর্জ্জুন বীর হাতে লইল বাণ।
সেই অস্ত্রে বাণ সব কৈল খান খান॥ ৬১১
ভীষ্মের ধবলছত্র কাটিল অর্জ্জুনে।
ধ্বজ খণ্ড খণ্ড কৈল প্রশংসে দেবগণে॥ ৬১২
দুই বীরে মহাযুদ্ধ ঘোরতর হইল।
পুস্তক বিশাল হয় তাহা না লেখিল॥ ৬১৩
দুই মহাবীর্য্যবন্ত (দোঁহে) সমরে দুর্জ্জয়।
কাহার না হৈল রণে জয় পরাজয়॥ ৬১৪
প্রশংসন্তি দেবগণ গগন ভিতরে।
পুষ্পবৃষ্টি কৈল ইন্দ্র দোঁহার উপরে॥ ৬১৫
তবে হাসে ধনঞ্জয় ইন্দ্রের নন্দন।
অলক্ষিতে কাটিল ভীষ্মের শরাসন॥ ৬১৬
চোখ চোখ দশ বাণ মারিল হৃদয়।
মূৰ্চ্ছিত হইল বীর গঙ্গার তনয়॥ ৬১৭
রথেত বিহ্বল হইল দেখিয়া সারথি।
রথ বাহুড়াইয়া রাখে ভীষ্ম মহামতি॥ ৬১৮
ভীষ্ম ভঙ্গ দেখিয়া পলায় দুর্য্যোধন।
ডাক দিয়া পার্থ বীর বোলএ তখন॥ ৬১৯
অপকর্ম্ম না গণিঞা পলায়সি রণে।
রাজা হইয়া পলায়সি কিফল জীবনে॥ ৬২০
ক্ষত্রিয় পুত্র হইয়া প্রাণেত কাতর।
পৃথিবীত জিএ কেন এ হেন বর্ব্বর॥ ৬২১
কোথা গেল অহঙ্কার কর্ণ তোর মিত্র।
কোথা গেয রাজ্যখণ্ড পলাও বিচিত্র॥ ৬২২

যুধিষ্ঠির রাজার লইলে রাজ্যখণ্ড।
পৃথিবীত মহারাজা ধরাইল দণ্ড॥ ৬২৩
রণ মাঝে পলায়সি জীবনে কিবা ফল।
রাজার চরিত নহে শুনরে বর্ব্বর॥ ৬২৪
দুর্য্যোধন নাম ব্যর্থ হইল তোর।
প্রাণ লইয়া পলায়সি যেন ধায়ে চোর॥ ৬২৫
আগু পাছু সহায় না দেখি তোর গণে।
আমি তোমা মারিব রাখিব কোন জনে॥ ৬২৬
হস্তী যেন না সহে অঙ্কুশের নিশান।
অর্জ্জুনের বচনে নেউটে দুর্য্যোধন॥ ৬২৭
রাজার সঙ্কট দেখি কর্ণ আইল ধাই।
ভীষ্ম বীর রণে আইল রাজার চারি ভাই[১]॥ ৬২৮
দ্রোণ দুঃশাসন আর বীর বিবিংশতি।
রাজার সঙ্কট দেখি আইল শীঘ্রগতি॥ ৬২৯
তবেত হইল যুদ্ধ তুমুল বহুতর।
রণেত হারিল দুর্য্যোধন নৃপবর॥ ৬৩০
সম্মোহন মহাঅস্ত্র ইন্দ্র যাহা দিল।
হাসিয়া অর্জ্জুন তাহা ধনুকে যুড়িল॥ ৬৩১
মোহ পাইল কুরুবর রথের উপর।
রণমাঝে খসিল হাতের ধনুক শর॥ ৬৩২
সংজ্ঞাহীন হইল সভে (যেন) নিদ্রায় আকুল।
চিত্রের পুতুলী যেন লিখিয়া রাখিল॥ ৬৩৩
উত্তরের দিগে চাহিয়া বলে ধনঞ্জয়।
শুন শুন উত্তর বিরাটতনয়॥ ৬৩৪
দ্রোণ কৃপ আদি করি যত মহাযোধ।
সভার কাপড় লহ হিতানুরোধ॥ ৬৩৫

(১) পুন আসি ভীষ্ম বীর মনে লজ্জা পাই।—পাঠান্তর।

উত্তরা পুত্তুলী খেলাইতে বিশেষ।
যাত্রাকালে মাগিয়াছে এই সে সন্দেশ ॥ ৬৩৬
সভার বস্ত্র লহ নাহি ভীষ্মে পরিহরি।
সম্মোহন অস্ত্রে তোমা কি কবিতে পারি ॥ ৬৩৭
হেন মতে কুরুবল অর্জ্জুন জিনিল।
সভাকার বস্ত্র হরি উত্তর আনিল ॥ ৬৩৮
ধেনু সব ডাকাইয়া কবিল একাকার।
কোলাহল শব্দ করে ধনুকে টঙ্কার ॥ ৬৩৯
গোপেবে বলিল চলহ ধেনু পাছে ভাগে।
মৎস্য নগরে ধেনু যায় অনুবাগে ॥ ৬৪০
অর্জ্জুন বলন্তি শুন বিরাটনন্দন।
তুরিতে চালাও রথ যথা উচ্চ বন ॥ ৬৪১
যেই বৃক্ষে হৈতে খসাইলা আভরণ।
সেই বৃক্ষের নিকটে করহ গমন ॥ ৬৪২
বৃক্ষতলে রথ গেল ত্বরিত গমনে।
উলটিয়া চাহিল যতেক কুরুগণে ॥ ৬৪৩
ভূমিতে শয়ন সৈন্য দেখিএ দুর্গতি।
গুণবন্ত অর্জ্জুনের হইল কৃপামতি ॥ ৬৪৪
বরুণ বাণ এড়িলেক বায়ুর সঞ্চারে।
সৈন্যের উপরে মেঘ ববিষে নির্ঝরে ॥ ৬৪৫
সুধাময় জল পাইয়া শান্ত হইল সৈন্য।
প্রশংসে অর্জ্জুনেরে (সভে) বলে ধন্য ধন্য ॥ ৬৪৬
সাধু অর্জ্জুন বীর পাণ্ডু রাজার সুত।
কুরুবল দেখিয়া কৃপা হইল বহুত ॥ ৬৪৭
ভীষ্ম দ্রোণ প্রশংসিল ধন্য ধনঞ্জয়।
যত বহু গুণ আছে জানিল সভায় ॥ ৬৪৮
দুর্য্যোধন রাজা বড় পাইল অপমান।
কুরুবল সমেত গেলা আপনার স্থান ॥ ৬৪৯

অর্জ্জুন আভরণ থুইলা কোটর ভিতরে।
নপুংসক বেশ হইয়া স্ত্রীবেশ করে॥ ৬৫০
শঙ্খ কঙ্কণ কেয়ূর আদি করি।
নপুংসক হইলা পুরুষত্ব পরিহরি॥ ৬৫১
অর্জ্জুন বলেন শুন বিরাটনন্দন।
চালাইব রথ আমি তুমি কর আরোহণ॥ ৬৫২
আমিত সারথি হই তুমি চড় রথে।
ধেনুগণ চালাইয়া যাহ অস্তে ব্যস্তে॥ ৬৫৩
উত্তর বলেন প্রভু না বল ভাল বাণী।
তুমি সারথি আমি রথী হইব কেনি।॥ ৬৫৪
তুমি মোর গুরুজন আমি হই দাস।
তুমি চালাইবা রথ লোকে উপহাস॥ ৬৫৫
অর্জ্জুন বলেন চল যোধরূপ ধরি।
অর্ঘ্য দিবেন আসি সুদেষ্ণা পাটেশ্বরী॥ ৬৫৬
আমার নিমিত্ত অর্ঘ্য এড়িব তুমিত।
লোকের মুখে আমি পাছে হই বিদিত॥ ৬৫৭
এই দুই কার্য্য মোর কর ধনুর্দ্ধর।
তবে সে সার্থক তুমি (আমার) যোগ্য শিষ্যবর॥ ৬৫৮
এত বলি বৃহন্নলা ধরিল গিয়া রথ।
উত্তর চড়িলা রথে হইয়া নম্রবৎ॥ ৬৫৯
কপিধ্বজময় রথ হইল অন্তর্ধান।
সিংহধ্বজ রথ ছুঁহে কৈল আরোহণ॥ ৬৬০
অশ্বশিক্ষা মন্ত্রে রথ চালায় বৃহন্নলা।
গগনে ছাইয়া দিল রথচক্রের ধূলা॥ ৬৬১
পবন গমন জিনি রথ খান চলে।
ধেনু লইয়া চলিল পরম কুতূহলে॥ ৬৬২
রণ জয় শব্দ হইল শুনিয়া লোকমুখ।
ধনঞ্জয় জিনিলেক রাজার সম্মুখ॥ ৬৬৩

দুন্দুভির বাদ্য বাজে কাংস্য করতাল।
দগড় ডিণ্ডিম বাজে মাদল বিশাল॥ ৬৬৪
আনন্দিত হইল মৎস্য নগরের লোক।
রাজপুরজন আইল রাজার সম্মুখ॥ ৬৬৫
বিরাট বসিলা গিয়া রত্ন সিংহাসনে।
বসিলা ব্রাহ্মণ কঙ্ক রাজ-বিদ্যমানে॥ ৬৬৬
বল্লব প্রভৃতি বসিলা আর তিনজন।
পাত্র মিত্র বসিলা যাহার যথা স্থান॥ ৬৬৭
দধি খদি শ্বেত নেত বহুল বিস্তর।
দিব্যাঙ্গনা সবে মঙ্গল করন্তি জয় জয়কার॥ ৬৬৮
ঝাঁকে ঝাঁকে দূর্ব্বাক্ষত দেহন্তি বরনারী।
অর্ঘ্য লইয়া আইল সুদেষ্ণা পাটেশ্বরী॥ ৬৬৯
অর্ঘ্য লইয়া মেলিলেন রাজার অগ্রেতে।
অর্ঘ্য নিবারণ রাজা করিল তুরিতে॥ ৬৭০
ব্রাহ্মণ থাকিতে অর্ঘ্য আনে নাহি পায়।
প্রথমে কঙ্কেরে অর্ঘ্য দিবারে জুয়ায়॥ ৬৭১
অর্ঘ্য হাতে রহিলেন সুদেষ্ণা পাটেশ্বরী।
সজল নয়নে দেবী পুত্রস্নেহ করি॥ ৬৭২
বিরাট বলন্তি কেনে কাঁদ প্রিয়তমা।
আমার ঐশ্বর্য্য কেনি করহ অক্ষেমা[১]॥ ৬৭৩
রণ জিনি আইলা আনন্দ কর মনে।
রত্ন সিংহাসনে বৈস ত্যজহ ক্রন্দনে॥ ৬৭৪
সুদেষ্ণা বলেন প্রভু মনদুঃখ বিস্তর।
না জানি পড়িল মোর কোন আথান্তর॥ ৬৭৫
যখনে চলিলা তুমি দক্ষিণের রণে।
সেইক্ষণে গোধন হরিলা দুর্য্যোধনে॥ ৬৭৬

---

(১) ক্ষোভ কর তুমি।—পাঠান্তর।

অযুদ্ধ-কুমার মোর রণ মধ্যে গেলা।
এক রথে গেলা পুত্র সঙ্গে বৃহন্নলা॥ ৬৭৭
একেশ্বর গেলা পুত্র অঘোর সমরে।
অযুদ্ধমান পুত্র প্রাণ পোড়ে তারে॥ ৬৭৮
যখনে হইল পুত্র পুরীর বাহির।
সেই হৈতে প্রাণ মোর নাহি হয় স্থির॥ ৬৭৯
কোমলশরীর পুত্র (মোর) অন্ধকের নড়ি।
তৃষ্ণাএর জল মোর দরিদ্রের কড়ি॥ ৬৮০
বিরাট শুনিল যদি সুদেষ্ণা বচন।
হাহা পুত্র করি কান্দি উঠিল তখন॥ ৬৮১
পুত্রের বিহনে হইল নিধন আমার।
অযুদ্ধমান পুত্র কেন গেল একেশ্বর॥ ৬৮২
তোমার নিধনে হইব আমার নিধন।
কি করিব ছত্র দণ্ড রত্ন সিংহাসন॥ ৬৮৩
শ্রীকঙ্ক বলেন রাজা না কর ক্রন্দন।
এক মন হইয়া শুন আমার বচন॥ ৬৮৪
জয় বই পরাজয় নাহিক তাহাতে।
বৃহন্নলা সারথি আছএ যার রথে॥ ৬৮৫
বৃহন্নলা রথে গেলে নাহি পরাজয়।
আমার বচন তুমি জানিহ নিশ্চয়॥ ৬৮৬
কঙ্কের বচনে রাজা হৈল আনন্দিত॥
খেলিতে লাগিল পাশা কঙ্কের সহিত॥ ৬৮৭
সর্ব্বলোক আনন্দিত মহাকুতূহলে।
রথের ঘোষণা শব্দ শুনি হেন কালে॥ ৬৮৮
রথ শব্দে ধেনু শব্দে হৈল মহারোল।
মৎস্যের নগরে হৈল আনন্দ বিভোল॥ ৬৮৯
অনুচরে কহিলেক বিরাটের স্থানে।
উত্তর জিনিল রণ বৃহন্নলা সনে॥ ৬৯০

শুনিয়া বিরাট রাজা আনন্দ বিস্তর।
শুভক্ষণে পুত্র মোর কুমার উত্তর॥ ৬৯১
কঙ্ক বলিলেন পূর্ব্বে বলেছি রহস্য।
বৃহন্নলা সারথি হইলে বিজয় অবশ্য॥ ৬৯২
কদাচিৎ রণে তার নাহি পরাজয়।
সত্য সত্য মম বাক্য জানিহ নিশ্চয়॥ ৬৯৩
শুনিয়া বিরাট হৈল অতি কোপমন।
কদাচিৎ ব্রাহ্মণ জাতি নহেত আপন॥ ৬৯৪
মোর পুত্র রণ জিনি একান্ত নিন্দসি!
নপুংসক বৃহন্নলা তাহারে প্রশংসি॥ ৬৯৫
ক্রুদ্ধ হয়ে পাষ্টি রাজা ফেলে রাজপাটে।
উখড়িয়া পড়ে পাষ্টি কঙ্কের ললাটে॥ ৬৯৬
কপালে ফুটিয়া তবে পড়েত রুধিব।
দুই হাতে চাপিয়া ধরিল যুধিষ্ঠিব॥ ৬৯৭
সৈরিন্ধ্রী আসিয়াছিল সুদেষ্ণা সহিত।
দেখিয়া দুঃখিত হৈল মনেত ব্যথিত॥ ৬৯৮
বুঝিয়া সৈরিন্ধ্রী তবে কঙ্কের আশয়।
সুবর্ণের বাটা আনি যোগাইল তায়॥ ৬৯৯
হেনকালে দ্বারী গেল রাজার গোচর।
বৃহন্নলা সহ আইল কুমাব উত্তর॥ ৭০০
মৎস্য রাজা বলিলেন ঝাট আন গিয়া।
শ্রীকঙ্ক কহিল কথা তাহাত লাগিয়া॥ ৭০১
কুমারে আনিহ না আনিহ বৃহন্নলা।
রাজার সাক্ষাতে আসি কুমার মিলিলা॥ ৭০২
ব্রাহ্মণ সাক্ষাতে অর্ঘ্য নাহি দিল মাথে।
অর্ঘ্য লইয়া সুদেষ্ণা আইল আস্তে ব্যস্তে॥ ৭০৩
অর্ঘ্য লইয়া আইল কুমার সন্নিহিতে।
উত্তর বলেন অর্ঘ্য এড়ত ভুমিতে॥ ৭০৪

মোর যুদ্ধ জিনাইল স্বর্গের বিদ্যাধর।
তুমি তারে অর্ঘ্য দেহ পৃথিবী উপর॥ ১০৫
অর্জ্জুন নিমিত্ত বীর ভূমিতে অর্ঘ্য দিয়া।
বাপের চরণে নমস্কার হৈল গিয়া॥ ১০৬
কঙ্কের ললাটে দেখি কেন রক্তের ধার।
দেখিয়া বিস্মিত হইল বিরাটকুমার॥ ১০৭
তবেত উত্তর কহে বাপেরে ততক্ষণ।
সামান্য মনুষ্য নহে এ কঙ্ক ব্রাহ্মণ॥ ১০৮
ধর্ম্মশীল দয়াবন্ত গুণের নিদান।
হেনক ব্রাহ্মণ তুমি দেখহ বিদ্যমান॥ ১০৯
তোমাব সভায় হেন অপকর্ম্ম কেনে।
ব্রাহ্মণসন্তোষ ঝাট কবহ আপনে॥ ১১০
বিরাট বলন্তি আমি প্রশংসি তোমাকে।
বৃহন্নলা প্রশংসে কঙ্ক শুনে সর্ব্বলোকে॥ ১১১
তবে বাজা তাহাবে শান্তাইল বহুতর।
হাসিয়া বলিল তারে ধর্ম্ম নরবর॥ ১১২
তোমাকে ক্ষমিল আমি নাহিক বিস্ময়।
তখনে ক্ষমিঞা আছি শুন মহাশয়॥ ১১৩
আমার শোণিতবিন্দু ভূমি যদি পড়ে।
সেই রাজ্যের প্রজা সেইক্ষণে মরে॥ ১১৪
তে কারণে হাতে চাপি রুধির রাখিল।
সৈরিন্ধ্রী জোগাইল বাটা তাহে আবোপিল॥ ১১৫
এতেক শুনিয়া রাজা বিস্ময় বড় মনে।
পুত্র লইয়া সংগ্রামের রহস্য কথা শুনে॥ ১১৬
উত্তর বলন্তি বাপা সুদৈবের ঘটনে।
আমি যুদ্ধ করিতে আইলা দেবগণে॥ ১১৭
এক দেব আসিয়া করিল সহারণ।
কুরু বল পরাজিয়া আনিল গোধন॥ ১১৮

বিজয় দিইয়া মোরে বলিলা বিস্তর।
হেথায় আসিব তিনি দিন চারি পর ॥ ৭১৯
কহিল প্রপঞ্চ কথা বাপের সন্নিধানে।
শুনিয়া বিস্ময় রাজা হৈল ততক্ষণে ॥ ৭২০
দেবের প্রসাদ শুনি মৎস্য নরপতি।
সবান্ধবে মহোৎসব করে মহামতি ॥ ৭২১
হেন মতে নানা সুখে বৈসে নৃপবর।
ভিন্ন ভিন্ন পাঁচ ভাই চিন্তিত অন্তর ॥ ৭২২
তিন দিন গেলেত শুভক্ষণ পাই।
পঞ্চ ভাই পাণ্ডব মিলিল এক ঠাঞি ॥ ৭২৩
স্নান করি পরিলেন দিব্য অলঙ্কার।
দিব্য বস্ত্র গন্ধপুষ্প মঙ্গল সম্ভার ॥ ৭২৪
দ্রৌপদী সহিত পঞ্চ পুরুষ সুন্দর।
দিব্য মূর্ত্তি ধরি আইলা সভার ভিতর ॥ ৭২৫
যুধিষ্ঠির নৃপতি বসিলা রাজসিংহাসনে।
পরিচর্য্যা করন্তি দ্রৌপদী চারিজনে ॥ ৭২৬
বসিয়াছেন পঞ্চ ভাই রাজার আসনে।
সভা করিবারে আইলা বিরাট তখনে ॥ ৭২৭
আসিয়া দেখিল রাজা সবিস্ময় মন।
সিংহাসনে বসিয়াছে কঙ্ক যে ব্রাহ্মণ ॥ ৭২৮
কঙ্কেরে বলিল বিরাট কেন হেন বিপরীত।
আমার আসনে বৈস নহেত উচিত ॥ ৭২৯
অর্জ্জুন উত্তর দিল ঈষৎ হাসিয়া।
ইন্দ্রের আসন নিতে পারিএ শাসিয়া ॥ ৭৩০
পুণ্যবন্ত দয়াশীল দয়ার সাগর।
কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির ধর্ম্মেত তৎপর ॥ ৭৩১
অষ্টাশিসহস্র ভট্ট যাঁরে স্তব করে।
যত নৃপবর থাকে যাহার দুয়ারে ॥ ৭৩২

কর লইয়া রাজা সব আইসএ দুয়ারে।
মণিরত্ন আনি শমন বলি যারে॥ ১৩৩
অষ্টাশী সহস্র বিপ্র ভুঞ্জে নিতে নিতে।
অন্ধ খোড়া বাল বৃদ্ধ পোষেন পৃথিবীতে॥ ১৩৪
পুত্রসম প্রজা পালে ধর্ম্ম তৎপর।
সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় গুণের সাগর॥ ১৩৫
হেন রাজা বসিয়াছেন তোমার আসনে।
অনুচিত হেন বল কিসের কারণে॥ ১৩৬
তবে বিরাট রাজা বলএ ভক্তি করি।
এই যুধিষ্ঠির যদি ধর্ম্ম অধিকারী॥ ১৩৭
কোথায় ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেব।
যশস্বিনী দ্রৌপদী কোথায় কহ সব॥ ১৩৮
কঙ্ক নাম ধরে দেখ রাজা যুধিষ্ঠিব।
বল্লব নাম বলি এই ভীম মহাবীব॥ ১৩৯
আমার নাম অর্জ্জুন হই বৃহন্নলা।
নকুল ইহাব নাম ছিলা গো-শালা॥ ১৪০
অশ্ববৈদ্য এই দেখ সহদেব নাম।
দ্রৌপদী দেখ এই সৈরিন্ধ্রী যাব নাম॥ ১৪১
প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষে তবে অর্জ্জুন চিনাইল।
কুতূহলে মৎস্যবাজ পবিচয পাইল॥ ১৪২
হাতযোড় করিযা বিরাট মাগে পরিহার।
অজ্ঞাত অপরাধ যত ক্ষেমহ আমার॥ ১৪৩
পাঁচ ভাই বলিল কবিলে উপকাব।
তোমার সহায়ে দুঃখ গেলত আমাব। ১৪৪
বৎসরেক ছিলাঙ অজ্ঞাতের বাস।
গর্ভবাস হেন কেহ না পায় প্রকাশ॥ ১৪৫
পুন বিরাট বলে করি যোড় কর।
মোর নিবেদন কিছু শুন নরেশ্বর॥ ১৪৬

উত্তরা নামে কন্যা মোর আছে অন্তঃপুরে।
বৃহন্নলা নৃত্য গীত পড়াইল তারে॥ ৭৪৭
বিভা-যোগ্য কন্যা মোর পরম সুন্দরী।
বিভার উচিত কন্যা মনেত বিচারি॥ ৭৪৮
উত্তরা কুমারী পরিণয় কর এক জন।
তবে ভাগ্য মানি মুঞি আপন জীবন॥ ৭৪৯
এত শুনি যুধিষ্ঠির অর্জ্জুনেব পানে চাহিল।
ঈঙ্গিত বুঝিয়া তবে অর্জ্জুন কহিল॥ ৭৫০
অভিমন্যু পুত্র মোর গুণেব নিধান।
গোবিন্দের আজ্ঞা হৈলে দেহ কন্যাদান॥ ৭৫১
(এত শুনি বিবাট বলিল আর বার।
দূত পাঠাইয়া দেহ তত্ত্ব জানিবার॥ ৭৫২
শুনি যুধিষ্ঠির রাজা বলিলা বচন।
যাহ ঝাট সহদেব দ্বাবকা ভুবন॥ ৭৫৩
অন্যে অন্যে সম্ভাষা হইল বহুতর।
বিরাট নৃপতি আব পঞ্চ সহোদর॥ ৭৫৪
যথা আছে পাণ্ডবের মিত্র বন্ধুজন।
দূত পাঠাইযা সব দিলা ততক্ষণ॥ ৭৫৫
সহদেবে বলিলেন ধর্ম্ম নৃপবর।
দূত হইয়া যাহ তুমি দ্বারকানগর॥ ৭৫৬
সভার কুশল জানাইহ একে একে।
সকল রহস্য কহিও প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষে॥ ৭৫৭
রাজ-আজ্ঞায় সহদেব চলিল ততক্ষণ।
ক্রমে ক্রমে বন্দিল চারি ভায়ের চরণ॥ ৭৫৮
শীঘ্র এক রথ দিল বিরাট নৃপবর।
সত্বরে পাইল গিয়া দ্বারকা নগর॥ ৭৫৯
কৃষ্ণের দ্বারে গিয়া রথ রহাইল।
দ্বারী গিয়া কৃষ্ণের চরণে জানাইল॥ ৭৬০

দ্বারে আসিয়াছে পাণ্ডুপুত্র সহদেব।
করযোড়ে বলে কথা শুন বাসুদেব॥ ৭৬১
সহদেব দ্বারে হেন শুনি নারায়ণ।
দ্বারীরে বলিল ঝাট আন তুরিত গমন॥ ৭৬২
(নারায়ণের বচন দ্বারী করি মাথে।
সহদেব লইয়া গেল কৃষ্ণের অগ্রেতে॥ ৭৬৩
সহদেব গেলা যবে গোসাঞি বিদ্যমানে।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে কৃষ্ণের চরণে॥ ৭৬৪
নমো মীন শরীর উদ্ধারিলা বেদ।
নমামি কমঠ তনু পরম অভেদ॥ ৭৬৫
নমো বরাহ রূপ দশনে ধর ক্ষিতি।
নমো নরসিংহ বিদারিতে দৈত্যপতি॥ ৭৬৬
নমো খর্ব্ব তনু বামন দ্বিজবর।
নমো ভৃগুপতি ক্ষত্রিয়-অন্তকর॥ ৭৬৭
নমো রাজরাজেশ্বর রাম রঘুনাথে।
নমো পযোধি-বন্ধন ছেদিলে দশমাথে॥ ৭৬৮
নমো বৌদ্ধরূপ হরি যোগমেলা।
বিচারিয়া যোগধর্ম্ম যোগী সনে খেলা॥ ৭৬৯
নমো যদুনাথ শ্যাম বাশরীবিহারি।
নমো বৃন্দাবনে রঙ্গ সনে গোপনারী॥ ৭৭০
নমো দেবের দেব প্রভু পাপবিমোচন।
নমো বিশ্বরূপ গোসাঞি গরুড়বাহন॥ ৭৭১
নমো দ্বারকানাথ বহু রমাপতি।
নমো যদুনাথ প্রভু জগৎ অধিপতি॥) ৭৭২
যুধিষ্ঠিরের নিবেদন ভীমের নমস্কার।
অর্জ্জুনের প্রণাম প্রণতি নকুল কুমার॥ ৭৭৩
দ্রৌপদীর প্রণাম জানাইল বারবার।
তোমার চরণে স্তুতি করিল বিস্তর॥ ৭৭৪

সহদেব করযোড়ে করিল স্তবন।
করুণ হৃদয় হইলা দেব নারায়ণ॥ ৭৭৫
আইস সহদেব বীর বৈসহ আসনে।
চিরদিন বিলম্বে দেখি তোমার বদনে॥ ৭৭৬
যুধিষ্ঠিরের কুশল কহ মনের হরিষ।
ভীমের কুশল কহ শুনি সবিশেষ॥ ৭৭৭
অর্জ্জুনের কুশল কহ পুন শুনি।
দ্রৌপদীর কুশল রহস্য সব শুনি॥ ৭৭৮
নকুলের কুশল কহি হরিষ কব মোরে।
মনের হরিষ হইল দেখিয়া তোমারে॥ ৭৭৯
কোন রাজ্যে আছিলা সভে বর্ণ করি চুরি।
সহদেব কহ কথা শুনি কর্ণ ভবি॥ ৭৮০
সহদেব কহেন কথা প্রভুর বিদিত।
সুভদ্রা মিলিলা আসি পুত্রের সহিত॥ ৭৮১
সহদেব সুভদ্রাব বন্দিল চরণ।
সহদেবে অভিমন্যু করিল বন্দন॥ ৭৮২
সহদেব কোলে কবি বসিলা অভিমন্য।
সর্ব্বলোকে প্রশংসে করেন ধন্য ধন্য॥ ৭৮৩
সুভদ্রা বলেন সহদেব বলিএ তোমারে।
প্রভুর কুশল কথা কহতো আমারে॥ ৭৮৪
রাজার কুশল কহ দ্রৌপদী পাটেশ্বরী।
বৃকোদরের কুশল কহ নকুল আদি করি॥ ৭৮৫
আনন্দিত হইয়া বসিলা সর্ব্বলোক।
সহদেব কহে কথা শুনিতে কৌতুক॥ ৭৮৬
শুন যদুনাথ চতুর্দ্দশ ভুবনপতি।
দ্বাদশ বৎসর গেল বিস্তর দুর্গতি॥ ৭৮৭
ত্রয়োদশ বৎসরে গেলাঙ মৎস্যনগরী।
ছয় জন আছিলাঙ বর্ণ করি চুরি॥ ৭৮৮

কঙ্ক নাম হইয়াছিল রাজা যুধিষ্ঠির।
ভীম বল্লব নামে দুর্জ্জয় শরীব॥ ৭৮৯
বৃহন্নলা পার্থের নাম সৈরিন্ধ্রী পাটেশ্বরী।
গো-বৈদ্য অশ্ব-বৈদ্য দোঁহে নাম ধবি॥ ৭৯০
দ্রৌপদীর কারণে কীচক বধ করি।
বৃকোদর বধিল তাহে এইমত ধবি॥ ৭৯১
কীচকনিধন শুনি রাজা দুর্য্যোধন।
উত্তব দক্ষিণের সব নিলেক গোধন॥ ৭৯২
যুধিষ্ঠিব রাজা জিনিল দক্ষিণের রণ।
একেশ্বর উত্তর জিনিল অর্জ্জুন॥ ৭৯৩
(ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ আদি যত সেনাপতি।
কৃপ কৃত আদি সকল বীর তথি॥ ৭৯৪
দুর্য্যোধন আদি করি যত বীববব।
অশ্বথামা প্রভৃতি যতেক ধনুর্দ্ধর॥ ৭৯৫
একেশ্বর অর্জ্জুন জিনিল কুরুবল।
উত্তর গোগৃহে নিধন সর্ব্ব ক্ষেত্রি কৈল॥) ৭৯৬
বিবাট দক্ষিণে গিয়া জিনিলেক বণ।
যুধিষ্ঠির রাজা হইলা বিবাটভুবন॥ ৭৯৭
পরিচয় পাইযা বিরাট হইলা দণ্ডবত।
বিস্তর স্তবন কৈল ধর্ম্মের অগ্রত॥ ৭৯৮
বাজাত নির্ভয় দিলা তাহা নাহি মানে।
উত্তরাবিবাহ দিব অভিমন্যু স্থানে॥ ৭৯৯
আর এক বাক্য গোসাঞি শুনহ রাজার।
বিরাট সহিত সম্বন্ধ কি আজ্ঞা তোমার॥ ৮০০
নারায়ণ বলেন তুমি শুন মহাসত্ত্ব।
বিরাট সহিত সম্বন্ধ কহি আমি তত্ত্ব॥ ৮০১
নারদে কহিয়াছেন বিরাটের আদ্য মুল।
মৎস্যের উদরে জন্ম অক্ষুণ্ণ তার কুল॥ ৮০২

চেদী রাজার বীর্য্য খাইল মৎস্য বরে।
সত্যবতী হেন কন্যা মৎস্যের উদরে॥ ৮০৩
যোগ্য বিরাট রাজা সোমবংশে জন্ম।
নিশ্চয় কহিল আমি এই যোগ্য কর্ম্ম॥ ৮০৪
সত্যবতী বিরাট এক গর্ভে হৈল।
সকল বৃত্তান্ত আমি সংক্ষেপে কহিল॥ ৮০৫
দারুক সারথিরে আজ্ঞা জগন্নাথ দিল।
আজ্ঞা পায়্যা রথ সজ্জা করিয়া আনিল॥ ৮০৬
একে একে সম্ভাষা করিয়া বন্ধুগণ।
সুভদ্রা অভিমন্যু লইয়া চলিলা নারায়ণ॥ ৮০৭
কৃষ্ণ বলভদ্র চলিয়া আইসেন যবে।
বড় বড় রাজা সব মিলিলা গিয়া তবে॥ ৮০৮
যথা যথা দূত গেল রাজা সভার পাশে।
শুনি মাত্র আইল সবে পাণ্ডবসম্ভাষে॥ ৮০৯
কাশী রাজা বীর আর কোশল নরপতি।
দুই অক্ষৌহিণী সেনা আইল সংহতি॥ ৮১০
যজ্ঞসেন আইলা লইয়া এক অক্ষৌহিণী।
দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র আইল বার্ত্তা শুনি॥ ৮১১
শিখণ্ডী চলিয়া আইল ধৃষ্টদ্যুম্ন সনে।
সর্ব্ব রাজা চলিয়া আইল বিরাট-ভুবনে॥ ৮১২
বলভদ্র সহিত কৃষ্ণ আইলা যদুগণ।
কৃতবর্ম্মা যুধামন্যু হৃদিকনন্দন॥ ৮১৩
অনাধৃষ্টি সাত্যকি অক্রূর মহামতি।
শাম্ব অনিরুদ্ধ আইলা শীঘ্রগতি॥ ৮১৪
মায়েব সঙ্গে অভিমন্যু অর্জ্জুনকুমার।
রথ লইয়া চিত্রসেন আইল দুয়ার॥ ৮১৫
হস্তী দশ সহস্র তুরঙ্গ এক লক্ষ।
এক অর্ব্বুদ আইল সেনাপতি সপক্ষ॥ ৮১৬

এক নিখর্ব্ব আইল পদাতিকগণ।
বীর বংশে জন্ম সব দুর্জ্জয় বিক্রম॥ ৮১৭
বৃষ্ণিবংশ অন্ধকবংশ সভে নরপতি।
সভে চলি আইলা কৃষ্ণের সংহতি॥ ৮১৮
সভারে অর্চ্চিল সেই বিরাট মহাশয়।
প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষে দিল রহিতে আলয়॥ ৮১৯
আব দিন বিরাট যতেক নরপতি।
রাজসভা করিয়া বসিল সভার সম্মতি॥ ৮২০
রাজসভামধ্যে ধর্ম্ম প্রসঙ্গ করিল।
কৃষ্ণের আজ্ঞায় অভিমন্যু বিভা করাইল॥ ৮২১
বিরাটের দুহিতা উত্তরা যার নাম।
অভিমন্যু বিভা দিল অতি অনুপাম॥ ৮২২
কৃষ্ণ বলভদ্র বসুদেব মহামতি।
যুধিষ্ঠির পাঁচ ভাই তনয় সংহতি॥ ৮২৩
অভিমন্যু সাত্যকি নকুল মহাবল।
অনুক্রমে বসিলেন সভায় সকল॥ ৮২৪
প্রসঙ্গ পাড়িল তবে কৃষ্ণ মহামতি।
পাণ্ডবের বনবাস অজ্ঞাত বসতি॥ ৮২৫
সত্য পালি যুধিষ্ঠির পাইল মহাদুঃখ।
কৃত্যাকরি দুর্য্যোধন ভুঞ্জে রাজ্যসুখ॥ ৮২৬
কোন মতে হৈব যুধিষ্ঠির সমাহিত।
কোন মতে নিজ রাজ্যে হৈব পুন স্থিত॥ ৮২৭
চিন্তহ সকল রাজা সময় সমাধান।
বিশেষে বিরাট মুখ্য নৃপতি প্রধান॥ ৮২৮
কৃষ্ণের বচন শুনি বলেন হলধর।
মেঘে যেন বরিষন্তি গর্জ্জন গভীর॥ ৮২৯
যুধিষ্ঠির রাজার হৈব সহিত।
দুর্য্যোধন রাজার হইব অহিত॥ ৮৩০

অর্দ্ধ রাজ্য দেউক রাজা দুর্য্যোধন।
এই অভিপ্রায়ে কৃষ্ণ বলিল বচন॥ ৮৩১
পাঠাহ পুরুষ এক হস্তিনা-পুরীতে।
দুর্য্যোধন নৃপতিকে বুঝাউক সমুচিতে॥ ৮৩২
ধৃতরাষ্ট্র দ্রোণ কৃপ বিদুর শকুনি।
কর্ণ বীর প্রখ্যাত কহুক কাহিনী॥ ৮৩৩
অর্জ্জুনের পুত্র অভিমন্যু মহামতি।
কৃষ্ণের ভগিনী সুভদ্রার সন্ততি॥ ৮৩৪
ভক্তি করি বিরাট করিল কন্যাদান।
শত সহস্র দিল তুরঙ্গ প্রধান॥ ৮৩৫
দুই শত গজ দিল বিচিত্র নির্ম্মাণ।
পঞ্চ শত রথ দিল যৌতুক বিধান॥ ৮৩৬
দুই শত দাসী দিল বিচিত্র ভূষণে।
নানাবিধ ধন দিল হরষিত মনে॥ ৮৩৭
অভিমন্যে কন্যা দিয়া প্রতিজ্ঞা করিল।
পুস্তক বহুল হয় তাহা না লিখিল॥ ৮৩৮
পুত্রের সহিতে আমি করিব সংগ্রাম।
রাজ্য আমি লয়া দিব করি মনস্কাম॥ ৮৩৯
ধর্ম্মরাজে দেখিয়া সাত্যকি নৃপবর।
কহিতে লাগিলা তবে সভার ভিতর॥ ৮৪০
মহারাজ যুধিষ্ঠির ধর্ম্ম অবতার।
বঞ্চিল অজ্ঞাতবাস এসব কুমার॥ ৮৪১
এবে কোন্ কর্ম্ম হয় শুন নারায়ণ।
কেন মত উপায় করিব পঞ্চজন॥ ৮৪২
শুনিয়া বলেন কৃষ্ণ করুণ হৃদয়।
পাপিষ্ঠ সে দুর্য্যোধন মহা পাপাশয়॥ ৮৪৩
মহাবংশে জন্মিয়া না চিন্তে কুলধর্ম্ম।
অধর্ম্ম অনেক করে চণ্ডালের কর্ম্ম॥ ৮৪৪

মহারাজা যুধিষ্ঠিরে দুঃখ বড় দিল।
কপটে বসিয়া সারি পরাভব হৈল ॥৮৪৫
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু দেখ দুই সহোদর।
পৈতৃক বাস দুঁহার হয়েত সোসর ॥ ৮৪৬
এখনে ধর্ম্মেক রাজ্য দিবাক জুয়ায।
পৈতৃক অৰ্দ্ধেক রাজ্য যুধিষ্ঠিরে পায় ॥ ৮৪৭
এত শুনি বলিতে লাগিলা হলধর।
দুর্য্যোধনে কেবল দোষ নহে গদাধর ॥ ৮৪৮
আপন ইচ্ছাএ কৈল যুক্তি সন্নিধান।
হারিল সকল রাজ্য সভা বিদ্যমান ॥ ৮৪৯
অভিপ্রায় বুঝি যে তোমার হেন মতি।
অৰ্দ্ধ রাজ্য দেওয়াইবে ধর্ম্ম নরপতি ॥ ৮৫০
দুর্য্যোধন পাপিষ্ঠের পাষাণহৃদয়।
সম্প্রতি না দিব রাজ্য ধর্ম্ম মহাশয় ॥ ৮৫১
এত শুনি কুপিল সাত্যকি মহামতি।
কোন্ দোষ কৈল দেখ ধর্ম্ম নরপতি ॥ ৮৫২
স্বচ্ছন্দ হৃদয় ধর্ম্মরাজ নৃপবর।
আছড়িয়া সারি চয় পাড়ে কুরুবর ॥ ৮৫৩
দুষ্টমতি শকুনি কপটে লৈল রাজ্য।
এখনে তাহাকে দোষ দেহ কোন্ কাজ ॥ ৮৫৪
মুই তাখে সবংশে মারিমু ঘোর রণে।
রাজ্য লয়া দিমু মুঞি ধর্ম্মের নন্দনে ॥ ৮৫৫
অর্জ্জুনেব বাণ যেন যমের সোসর।
আছুক মনুষ্য কার্য্যনাশে পুরন্দর ॥ ৮৫৬
ভীমের গদার বেগ বিষম সমরে।
অভিমন্যু ঘটোৎকচ যমসম শরে ॥ ৮৫৭
দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র দেব অবতার।
বিরাট দ্রুপদ পারে জিনিতে সংসার ॥ ৮৫৮

এক এক বীর দেখ যমের সমান।
বেড়িয়া মারিব শত্রু কোন্ বস্তু জ্ঞান ॥ ৮৫৯
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ বলিলা তখনে।
বিভাতে আসিয়াছি প্রসিদ্ধ সভে জানে ॥ ৮৬০
একোহি সম্বন্ধ আমার কুরু পাণ্ডু বলে।
শুনিয়া আমাকে লোক না বলিব ভালে ॥৮৬১
অনন্তর সভা হইতে উঠি গদাধর।
রথে চড়ি গেলা প্রভু দ্বারকানগর ॥ ৮৬২
দেব হলধর গেলা তীর্থ করিবার।
যার যেই রাজ্যে গেলা সব নৃপবর ॥)* ৮৬৩
বিজয়পণ্ডিত নাম অমৃতের ধার।
ইহলোক পরলোক করে উপকার ॥ ৮৬৪
বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী
শুনিলে অধর্ম্ম হবে পরলোকে তরি ॥ ৮৬৫

বিরাটপর্ব্ব সমাপ্ত।

---

* বন্ধনীর মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলি আদর্শ পুথিতে অথবা মূল মহাভারতে নাই।

উদ্যোগপর্ব্ব।

জন্মেজয় রাজা বলে শুন মুনিবর।
বিরাটকুমারী বিভা কৈল অর্জ্জুনকুমার॥ ১
তবে কোন কর্ম্ম কৈল পঞ্চ সহোদর।
কত কাল আছিলা বিরাটনগর॥ ২
বৈশম্পায়ন বলেন শুন নরপতি।
বিরাটনগরে ছিলা সকল মহীপতি॥ ৩
অভিমন্যু-বিবাহ মঙ্গল কুতূহলে।
রজনী বঞ্চিলা তথা নৃপতি সকলে॥ ৪
প্রভাতে নৃপতিগণ আনন্দিত মনে।
বিরাট সভাএ বসিলা শুভক্ষণে॥ ৫
বসিলা বিরাট দ্রুপদ মহামতি।
অনুক্রমে বসিলা সকল যোধপতি॥ ৬
কৃষ্ণ বলভদ্র বাসুদেব মহামতি।
যুধিষ্ঠির পঞ্চ ভাই তনয়সংহতি॥ ৭
অভিমন্যু সাত্যকি নকুল মহাবল।
অনুক্রমে সভাতে বসিলা সকল॥ ৮
প্রসঙ্গ করেন তবে কৃষ্ণ মহামতি।
কেমতে হইব উভয় কুল স্থিতি॥ ৯
চিন্তি সর্ব্ব রাজাগণ সম সমাধান।
বিশেষ বিরাট মুখ্য নৃপতিপ্রধান॥ ১০
কৃষ্ণের বচন অন্তে বলে হলধর।
মেঘে যেন গর্জ্জএ বিশেষ অন্তর॥ ১১
ধৃতরাষ্ট্র রাজা ভীষ্ম কর্ণ শকুনি।
দুর্য্যোধন কি বলে আন তাহা শুনি॥ ১২
সভায় কহুক বসিয়া যুধিষ্ঠির অভিমত।
তবে সব বলিতে পারি করি কোন রীত॥ ১৩

আছিল সকল শক্র সারি পাসোআর।
খেলায় হারিল রাজা সর্ব্ব রাজ্যভার॥ ১৪
শকুনি জিনিল রাজ্য খেলাইয়া সারি।
শকুনির দোষ হেন বলিতে না পারি॥ ১৫
তেকারণে সভে পূর্ব্ব বহুল বিনয়।
ধৃতরাষ্ট্র রাজারে বলুক বিনয়॥ ১৬
হেন বোল শুনিয়া সাত্যকি মহাবল।
ক্রুদ্ধ হৈয়া বলে তবে সভার ভিতর॥ ১৭
তোমার হৃদয়ে কেন হেনক সিদ্ধান্ত।
পাণ্ডবের দোষ দেহ না বুঝিয়া অন্ত॥ ১৮
ধর্ম্মবন্ত যুধিষ্ঠির না বুঝি এ সারি।
আহুতি খেলায়ন্তি মিছা বৃত্ত অনুসারি॥ ১৯
সকলের সম্মতি বনবাস কৈল পণ।
কেন যুধিষ্ঠিরে লয় পৈতৃক রাজ্যধন॥ ২০
দ্রোণ ভীষ্ম বলিবেক বহুল অন্যায়।
তবে যদি না দেয় রাজ্য কৌরব নিশ্চয়॥ ২১
তাহারে মারিয়া রাজ্য মুক্তিত শাসিমু।
যুধিষ্ঠির নৃপতির পায়ে আনি দিমু॥ ২২
এইমতে তাহারে আনিতে নারি যবে।
সবান্ধবে যমঘরে পাঠাইমু তবে॥ ২৩
যুযুধান মহাবীর যদি হয় কোপ।
তবে তাহার বেগ সহেন কোন রোপ॥ ২৪
কোন বীর সহিবেক অর্জ্জুনের বাণ।
হাতে চক্রে যুঝিবেন পুরুষ প্রধান॥ ২৫
মোর রণ সহিবেক আছে কোন বীর।
মাদ্রীর তনয় দুই নির্ভয় শরীর॥ ২৬
ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের অগ্রেত হব কোন জন।
মহাবল দ্রৌপদীর পুত্র পাঁচ জন॥ ২৭

মহাবীর অভিমন্যু দেবের দুর্জ্জয়।
ত্রিভুবন জিনিতে পারে ভীম মহাশয়॥ ২৮
গদা সাথে মহাবীর কালান্তক যম।
ত্রিভুবনে বীর কেবা আছে তার সম॥ ২৯
আমি সভে মেলিয়া মারিমু দুর্য্যোধন।
অভিষেক করাইমু পাণ্ডুর নন্দন॥ ৩০
ইহাতে অধর্ম্ম নাহি শত্রুরে হানিতে।
অধর্ম্ম অকর্ম্ম নাহি শত্রু বিনাশিতে॥ ৩১
সাত্যকির বচন শুনিঞা সর্ব্বজন।
আশ্বাসিয়া দ্রুপদ রাজা বলিল বচন॥ ৩২
ভাল ভাল বলিল সাত্যকি মতিমন্ত।
পাণ্ডবে না দিবে রাজ্য কৌরব দুরন্ত॥ ৩৩
পুত্রপ্রিয় ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ নরপতি।
কি করিবে তারে ভীষ্ম দ্রোণ মহামতি॥ ৩৪
কর্ণ বীর মহামূঢ় শকুনি বর্ব্বর।
পাণ্ডবে না দিবে রাজ্য কৌরব ঈশ্বর॥ ৩৫
কিন্তু এক বাক্য বলি শুনিতে উচিত।
সৈন্যের উদ্যোগ কর নহে সমুচিত॥ ৩৬
ধৃষ্টকেতু জয়সেন কেকয় প্রভৃতি।
দূত পাঠাইয়া সব আন শীঘ্রগতি॥ ৩৭
মহারাজা দুর্য্যোধন যাহারে না বরে।
সেই সব রাজারে বরহ যুধিষ্ঠিরে॥ ৩৮
এই পুরোহিত যাউক হস্তিনাপুরিতে।
কহুক সভার বোল ধৃতরাষ্ট্রের অগ্রেতে॥ ৩৯
ইহা শুনি বাসুদেব বলিল উত্তর।
সম্বোধিয়া বলেন সকল নৃপবর॥ ৪০
কিন্তু এক বাক্য আছে শুন সমাধান।
বিবাহে আইলাম প্রসঙ্গ পড়ে আন॥ ৪১

সমান সম্বন্ধ মোর পাণ্ডব কৌরবে।
বিবাদ চিন্তিতে না জুয়ায় আমা সবে॥ ৪২
তুমি বৃদ্ধ নরপতি পৃথিবী প্রতিষ্ঠিত।
দ্রোণ কর্ণের সখা তুমি পাণ্ডবের হিত॥ ৪৩
আপন উদ্যোগ তুমি কর নরপতি।
রাজ্যে রাজ্যে দূত পাঠাও শীঘ্রগতি॥ ৪৪
দ্বারকাতে যাই আমি সকল সম্বিধান।
দূত গেলে আসিব সকল সমাধান॥ ৪৫
বহুল বিনয় করি বিরাট নরপতি।
দ্বারকায় চলিল তবে গোবিন্দ মহামতি॥ ৪৬
কৃষ্ণেরে পাঠাইয়া বিরাট নরপতি।
যুদ্ধ সজ্জা করেন পাণ্ডবসংহতি॥ ৪৭
বিরাট দ্রুপদ মিলি পাঠাইল দূত।
রাজা সব চলি আইলা যোধ অদ্ভুত॥ ৪৮
দুর্য্যোধন শুনিলেক এ সব সন্ধান।
দূত গিয়া আনিল যত রাজাত প্রধান॥ ৪৯
পৃথিবী আকুল হইল পাণ্ডবের দল।
সমুদ্র সহিতে ক্ষিতি করে টলমল॥ ৫০
যুধিষ্ঠির বিরাট দ্রুপদ নরপতি।
পুরোহিত দূত করি পাঠাও শীঘ্রগতি॥ ৫১
ধৃতরাষ্ট্র রাজারে কহিলা বহুতর।
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপেরে তবে কহিও বিস্তর॥ ৫২
দ্রুপদের পুরোহিত শক্রের সমান।
হস্তিনাপুরিতে গেলা কুরু বিদ্যমান॥ ৫৩
হেনকালে দুর্য্যোধনে কহিলেক চরে।
সবান্ধবে আইলা কৃষ্ণ দ্বারকানগরে॥ ৫৪
দ্বারাবতী আইলা কৃষ্ণ শুনি দুর্য্যোধন।
কৃষ্ণ সম্ভাষিতে চলিল ততক্ষণ॥ ৫৫

যেই দিন দুর্য্যোধন গেল দ্বারাবতী।
সেই দিন আইলা ধনঞ্জয় মহামতি॥ ৫৬
নিদ্রাগত বাসুদেব দেখি দুর্য্যোধন।
শিয়রে বসিযাছেন তক্তের আসন॥ ৫৭
এতক্ষণে আসিযা অর্জ্জুন ভক্তি করি।
শ্রীকৃষ্ণের পাছে রহে পুটাঞ্জলি করি॥ ৫৮
চৈতন্য পাইয়া কৃষ্ণ দেখিল অর্জ্জুন।
পুটাঞ্জলি নম্র শির ভক্তিতে নিপুণ॥ ৫৯
তবেত পশ্চাতে দেখিলা দুর্য্যোধনে।
পুছেন দোঁহারে আগমন কি কারণে॥ ৬০
দুর্য্যোধন বলে অগ্রে আইলাম আমি।
মহাযুদ্ধে আমার সারথি হবে তুমি॥ ৬১
সমান সম্বন্ধ মোর পাণ্ডব কৌরবে।
বিশেষ বৃত্তান্ত আমি বলি শুন তবে॥ ৬২
কৃষ্ণ বলিলেন প্রথমে আইলা তুমি।
প্রথমে অর্জ্জুন মুখ দেখিযাছি আমি॥ ৬৩
দুঁহার সহায আমি হইব অবশ্য।
পূর্ব্বেত উচিত এই পুরাণ রহস্য॥ ৬৪
নারায়ণী সেনা মোর সমরে দুর্জ্জয।
মোর সম এক এক সমরে নির্ভয॥ ৬৫
হেন সেনা দশকোটি করিবেক রণ।
এক এক অযুতকোটি আমি একজন॥ ৬৬
কাহাকে বরিবে বল বীর ধনঞ্জয়।
প্রথমে তোমারে কথা পুছিতে জুয়ায়॥ ৬৭
অর্জ্জুন অহ্লাদমানে গোবিন্দ বলিল।
দুর্য্যোধন নারায়ণী সেনা সব লৈল॥ ৬৮
সেই সেনা লইয়া চলিল দুর্য্যোধন।
অর্জ্জুনেরে হাসিয়া বলেন জনার্দ্দন॥ ৬৯

আমি যে অযুদ্ধমান সমর করিল।
কোন বুদ্ধি ধনঞ্জয় আমারে বরিল॥ ৭০
শুনি ধনঞ্জয় বলে যোড়হাত করি।
বচনেক বলি মুঞি শুনহ শ্রীহরি॥ ৭১
চৌদ্দ যে ভুবন যদি হয় এক ঠাঞি।
তথাপিহ ধনঞ্জয় তাথে ভয় নাই॥ ৭২
ত্রিদশের নাথ তুমি দেব নিরঞ্জন।
তোমার কটাক্ষে ভস্ম সকল ভুবন॥ ৭৩
সারথি হইবা তুমি শুন চক্রপাণি।
তোমার প্রসাদে আমি কুরুক্ষেত্র জিনি॥ ৭৪
একরথে জিনিমুঞি কৌরব-নন্দন।
মৃগ যেন দেখি মুঞি সব নৃপগণ॥ ৭৫
হাসিয়া বলেন তবে দেব জগন্নাথ।
তোমার সারথি হৈয়া চালাইব রথ॥ ৭৬
জোড়হাতে ধনঞ্জয় বলে আর বার।
বচনেক বোলো নাথ সংসারের সার॥ ৭৭
আপনাকে অধিক যে হয় দশ গুণ।
তাঁহাকে সারথি করি যাইব মহারণ॥ ৭৮
এত শুনি হাসিয়া বলিল দয়াময়।
জানিল তোমার জয় শুন মহাশয়॥ ৭৯
অর্জ্জুন সহিত কৃষ্ণ সানন্দিত মনে।
মন্ত্রণা করিতে গেলা বিরাট-ভুবনে॥ ৮০
যুধিষ্ঠির রাজার মাতুল মহাবল।
শল্য নামে মহারাজা মদ্রের ঈশ্বর॥ ৮১
যুধিষ্ঠিরে দেখিবারে সসৈন্যে চলিল।
পথে আসি দুর্য্যোধন তাহারে বরিল॥ ৮২
দুর্য্যোধন সম্ভাষিয়া সৈন্য গেল যবে।
আগুবাড়ি আনিলেন সকল পাণ্ডবে॥ ৮৩

যুধিষ্ঠিরে বলিলেন শল্য নরপতি।
প্রথমে বরিল আমা দুর্য্যোধন মহামতি॥ ৮৪
অকর্ত্তব্য কর্ম্ম কেন করিব উপহাস্য।
যুধিষ্ঠির বলেন সাহায্য করিবা অবশ্য॥ ৮৫
মহারণে হবে তুমি কর্ণের সারথি।
পৃথিবী বিখ্যাত বীর কর্ণ মহামতি॥ ৮৬
যেন মতে হয় তার বলবীর্য্যক্ষয়।
যেন মতে হইব অর্জ্জুন-বিজয়॥ ৮৭
সাহায্য করিবা তুমি কর অঙ্গিকার।
বাসুদেব সম তুমি বিক্রমে অপার॥ ৮৮
প্রতিজ্ঞা করিল তবে শল্য মহামতি।
দুর্য্যোধন সঙ্গে গেলা বাহিনী-সংহতি॥ ৮৯
চতুরঙ্গ বলে আইলা যুযুধান বীর।
ধৃষ্টকেতু বীর আইলা নির্ভয় শরীর॥ ৯০
জয়সেন আইলা জরাসন্ধের তনয়।
পাণ্ড্য মহারাজ আইলা লৈয়া সৈন্যচয়॥ ৯১
মৎস্যরাজ বিরাট সৈন্য সমুদিত।
সাত অক্ষৌহিণী সেনা একত্র মিলিত॥ ৯২
দুর্য্যোধনের দলে গেলা ভগদত্ত বীর।
ভূরিশ্রবা শল্যরাজ নির্ভয় শরীর॥ ৯৩
কৃতবর্ম্মা জয়দ্রথ সুদক্ষিণ বীর।
নীল নামে রাজা আইলা রণে বড় স্থির॥ ৯৪
অবন্তী নৃপতি আইল বিক্রমে অপার।
পাঁচ ভাই কেকয় আইলা যম অবতার॥ ৯৫
সর্ব্ব সৈন্য সাজিয়া আইলা নরপতি॥
একাদশ অক্ষৌহিণী হইল উপনীতি॥ ৯৬
হেনকালে আইল দ্রুপদ-পুরোহিত।
ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্ম আর বিদুর পণ্ডিত॥ ৯৭

পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তারে পূজিল বিধানে ;
পুরোহিত কহিল রাজার বিদ্যমানে॥ ৯৮
ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডু সহোদর দুই ভাই।
উচিত পৈতৃক রাজ্য দুইজনে পাই॥ ৯৯
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সব পাইল পিতৃধন।
উদাসীন হইল পাঁচ পাণ্ডুর নন্দন॥ ১০০
নিস্তার পাইল সেই ছিল আয়ু লেশ।
সময় ভাবিল সেই তিহোঁ উপায় বিশেষ॥ ১০১
যে কিছু পাইল তবে নিজ বাহুবলে।
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র তাহা হরি নিল ছলে॥ ১০২
নানাবিধি প্রবঞ্চিয়া পাঠাইল বনে।
তথাপিও সেই দুঃখ নাহি তার মনে॥ ১০৩
তরিল বিপদ পাঁচ পাণ্ডুর নন্দনে।
কৌরব সহিত ভাব প্রীতি কারণে॥ ১০৪
লোকের বিনাশ দেখি উপেক্ষিত রণ।
আমাবে পাঠায়ে দিল ইহার কারণ॥ ১০৫
সাত অক্ষৌহিণী সেনা হইল বহুতর॥
এক এক বীর যেন সিংহের সোসর॥ ১০৬
একাদশ অক্ষৌহিণী হয় এক ভিতে।
একেশ্বব ধনঞ্জয় পাবিবে জিনিতে॥ ১০৭
তাহাব পৈতৃক রাজ্য দিয়াছে জুযাএ।
মৃত্যুর কারণ কর যুদ্ধের সজ্জাএ॥ ১০৮
পুরোহিত বচন শুনিঞা সাবধানে।
ভীষ্ম তবে উত্তব দিলেন ততক্ষণে॥ ১০৯
ভাগ্যবন্ত পাণ্ডব তরিল বনবাস।
ত্রিভুবনে না করে কেহো রণে অভিলাষ॥ ১১০
ধনঞ্জয় বীর সঙ্গে কেঁকরিবে সংগ্রাম।
হেন বীর পৃথিবীতে নাহি ধরে নাম॥ ১১১

তিনলোকে জিনিবারে পারএ একেশ্বর।
ইন্দ্র যদি রণে আইসে পারে জিনিবার॥ ১১২
ধৃতরাষ্ট্র আশ্বাসিল ভীষ্মের বচনে।
ভর্ৎসিলেক বহুতর কর্ণ দুর্য্যোধনে॥ ১১৩
সঞ্জয় আনিঞা তারে বলে নরপতি।
পাণ্ডুপুত্র স্থানে তুমি যাও শীঘ্রগতি॥ ১১৪
পাণ্ডবেরে কহ গিয়া কুশল সম্বাদ।
একে একে জানাইহ আমার আশীর্ব্বাদ॥ ১১৫
যাহাব যেনমত হএ ব্যবহার।
অনুক্রমে সভারে বলিহ পরিহার॥ ১১৬
যতেক দুষ্কর কর্ম্ম বনবাসে গেল।
অনুক্রমে সর্ব্বকথা আমিত শুনিল॥ ১১৭
মৎস্যরাজ সহায় অনেক সৈন্য হইল।
প্রিয় যার বাসুদেব তাহাব জীবন সফল॥ ১১৮
এইমত কথা সব কহ সাবধানে।
যেমতে পাণ্ডুপুত্রেব ক্রোধ নহে মনে॥ ১১৯
রাজার আদেশ পায্যা বলিল সঞ্জয়।
যথা আছেন যুধিষ্ঠির রাজা মহাশয়॥ ১২০
সূতপুত্র সঞ্জয় করিল নমস্কার।
যুধিষ্ঠির আদি পঞ্চদেব অবতার॥ ১২১
ধৃতরাষ্ট্র রাজার কহিল আশীর্ব্বাদ।
বিস্তর আছিল তথা কুশল সম্বাদ॥ ১২২
জিজ্ঞাসিলেন যুধিষ্ঠির রাজ্যের কুশল।
অনুক্রমে সূতপুত্র কথা কহিল সকল॥ ১২৩
বাসুদেব বিরাট দ্রুপদ নরপতি।
সম্বোধিয়া বলেন সঞ্জয় মহামতি॥ ১২৪
সম্বাদ কহিল ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ।
যুধিষ্ঠির সহিত শুনেন সর্ব্ব রাজ॥ ১২৫

ধর্ম্মশীল পাণ্ডব ঘোষএ সর্ব্বজনে।
তাহাতে অধর্ম্ম বুদ্ধি কিসের কারণে॥ ১২৬
জ্ঞাতিবধ করিয়া রাজ্যের অভিলাষ।
আপনি চিন্তিয়া কর বংশের বিনাশ॥ ১২৭
সর্ব্বরাজা শুন বাসুদেব বনমালী।
দ্রুপদের আগে মুঞি করি পুটাঞ্জলি॥ ১২৮
সর্ব্বসমাধান পাণ্ডব কৌরবে।
লোকক্ষয়ে ফল নাঞি বিগ্রহ কৌরবে॥ ১২৯
ধৃতরাষ্ট্র রাজা ভীষ্মের অনুমতি।
কহিলাম সভায় আমি কর অবগতি॥ ১৩০
তবে যুধিষ্ঠির রাজা যতেক বলিল।
শুনিয়া বচন তার সঞ্জয়ে উৎসাহ হইল॥ ১৩১
তবে যুধিষ্ঠির প্রবোধিব যবে।
হিত বচন তবে কহিয়া বাসুদেবে॥ ১৩২
তাহাত লিখিলে হয় অশক্য লিখনে।
মহাভারতের কথা অমৃত সমানে॥ ১৩৩
অবশেষে সঞ্জয়েরে বলেন নরপতি।
ধৃতরাষ্ট্র রাজারে কহিও মহামতি॥ ১৩৪
উত্তম অধম মধ্যে ধীর বলাবল।
বিধাতার বল যানে জগৎ সকল॥ ১৩৫
মিথ্যা না কহিও তুমি থাকিবে সংহতি।
কি বলিব জিজ্ঞাসিলে বৃদ্ধ নরপতি॥ ১৩৬
কহিও বৃদ্ধের ঠাঁই আমার সংবাদ।
পাণ্ডব জীবেক রাজা তোমার আশীর্ব্বাদ॥ ১৩৭
তোমার প্রসাদে পাণ্ডুপুত্র রাজ্য পাইল।
তোমার অপক্ষ হৈতে তোমাকে হারাইল॥ ১৩৮
যার অপেক্ষায় রাজা দুঃখ পাই আমি।
সভেত এবত্র থাকি আজ্ঞা কর তুমি॥ ১৩৯

সবে এক নিবাসে থাকি এই সে উচিত।
বৃদ্ধকালে ধর্ম্ম চিন্ত এই হিতাহিত॥ ১৪০
ভীষ্মেকে প্রণাম মোর কহিও সঞ্জয়।
ভারতের পিতামহ তুমি মহাশয়॥ ১৪১
মজিল শান্তনুবংশ করিলে উদ্ধার।
তুমি বিদ্যমানে পুনঃ বংশের সংহার॥ ১৪২
যেন মতে পৌত্র সব হয় প্রীতিমন্ত।
হেন মত বুদ্ধি কর তুমি মতিবন্ত॥ ১৪৩
বিদুরে প্রণাম করি বলিহ বুঝাই।
মন্ত্রণা করিহ যেমতে প্রীতি পাই॥ ১৪৪
দুর্য্যোধনে কহিও বিস্তর অনুনয়ে।
সভা মধ্যে কহিয়া গর্জ্জিল সংশয়ে॥ ১৪৫
একবস্ত্রা দ্রৌপদীরে সভায় আনিল।
সেই মহাদুঃখ আমি মনে না রাখিল॥ ১৪৬
সকল কাড়িয়া লইয়া পরাইল চর্ম্ম।
ক্ষেমিল তাহারে আমি সেহ অপকর্ম্ম॥ ১৪৭
মাতা মোর কুন্তীদেবী গেলা তার স্থানে।
রজস্বলা দ্রৌপদীরে বলে ধরি আনে॥ ১৪৮
সেই উপেক্ষল আমি না করিলা দ্বন্দ্ব।
কোন মতে তুমি ভাল আমি হইনু মন্দ॥ ১৪৯
যথোচিত নিজ কর্ম্ম সকল করি আমি।
রাজ্যলোভী ধর্ম্মপথ পরিহর তুমি॥ ১৫০
হেনমতে শান্তি হয়ে প্রীতি প্রকারে।
এক ভাগ রাজ্য দিয়া মোরে শান্তি করে॥ ১৫১
অথবা এড়িয়া দেহ পঞ্চ খানি গ্রাম।
আর সব উপেক্ষিব কিসের সংগ্রাম॥ ১৫২
ইন্দ্রপ্রস্থ বৃকপ্রস্থ এই দুই প্রধান।
মাকন্দ বারণাবত আর একখান॥ ১৫৩

এই পাঁচ গ্রাম দিয়া জ্ঞাতি কর মোকে।
বংশরক্ষা করিয়া থাকুক যুগে যুগে॥ ১৫৪
কহিও সকল কথা যত বলি আমি।
সম্বোধিয়া সর্ব্বকথা কহিও পুনঃ তুমি॥ ১৫৫
জোয়াএ করিতে যুদ্ধ যদি তা সভার মনে।
নহেবা যুদ্ধের সাজ করিহ যতনে॥ ১৫৬
এ সব কথা শুনিয়া সঞ্জয় মহামতি।
হস্তিনাপুরেতে তবে গেলা শীঘ্রগতি॥ ১৫৭
রজনীতে গিয়া ধৃতরাষ্ট্রেরে কহিল।
পাণ্ডবের সহিতে যত কথা হইল॥ ১৫৮
যত কিছু কহিল পাণ্ডব মহারাজ।
প্রভাতে কহিল সব নৃপতি সমাজ॥ ১৫৯
চিন্তায় আকুল রাজা নিদ্রা নাহি আঁখি।
বিদুরকে আনিইলা সম্ভ্রম উপেক্ষি॥ ১৬০
বহুত প্রশংসা তবে বিদুরকে করি।
নীতিধর্ম্ম প্রয়োজন প্রযোগ বিস্তরি॥ ১৬১
সভায় যতেক মুনি কহিলেন যোগ।
লিখিতে অনেক হয় পাঁচালি পৃথক্॥ ১৬২
বিস্তর সম্বাদ ছিল বিদুরের সঙ্গে।
নীতিশাস্ত্র যত কথা শাস্ত্রের প্রসঙ্গে॥ ১৬৩
সভা করি প্রভাতে বসিলা বৃদ্ধরাজ।
ভীষ্ম দ্রোণ আনাইল অমাত্য সমাজ॥ ১৬৪
কর্ণ আদি করিয়া যতেক যোধপতি।
কুরুরাজ দুর্য্যোধন আর বিবিংশতি॥ ১৬৫
সভাতে বসিলা সবে সিংহ অবতার।
আজ্ঞা দিলা রাজা সঞ্জয় আনিবার॥ ১৬৬
সঞ্জয় প্রণাম কৈল প্রবেশিয়া যবে।
বৃদ্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্র পুছিলেন তবে॥ ১৬৭

কি বলিল সঞ্জয় অর্জ্জুন মহাবীর।
কি বলিল ভীমসেন দুর্জ্জয় শরীর॥ ১৬৮
কহ কথা শ্রবণে শুনুক দুর্য্যোধন।
সর্ব্ব কথা কহিল সঞ্জয় বিচক্ষণ॥ ১৬৯
রাজ্য এড়ি যদি না দেয় রাজা দুর্য্যোধন।
মোর হাতে হবে তার বংশের নিধন॥ ১৭০
গদা হাতে ভীমসেন যমের সমান।
অনুভব করিবা দেখ বিদ্যমান॥ ১৭১
দেখিবেক বাসুদেব পুরুষপ্রধান।
রাজ্য নিমু বিপক্ষ করিমু সমাধান॥ ১৭২
ভুবন গ্রাসিতে পারে সাত্যকির বাণ।
বিধি বিচলিত তারে দৈবের নিদান॥ ১৭৩
নিদাঘ দহনে যেন দহে সর্ব্বজনে।
তেমত দহিবে তোমা পাণ্ডুর নন্দনে॥ ১৭৪
দেখিবেক ধৃষ্টদ্যুম্ন বীরের প্রতাপ।
শিখণ্ডীকে দেখিয়া পাইবে অনুতাপ॥ ১৭৫
ইন্দ্রকল্প যুধিষ্ঠির দহিবেক বাণে।
পাছে পাবে অনুতাপ দৈবের কারণে॥ ১৭৬
বজ্র তাপ অস্ত্র সব আছে মোর টোনে।
দিব্য অস্ত্র ইন্দ্র দিলেন আপনে॥ ১৭৭
পাছে পাবে অনুতাপ দৈবের কারণ॥
কুরুবংশ শেষ মুঞি করি মহারণ॥ ১৭৮
মোর এক বাণে সৈন্যের সংহার।
যেমতে হয় কৌরব করিমু সংহার॥ ১৭৯
শিব দিল পাশুপত অনুগ্রহ করি।
একবারে ত্রিভুবন জিনিবারে পারি॥ ১৮০
একে একে বাণে লোকে গ্রাসিবারে পারে।
কোমল পতঙ্গ যেন কৌরব সংহারে॥ ১৮১

সঞ্জয়ের বচন যেন বজ্রের সমান।
একমনে শুনে ভীষ্ম কৌরবপ্রধান॥ ১৮২
দুর্য্যোধন রাজারে বলন্তি ভীষ্ম বীরে।
নরমূর্ত্তি রূপে যেন ধর্ম্ম শরীরে॥ ১৮৩
শুক্র বৃহস্পতি ব্রহ্মার উপসন্ত।
দেব ঋষি কিন্নর অপ্সরী নিবসন্ত॥ ১৮৪
হেনকালে দুইজনে কৌতুকে রন্তি ভ্রমণে।
মহা তেজোময় মূর্ত্তি আকাশ গমনে॥ ১৮৫
বৃহস্পতি ব্রহ্মাকে পুছেন পুটাঞ্জলি।
কোন দুই দেব যেন সহস্র বিজলি॥ ১৮৬
অহঙ্কারে তোমাকে না করে উপস্থান।
কহ সত্য পিতামহ পুরুষ প্রধান॥ ১৮৭
ব্রহ্মাএ বলেন আপনি পুণ্যরাশি।
মহাপুণ্যবন্ত দুই দীপ্ত করে শশী॥ ১৮৮
ব্রহ্মাএ বলেন শুন মহা তপোবাসী।
নরনারায়ণ রূপ এই দুই ঋষি॥ ১৮৯
ইহাকে সেবিযা বর পান পুরন্দর।
দেবাসুর সংগ্রামেতে জিনিল বিস্তর॥ ১৯০
মারিল পুরুষ যত কালান্তক গণ।
কাটিয়া জম্ভার মাথা জিনিলেক রণ॥ ১৯১
সেই নরনারায়ণ জন্মিল অর্জ্জুন।
ত্রিভুবনে বিদিত তাহার যত গুণ॥ ১৯২
নরনারায়ণ ঋষি কৃষ্ণ অবতার।
দুই বিষ্ণু শরীর সেই পরম তনুসার॥ ১৯৩
দুই নর নারায়ণ এক রথে রহিবে।
এ ভুবনে কোন বীর তাহারে জিনিবে॥ ১৯৪
আত্মধর্ম্ম ছাড়ি তোর বুদ্ধি হইল আন।
কুরুবংশ নাশেরে যুধিষ্ঠির সন্নিধান॥ ১৯৫

ভীষ্মের বচনে দ্রোণ করিল সম্মান।
ধৃতরাষ্ট্রে কহিলেন সভার বিদ্যমান॥ ১৯৬
এই তত্ত্ব কহিলেন ভীষ্ম মহাযোধ।
পাণ্ডবের সঙ্গে রাজা না কর বিরোধ॥ ১৯৭
পৈতৃক রাজ্যেত ভাগ হয়ত উচিত।
সামঞ্জস্য করিলে হয় সভার মনোনীত॥ ১৯৮
যুধিষ্ঠিরের যত কথা কহিলেন শেষে।
সঞ্জয় কহিল যত অশেষ বিশেষে॥ ১৯৯
ভীষ্মাদি করি যত বুঝাইল বিশেষ।
না শুনিল দুর্য্যোধন হয়ে ক্রোধাবেশ॥ ২০০
ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্য্যোধন করে বীরদাপ।
কিসের কারণে তুমি ভর্চ্ছিত্তি এ বাপ॥ ২০১
মোর সম বীর নাহি পৃথিবী ভিতরে।
গদাযুদ্ধে বিশারদ এক ধনুর্দ্ধরে॥ ২০২
পর্ব্বতে সহিতে নারে মোর বাণবৃষ্টি।
মোর শক্তিতে সংহারিবেক সৃষ্টি॥ ২০৩
বাসুদেব অর্জ্জুন জিনিমু যুঝি রণে।
পরাক্রম শুনিবা মোর যুদ্ধের কারণে॥ ২০৪
পরিহার করি আমি না করিও ভয়।
সবান্ধবে পাণ্ডবেরে জিনিমু নিশ্চয়॥ ২০৫
মোর দর্প জানে ভাল রাজা যুধিষ্ঠির।
মোর ভয়ে অন্তরে কাঁপএ শরীর॥ ২০৬
তে কারণে সর্ব্ব রাজ্য না লয় নাম।
তেকারণে মাগিয়া চাহিল পাঁচ গ্রাম॥ ২০৭
হেন অপৌরুষ কর্ম্ম আমি না করিব।
রণ করি পাণ্ডবের সকল সংহারিব॥ ২০৮
যত দুঃখ ভাব তুমি হাসে সর্ব্বলোকে।
উন্মত্ত হও কেন কাতর হইয়া শোকে॥ ২০৯

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ তুল্য এক বীর কর্ণ।
ভূরিশ্রবা জয়দ্রথ দুর্ম্মুখ বিকর্ণ॥ ২১০
(একবীরে মারিতে পারে সকল পাণ্ডব।
অবশ্য আমার জয় নাহি পরাভব॥ ২১১
তার পাছে বিদুর বলিল বিস্তর।)
পুনরপি বলিল ধৃতরাষ্ট্র নৃপবর॥ ২১২
কর্ণ দুঃশাসন আর রাজা দুর্য্যোধন।
তিন জনের বুদ্ধি না জানি কেমন॥ ২১৩
সভা ভাঙ্গি উঠিল সকল নৃপগণ।
যার যেবা নিবাসে চলিলা সর্ব্বজন॥ ২১৪
বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্মখণ্ডে পরলোকে তরি॥ ২১৫॥
তবে জন্মেজয় বলে শুন তপোধন।
পাঁচ ভাই আছিলা তারা বিরাটভবন॥ ২১৬
সঞ্জয় পাঠাএ তারা কোন বুদ্ধি কৈল।
যুধিষ্ঠির রাজা কিবা কৃষ্ণেরে কহিল॥ ২১৭
বৈশম্পায়ন বলেন শুন নৃপবর।
নিভৃতে বসিলা গিয়া কৃষ্ণের গোচর॥ ২১৮
সঞ্জয় পাঠাএ তবে পাণ্ডব নৃপতি।
কৃষ্ণেরে বলিল তবে করিয়া ভকতি॥ ২১৯
আপদ কালেত মোর তুমি পরিত্রাণ।
তুমিত পাণ্ডবের গতি আর নাহি আন॥ ২২০
অবুদ্ধে বুদ্ধি রাজা না বুঝএ নীতি।
বিনা ভাগে রাজ্য ভুঞ্জি করিতে চাহে প্রীতি॥ ২২১
মাগিয়া পাঠাইনু আমি পঞ্চখানি গ্রাম।
নাহি দিল অনুমতি না লয় তার নাম॥ ২২২
আপনি নির্ব্বুদ্ধি হইলাম না বুঝএ ধর্ম্ম।
ধনহীন জনের বীরত্বে কোন কর্ম্ম॥ ২২৩

ফলহীন বৃক্ষ যেন ছাড়ে পক্ষিগণ।
ধনহীন পুরুষেরে ছাড়ে সর্ব্বজন॥ ২২৪
জ্ঞাতিবধ করিমু রাজ্যের অভিলাষে।
এহেন পাপ কর্ম্ম মোর মনে না উল্লাসে॥ ২২৫
অন্যায় অসাধুজন সহজে বধ করি।
পুণ্যবন্ত জনের তরে বধ পরিহরি॥ ২২৬
জ্ঞাতি সব বহুত সহায় বহুজন।
এহেন দারুণ বধ কেমতে শোভন॥ ২২৭
জয় পরাজয় সম জ্ঞাতির সনে রণ।
হেন অপৌরুষ কর্ম্ম বাখানে কোনজন॥ ২২৮
বৃদ্ধ পিতামহ মোর পরম পূজিত।
পুত্র স্নেহ এড়িতে নারিব কদাচিত॥ ২২৯
পুত্রের অধীন রাজা নহে স্বতন্তর।
দুর্য্যোধন কুমন্ত্র চিন্তে নিরন্তর॥ ২৩০
প্রীতিমতে না হইবেক সম সমাধান।
কি বুদ্ধি করিব মোরে কহ ভগবান্॥ ২৩১
আত্মধর্ম্ম হইতে যেন নহিত বিচ্যুত।
উপায় বলহ মধুসূদন অচ্যুত॥ ২৩২
যুধিষ্ঠির বচন শুনিয়া জনার্দ্দন।
হৃদয়ে ভাবিয়া তবে বলিলা বচন॥ ২৩৩
আপনি যাইব আমি কৌরব-সমাজ।
সাম দণ্ড বলিয়া বুঝাই বৃদ্ধরাজ॥ ২৩৪
যেরূপে শান্তি হইব করিব সন্তার।
শান্ত হও যুধিষ্ঠির পাণ্ডুর কুমার॥ ২৩৫
ইহাত শুনিঞা বলেন যুধিষ্ঠির মহামতি।
আপুনি যাইবা তুমি নহেত যুকতি॥ ২৩৬
সকল ক্ষত্রিয় সনে দুর্য্যোধন বৈসে।
শত্রুর স্থানে যাইবা তুমি মনে না আইসে॥ ২৩৭

যুধিষ্ঠির বচন শুনিঞা নারায়ণ।
হাসিয়া বলেন তারে প্রবোধ বচন॥ ২৩৮
শুন যুধিষ্ঠির রাজা বচন আমার।
আমি জানি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুরাচার॥ ২৩৯
কার শত্রু নহি আমি সর্ব্বরাজ পূজ্য।
কার বধ্য নহি আমি সহজে অবধ্য॥ ২৪০
পৃথিবীর বীর যদি হএ এক ঠাঁই।
আমার সমান নাই তোমারে বুঝাই॥ ২৪১
যদিব প্রবর্ত্ত হএ অজ্ঞাত মোহিত।
হেলাএ কুরুর বল দহিমু নিশ্চিত॥ ২৪২
তবে যুধিষ্ঠির রাজা কহিল ইহা শুনি।
সমাধান গোসাঞি করিবা আপনি॥ ২৪৩
ভীম অর্জ্জুন নকুল সহদেবে।
একে একে উঠিয়া বলিলা বাসুদেবে॥ ২৪৪
সাম্যপূর্ব্বক বলিহ যে কিছু বচন।
উৎকট না বলিহ মনে দুর্য্যোধন॥ ২৪৫
হেনকালে দ্রৌপদী পাইয়া অবকাশ।
বামহস্তে ধরিয়া সুগন্ধি কেশপাশ॥ ২৪৬
অশ্রুপূর্ণ আঁখি হইয়া কৃষ্ণের অগ্রেতে।
কহে কথা গদ্গদ কাঁদিতে কাঁদিতে॥ ২৪৭
সন্ধি করিতে যাহ গোসাঞি আপনে।
এই কেশ আমার ধরিল দুঃশাসনে॥ ২৪৮
ইহাত স্মরিহ গোসাঞি কি বলিব আর।
ভয় যদি করে ভীম অর্জ্জুন দুর্ব্বার॥ ২৪৯
মোর বাপ যুঝিবেক বৃদ্ধ নরপতি।
যুঝিবেক ভাই মোর ধৃষ্টদ্যুম্ন মহামতি॥ ২৫০
মোর পঞ্চ পুত্র করিবেক মহারণ।
অভিমন্যু করিবেক কৌরবনিধন॥ ২৫১

দুঃশাসনের হস্ত যদি কাটিতে দেখিল।
ধূলায় ধূসর হইয়া ভূমিতে পড়িল॥ ২৫২
তবেত শোকের শান্তি হইবে হৃদয়ে।
তবেত বাঁধিব আমি এই কেশচয়ে॥ ২৫৩
এতেক বলিয়া বিস্তর কাঁদিলা যশস্বিনী।
সকরুণ শান্তি বাক্য বলেন চক্রপাণি॥ ২৫৪
অচিরে দেখিবে তুমি দ্রুপদকুমারি।
হেনমত কাঁদিবেক কৌরবের নারী॥ ২৫৫
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের হইল কাল পরিপাক।
শৃগাল শকুনি মাংস খাবে ঝাঁকে ঝাঁক॥ ২৫৬
যবে শত খণ্ড হএ মেদিনী মণ্ডল।
যদি বিচলিত হএ হিম ধরাধর॥ ২৫৭
আকাশ ভাঙিয়া পড়ে নক্ষত্র সহিত।
আমার বচন ব্যর্থ নহে কদাচিত॥ ২৫৮
কৃষ্ণের বচনে শান্ত হৈল যশস্বিনী।
আগু হইয়া ধনঞ্জয় বলিল তখনি॥ ২৫৯
তুমি শান্তি নিমিত্তে বলিবা বিস্তর।
তোমার বচন যদি করে অনাদর॥ ২৬০
তবে ফল ভুঞ্জিবে কৌরব দুর্ম্মতি।
তোমা বই পাণ্ডবের নাহি আর গতি॥ ২৬১
সাত্যকিরে বাসুদেব বলেন ত্বরিতে।
সুসজ্জ করিয়া রথ আন অস্ত্র সহিতে॥ ২৬২
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম অস্ত্র বহুতর।
ধনুক টোন তোল তুমি রথের উপর॥ ২৬৩
দুঃশাসন কর্ণ শকুনি রাজা দুর্য্যোধন।
সাবধান হইতে জুয়াএ শত শত শত্রুগণ॥ ২৬৪
আপনি বলিষ্ঠ হইলা উক্ত বল।
অবজ্ঞা করিতে বুঝি বলাবল॥ ২৬৫

কৃষ্ণের বচনে রথ শীঘ্র সাজাইল।
সর্ব্বলোক দেখিয়া বিস্মিত হইল॥ ২৬৬
বায়ুবেগ তুরঙ্গম রথ মণিময়।
আরোহণ করিলা রথে কৃষ্ণ মহাশয়॥ ২৬৭
সেই রথে সাত্যকিরে চড়াইল আপনে।
শুভক্ষণে চলিলা কৃষ্ণ বিচিত্র বাহনে॥ ২৬৮
পাণ্ডব সঙ্গে যত রাজরাজেশ্বর।
আগুবাড়ি এড়িলেন নগর অন্তর॥ ২৬৯
যুধিষ্ঠির কহিলেন করিয়া বিনয়।
কহিতে চক্ষের জল ভূমিতে পড়এ॥ ২৭০
দেবাসুর নর অতিথি পূজন্তি নিতি নিতি।
গুরু শুশ্রূষা না করোঁ মাও মোর সতি॥ ২৭১
পুত্রের তরে মাও মোর শোকে তনু শেষ।
বড় দুঃখ পাএ মাতা উপবাস ক্লেশ॥ ২৭২
শিশুকালে দুর্য্যোধন করিল অপকার।
আপদ তবাইলা মাতা করি প্রতীকার॥ ২৭৩
আমার কারণে মাতা পায় বড় দুঃখ।
অনেক দিবস না দেখি মায়ের মুখ॥ ২৭৪
আমি যবে বনে যাই পঞ্চ সহোদর।
পাছে পাছে ধাইয়া মাতা কাঁদিলা বিস্তর॥ ২৭৫
ক্রন্দন দেখিয়া আমি এড়ি গেলাম বনে।
এত দুঃখে কদাচিত ধরএ জীবনে॥ ২৭৬
অবশ্য গোবিন্দ মোর মাতা সম্ভাষিবে।
বহুত সান্ত্বনা করি কুশল জানাবে॥ ২৭৭
সম্ভাষিয়া সভারে পাঠাইলা জনার্দ্দন।
বাসুদেব চলি গেলা ভুবনপাবন॥ ২৭৮
দশ মহারথী গেলা কৃষ্ণের সংহতি।
সিংহের বিক্রম যেন সৈন্য পদাতি॥ ২৭৯

দশ সহস্র অশ্ব গেল সংগ্রামে দুর্ব্বার।
বহুবিধ যোধ যায় বহু পরিবার॥ ২৮০
দিবা অবসান হইল সন্ধ্যার সময়।
বৃকস্থল পাইলা গিয়া কৃষ্ণ মহাশয়॥ ২৮১
যুধিষ্ঠির কার্য্যে চর গোবিন্দ আপনে।
শুনি সম্ভাষিতে আইলা বৃকস্থল জনে॥ ২৮২
আনন্দিত হইয়া সেই পরম হরিষে।
নানাবিধ উপহারে পূজিল বিশেষে॥ ২৮৩
দূতমুখে ধৃতরাষ্ট্র শুনিয়া তৎক্ষণে।
ভীষ্ম দ্রোণ বিদুর আনিল সেইক্ষণে॥ ২৮৪
সঞ্জয়কে আনাইলা আনিলা দুর্য্যোধন।
আনাল অমাত্যগণ কৌরবনন্দন॥ ২৮৪
প্রসন্নবদন রাজা উল্লাস পূরিল।
লোমাঞ্চিত কলেবর পুত্রেরে বলিল॥ ২৮৬
পুণ্যের কতক সীমা বলিতে না পারি।
আপনি গোবিন্দ আইসেন মোর পুরী॥ ২৮৭
স্ত্রীবালবৃদ্ধ সব কথা ঘরে ঘরে।
আমাব সভাতে আইসে দেব দামোদরে॥ ২৮৮
সর্ব্বভূত সাক্ষাতে আপনি নারায়ণ।
তার পূজা করিলে পূজন ত্রিভুবন॥ ২৮৯
পথে পথে সজ্জা কর রম্য রম্য ঘর।
নানা বস্ত্র উপহার অতি মনোহর॥ ২৯০
বৃদ্ধ রাজার বচন শুনিঞা সভাজন।
তেন মতে সমস্ত করিল দুর্য্যোধন॥ ২৯১
কেশব সহিত যেই হইব বিমুখ।
কোটি কোটি কল্পে তার কভু নহে সুখ॥ ২৯২
কৃষ্ণের বচনে কেহ নহিব বিমুখ।
আন গিয়া যুধিষ্ঠির ভুঞ্জ রাজ্যসুখ॥ ২৯৩

দ্রোণ ভীষ্ম মেলিয়া বলিল দুইজনে।
যাবৎ অস্ত্র না লএ নরনারায়ণে॥ ২৯৪
ধীরমন্ত পাণ্ডবের যাবৎ নহে ক্রোধ।
যাবৎ না করে ভীম অত্যন্ত ক্রোধ॥ ২৯৫
তাবৎ করহ শান্তি শুন দুর্য্যোধন।
ভাগে রাজ্য ভুঞ্জ দুঁহে জীউক সর্ব্বজন॥ ২৯৬
কালসর্প হেন গর্জ্জি উঠিল দুর্য্যোধন।
সক্রোধ হইয়া তবে বলিল বচন॥ ২৯৭
নারায়ণ আগমন শুনিঞা তখন।
নানাবিধ দ্রব্য সব করি আয়োজন॥ ২৯৮
নানা বস্ত্র অলঙ্কার বিচিত্র বসন।
গন্ধ পুষ্প ভোগ্য সব দিব্য সিংহাসন॥ ২৯৯
তবে ধৃতরাষ্ট্র রাজা বলিল হরিষে॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন অমৃত বরিষে॥ ৩০০
মহাসত্ব মহাবীর্য্য মহাগুণনিধি।
ত্রৈলোক্যের নাথ কৃষ্ণ বিধাতার বিধি॥ ৩০১
যত বস্তু দিব তাঁরে শুন দুর্য্যোধন।
সমুচিত সুবর্ণ রথ দিব্য অশ্বগণ॥ ৩০২
অষ্ট শত হস্তী দিবা রাজধানীর সার।
এক শত দাসী দিবা দিব্য অলঙ্কার॥ ৩০৩
মেষ দশ সহস্র অর্ব্বুদদেশ জাত।
চিত্রদেশোদ্ভব বস্ত্র সহস্র সখ্যাত॥ ৩০৪
সুবিমল কান্তি জল সিতকর আনি।
ভক্তি করি গোবিন্দেরে দেওত আপনি॥ ৩০৫
চতুর্দ্দশ যোজন নদীএ একদিনে।
উত্তম বাহন সমর্পিবে নারায়ণে॥ ৩০৬
পুত্র পৌত্র মোর আছে যত যত জন।
সবে শীঘ্র কর কৃষ্ণের চরণবন্দন॥ ৩০৭

যত নট নর্ত্তক প্রধান বেশ্যাগণ।
বাড়াইয়া আনহ কৃষ্ণ বসুদেবনন্দন ॥ ৩০৮
রথ ধ্বজ পতাকা করহ সারি সারি।
স্বচ্ছন্দে দেখুক নগরের নরনারী ॥ ৩০৯
পথে জল ছড়াইয়া রথের উপচার।
দুঃশাসন মন্দিব কবহ উপস্কার ॥ ৩১০
রাজার বচন শুনি বিদুর বলিল।
তুমি মহাসত্ত্ব রাজা পৃথিবী পালিল ॥ ৩১১
শুদ্ধভাবে ভজিব কপট নাহি কাজ।
আমি নব শিশু তুমি বৃদ্ধ মহাবাজ ॥ ৩১২
ধনে তুষ্ট করিতে না পারি জনার্দ্দন।
বিভুতে নিধান কৃষ্ণ পুরুষ মহাজন ॥ ৩১৩
ভক্তি কবি বিধি মতে তোষ নারায়ণ।
নিসঙ্গ কবইতে কৃষ্ণ আইসে তে কারণ ॥ ৩১৪
তোমাকে পাণ্ডবগণ পিতা হেন গণে।
পুত্র কর্ম্ম কর তবে ধৈর্য্য কর মনে ॥ ৩১৫
কথা আচ্ছাদিয়া বলে কৌরবের প্রতি।
হিত উপদেশ বলে বিদুর মহামতি ॥ ৩১৬
পাণ্ডবের অনুরক্ত যদুর নন্দন।
নিবেদন করি আমি শুন সর্ব্বজন ॥ ৩১৭
কুরুপতি দুর্য্যোধন সহজে দুর্ম্মতি।
আত্মপর লাজে কহে সেই পাপমতি ॥ ৩১৮
তাকে যদি কল্লিএ অনেক উপহার।
কালদেশ উপযুক্ত নহে ব্যবহার ॥ ৩১৯
কৃষ্ণ তবে জানিবেক ভয়ে ধন দিল।
ক্ষত্রিয় হেন অপমান না হএ সহিল ॥ ৩২০
অভ্যাগত নহেন ত পূজিব বহুতর।
কার্য্যাগত বাসুদেব পূজিলে কিবা ফল ॥ ৩২১

অধিক অর্চ্চিবে তারে কিসের কারণে।
উপগত বল শান্তি নহে বিনি বলে॥ ৩২২
তবে ভীষ্ম মহাবীর প্রসন্ন বদন।
ধৃতরাষ্ট্র সম্বোধিয়া বলিলা বচন॥ ৩২৩
কিন্তু এক হিত চিন্তি আইলেন চক্রপাণি।
ধর্ম্ম কথা কহিবেন অভিপ্রায় জানি॥ ৩২৪
পূজা কব শান্তি কর কৃষ্ণে নাহি ক্রোধ।
ত্রিভুবনের নাথ সনে কিসের বিরোধ॥ ৩২৫
বিদুর বলেন রাজা এইত নিশ্চয়।
ধর্ম্মকথা কহিয়া তাঁরে করিল বিনয়। ৩২৬
তাতে প্রিয় কৃষ্ণ যদি বলএ সম্মতি।
তবেত পরম প্রীত জগতেব পতি॥ ৩২৭
এতেক বলিল যদি ভীষ্ম মহাজন।
ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিল দুর্য্যোধন॥ ৩২৮
পাণ্ডবেব পরায়ণ তাঁহার বিধান।
পরম সাহায্যে কৃষ্ণ পাণ্ডবেব প্রাণ॥ ৩২৯
হেথায় বাঁধি থুইলে পৃথিবী আমাব।
অনাথ হইব সব পাণ্ডুর কুমার॥ ৩৩০
প্রভাতে আসিব কৃষ্ণ সভার ভিতব।
পাএ বান্ধিব তাবে শুন নৃপবর॥ ৩৩১
শুনিয়া বিস্ময় হইলা কুরু-নরপতি।
জিহ্বায় কামড় দিয়া বলে শীঘ্রগতি॥ ৩৩২
শুন দুষ্ট দুর্য্যোধন পরম অধর্ম্ম।
লোকশাস্ত্রবর্হিভূত হেন অপকর্ম্ম॥ ৩৩৩
একে দূত বাসুদেব আরে হয়েন ইষ্ট।
তাহে বন্দী করিতে চাহ বড়ই অনিষ্ট॥ ৩৩৪
বজ্রাঘাত হেন কৃষ্ণ-অপকার শুনি।
ধৃতরাষ্ট্র সম্বোধিয়া ভীষ্ম বলেন বাণী॥ ৩৩৫

দুর্য্যোধন পুত্র তোমার অনর্থের ঘর।
না শুনে সুহৃদের বাক্য আপনি সতন্তর॥ ৩৩৬
বিপথে সে করে পথ পাপ দুর্য্যোধন।
তুমিও পাপ পথে যাহ ইহার কারণ॥ ৩৩৭
কৃষ্ণে অপমান করিতে চাহে দুর্য্যোধন।
অমাত্য সহিত হবেক ক্ষণেক মরণ॥ ৩৩৮
এই পাপ বোল মোর না ধরে শ্রবণে।
এত বলি ভীষ্ম বীর উঠিল তখনে॥ ৩৩৯
প্রভাতে আইলা কৃষ্ণ পুরীর ভিতর।
আগুবাড়ি আনিলা গিয়া সকল কুরুবর॥ ৩৪০
ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ আদি বাড়াইয়া আনিল।
সম্ভাষা করিয়া দিব্য সিংহাসন দিল॥ ৩৪১
ধৃতরাষ্ট্র সম্ভাষিয়া বসিলা আসনে।
রাজা সব বসিলা যার যেই স্থানে॥ ৩৪২
বিদুরেরে সম্ভাষিয়া পুছিলা কুশল।
কুন্তী সম্ভাষিতে গেলা কৃষ্ণ মহাবল॥ ৩৪৩
কুন্তী ভোজকুমারী কৃষ্ণের পিতৃস্বসা।
পাণ্ডুর মহিষী ভুঞ্জে কত দুঃখদশা॥ ৩৪৪
দূরেত দেখিলা দেবী দেব দামোদর।
কৃষ্ণের গলা ধরি আসি কাঁদন্তি বিস্তর॥ ৩৪৫
কৃষ্ণেরে আসন দিয়া বসিলা সত্বরে।
হা পুত্র বলিয়া দেবী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে॥ ৩৪৬
শৈশব হইতে দেব গুরুরে পূজিএ।
দেব দ্বিজেরে বিস্তর ভক্তি করিএ॥ ৩৪৭
না হইল পঞ্চভাই পরস্পর ভেদ।
যুধিষ্ঠির বচন মানেন যেন বেদ॥ ৩৪৮

ত্রিপদী।

অভ্যাস কৃতিত্ব ধনুর্ব্বেদ।
শৈশব হইতে গুরু, দেব সেবায় চারু,
না ছিল পরস্পর ভেদ ॥ ৩৪৯
সতত সত্য ছাড়ি, অসত্য বলিতে নারি,
নাহি পৈশূন্য বিগুণ।
কৃত্যা করি যবে, জিনিল মূঢ় তবে,
কৃত্যাতে পুত্র নহেন নিপুণ ॥ ৩৫০
নিজ রাজ্য হইতে, পুত্র যান বনেতে,
মুঞি যাই কান্দিতে কান্দিতে।
সেই দুঃখ সহিল, মোর হৃদয় মিলিল,
চিত্ত না পারি ধরিতে ॥ ৩৫১
সিংহ ব্যাঘ্রগণ, বেড়ায়ত বনে বন,
বহুল বরাহ দন্তাল।
বাপ মায়ের দুঃখ, কেমনে ধরএ বুক,
কেমনে নির্ব্বাহল কাল ॥ ৩৫২
শঙ্খ দুন্দুভি রব, মৃদঙ্গ বংশীর স্বর,
চৈতন্য করাএ প্রভাতে।
অরণ্যের মধ্যে গিয়া, কেমতে নির্ভয় হইয়া,
শৃগালেরে বৈসে তথায়েতে ॥ ৩৫৩
স্ত্রী সব গাএ মধুর, নিস্বন কাংস্য প্রচুর,
ক্রুব্রক বিলাস বাদ্য বাজে।
স্তব করে ভট্টগণে, বিপ্রেরে বেদ বাখানে,
চৈতন্য পাএ ধর্ম্মরাজে ॥ ৩৫৪
হেন পুত্র মোর, অরণ্যেতে মহাঘোর,
পশুর কোলাহল শুনি।
কেমতে নিদ্রা গেলা, রজনীতে গোঁয়াইলা,
মাধব কহ কথা শুনি ॥ ৩৫৫

দেবের নির্ম্মিত গৃহে, ধবল রম্য বস্ত্র তাহে,
বিশ্বকর্ম্মাতে গঠিলা।
তাহাতে কোমল কার্য্য, সেবক করে পরিচর্য্যা,
সে সব ছাড়ি কেমনে বঞ্চিলা॥ ৩৫৬
অশেষ কণ্টক পাশে, কেমনে তারা বনবাসে,
আছিলেক ভূমিতে শয়নে।
এতক দুঃখ যে পাইল, বনেতে বসতি হৈল,
কৃষ্ণ কহ তাহা শুনি কাণে॥ ৩৫৭
পুত্র সব লজ্জাবন্ত, সভে বুদ্ধি ধৃতিবন্ত,
সর্ব্বভূতে দযাবন্ত।
কাম ক্রোধ ছাড়ি বনে, বেড়াইল স্থানে স্থানে,
দুঃখ পাইল তাব নাহি অন্ত॥ ৩৫৮
নৃপতি অনুসরি, নদী কন্দর গিরি,
লঙ্ঘি সব দিবস রাতি।
পৃথিবীর যত রাজা, সভে করে তারে পূজা,
হেন মোর সে পুত্র নরপতি॥ ৩৫৯
তপ্তকাঞ্চনরুচি, সকল কলেবর শুচি,
দীর্ঘবাহু মহাবীরবর।
চাহিতে চিন্তিতে মোর, অমৃত মধুর রোল,
হেন মোর পুত্র যুধিষ্ঠির॥ ৩৬০
ভীম মোর হস্তী সম, বিখ্যাত বিক্রম,
রাক্ষস মারিলা যেই হেলে[১]।
হিড়িম্ব মারিয়া বনে, পাঠাএ যমের স্থানে,
ক্রোধে নাশিব কুরুবলে॥ ৩৬১

---

(১) অযুত হস্তীর বল, ভীম মোর গিরিবর,
কীচক মারিল সে হেলে।—পাঠান্তর।

বিক্রমেত শক্র যেন, ক্রোধে কাল যম সম,
কেমতে পাইব সম্ভাষণ[1]।
ভীম পুত্র আমার, প্রতাপে অপার,
কহ শুনি দেব নারায়ণ[2]॥ ৩৬২
(কার্ত্তিক বীর্য্য সম, সংগ্রামে অনুপাম,
মাত্র পৃথিবী সমান।
যার দরশনে বৈরী, জীয়ন্ত শক্র না যায় বাহুড়ি,
বিক্রমে অজেয় প্রধান)॥ ৩৬৩
যাহার বাহুবল, পূজে পৃথিবীমণ্ডল,
দেবেতে যেন বাসব।
মোর পুত্র অর্জ্জুন বর, মহাবল ধনুর্দ্ধর,
কেমতে করিল অনুভব॥ ৩৬৪
সর্ব্বভূতে দয়াবন্ত, লজ্জাশীল গুণবন্ত,
মহাসত্ত্ব সব অস্ত্রবন্ত।
প্রাণ সম পুত্র আমার, সহদেব কুমার,
কেমতে দুঃখ সে সহন্ত॥ ৩৬৫
ভ্রাতৃবর্গের প্রাণ সম, বীর নকুল নাম,
বিচিত্র যোধ মহাবীর।
মাদ্রী গর্ভে জনম, পুত্র মোর প্রাণ সম,
অতি বড় কোমল শরীর॥ ৩৬৬
বহুত শুশ্রূষা কৈল, কেমতে বনে নির্ব্বাহিল,
আর কি দেখিমু নয়নে।
কহ কহ গোবিন্দ, মোর হউক আনন্দ,
নকুল বঞ্চিলা কেমনে॥ ৩৬৭

(১) থাকএ ভাইর শাসনে।—পাঠান্তর।
(২) ভীম মোর পুত্রবর, কহ দেব দামোদর,
কেমতে নির্ভয় হৈল বনে।—পাঠান্তর।

সত্যবাদিনী, সব গুণশালিনী,
দ্রুপদতনয়া কুমারী।
মোর পঞ্চ পুত্র, তার সঙ্গে একত্র,
তার গুণ কহিতে না পারি॥ ৩৬৮
আপন পঞ্চ পুত্র এড়ি, দ্রৌপদীত বড় নারী,
স্বামী সঙ্গে গেলা বনে।
ভাল কি আছএ তথা, মোর বধূ পতিব্রতা,
কহ কৃষ্ণ মুঞি শুনি কাণে॥ ৩৬৯
যখনে দুঃশাসনে, সভাতে ধরিয়া আনে,
একবস্ত্রা বধূ মোব সতী।
আছিল ধৃতরাষ্ট্র নৃপ, বাহ্লীক কর্ণ কৃপ,
সোমদত্ত সকল যোধপতি॥ ৩৭০
সভাতে আছিল যত, কৌরব কুরু শত,
সভাকার চরিত্র জানিল।
বুঝি যত ধর্ম্মশীল, সভাকার মনে ছিল,
তাহা সভের বোল বুঝিল॥ ৩৭১
এ সব দুঃখ যত, পাশরিব কেন মত,
পুত্রের পরাভব দুঃখ।
এতেক দুঃখ আমার, কাহারে কহিব আর,
না পাইনু মৃত্যুর সম্মুখ॥ ৩৭২
আপন পুত্র যেন, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র তেন,
দেখিল কর্ণ বিশেষে।
বহু পুণ্য ফলে, মোর পুত্র মহাবলে,
শত্রু মারি আইল দেশে॥ ৩৭৩
অর্জ্জুন জন্মিতে, আকাশবাণী হইতে,
শুনিল মুঞি আপন শ্রবণে।
এই পুত্র মোর সুমতি, জিনিব সর্ব্ব নরপতি,
কীর্ত্তি কহিল দেবগণে॥ ৩৭৪

সকল কুরুবল, সংহারিব সকল,
করিব অশ্বমেধ তিন।
ভ্রাতৃবর্গ সনে রাজ্য, করিব কৃষ্ণ সাহায্য
না হৈব ইন্দ্র হৈতে হীন॥ ৩৭৫
তাহা সভার কর্ম্ম দোষে, বেড়াযেন বনবাসে,
ধর্ম্মেরে করেন নমস্কার।
যদি ধর্ম্ম পরায়ণ, বেদ শাস্ত্রে অবধান,
তবে বাক্য হইবেক সার॥ ৩৭৬

পয়ার।

পুন বলে কুন্তী সতী শুন জনার্দ্দন।
ধর্ম্মেরে কহিও সব আমার কথন॥ ৩৭৭
কদাচিৎ ধর্ম্ম লঙ্ঘিয়া না করিব।
অতিমন্দ পড়িলে ধর্ম্মেত রাখিব॥ ৩৭৮
অর্জ্জুনেরে কহিও আমার উপদেশ।
উত্তম অধম দেখি পুরুষ বিশেষ॥ ৩৭৯
যে নিমিত্ত প্রসবে ক্ষত্রিয়ের নারী।
তাহার সময় এই লইহ বিচারি॥ ৩৮০
তথাপি উত্তম জন নাহি ছাড়ি ধর্ম্ম।
কদাচিৎ না করিব নির্বংশের কর্ম্ম॥ ৩৮১
কাল পাইয়া মহাজন কবিবে সাহস।
প্রাণ উপেক্ষিয়া ধবিবে আপনার যশ॥ ৩৮২
সহদেব নকুলেরে কহিবে বুঝাই।
বিক্রমে আজিএ ধন বড় পুণ্যে পাই॥ ৩৮৩
ভীমেরে কহিও দ্রৌপদীর শরণ।
সেই কালে কি বলিলা তাহে নাহি মন॥ ৩৮৪
বড় দুঃখ পাইল সভে রাজ্যহরণে।
যত পরাভব দুঃখ তাহা নাহি মনে॥ ৩৮৫

একই সে দুঃখ মোর হৃদয়ে রহিল।
চুলে ধরি দ্রৌপদীরে সভাএ আনিল॥ ৩৮৬
একবস্ত্রা বধূ মোর সভাকে আনিল।
রজস্বলা হেন তারে সভাতে জানিল॥ ৩৮৭
বলিল কৌরবগণ সভা বিদ্যমান।
হৃদযে বহিল মোর সেই অপমান॥ ৩৮৮
তুমি হেন ভ্রাতৃপুত্র থাকিতে জনার্দ্দন।
মুঞি এত দুঃখ পাই কিসের কারণ॥ ৩৮৯
ভীমসেন জীয়ন্ত থাকিতে ধনঞ্জয়।
মুঞি দুঃখ পাব কেন কৃষ্ণ মহাশয়॥ ৩৯০
কুন্তীর বচন যেন কুলিশের ধার।
আশ্বাসিয়া গোবিন্দ বলিল হিত সার॥ ৩৯১
ত্রিভুবনে কে আছে তোমা হেন সতী।
বীরপুত্র প্রসবিয়া তুমি পুত্রবতী॥ ৩৯২
বীরের জননী তুমি বীরের মহিষী।
সর্ব্বগুণযুতা তুমি ধর্ম্মেত বিদ্যাসি॥ ৩৯৩
অচিরাৎ দেখিবে শত্রুর নিধন।
সংসারে দুঃখ সুখ ভুঞ্জে মহাজন॥ ৩৯৪
অচিরাৎ দেখিবা পাণ্ডব মহামতি।
নিষ্কণ্টক হইয়া ভুঞ্জিব বসুমতী॥ ৩৯৫
আশ্বাসিযা কুন্তীরে কৃষ্ণ মহাশয়।
প্রদক্ষিণ হইয়া চলিলা সভায়॥ ৩৯৬
দুর্য্যোধনগৃহে গেলা প্রাসাদ উত্তর।
বসিয়াছে দুর্য্যোধন রাজা নৃপবর॥ ৩৯৭
তাহার কাছে কর্ণবীর শকুনি দুর্ম্মতি।
রাজার অনুজ দুঃশাসন যোধপতি॥ ৩৯৮
বাসুদেব দেখিয়া উঠিল দুর্য্যোধন।
অমাত্য সহিত উঠিয়া দিলেন্ত আসন॥ ৩৯৯

ইষ্ট কথা কহিল সম্ভাষ বিস্তর।
দুর্য্যোধন উপহার দিলেন বহুতর ॥ ৪০০
কোন দ্রব্য না লইলা দেব জনার্দ্দন।
ভক্তি করি জিজ্ঞাসা করিল দুর্য্যোধন ॥ ৪০১
দুইপক্ষে হিতাহিত তুমি সংসারের সার।
কি কারণে নাহি লও আমার উপহার ॥ ৪০২
হাসিয়া গোবিন্দ তারে দিলেন উত্তর।
দূত ধর্ম্ম হেন নহে শুন নৃপবর ॥ ৪০৩
দূত নহে পূজার ভাজন।
কার্য্যার্থ করিয়া দূত পূজে সর্ব্বজন ॥ ৪০৪
আজি আমি রহি গিয়া বিদুরের দেশে।
যদি কালি রহি তবে পূজিল বিশেষে ॥ ৪০৫
উঠিয়া গোবিন্দ গেলা বিদুরের ঘর।
ইন্দ্রের আওয়ারী যেন দেখিতে সুন্দর ॥ ৪০৬
যথাবিধি বিদুর করিল ব্যবহার।
ভোজন সামগ্রী দিল নানা উপহার ॥ ৪০৭
সহচর সনে কৃষ্ণ করিল ভোজন।
রত্নময় শয্যা দিল করিতে শয়ন ॥ ৪০৮
ভক্তি করি পুছিলা বিদুর মহামতি।
কেন আগমন হেথা জগতের পতি ॥ ৪০৯
দুষ্ট দুর্য্যোধন অধম গোঁয়ার।
কদাচিৎ না ধরিব বচন তোমার ॥ ৪১০
বিশেষ শত্রুর মধ্যে তুমি একেশ্বর।
নিষ্ঠুর নিষ্ঠুর বাক্য বলিল বিস্তর ॥ ৪১১
অশিষ্টের মধ্যেত তোমার গমন।
মুঞি মনে চিন্তো এই দেবকীনন্দন ॥ ৪১২
বিদুরের বচন শুনিয়া দামোদর।
ঈষদ্ হাসিয়া তারে দিলেন উত্তর ॥ ৪১৩

ধৃতরাষ্ট্রসভায় ক্ষত্রিয় সব বৈরি।
দুর্য্যোধনে দুঃশাসনে কি করিতে পারি॥ ৪১৪
লোকে মোরে বলিবেক অপযশ বচন।
পারিতে গোবিন্দ না করিল নিবারণ॥ ৪১৫
পাণ্ডব কৌরব মোর দুই কুল ইষ্ট।
না করিলে লোকে মোরে বলিবে অনিষ্ট॥ ৪১৬
তেকারণে নিষেধ আমি বলি এ বচন।
দূত হইয়া আইলাঙ তথির কারণ॥ ৪১৭
যেবা বল শত্রুর মধ্যে আমি একেশ্বর।
পৃথিবী সমর্থ নহে আমার সোসর॥ ৪১৮
দুইজন নানা কথায় পোহাইল রজনী।
ধার্ম্মিক বিদুর আর দেব চক্রপাণি॥ ৪১৯
প্রভাতে করিলা স্নান দেবকীনন্দন।
দিনকৃত্য নির্ব্বাহিল ব্রাহ্মণ তর্পণ॥ ৪২০
কর্ণ শকুনি সহ তবে রাজা দুর্য্যোধন।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে আসি বলিলা বচন॥ ৪২১
রাজসভায় বসিয়াছে বৃদ্ধ নরপতি।
প্রতীক্ষে তোমারে জানহ মহামতি॥ ৪২২
দেবেন্দ্রের প্রতীক্ষে যেন দেবগণ।
এক মুখে আছে সভে তোমাব কারণ॥ ৪২৩
কৃষ্ণ আসিয়া তবে দোঁহা আদরিল।
বস্ত্র অলঙ্কার পরি রথে আরোহিল॥ ৪২৪
পাছু হইল দুর্য্যোধন শকুনি দুরন্ত।
কৃতবর্ম্মা সাত্যকি সবে মতিমন্ত॥ ৪২৫
বেণু শঙ্খ বাদ্য বাজে শুনিতে সুন্দর।
রাজসভায় প্রবেশিলা দেবকীকুমার॥ ৪২৬
সভাজন সম্ভাষা আছিল বহুবিধি।
সুবর্ণ আসনে বসিলা গুণনিধি॥ ৪২৭

হেনকালে সভা মধ্যে আইলা দেবগণ।
সম্ভ্রমে উঠিয়া ভীষ্ম দিলেন আসন ॥ ৪২৮
আইলা পরশুরাম কথা শুনিবারে।
নারদাদি মুনিগণ সভার ভিতরে ॥ ৪২৯
দেব সবে বসিলা বসিলা মুনিগণ।
ধৃতরাষ্ট্র সম্ভাষিয়া বলেন জনার্দ্দন ॥ ৪৩০
কৌরব পাণ্ডব শান্তি কবিব নিস্তাব।
তেকারণে আইলাঙ আমি সন্ধি করিবার ॥ ৪৩১
সর্ব্বগুণে যুত তুমি গুণের নিধান।
কুরুবংশে মহাজন করএ বাখান ॥ ৪৩২
ক্ষমাসত্ব দয়াবন্ত গুরু বলে বৈসে।
তুমি তাতে মহারাজ বলএ বিশেষে ॥ ৪৩৩
দুর্য্যোধন প্রভৃতি তোমার পুত্র শত।
মর্য্যাদা ছাড়িয়া হইলা দোষে উপগত ॥ ৪৩৪
বংশের আপদ্‌ত্রাতা জানিহ নিশ্চয়।
পৃথিবী হইবে নাশ যশ পাইবে ক্ষয় ॥ ৪৩৫
উপশম ইহার করহ নৃপবর।
আর সব কি বলিব না সহে দুষ্কর ॥ ৪৩৬
পুত্র সব বুঝাও তুমি করহ নিষেধ।
পাণ্ডবে বুঝাইয়া করিব প্রবোধ ॥ ৪৩৭
কৌরবে পাণ্ডবে সমুচিত কব রাজ্য।
যুধিষ্ঠির ভীমার্জ্জুনে করাইব ধার্য্য ॥ ৪৩৮
দেবাসুরের দুর্জ্জয় পাণ্ডব মহাবীর।
শত পুত্র তোমার সংগ্রামে বড় স্থির ॥ ৪৩৯
ভীম দ্রোণ কৃপ কর্ণ আর বিবিংসতি।
অশ্বত্থামা বাহ্লিক উলুক প্রভৃতি ॥ ৪৪০
আর সব মহাযোদ্ধা সমর দুর্জ্জয়।
তোমাসম রাজা নাহি শুন মহাশয় ॥ ৪৪১

এক যুক্তি দুইজনে ভুঞ্জ রাজ্য সুখ।
হিত উপদেশ বলি না হইঅ বিমুখ॥ ৪৪২
শিশুকাল হইতে তাব বাপের বিয়োগ।
আপনি পালন কৈলে দিয়া উপভোগ॥ ৪৪৩
যুধিষ্ঠির বাজা তোমাবে যত বলিল প্রণতি।
সে সকল কহি শুন বৃদ্ধ নরপতি॥ ৪৪৪
তোমার আদেশ আমি মাথায় করিয়া বহি।
তোমার কারণে আমি এত দুঃখ সহি॥ ৪৪৫
দ্বাদশ বৎসর আমি আছিলাম বনে।
বৎসরেক ছিলাম বিরাট-ভবনে॥ ৪৪৬
তুমি যে সময় করিলা সেই কবি মনে
সময় লঙ্ঘিতে চাহ কিসের কাবণে॥ ৪৪৭
ধর্ম্ম এড়ি মহাবাহু বড় পাই ক্লেশ।
এড়ি দেহ আমার পৈত্রিক নিজ দেশ॥ ৪৪৮
এতেক দুঃখ সহি আমি গুরুজন চাহি।
পিতার সমান তুমি না করি বড়াই॥ ৪৪৯
হেন বাক্য যুধিষ্ঠিব কহিল আপনে।
ধর্ম্মেত বিমুখ হও কিসের কারণে॥ ৪৫০
আপন পৈত্রিক ভূমি মাগতি পাণ্ডব।
সুখে রাজ্য করুক তোমার পুত্রসব॥ ৪৫১
ইন্দ্রপ্রস্থ রাজ্য দিলা পুত্রের সম্মতি।
রাজা সব বশ করিল আপন শকতি॥ ৪৫২
শকুনিতে যাইয়া হরিলেক ধন।
দ্রৌপদী আনিল দেখিল সর্ব্বজন॥ ৪৫৩
এতেক অবস্থা কবিল রাজা যুধিষ্ঠিরে।
তথাপিও ক্রোধ না জন্মিল তাহার শরীরে॥ ৪৫৪
আমি সব চিন্তি তোমার হিত কার্য্য।
নিসন্দে ছাড়িয়া দেও তাঁরি নিজ রাজ্য॥ ৪৫৫

যুদ্ধে অসমর্থ নহে পাণ্ডুর নন্দন।
পরম প্রবল হয় ভীমত অর্জ্জুন॥ ৪৫৬
যে পথে কুশল হয় সেই পথ চাহ।
অকারণে রাজা তুমি অপকীর্ত্তি পাহ॥ ৪৫৭
এত যদি বলিলা দেবকীনন্দনে।
সকল নৃপতি তারে প্রশংসে মনে মনে॥ ৪৫৮
বলিলা পরশুরাম হিত উপদেশ।
তাহার পাছে নারদ বলিলা বিশেষ॥ ৪৫৯
বলিলেন মুনিগণ দেখি দুর্যোধন।
অশ্বত্থের গাছে যেন কহিল স্বপন॥ ৪৬০
কার বোল দুর্য্যোধন না শুনিল যবে।
ধৃতরাষ্ট্র গোবিন্দেরে বলিলেন তবে॥ ৪৬১
যত কিছু বাসুদেব বলিলা বচন।
হিত উপদেশ কথা লইল মোর মন॥ ৪৬২
না ধরে কাহার বোল মূঢ় দুর্য্যোধন।
তুমি তারে বুঝাইয়া বলহ বচন॥ ৪৬৩
গান্ধারী বলিল বোল না ধরিল কাণে।
বলিল বিদুর যত না শুনে বচনে॥ ৪৬৪
কৃষ্ণ তবে দুর্য্যোধন রাজারে বুঝায়।
সর্ব্বগুণযুত তুমি হও মতিমন্ত॥ ৪৬৫
চন্দ্রবংশে জন্ম তোমার করহ সাধুকর্ম্ম।
শকুনির বচনে কেন করহ অধর্ম্ম॥ ৪৬৬
আমি কহি উপদেশ করহ অবধান।
বাপের কুশল চাহ আপন কল্যাণ॥ ৪৬৭
ভীষ্মাদি রাজগণ করহ পরিত্রাণ।
জ্ঞাতির কুশল চাহ মিত্রের কল্যাণ॥ ৪৬৮
বাপ মায়ের বাক্য না কর অন্যথা।
পঠিয়া পাসরিলা কেন ইতিহাসকথা॥ ৪৬৯

পাণ্ডব সহিত তুমি কর উপভোগ।
তাহারে দুঃখ দিলে পাইবে অধর্ম্ম যোগ॥ ৪৭০
তোমার সঙ্গে সংগ্রাম করিবে পাঁচজন।
একেশ্বর বৃকোদর করিবে নিধন॥ ৪৭১
এই ভীষ্ম কৃপবীর এই জয়দ্রথ।
অশ্বত্থামা সোমদত্ত সর্ব্ব মহাসত্ত্ব॥ ৪৭২
সভে মিলি একে এক করএ যদি রণ।
অর্জ্জুন সহিত সমর্থ হইব কোনজন॥ ৪৭৩
দেবাসুর যক্ষ আর রাক্ষসগণে।
অজয় অর্জ্জুন জান এ তিন ভুবনে॥ ৪৭৪
কুলক্ষয় কবিলে তোমার হইবে কোন সাজ।
ধৈর্য্য হও দুর্য্যোধন যুদ্ধে নাহি কাজ॥ ৪৭৫
পাণ্ডবেব পৈত্রিক রাজ্য তুমি দেহ ছাড়ি।
পুরক্ষয় না করিহ কিংবা পাশা খেলি॥ ৪৭৬
ভীষ্ম পিতামহ তবে বলিলা আপনি।
ধৈর্য্য হও দুর্য্যোধন কৃষ্ণের বাক্য শুনি॥ ৪৭৭
বলিলা সকল বাক্য সাক্ষাতে নারায়ণ।
তাঁহার বাক্য না লঙ্ঘিও শুন দুর্য্যোধন॥ ৪৭৮
মহাশোকসাগবে ডুবিবে কি কারণে।
দ্রোণাচার্য্য তাহারে বলিল বিস্তর বচনে॥ ৪৭৯
প্রজানাশ না করিও আর জ্ঞাতিবধ।
হেন বুদ্ধি তোমারে দিল কেমন মুগধ॥ ৪৮০
কৃষ্ণের বচন শুনি ক্রোধেত সন্তাপ।
না করিলে পশ্চাৎ পাইবে অনুতাপ॥ ৪৮১
বিদুর বলেন আমি তোমারে কহি হিত।
বাপ মায়ের বচন লঙ্ঘিতে অনুচিত॥ ৪৮২
বৃদ্ধকালে কেন করহ শোকাকুলি।
অনাথ হইয়া রাজা মরিবেত বলি॥ ৪৮৩

পুনরপি ধৃতরাষ্ট্র বলিল আপনি।
হিতবাক্য বলিলা দেব চক্রপাণি ॥ ৪৮৪
ক্রুদ্ধ হইয়া সর্প হেন উঠে দুর্য্যোধন।
কৃষ্ণের দিগে চাহিয়া বলিল বচন ॥ ৪৮৫
ভক্তিযোগে পাণ্ডবের করহ সাহায্য।
আমারে নিন্দহ তুমি আমি সে অনার্য্য ॥ ৪৮৬
রাজা মন্দ বলে মোরে বিদুর ভর্ৎসএ।
পিতামহ ভীষ্ম মোরে কি কারণে তর্জ্জএ ॥ ৪৮৭
শকুনি জিনিল রাজ্য হারিল পাণ্ডবে।
কোন অপরাধে মোরে নিন্দিস্ সভে ॥ ৪৮৮
যে কিছু হারিল ধন সকল দিলাঙ।
মুঞি অপরাধী করে পাষণ্ড খেলাঙ ॥ ৪৮৯
অজয় পাণ্ডব সব গেল বনবাস।
কোন দোষে তাবে মুঞি করিনু উদাস ॥ ৪৯০
ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সব করিল কোন দোষ।
অকাবণে আমারে করহ অভিবোষ ॥ ৪৯১
হেন কালে কহেন নারদ মুনিবর।
মাতুলির * * * পাঠলবর ॥ ৪৯২
অশ্বতর নাগের পুত্র পাতালে পাইল।
তারে আনি আমি কন্যা বিভা দিল ॥ ৪৯৩
বিশ্বামিত্র কহিল গালব উপাখ্যান।
কণ্ব মুনি কহিল অনেক কথন ॥ ৪৯৪
এ সকল কথা বিশেষিয়া কহিতে না পারি।
সংক্ষেপে বলিয়া যাই পোথা বুঝাহ চারি ॥ ৪৯৫
ঐ সকল কথা কহিল ঋষিগণ।
ক্রোধিত হইল তবে রাজা দুর্য্যোধন ॥ ৪৯৬
শুন কৃষ্ণ হেন বলী নাহি পৃথিবীতে।
কোন জন পারিবে আমারে সংগ্রামে জিনিতে ॥ ৪৯৭

ভীষ্ম দ্রোণ কৃপ কর্ণ দেবের দুর্জ্জয়।
যেমত পতঙ্গ হইবা পাণ্ডুর তনয়॥ ৪৯৮
সংগ্রামেত আমি করিব ক্ষত্রিযধর্ম্ম।
শুন জনার্দ্দন যুদ্ধ নহে অপকর্ম্ম॥ ৪৯৯
অস্ত্রে নিধন হইলে যাইব স্বর্গলোক।
এই সে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম কেন পাইব শোক॥ ৫০০
পৃথিবী শাসিমু মুঞি নিজ বাহুবলে।
পুনরাজ্য না পাইব পাণ্ডব সকলে॥ ৫০১
শুন প্রভু মুঞি বলি নিষ্ঠুর কাহিনী।
সূচী অগ্র প্রমাণে না দিব মেদিনী॥ ৫০২
দুর্য্যোধন বচনে কুপিল জনার্দ্দনে।
হাসিয়া বলেন তবে মূঢ় দুর্য্যোধনে॥ ৫০৩
অপবাদ নাহি হেন বলিলা দুর্ম্মতি।
রাজসভা যে জানে তোমার প্রকৃতি॥ ৫০৪
শিশুকাল হইতে তুমি চিন্তিলা বিরোধ।
ভীষ্ম দ্রোণ না পারিল করিতে প্রবোধ॥ ৫০৫
মাগিলা না দিলা রাজ্য হাহাতে হারাইবে।
সংগ্রামে পড়িযা পাছে সর্ব্ব রাজ্য দিবে॥ ৫০৬
বাপ মায়ে কহিলেক না ধরিলা বোল।
নিশ্চয় জানিব তোমা মৃত্যুকে দিলা কোল॥ ৫০৭
(কৃষ্ণ হেন বাক্য বলিতে বলিল দুঃশাসন।)
দুর্য্যোধনে সম্বোধিয়া নিষ্ঠুর বচন॥ ৫০৮
না বুঝিলা দুর্য্যোধন কার্য্যের গতি।
হিত খলু বলেন গোবিন্দ মহামতি॥ ৫০৯
আপন ইচ্ছায় যদি না কর সন্ধান।
বান্ধিয়া দিবেন লইয়া পাণ্ডবের স্থান॥ ৫১০
তুমি আমি কর্ণ সব এই তিন জন।
ভীষ্ম দ্রোণ বাঁধিয়া তোমা দিবেন এখন॥ ৫১১

দুঃশাসনের বোলে উঠিল দুর্য্যোধন।
অমাত্য সহিত গেলা আপন ভবন॥ ৫১২
বিস্তর বলিলা তবে গান্ধারী জননী।
উপদেশ কহিল নীতিশাস্ত্র অনুমানি॥ ৫১৩
না শুনিল দুর্য্যোধন কাল হইল বশ।
গুরু বচন না শুনিলে কোথাও নাহি যশ॥ ৫১৪
কর্ণ বীর দুঃশাসন শকুনি সহিত।
যুক্তি করে দুর্য্যোধন কপট পণ্ডিত॥ ৫১৫
রাজাএ বান্ধিয়া দিব আমা চারিজন।
পাণ্ডবের ঠাঁই নিয়া দিবে জনার্দ্দন॥ ৫১৬
হেন কার্য্য যাবত মন্ত্রণা নাহি করে।
হৃষিকেশ বাঁধিয়া রাখিব নিজ ঘরে॥ ৫১৭
বলিরে বান্ধিয়া রাজ্য করে ইন্দ্ররাজ।
হেন নীতিশাস্ত্র আছে মন্দ নহে কাজ॥ ৫১৮
কৃষ্ণ বান্ধিয়া রাখিলে পাণ্ডব উদাস।
দন্ত উপাড়িলে ভুজঙ্গ নিরাশ॥ ৫১৯
পাণ্ডবের সহায় সর্ব্বস্ব জনার্দ্দন।
তারে বান্ধিয়া পাণ্ডবেরে করিব নিধন॥ ৫২০
হেন সব যুক্তি সাত্যকি জানিল।
কৃতবর্ম্মা সহিত সকল সৈন্য আইল॥ ৫২১
কৃষ্ণেরে কহিল বীর সভার ভিতর।
ধৃতরাষ্ট্র সম্বোধিয়া বলেন দামোদর॥ ৫২২
সাজিয়া সকল সৈন্য রাজা দুর্য্যোধন।
আমারে বাঁধিতে চাহে তোমার নন্দন॥ ৫২৩
যাহারে যে করিতে পারে দেখ কুতূহল।
তোমারে জানাইল এই শুন মহাবল॥ ৫২৪
আজি সব কুরুবংশ যুঝি করিব নিধন।
ধৃতরাষ্ট্র শুনিয়া অস্থির হৈল মন॥ ৫২৫

বিদুর পাঠাইয়া আনাইল দুর্য্যোধন।
যুধিষ্ঠিরে সমর্পিহ সর্ব্ব রাজ্য ধন ॥ ৫২৬
হেন ছার বুদ্ধি তোরে দিল কোন জন।
পাপী সব মন্ত্রী তোর তাহার নাহিক জ্ঞান ॥ ৫২৭
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের লোক হএ একত্তর।
তথাপি জিনিতে না পারিব দামোদর ॥ ৫২৮
পাপী জন লইয়া মন্ত্রণা করিস্ অনুক্ষণ।
এ সকল মন্ত্রী তোরে করিব নিধন ॥ ৫২৯
ভর্ৎসিলেক দুর্য্যোধনে বহুল বচনে।
হেন পাপকর্ম্ম করিতে চাহ অকারণে ॥ ৫৩০
লোকে অপযশ কর্ম্ম ধর্ম্মের লঙ্ঘন।
কোন্ শাস্ত্রে শিখাইল হেন কুবচন ॥ ৫৩১
মহামূঢ় দুর্য্যোধন কুলের অঙ্গার।
তোমা হইতে হইল বংশের সংহার ॥ ৫৩২
অনাদি নিরঞ্জন প্রভু পুরুষ প্রধান।
না চিনিস ব্রহ্মদেব বিহিত বিধান ॥ ৫৩৩
দেবাসুর যার তেজ নারে সহিবারে।
ত্রিভুবনে কে আছে তাঁরে বাঁধিবারে ॥ ৫৩৪
দুর্য্যোধনে দেখি কৃষ্ণ বলেন আপনে।
আমি একেশ্বর হেন তোমার লয মনে ॥ ৫৩৫
অরে মূঢ় দুর্য্যোধন করহ সাহস।
আমায় অপমান করি যমের হইবে বশ ॥ ৫৩৬
আমি একেশ্বর হেন তোমার পরিহাসে।
ত্রিভুবনে যত আছে সকল মোর পাশে ॥ ৫৩৭
ডাকিযা বলেন শুন কুরু দুর্য্যোধন।
এত বলি উচ্চৈঃস্বরে হাসেন জনার্দ্দন ॥ ৫৩৮
হাসিতে বিজলী পড়ে অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ।
সর্ব্ব দেব শরীরে দেখেন বিদ্যমান ॥ ৫৩৯

কালরুদ্র দেখে ব্রহ্মা নাভিস্থল।
ভুজে লোকপাল সব নয়নে অনল॥ ৫৪০
মহেন্দ্র বরুণ যম যত দেবগণ।
বহুরূপ দেখিএ প্রত্যক্ষ নারায়ণ॥ ৫৪১
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম কিরীট কুণ্ডল।
জ্যোতির্ম্ময় দীপ্তিমন্ত শরীর নির্ম্মল॥ ৫৪২
কৃষ্ণের পৃষ্ঠে দেখে পঞ্চ পাণ্ডব।
সর্ব্ব তেজ আবির্ভাব বিভূতিসম্ভব॥ ৫৪৩
দেখিয়া নৃপতি সব বুজিলেন আঁখি।
বিস্মিত হইলা সব কৃষ্ণরূপ দেখি॥ ৫৪৪
ঋষিগণ দেখন্তি সঞ্জয় নৃপবর।
তা সবারে দিব্য মূর্ত্তি দেখান দামোদর॥ ৫৪৫
তবে বিশ্বরূপ ভূষিত জনার্দ্দন।
গগনে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বরিষণ॥ ৫৪৬
সকল পৃথিবী তথা কাঁপে মহীতল।
পরম বিস্মিত তবে নৃপতিমণ্ডল॥ ৫৪৭
সম্বরিয়া বিশ্বরূপ দেব দামোদর।
সাতাকির হাত ধরি চলিলা সত্বর॥ ৫৪৮
সম্ভাষিয়া সভাজনে রাজারে বন্দিল।
কুন্তীর নিকটে গিয়া বৃত্তান্ত কহিল॥ ৫৪৯
নমস্করি কুন্তীরে চলিলা দামোদর।
কর্ণের সঙ্গে আছিল রহস্য উত্তর॥ ৫৫০
রথে চড়ি কর্ণকে লইল জনার্দ্দন।
কর্ণ সনে কৃষ্ণ কহেন পর্ব্বের কথন॥ ৫৫১
কন্যাকালে কুন্তীগর্ভে তোমার উৎপত্তি।
আপনারে জান তুমি পাণ্ডুর সন্ততি॥ ৫৫২
যুধিষ্ঠির নরপতি তোমার হয়েন ভাই।
আপনা না জান কর্ণ তোমারে বুঝাই॥ ৫৫৩

ধর্ম্মশাস্ত্র পড়িলা বহুল দিলা দান।
ব্রাহ্মণসমাজে তোমার শুনি যে বাখান ॥ ৫৫৪
তোমার পায় ধরিবা পাঁচ ভাই।
এ হেন সম্বন্ধ কর্ণ বড় পুণ্যে পাই॥ ৫৫৫
তোমারে পূজিব পৃথিবীর রাজা সভে।
রাত্রি দিনে তোমায় পূজিব রাজা ভাবে॥ ৫৫৬
যত যত রাজেন্দ্র পাণ্ডব যুদ্ধে আইল।
তোমার পায় ধোয়াইব তোমারে কহিল॥ ৫৫৭
সুবর্ণ রজত কুম্ভে তোর অভিষেক।
তোরে রাজা করিমু দেখিবে পরতেক॥ ৫৫৮
অগ্নিহোত্র শুনাবেক ধৌম্য তপোধন।
ছয় দিন দ্রৌপদী করিবে উপাসন॥ ৫৫৯
যুবরাজ হইবেক রাজা যুধিষ্ঠির।
ধবল চামর লইয়া সেবিব শরীর॥ ৫৬০
মাথায় ধবল ছত্র ধরিবা বৃকোদর।
রথের সারথী হইবা পার্থ ধনুর্দ্ধর॥ ৫৬১
অভিমন্যু সহদেব নকুল কুমার।
মহাবীর ধৃষ্টদ্যুম্ন তোমার পরিবার॥ ৫৬২
বৃষ্ণিবংশ লইয়া সহায় হইব আমি।
ভাই লইয়া অকণ্টকে রাজ্য কর তুমি॥ ৫৬৩
হেন যবে বলিলেন দেব দামোদর।
ভক্তি করি কর্ণ তবে দিলেন উত্তর॥ ৫৬৪
সূর্য্যবীর্য্যে জন্ম মোর কুন্তীর উদরে।
সূর্য্যের বচনে মাতা বিসর্জ্জিল মোরে॥ ৫৬৫
সূত পাইয়া আমা নিল নিজ ঘরে।
রাধায় পালিল আমা নানা পুরস্কারে॥ ৫৬৬
স্তন দিয়া পালিল ঘুচিল মলমূত্র।
সর্ব্ব লোকে জানে যে রাধার আমি পুত্র॥ ৫৬৭

ধর্ম্মেত পাণ্ডবপুত্র কুন্তীগর্ভে জন্ম।
যুধিষ্ঠির রাজারে না কহিও এ সব কর্ম্ম॥ ৫৬৮
শুনিয়া হাসিবে রাজা ধর্ম্ম নৃপবর।
মুঞি তথা না যাইব শুন কথা দামোদর॥ ৫৬৯
মুঞি রাজ্য পাই যদি দিমু দুর্য্যোধনে।
কদাচিৎ সত্যভঙ্গ না লয় মোর মনে॥ ৫৭০
দুর্য্যোধন করিল মোর বিস্তর ভরণ।
নানা দ্রব্য ধন দিল বিস্তর নারীগণ॥ ৫৭১
ত্রয়োদশ বৎসর রাজ্য ভুঞ্জিল নানা সুখ।
দুর্য্যোধন প্রসাদে না পাইলাঙ কোন দুঃখ॥ ৫৭২
করিব অবশ্য রণ অর্জ্জুন সংহতি।
প্রতিজ্ঞা করিনু আমি কৌরবের প্রতি॥ ৫৭৩
যদ্যপি জানিএ আমি পাণ্ডবের জয়।
সবান্ধবে হইব কৌরব কুলক্ষয়॥ ৫৭৪
অর্জ্জুনের হাতে হৈব আমার নিধন।
ভীষ্ম দ্রোণ মাবিবাক দ্রুপদ নন্দন॥ ৫৭৫
ধৃতরাষ্ট্র প্রসব এই শত সহোদর।
ভীমসেনের সংগ্রামে যাইব যম ঘর॥ ৫৭৬
তথাপি * * * ইস্থা রাজা দুর্য্যোধন।
ক্ষত্রিয়প্রধান ধর্ম্ম প্রতিজ্ঞা পালন॥ ৫৭৭
আপনি জানহ কৃষ্ণ এ সব রহস্য।
সকল পৃথিবীনাশ হইব অবশ্য॥ ৫৭৮
তাহাতে নিমিত্ত হইব এই তিন জন।
দুঃশাসন শকুনি নৃপতি দুর্য্যোধন॥ ৫৭৯
কৌরব পাণ্ডব রণে রুধির কর্দ্দম।
পাণ্ডব মারিব সব কৌরব অধম॥ ৫৮০
যুধিষ্ঠির বিজয় কৌরব পরাজয়।
অবিলম্বে বধ হবেক জানিহ নিশ্চয়॥ ৫৮১

দুর্ম্মতি দেখি এই কৌরবের রাজে।
অশুভসূচক যেন গ্রহগণ মাঝে॥ ৫৮২
গগনে উল্কাপত নির্ঘাত সহিত।
পৃথিবী কম্পএ যেন দেখি বিপরীত॥ ৫৮৩
ঘাস পাণি ছাড়িয়া কান্দএ অশ্ব গজ।
অকস্মাৎ ভাঙ্গিয়া পড়এ রথধ্বজ॥ ৫৮৪
গৃধ্র কতেক কাক পেচা মক্ষিক সচান।
কৌরবের পাছে ধাএ দেখি বিদ্যমান॥ ৫৮৫
মাংস শোণিতবৃষ্টি উগ্র বহে বাত।
কৌরবের নিধন হেতু রব হএ তাত॥ ৫৮৬
স্বপ্ন দেখিনু মুঞি সুবর্ণপাত্র হাতে।
সঘৃত পাত্রে সখাএ পাণ্ডবের হাতে॥ ৫৮৭
পৃথিবীগ্রাসে ধর্ম্ম দেখিএ স্বপন।
পর্ব্বতেত উঠি ভীম করে মহারণ॥ ৫৮৮
ধবল হস্তীতে চড়ি বীর ধনঞ্জয়।
তোমা সনে ক্রীড়া করে মহাতেজোময়॥ ৫৮৯
আর স্বপ্ন দেখিনু সাত্যকি মহাবল।
মাদ্রীর পুত্র সনে চড়ে মনুষ্য উপর॥ ৪৯০
স্বপ্ন দেখিনু মুঞি শুনহ দামোদর।
মহারণ হইব এই সংগ্রাম ভিতর॥ ৫৯১
জয় পাই পাণ্ডব কৌরব পরাজয়।
কহিল সকল কথা শুন মহাশয়॥) ৫৯২
এত বলি কর্ণবীর প্রবোধিলা যবে।
আলিঙ্গন দিয়া কৃষ্ণ নেউটিলা তবে॥ ৫৯৩
চিন্তায় আকুল কুন্তী বুঝি বলাবল।
কৌরবের মূল কর্ণ হইল কেবল॥ ৫৯৪
কর্ণবীর মোর পুত্র জন্মিল উদরে।
মোর বাক্য অন্যথা হইবে কোনকালে॥ ৫৯৫

রজনীতে চিন্তিয়া কুন্তী সার কৈল মনে।
প্রভাতে গঙ্গার তীরে চলিলা আপনে॥ ৫৯৬
স্নান করি কর্ণবীর ধ্যান সন্ধ্যা মনে।
পূর্ব্বমুখে আছে কর্ণ সূর্য্য উপাসনে॥ ৫৯৭
যাবত করএ কর্ণ সূর্য্যমন্ত্র জাপ।
পাছে থাকিয়া কুন্তীদেবী পাএন রৌদ্রতাপ॥ ৫৯৮
ধর্ম্ম আরাধনা করি কর্ণ মহাবীর।
প্রণাম করিল ত্রীর করি পরিহার॥ ৫৯৯
তোমার তনয় মুঞি রাধার নন্দন।
অবধান করো তোমা কবএ বন্দন॥ ৬০০
কুন্তী বলে পুত্র তুমি না জান আপন।
নহত মহাবীর তুমি রাধার নন্দন॥ ৬০১
সূর্য্য জন্ম দিল মুঞি ধরিনু উদরে।
(কবচ-কুণ্ডল-ধারী দিব্য কলেবরে॥ ৬০২
মোর পাঁচ পুত্র তোর ভাই সহোদব।
সভে হইবেন তোর অনুচর॥ ৬০৩
অর্জ্জুনে অর্জ্জিল রাজ্য লাভে নিল আনে।
আপনি কাড়িয়া আন রাজ্য বিদ্যমানে॥ ৬০৪
রাজ্যসুখ ভুঞ্জত পুত্র না কর সম্ভ্রম।
কৌরবে দেখুক কর্ণ-অর্জ্জুন-সমাগম॥ ৬০৫
যুধিষ্ঠির আদি ছয় ভাই হও একঠাই।
তোমার দুর্ল্লভ আর এভুবনে নাই॥ ৬০৬
সূতপুত্র হেন নাম ঘুচুক তোমার।
হিত উপদেশ পুত্র শুনহ আমার॥ ৬০৭
কুন্তীর বচনে কর্ণ দিলেন উত্তর।
তোমাক কহিতে মাতা বড়ই দুষ্কর॥ ৬০৮
প্রথমে আমারে তুমি করিলাত ত্যাগ।
এই সে কারণে [illegible] পাইলাও ভাগ॥ ৬০৯

ক্ষত্রিয়-সভাতে যদি জানিত লোকে।
রাজার সভাতে তবে পূজিত মোকে॥ ৬১০
(সূতপুত্র হইলুঁ মুঞি সংসারে বিদিত।
কোন মতে হৈনু মুঞি ক্ষত্রিয়পূজিত॥) ৬১১
কার্য্যকালে না যাইলা গোঁয়াইলা সময়।
না করিলা দয়া মোরে আপদের ভয়॥ ৬১২
কৃষ্ণার্জ্জুনসম্ভ্রমে ত্রাসিত সর্ব্বলোক।
হেনকালে জননী আসি জানাইলা মোক॥ ৬১৩
বলিবা কৌরবগণ কর্ণভয় পাইল।
ভাই বলি পাণ্ডবের দলে সাধাঁইল॥ ৬১৪
অর্জ্জুন মারিয়া মুঞি যশ যবে পাও।
অথবা অর্জ্জুন বাণে স্বর্গলোকে যাও॥ ৬১৫
দেবগণে স্বর্গে যেন ইন্দ্র-আরাধন।
সকল কৌরবগণ আমারে পূজন॥ ৬১৬
দুর্য্যোধন লাগি মুঞি তেজিমু জীবন।
এই সত্য মোহর প্রতিজ্ঞা-সাধন॥ ৬১৭
পঞ্চ পুত্র তোমার রহিল পৃথিবীতে।
আমা সমেত কিবা অর্জ্জুন সহিতে॥ ৬১৮
কুন্তী বলে সত্য কর মোর বিদ্যমানে।
আর চারি পুত্র মোর না মারিবা রণে॥ ৬১৯
প্রতিজ্ঞা করিল কর্ণ কুন্তীর গোচরে।
আপন মন্দিরে গেলা কর্ণ ধনুর্দ্ধরে॥ ৬২০
হস্তিনাপুর হইতে কৃষ্ণ গেলা যবে।
পাণ্ডবেরে সর্ব্ব কথা কহিলেন তবে॥ ৬২১
পুনরপি পুছিলেন ধর্ম্মনরপতি।
অনুক্রমে সকল কথা কহিলা শ্রীপতি॥ ৬২২
বিরলে কহিলেন কুন্তী-বিদুর-সম্বাদ।
দুর্য্যোধনের সঙ্গে যত আছিল বিবাদ॥ ৬২৩

সর্ব্ব কথা কহিলেন নিশ্চয় করিবে রণ।
যুধিষ্ঠির কহিলেন শুন ভ্রাতৃগণ ॥ ৬২৪
যত কথা কহিলেন দেবকীনন্দন।
অহঙ্কারে না শুনিল মূঢ় দুর্য্যোধন ॥ ৬২৫
নিশ্চয় হইব রণ করহ সন্ধান।
সপ্ত অক্ষৌহিণী মোর কর আগুয়ান ॥ ৬২৬
সেনা সব ভাগ কর কর সেনাপতি।
সৈন্যসাজনে কর কৃষ্ণ অনুমতি ॥ ৬২৭
কৃষ্ণ তবে বলিলেন শুন নরপতি।
সর্ব্ব সৈন্য সাজাহ আমার অনুমতি ॥ ৬২৮
বিবিধ বিধানে বাদ্য বাজএ তুমুল।
গজ বাজী রথধ্বজ কটক বহুল ॥ ৬২৯
আছে সব সেনাপতি ইন্দ্রের সোসর।
ভীমসেন ধনঞ্জয় মাদ্রীর কোঙর ॥ ৬৩০
যুযুধান ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রৌপদ স্নুন্দর।
অভিমন্যু বিরাট দ্রুপদ নৃপবর ॥ ৬৩১
হেন বাক্য বলিলেন উঠিল মহারোল।
সর্ব্ব সৈন্য জয়২ না শুনি কারো বোল ॥ ৬৩২
জয়ধ্বনি করিয়া করিল সিংহনাদ।
ত্রিভুবন জুড়িয়া যেন পড়ে পরমাদ ॥ ৬৩৩
আর দিন প্রভাতে দেখিয়া শুভক্ষণ।
কুরুক্ষেত্রে চলিলেন করিবারে রণ ॥ ৬৩৪
সেনা সন্নিধান আসি বলিল কুতূহল।
পরীক্ষা দেখি কাটহ বৃক্ষের মূল ॥ ৬৩৫
বিস্তর চোট মারিয়া রাজারে দেখাইল।
নানাবিধ প্রকারে সব নানা বৃক্ষ কাটিল ॥ ৬৩৬
নানা অস্ত্র কবচ বিবিধ লৌহ মন্ত্র।
সব পৃথ্বীর ভরিয়া লইল ধনুর্ব্বলতন্ত্র ॥ ৬৩৭

যুদ্ধসজ্জা হইয়া কুরুক্ষেত্রে আইল।
চরে গিয়া দুর্য্যোধন রাজারে কহিল॥ ৬৩৮
তবে কর্ণ দুঃশাসন শকুনি সহিত।
যুক্তি করে দুর্য্যোধন কপটপণ্ডিত॥ ৬৩৯
ক্রুদ্ধ হইয়া কৃষ্ণ না কৈল সন্ধান।
পূর্ব্ব দুঃখ স্মরন্তি সেই পাণ্ডবপ্রধান ॥৬৪০
রাজার আদেশ পাইয়া সাজে কুরুবল।
নানা বাদ্য বাজএ সৈন্যের কোলাহল॥ ৬৪১
টলমল পৃথিবী উথলে জলরাশি।
কেহ কিছু না শুনে হস্তিনাপুরবাসী॥ ৬৪২
গজবাজি ধ্বজ ছত্র পতাকা বহুতর।
সাজিল সব কুরুবল সৈন্যসাগর॥ ৬৪৩
একাদশ অক্ষৌহিণী করিল সন্ধান।
রাজার আদেশে সব হইল সাবধান॥ ৬৪৪
স্তুতি করি ভীষ্মেরে বলিল দুর্য্যোধন।
মহাবীর রণঞ্জয় বলে সর্ব্বজন॥ ৬৪৫
আগু যুদ্ধে হইবা মোর সেনাপতি।
তুমি বহি কৌরবের আন নাহি গতি॥ ৬৪৬
তবে ভীষ্ম কহিলেন করিব আমি রণ।
আমি অস্ত্র ধরিতে কর্ণ না করিবা রণ॥ ৬৪৭
কর্ণ বলিলেন আমি অস্ত্র না ধরিব।
যতক্ষণ পিতামহ যুদ্ধ করিব॥ ৬৪৮
হেন কালে দুর্য্যোধন করে অহঙ্কার।
পাণ্ডবেরে পাঠাইল উলূক রায়বার। ৬৪৯
বলহ উলূক তুমি পাণ্ডবে গিয়া বল।
দেখহ আমার সৈন্য সত্বর তুমি চল॥ ৬৫০
[illegible] মুখে তুমি পাঠাইল বলিয়া।
জিনহ বসুদেবপুত্র সহায় করিয়া॥ ৬৫১

সংগ্রামের কাল এই হইল উপস্থিত।
যত শক্তি থাকে তত করহ বিহিত ॥ ৬৫২
যুধিষ্ঠিরেরে কহিও করিতে ক্ষত্রিয়কার্য্য।
পরিহর তোমরা সবে বিড়াল ব্রহ্মচর্য্য ॥ ৬৫৩
কোথা ধর্ম্ম কোথা কর্ম্ম কোথা জ্ঞাতিবধ।
ধার্ম্মিক বলন্তি তারে কোন মুগধ ॥ ৬৫৪
পঞ্চখানি গ্রাম মাগিলা না দিলা তোকে।
আমার সনে যুদ্ধ পাইল কাল পরিপাকে ॥ ৬৫৫
পাণ্ডবের সাক্ষাতে বলিহ কৃষ্ণে বীরদাপ।
বাখানে পাণ্ডব সব তাহার প্রতাপ ॥ ৬৫৬
সভামধ্যে মায়া কৈলে যেন রূপ করি।
অর্জ্জুন সহিত আইস তেন রূপ ধরি ॥ ৬৫৭
ইন্দ্রজাল মায়া করিল বিশেষ।
বিভীষিকা দেখাইয়া মোহিল সর্ব্বদেশ ॥ ৬৫৮
মুঞি পারোঁ কত কুহক সৃজিতে।
আকাশ পাতাল পারোঁ বিচিত্র করিতে ॥ ৬৫৯
অর্জ্জুন সহিত আজি আইস এক রথে।
যুদ্ধ করি দেখাইমু পুরুষকের পথে ॥ ৬৬০
ভীমেরে কহিও কর্ম্ম সবে আপনার।
বিরাট রাজার আছিলা সূপকার ॥ ৬৬১
দুঃশাসনেব রুধির পিবা করিষাছ সত্য।
আপনা প্রতিজ্ঞা কেন না কর অবশ্য ॥ ৬৬২
অর্জ্জুনেরে সকল বলিহ করহ অহঙ্কার।
সভায় দেখিল যতেক করিল বিচার ॥ ৬৬৩
দ্রৌপদীর পরাভব যত পরিহাস।
রাজ্য ছাড়ি দুঃখ পাইলা বনবাস ॥ ৬৬৪
সহদেব নকুলেরে বলিহ বুঝাই।
আমার সঙ্গে যুদ্ধ ভাৰ্য্যা করুক দুই ভাই ॥ ৬৬৫

বনবাসে দুঃখ যত দে

বুঝিব তোমারে আমি ৫

বিরাট দ্রুপদাদি যত মহা

আমার দর্প কহিও সভার ক... ॥ ৬৬৭

যত শক্তি থাকে আসি করহ সংগ্রাম।

পৃথিবীতে লুকাইব পাণ্ডবের নাম॥ ৬৬৮

রাজআজ্ঞায় উলুক হইয়া গেলা দূত।

বসিয়াছেন যুধিষ্ঠির বিক্রমে অদ্ভুত॥ ৬৬৯

সর্ব্ব কথা উলুক কহিল গিয়া যবে।

শুনিয়া উত্তর দিল সকল পাণ্ডবে॥ ৬৭০

কহ গিয়া উলুক মুগধ দুর্য্যোধনে।

হিতের কারণে রাজা পাঠাইল জনার্দ্দনে॥ ৬৭১

কাল পাইল সেই না শুনিল কার বোল।

কহিও তাহারে সত্য মৃত্যু দিল কোল॥ ৬৭২

কালি যুদ্ধ করিয়া পাঠাইমু যমঘর।

প্রতিজ্ঞাপালন মোরা করিব বর্ব্বর॥ ৬৭৩

যদি রুদ্র যম তোর হএত সহায়।

পাণ্ডবের হাতে তোর অল্পআয়ু হয়॥ ৬৭৪

দুঃশাসন রণভূমে সাজিয়া আসুক ধড়ি।

অবশ্য রুধির পিমু তার হৃদয় উপাড়ি॥ ৬৭৫

ভীষ্মও রাখিতে তোমা না পারিবা রণে।

প্রতিজ্ঞা আমার সেই দেখিব আপনে॥ ৬৭৬

হাসিয়া বলেন অর্জ্জুন ধনুর্দ্ধর।

সেই সে পুরুষ বলি বীর অবতার॥ ৬৭৭

পরের পৌরুষ ধরিয়া করএ বিক্রম।

ইহারে বলএ লোকে পুরুষ অধম॥ ৬৭৮

ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ বলিল উলুকে।

রুষিল পাণ্ডব সব যম ...ন ডাকে॥ ৬৭৯

...ঠাএ পুন।
...ব বিদ্যমান ॥ ৬৮০
...উলূকের ঠাঁই।
...র বচনে ...র বলিহ বুঝাই ॥ ৬৮১
...নার বল জানি আমারে বলসি।
তাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম মনে না গুণসি ॥ ৬৮২
...টপিপীলিকা বধ আমার দুষ্কর।
আছে প্রাণের সম জ্ঞাতি-সহোদর ॥ ৬৮৩
ধর্ম্মাধর্ম্ম বুঝিয়া করিল উপশম।
মাগিয়া পাঠাইল পঞ্চখানি গ্রাম ॥ ৬৮৪
তখন না শুনিল কৃষ্ণের বচনে।
কহ গিয়া তার ফল দিমু কালি রণে ॥ ৬৮৫
নকুল গর্জ্জিল তবে তাহার কথা শুনি।
সহদেব বিস্তর বলিল দর্পবাণী ॥ ৬৮৬
কহিল উলূক গিয়া সকল কথন।
সসৈন্যে ধাইল তবে রাজা দুর্য্যোধন ॥ ৬৮৭
বিজয়পাণ্ডবকথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি ॥ ৬৮৮
জন্মেজয় রাজা বলে শুন মুনিবর।
উলূক কহিল গিয়া এ সব উত্তর ॥ ৬৮৯
তবে কোন কর্ম্ম করিলা রাজা দুর্য্যোধন।
কোন কর্ম্ম করিলা যুধিষ্ঠির মহাজন ॥ ৬৯০
বৈশম্পায়ন বলে তবে শুন নৃপবর।
দুই সৈন্য হইল ক্রমে একেশ্বর ॥ ৬৯১

উদ্যোগপর্ব্ব সমাপ্ত।